সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৫৮

চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী বান্ধব
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩২৩

মূল্য— মূল-পরিষদের সদস্যপক্ষে না। ৩৩া-
শাখা-পরিষদের সদ র গৌরব বাড়াইবার
সাধারণপক্ষে

মুখবন্ধ

বসন্ত বাবুর নিতান্ত ইচ্ছা, আমি এই পুস্তকের একটা মুখবন্ধ লিখিয়া দিই। তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। কিছু লিখিতে হইল।

আমি তখন সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলাম। এক দিন বসন্ত বাবু আমাকে সংবাদ দিলেন, তিনি চণ্ডীদাসের একখানি নূতন পুস্তক আবিষ্কার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কেহ উহার অস্তিত্ব জানিত না। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পরে যখন পুথিখানি দেখিলাম, তখন দেখিলাম, একটা নূতন জিনিষ বটে।

চণ্ডীদাসের নামে বাঙ্গালী চিরকাল মুগ্ধ;—চণ্ডীদাসের নূতন গ্রন্থের নামে চমক লাগিবারই কথা। সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় চণ্ডীদাসের অনেক নূতন পদ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের শৈশবেই আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় পরিষৎ-পত্রিকায় অনেকগুলি নূতন পদ প্রকাশ করেন। নীলরতন বাবু বীরভূমির অধিবাসী—তিনি তখন কীর্ণাহার ইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন,—এখন রামপুর হাটে শিক্ষকতা করেন। তিনি পরে আরও বহুসংখ্যক পদের সন্ধান পান। তাঁহার সংগৃহীত পদগুলি তিনি পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশার্থ আমার হাতে দিয়াছিলেন—পরিষৎ তাঁহাকেই সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় চণ্ডীদাসের পদাবলী পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পদাবলীমধ্যে তাঁহার আবিষ্কৃত ঐ সকল পদ স্থান পাইয়াছে। নীলরতন বাবুর সম্পাদিত পদাবলীতে ৮৩০টি পদ আছে;—ইহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এতগুলি পদ আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

নীলরতন বাবুর সম্পাদিত এবং পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল; কিছু প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। প্রথম প্রশ্ন উঠে, চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই পদটি বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মানে কি? প্রশ্নটি সমীচীন বটে। জাল চণ্ডীদাস যে জন্মে নাই, তাহা কেহ হলপ করিয়া বলিতে পারিবেন না। চণ্ডীদাসের নামের এমন মাহাত্ম্য যে, অনেক অকবিও স্বরচিত পদের গৌরব বাড়াইবার

জন্য চণ্ডীদাসের ভণিতা চালাইয়া থাকিবেন। চালাইয়া থাকিবেন কেন, এরূপ অনেক পদ নিশ্চয় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ পদটি আসল চণ্ডীদাসের, আর কোন্‌টি নকল বা জাল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি? এ বিষয়ের আলোচনায় দুই রকম প্রমাণ আবশ্যক হয়—বাহিরের প্রমাণ ও ভিতরের প্রমাণ। চণ্ডীদাসের পদাবলী সঙ্কলন ব্যাপারে কোনরূপ বাহিরের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভিতরের প্রমাণ ভাষা ও ভাব লইয়া। কোন একটি পদের বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, এই ভাষা চণ্ডীদাসের সময়ে প্রচলিত ভাষা বটে কি না এবং চণ্ডীদাসের নিজস্ব ভাষা বটে কি না? বসন্ত বাবুর আবিষ্কৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে একবারে প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, চণ্ডীদাসের কোন পদই অবিকৃত নাই—এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত কিছু পদ বাহির হইয়াছে, সকল পদেরই ভাষা হালের ভাষা। চণ্ডীদাসের সময়ের ভাষা—চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা—এত কাল অজ্ঞাত ছিল। এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত পদ চলিয়া আসিতেছে, কোনটার ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা নহে। তার পরে দেখিতে হইবে যে, এই পদের ভাব চণ্ডীদাসের যোগ্য কি না—চণ্ডীদাসের কলম হইতে এইরূপ জিনিষ বাহির হইতে পারে কি না? পাঠকের রুচিভেদ অনুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। একের মতে যাহা চণ্ডীদাসের যোগ্য, অন্যের বিবেচনায় তাহা হয় ত সম্পূর্ণ অযোগ্য। বর্ত্তমান অবস্থায় কোন সম্পাদকের বিবেচনায় ভর করিয়া কোন পদকে খারিজ করা নিরাপৎ নহে। আমার বিবেচনায় চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখিলেই এখন তাহা প্রকাশ করা উচিত—ভবিষ্যতে সমালোচনার সময় আসিবে—বিচার-বিতর্কের পর স্থির হইবে, কোন্‌টা আসল, আর কোন্‌টা নকল।

নীলরতন বাবু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত সকল পদকেই পদাবলীমধ্যে স্থান দিয়াছেন। বিচারের ভার তিনি নিজের উপর লন নাই—সাহিত্য-সমাজের উপর ফেলিয়াছেন। আমার বিবেচনায় তিনি ভালই করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিতর্ক উঠিয়াছিল, বানান লইয়া। পদাবলীর পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা কেবল রসলিপ্সু, তাঁহারা কোন্ শব্দের বানান কিরূপ হইবে, তজ্জন্য আদৌ ব্যাকুল নহেন। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থ কেবল কাব্য-রস-পিপাসুর জন্য প্রচারিত হয় না। এ কালে ভাষা-বিজ্ঞান নামে একটা বিজ্ঞানবিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছে; সাহিত্য-পরিষৎ মুখ্যতঃ ঐ বিজ্ঞানামোদীদের মুখ

চাহিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন। এই বিজ্ঞান নিতান্ত নীরস বিদ্যা। ইহা চণ্ডীদাসের পদেরও সমুদয় রস নিংড়াইয়া ফেলিয়া কেবল তাহার ছিবড়া ভক্ষণের জন্য লালায়িত। চণ্ডীদাসের নিকট রামী রজকিনীর প্রেম নিকষিত হেমতুল্য ছিল কি না, ভাষা-বিজ্ঞান তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত নহেন; রামীর নাম চণ্ডীদাস দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত, না হ্রস্ব-ই-কারান্ত করিয়া লিখিতেন, তাহা স্থির না করিতে পারিলে এই বিজ্ঞানের সোয়াস্তি হয় না। রজকের স্ত্রী কত কাল হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন এড়াইয়া রজকী হইতে রজকিনীতে পরিণত হইয়াছে, তজ্জন্য এই বিজ্ঞানবিদ্যার শিরঃপীড়া ঘুচে না। সাহিত্য-পরিষৎ এই বিজ্ঞানবিদ্যার খাতিরে পুরাণ পুথি পাইলেই তাহার "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" বানান বজায় রাখিয়া ছাপিতে দেন। একাধিক পুথি পাইলে, তাহার মধ্যে একখানিকে আদর্শ পুথি ধরিয়া তাহার বানান অনুসরণ করেন, আর অন্য পুথির বানান-ভেদ ছোট হরপে ফুটনোটে পাঠান্তরস্বরূপে প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য—এই সকল পাঠভেদ মিলাইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলিবে এবং সে কালে বাঙ্গালা শব্দের বানান এবং উচ্চারণ কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে একটা মীমাংসা হইবে। সাধারণ পাঠকে এই পণ্ডিতের লড়াইয়ে কৌতুক দেখে;—ফলে এই হয় যে, পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী-ভুক্ত মুদ্রিত পুস্তকের পাতা উল্টাইতে সাধারণ পাঠকের আতঙ্ক হয়; উহা অপাঠ্য বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়; বহিগুলি পোকায় কাটে এবং অবশেষে কাগজের দামে বেচিতে হয়।

নীলরতন বাবুর সঙ্কলিত পদাবলীতে পরিষদের এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। নীলরতন বাবু বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য্য রাখিয়া চণ্ডীদাসের যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং সংস্করণ বাহির করিতে পারেন নাই বা সম্মত হন নাই। পরন্তু নিজের খেয়ালের উপর বানান সংশোধন করিয়া—এ কালের বানান বসাইয়া পদাবলী ছাপাইয়াছেন। ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁহার সঙ্কলিত পদাবলী সুপাঠ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানের তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে ঐ সংস্করণ অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। এ জন্য নীলরতন বাবু তিরস্কারের ভাগী হইয়াছেন এবং আমিও এই অপকর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়াছি বলিয়া কিঞ্চিৎ গঞ্জনা পাইয়াছি।

কিন্তু বসন্ত বাবু কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন আবিষ্কারের পর এখন দেখি-

তেছি, নীলরতন বাবুরই জিত। পুরাতন পুথির পুরাতন বানান রক্ষা করিবার জন্য তিনি যদি পরিশ্রম করিতেন, তাহা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হইত। এই নব-প্রকাশিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা যদি চণ্ডীদাসের ভাষা হয়, তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের যত সংস্করণ বাহির হইয়াছে, যত পদ সংগৃহীত হইয়াছে, যত পুথি লইয়া আলোচনা হইয়াছে—কোনটারই ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা নহে, সর্ব্বত্রই খাঁটি চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বিকৃত, রূপান্তরিত, 'আধুনিকতাপাদিত' হইয়া গিয়াছে। এত কাল আমরা যে ভাষাকে চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া জানিতাম, সে ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষাই নহে—তাহা এ কালের ভাষা—চণ্ডীদাসের তুলনায় অত্যন্ত এ কালের ভাষা—গায়কদের হাতে এবং পুথিলেখকদের হাতে পড়িয়া আধুনিক ছাঁচে ঢেলা ভাষা। সে ভাষা যখন চণ্ডীদাসের ভাষাই নহে, তখন সে ভাষার বানানের খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হইত। যিনি এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের পাতা উল্টাইবেন, তিনিই এই কথায় সায় দিবেন। এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে—তাহাও খণ্ডিত, শেষের কতকগুলা পাতা নাই। একখানি মাত্র পুথি বলিয়া ইহা অবিকল ছাপান সম্ভবপর হইয়াছে—প্রত্যেক শব্দের বানান অবিকৃত করিয়া ছাপিবার চেষ্টা হইয়াছে। ছাপাখানার কল্যাণে হয় ত ভুলভ্রান্তি থাকিয়া গিয়াছে—তথাপি মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত এত সাবধানতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই। গ্রন্থখানির মাহাত্ম্য এতই অধিক যে, পরিষদের অর্থ-সামর্থ্য থাকিলে ইহার আত্মোপান্ত ফটোগ্রাফ করিয়া ছাপান উচিত হইত। যাহা হউক, বসন্তরঞ্জন বাবু যেরূপ যত্নের সহিত ইহার খুঁটিনাটি বজায় রাখিয়া, ইহার সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্বদ্বল্লভ উপাধি সার্থকই হইয়াছে।

কয়টি বিশিষ্ট কারণে গ্রন্থখানি মহামূল্য। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া আমি বিদায় লইব।

প্রথম পুস্তকের রচনা-কাল। সন-তারিখের সমস্যা এ দেশের ইতিহাসে সব চেয়ে জটিল সমস্যা। যুধিষ্ঠির হইতে বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব হইতে কালিদাস, কালিদাস

হইতে লক্ষ্মণ সেন, কোন ব্যক্তিরই আবির্ভাব-তিরোভাবের বৎসর-তারিখ নিঃসংশয়ে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই—পণ্ডিতেরা কেবলই মাথা খুঁড়িতেছেন ও কথা কাটা-কাটি করিতেছেন। চণ্ডীদাস ত দূরের কথা। সে কালের বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িতা দের কেহ গ্রন্থশেষে আপনার বংশপরিচয় দিতেন, কেহ বা দয়া করিয়া রচনার কালটা দিবারও চেষ্টা করিতেন। যিনি পুথি নকল করিতেন, তিনিও গ্রন্থশেষে আপনার নাম-ধাম ও নকল করিবার তারিখ দিতেন। কিন্তু আমাদের এমনই ভাগ্য-দোষ যে, পুরাণ পুথির শেষের দিক্‌টাই হয় ত খণ্ডিত হইয়া পড়ে, অথবা শেষ পাতাটা বর্ত্তমান থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের পোকা ঠিক্ তারিখের অঙ্কটাই পছন্দ করিয়া কাটিয়া ফেলে। কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ-পরিচয় দিতে গিয়া রচনার বার, তিথি, নক্ষত্র, অতি সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করেন, কেবল বৎসরটা নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া যান। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ এত দিন লুপ্ত ছিল, এত কালে ব্যক্ত হইল বটে, কিন্তু শেষ দিকে খণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। কাজেই পুথির মধ্যে উহার কালনির্ণয় হইল না। চণ্ডীদাসের কোন পরিচয় গ্রন্থশেষে ছিল কি না, জানা গেল না; হয়ত ছিল না। কিন্তু পুথিখানি কে কবে নকল করিয়াছেন, তাহার পরিচয় হয় ত ছিল। কিন্তু তাহাও লুপ্ত থাকিল, ব্যক্ত হইল না। এখন পুথির হরফ দেখিয়া পণ্ডিতেরা তর্কবিতর্ক করুন। শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার আলোচনা পাঠকেরা এই গ্রন্থের ভূমিকায় দেখিবেন। তিনি বলেন—এই পুথিখানিই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম বাঙ্গালা হরপের পুথি—উহার চেয়ে পুরাণ পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। হরপ দেখিয়া তিনি অনুমান করেন, পুথির তারিখ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে পারে—সম্ভবতঃ ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই হইতে পারে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পুথিখানি হয় ত চণ্ডীদাসের সমসাময়িক;—কেন না, চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকালকে উহার আগে টানিয়া লওয়া চলে না। এই পুথি চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত হইতেও পারে, এইরূপ কল্পনাতেও আনন্দ পাওয়া যাইবে। চণ্ডীদাসের নিজের হাতে লেখা না হইলেও তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার সমসাময়িক লোকের হাতে লেখা হইতে পারে। বাঙ্গালা হরপের উৎপত্তি ও পরিণতি বিচার যে সকল পণ্ডিতের ব্যবসায়, এই পুথিখানি তাঁহারা সমাদরে গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয় কথা—গ্রন্থের ভাষা। যাঁহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহাদের কাছেও এই গ্রন্থ পরম আদরে গৃহীত হইবে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম বাঙ্গালার খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া গেল। সেই ভাষা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে এখানে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার উপরে হাত ফলাইতে কেহ অবকাশ পায় নাই। শূন্যপুরাণের ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা হইতে প্রাচীন বটে, কিন্তু শূন্যপুরাণের পুথি তত পুরাণ পুথি নহে, কাজেই সেখানে নমুনা খাঁটি নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভাষা আরও প্রাচীন—এত প্রাচীন যে, ঐ ভাষা বাঙ্গালা বটে কি না, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও পুথির বয়স ও ভাষার বয়স সমান নহে, নমুনা হয় ত খাঁটি নাই। যাহা হউক, বৌদ্ধ গান ও দোঁহা,—তার পরে শূন্যপুরাণ,—তার পরে এই চণ্ডীদাস,—প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস নিরূপণে পর পর এই তিনটা ধাপ পাওয়া গেল। এখন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও পরিণতি নিরূপণে ভাষাতত্ত্বের অধিকারী পণ্ডিতেরা দশ বৎসর ধরিয়া বিতণ্ডা চালাইবার সুযোগ পাইলেন। বসন্তরঞ্জন বাবু নিজে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সুবিজ্ঞ—তিনি কোমর বাঁধিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই গ্রন্থেই পাঠকেরা তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের শেষে তিনি যে টীকা যোগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক শব্দের আলোচনায় যে সূক্ষ্ম বিচার আছে, সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি যে সকল প্রাদেশিক ভাষার সহিত তুলনামূলক আলোচনা আছে—তাহাতেই পাঠকেরা তাঁহার বল পরীক্ষা করিবেন। আমি অব্যবসায়ী,—আমি তাঁহার উপর বরাত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় Etymology প্রকরণে এই গ্রন্থের নমুনা যেমন কাজে লাগিবে, আর কোন গ্রন্থ বোধ হয়, তেমন লাগিবে না। কেন না, ইহাতে যে নমুনা আছে, তাহা খাঁটি নমুনা,—সাত নকলে আসল জিনিষটা নষ্ট হইতে পারে নাই।

তার পরে তৃতীয় কথা;—তবে সত্যই কি এই ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা? যে চণ্ডীদাসের ভাষার ধ্বনি এত কাল আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল করেছে মোদের প্রাণ—এই ভাষা কি সেই চণ্ডীদাসের? এত কাল

তবে আমরা যে ভাষার সুরে মুগ্ধ, অভিভূত, অবসন্ন হইতেছিলাম, সে ভাষা কি চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা নয়? একই চণ্ডীদাস কখনও এই দুই ধরণের ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান-রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন, বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্তবাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল—সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় চণ্ডীদাসের সুর পাওয়া যায় কি না, চণ্ডীদাসের পদের রস, তাহার উন্মাদনা, এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় আছে কি না, রসজ্ঞেরা তাহার বিচার করিবেন। আমাদের পক্ষে এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা অপরিচিত, অনভ্যস্ত, নূতন—আমাদের কাণে উহা অভ্যস্ত নহে। চণ্ডীদাসের সময়ে যাহারা চণ্ডীদাসের গান শুনিত, তাহাদের নিকট ঐ ভাষা পরিচিত ভাষা ছিল,—তাহাদের কাণ ঐ ভাষায় অভ্যস্ত ছিল—তাহারা ঐ ভাষার পদেই যে রস, যে উন্মাদনা পাইত, আমরা এখন তাহা পাইব না। কিন্তু এই প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যক; তাই প্রসঙ্গ তুলিয়া রাখিলাম।

সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা বসন্তরঞ্জন বাবু ইহা খাঁটি চণ্ডীদাসের লেখা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; আরও অনেক সুধী ব্যক্তি ইহা চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন;—আমিও সে বিষয়ে সংশয় করি না। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে—চণ্ডীদাসের এই লুপ্ত গ্রন্থ হইতে, বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পর্কে নানা সমস্যার সমাধান হইবে। বাঙ্গালা লিপির ইতিহাস, বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালা ছন্দের ইতিহাস, বাঙ্গালা পদসাহিত্যের ইতিহাস, ইত্যাদি নানা ইতিহাসের নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক

প্রশ্নই বড় প্রশ্ন—প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতদের মধ্যে বিচার-বিতর্ক আলোচনা চলিবে। কিন্তু এ সকল প্রশ্ন যতই গভীর হউক, এ সকল তত্ত্বকথার যতই মাহাত্ম্য থাকুক, চণ্ডীদাসের নামের মাহাত্ম্যে সে সকলই ক্ষুদ্র হইয়া যায়। চণ্ডীদাসের নামের ছাপ যে কবিতার উপরে আছে, তাহা তখনই তাহার প্রাদেশিকতা হারাইয়া মানব-সাহিত্যের কোঠায় গিয়া পৌঁছে—বাঙ্গালা সাহিত্যকে তখনই তাহা নিম্ন হইতে অতি ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয়।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥

কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের সেই হারাণ বাঁশীর উদ্ধার করিয়া সাহিত্য-পরিষদের জীবন সার্থক হইল—এবং বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের জন্মদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তেইশ বৎসর ধরিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে যে একমনে, তন্ময়চিত্তে, অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত পূজা করিয়া আসিতেছেন, আমি আজি পূর্ণানন্দে তাঁহাকে জানাইতেছি, তাঁহার পূজাও আজি সার্থক হইল। আমি তাঁহাকে বলিতেছি, আজি আপনি ধন্য হইলেন এবং আমার মধ্যবর্ত্তিতায় যদি এই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ আনুকূল্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহম্।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সম্পাদকীয় বক্তব্য

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন করিতে হইলে মুদ্রিত পুস্তকের উপর নির্ভর করা চলে না এবং উচিতও নয়। ছাপা বইর ভাষা প্রায়শঃ আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র—একবারে নূতন ছাঁচে ঢালা। ছাপাতে প্রাচীন রূপ পাইবার আশা বৃথা জানিয়া আমরা হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির তল্লাসে প্রবৃত্ত হই। কাজটা কিন্তু তত সোজা নয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পুথির সন্ধান কিরূপ ক্লেশকর ও আয়াসসাধ্য, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝান সুকঠিন। সুদূর মফঃস্বলের সর্ব্বত্র যান-বাহন সুলভ নহে। পথ কোথাও দুর্গম, কোথাও নাই বলিলেও হয়। ছোট-বড় অসুবিধা ঢের। আকর্ষণ—স্বভাবের শোভা দর্শনে সুযোগ, তথা সমাজের সকল স্তরের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলনে অবসর। এই অনুসন্ধান-কার্য্যে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; এক-ক্ষেত্রে জীবন-সংশয় ঘটনা ঘটে। এত সত্ত্বেও পুথি খোঁজায় একটা মোহ ছিল, কি জানি, কেমন একটু সুখ পাইতাম। তাহারই প্রলোভনে পুনঃপুন পুথির অন্বেষণে বাহির হইয়া আমরা আট শতের অধিক পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং বিলোপ-সাধন আশঙ্কায় ক্রমশঃ সকলগুলিই পরিষৎকে উপহার দিয়াছি।

পুথি

বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সালে উহা পরিষদের জন্য আহৃত হয়। পুথির আকার, ১৩¼ × ৩½ ইঞ্চি। তুভাঁজ-করা তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠা লেখা, মধ্যস্থলে ছিদ্র। পুথি খণ্ডিত; পত্রসংখ্যা ৩-৮, ১০-১৫, ১৭।২-১৮, ১৯।২-৪০, ৪২-৮৮।১, ৮৯-৯৩।১, ৯৪-৯৭, ৯৮।২-১০৩, ১১২-১৪৪, ১৫২-২২৬। ১৫ পত্র পর্য্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি এবং তাহার পর হইতে ৭ পঙ্‌ক্তি করিয়া। সুখপাঠ্য না হইলেও অক্ষর সুন্দর ও সুগঠিত। পুথিতে দুই হাতের লেখা বেশ সুস্পষ্ট; ১৭৬।১, ২০৪-২০৫।১, ২১২, ২১৭।২-২২২।১ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় হাতের এবং ৩০, ১১৫ সংখ্যক পাতা তৃতীয় হাতের লেখা ও পরবর্ত্তী যোজনা মনে হয়। তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অনুকরণ যে, বিশেষভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না। অবশিষ্ট অর্থাৎ

পুথির অধিকাংশ প্রথম হাতের লেখা। ৬।২ ও ৭৩।২ পৃষ্ঠার উপরে পার্শীর মত কি লিখিত আছে। ৭৩।২ পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে তিন পঙ্‌ক্তি কাইতি অক্ষর, সম্ভবতঃ কাহারও নাম হইবে।

এক রাশ পুথির সঙ্গে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বন-বিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকারে ছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা আপনাদিগকে প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্র-বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। পুথির সহিত প্রাপ্ত এক খণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক কীর্ত্তনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর-রাজের পুথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত।

পুথির আদ্যন্ত-বিহীন খণ্ডিতাংশে কবির পরিচয়, রচনাকাল, লিপিকাল প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নাই; এমন কি, পুথির নামটি পর্য্যন্ত না। দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস-বিরচিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এত দিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুথিই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দ্দেশ করা হইল।

কবি

কবির সম্বন্ধে কোন নূতন সংবাদ দিতে পারিব, এরূপ ভরসা আমাদের মোটেই নাই। একেবারে নীরব থাকাও অশোভন, অগত্যা দু'কথা বলিতে হইল। পুঁজি অল্প ক'একটি প্রাচীন পদ। তবে সেগুলিকে যদি কেহ অবিশ্বাস করেন, আমরা নাচার।

চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতি কবিগণের রচিত পদ শুনিয়া প্রেমে পুলকিত হইতেন।[১] জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের প্রারম্ভে চণ্ডীদাসের নাম করিয়াছেন।

১ চৈতন্যচরিতামৃতে,—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥
—মধ্য, ২য় পরিচ্ছেদ

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥
—মধ্য°, ১০ম পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥
মধ্যে মধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন (প্রভু) প্রলাপ করিয়া ॥
—অন্ত্য°, ১৭শ পরিচ্ছেদ।

নরহরিদাসের পদে,-

জয় জয় চণ্ডী- দাস দয়াময়
মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ন
গাওত জগত জনে ॥
বিপ্রকুল ভূপ ভুবনে পূজিত
অতুল আনন্দদাতা।
যার তনু মন রঞ্জন না জানি
কি দিয়া করিল ধাতা ॥
* * * *
শ্রীরাধা-গোবিন্দ কেলি বিলাস যে
বর্ণিলা বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরূপম মহী
ব্যাপিল যাহার গীতে ॥
শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপ পতি
শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া।
যার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ
রায় রামানন্দ লৈয়া ॥
—প° ক°ত°, ১ম শা°, ১ম পল্লব।

বৈষ্ণবদাসের পদে,-

জয় জয়দেব কবি- নৃপতি-শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডী- দাস রস-শেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম ॥

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥[২]

বহু প্রাচীন পদে চণ্ডীদাসের বর্ণনা পাওয়া যায়; তন্মধ্যে 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দুহুঁ জন পিরীতি' আদি চারিটি পদে চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির কবিতা-বিনিময়, সুরধুনী-তীরে সাক্ষাৎকার ও রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে।[৩] চণ্ডীদাসের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় কবিদ্বয়ের মিলন ভাগীরথী-কূলে কেমন করিয়া হয়, তাহা বুঝিতে পারেন নাই।[৪] শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় বিদ্যাপতিকে স্থলপথে আনিয়া বিষয়টি একটু জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।[৫] বস্তুতঃ কথা অতি সহজ। তখনও শের শাহের শড়ক নির্ম্মিত হয় নাই। সে কালে মিথিলা হইতে গৌড়ে আসিতে হইলে জলপথই অপেক্ষাকৃত সুগম ছিল। বিদ্যাপতি রূপনারায়ণপদাঙ্কিত মহারাজা শিবসিংহের সহযাত্রীরূপে গঙ্গাবতরণ-পথে আসিয়া থাকিবেন। শিবসিংহ ২৯৩ ল-সং (১৪০০ খ্রীঃ) সিংহাসনারোহণ করেন।[৬] তিনি সবে সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ঐ সময়ের মধ্যে অথবা তৎপূর্ব্বে প্রাচ্যখণ্ডের দুই জন শ্রেষ্ঠ কবির শুভ সম্মেলন সংসাধিত হয়।

অদ্বৈতাচার্য্য বিদ্যাপতির মুখে সুমধুর গীতালাপ শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন।[৭] যত দূর জানা যায়, তাহাতে তিনি চণ্ডীদাসের সম্পর্কে আসেন নাই। হয় ত চণ্ডীদাস তখন পরলোকে।

> যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
> গদ্য পদ্যময় গীত।
> প্রভু মোর গৌর- চন্দ্র আস্বাদিলা
> রায় স্বরূপ সহিত ॥—পঃ কঃ তঃ, ১ম শাখা, ১ম পল্লব।

২ পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৭, পৃষ্ঠা ৩।

৩ পদকল্পতরু, ৪র্থ শাখা, ২৬শ পল্লব।

৪ চণ্ডীদাসে'র ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৮।

৫ চণ্ডীদাস-চরিত, পৃষ্ঠা ৬১।

৬ বিদ্যাপতির পদাবলী (পরিষৎ-সংস্করণ), পৃষ্ঠা ৫৩১।

৭ ঈশান নাগরকৃত অদ্বৈত-প্রকাশ, ৪র্থ অধ্যায়।

কেহ কেহ নিম্নলিখিত কবিতাংশ উদ্ধার করিয়া বলেন, ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রীঃ) চণ্ডীদাস পদাবলীর রচনা শেষ করিয়াছিলেন।[৮]

বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নির্জ্জা।
চণ্ডীদাস রস কৌতুক কির্জ্জা॥[৯]

তাঁহাদের মতে কবিতা হইতে প্রাপ্ত অঙ্ক শকাব্দার বোধক। কেন না, চণ্ডীদাসের পক্ষে অত অধিক সংখ্যক পদ রচনা করা অসম্ভব। আমরা কিন্তু পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসে' ৮৩০, উহার পরিশিষ্টে ৯ এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনে' ৪১৫, সাকল্যে ১২৫৪টি পদ পাইতেছি। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের আবিষ্কৃত পদের সংখ্যা ২৯।[১০] বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাতেও কএকটি পদ বাহির হইয়াছিল, যাহা পরিষৎ-সংস্করণে স্থান পায় নাই। অবশ্য চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদ মাত্রেই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের নহে। তাঁহার পদাবলীতে বিস্তর ভেজাল চলিয়া গিয়াছে। অনেকে রাগাত্মিক পদগুলিকে চণ্ডীদাসের বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। সকল প্রাচীন সাহিত্য-সেবীর নিকট 'চতুর্দ্দশপদাবলী'র আদর নাই।

---

৮ মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসে'র ভূমিকা, পৃঃ [৪]।

৯ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় উদ্ধৃত পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা,—

বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চ বাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিয্যা।
আদি বিধেয় রন চণ্ডীদাস কিয্যা॥

বিধু—১, নেত্র—৩, পঞ্চ—৫ ও বাণ—৫। ইহা সমষ্টি করিলে ১৩৫৫ হয়। সুতরাং ১৩৫৫ শকাব্দা রচনা-কাল বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর, নবহুঁ—৯, নবহুঁ—৯ ও রস—৬। ইহা দ্বারা পদের সংখ্যা ৯৯৬ বুঝা যাইতেছে। ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৭৯।

ভক্তিনিধি মহাশয় নবহুঁ নবহুঁ শব্দের নূতন নূতন অর্থ করিয়াছেন। নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩৪।

১০ চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশপদাবলী, সাঃ পঃ পঃ, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৭৩—৮৪।

সন ১২৮০ সালের ১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে' জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছিলেন, 'চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী, ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ! ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম গীতচিন্তামণি।' পত্র-প্রেরক মহাশয়ের উক্তিতে কাহারও শ্রদ্ধা দেখা যায় না।

নিত্যা-সহচরী বাসুলী চণ্ডীদাসকে নান্নুরে দেখিয়াছিলেন। নান্নুর,—বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর (পূর্ব্বনাম সাঁকুলীপুর) থানার অদূরে এবং সিউড়ী সদর হইতে প্রায় ২৬৷২৭ মাইল পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। প্রাচীন নান্নুর এক্ষণে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত। কিছু দিন হইল, সেখানে পুরাতন মন্দির ও দেবমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রবাদ,—চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। ১৩১৬ সালের শেষে আমরা ছাতনা যাই। গ্রামবাসীরা সাগ্রহে কবির মাতামহকুলের ভদ্রাসন-সংস্থিতি, রামীর ভিটা, ধোপা-পুষ্করিণী, বাসুলীর ভগ্ন মন্দির, একে একে সমস্তই দেখাইয়া দেন এবং বলেন, চণ্ডীদাস মধ্যে মধ্যে ওখানে আসিয়া থাকিতেন। দেখিয়া শুনিয়াও আমরা কিন্তু কবির জন্মভূমি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি নাই। ফলতঃ জনশ্রুতির উপর হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা সমীচান মনে হয় না।

মিথিলাবাসীরা বলিয়া থাকেন, চণ্ডীদাস জেলা দরভঙ্গা (দ্বারবঙ্গ), থানা বেনীপট্টীর অধীন উচ্ছেথ্ গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। তিনি না কি সরস্বতীর আরাধনা করিয়া একজন মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহাতে কি? চণ্ডীদাস নাম শুনিলেই যে তাঁহাকে নান্নুরের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ভাবিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। জনৈক বিখ্যাত আলঙ্কারিকের নাম ছিল চণ্ডীদাস।[১১] সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থ ভাবচন্দ্রিকা-রচয়িতা অপর একজন চণ্ডীদাস ছিলেন[১২]।

১১ ইনি সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও কাব্যপ্রকাশদীপিকা প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ কাব্যপ্রদীপে চণ্ডীদাসের মত উল্লেখ করিয়াছেন।—বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ° ৯৮। বিশ্বনাথ সাহিত্য-দর্পণে সগোত্র বলিয়া ইঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

১২ বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ° ৯৮।

চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ; যথা,—

পিরীতি করিল জগতে ভাসিল
ধোবিনী দ্বিজের সনে।[১৩]
পত্র দিয়া গেল ব্রাহ্মণ বসিল
অন্ন আন চণ্ডীদাস।[১৪]
বিপ্রকুলে ভূপ ভুবনে পূজিত
যুগল-পীরিতিদাতা।[১৫]

'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত পদেরও অপ্রতুল নাই। স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, 'কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ত্রি-অশীতি বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা চণ্ডীদাস এই বঙ্গভূমির রাঢ়দেশে অর্থাৎ বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১৬]' প্রমাণ ইনিও দেন নাই। চণ্ডীদাস বারেন্দ্র, কি রাঢ়ীয় ছিলেন, তাহার মীমাংসা হইল না।

কবির পিতামাতাকে লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় তাঁহার 'চণ্ডীদাস-চরিত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 'আমি ১৩৭৩ শকের লিখিত একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে এক স্থলে পাওয়া যায়, ভবানীচরণ নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে, ভৈরবী নাম্নী এক কামিনীর গর্ভে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। বীরভূমিস্থ জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন, নান্নুরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, চণ্ডীদাসের পিতার নাম ভবানীচরণ রায় ও জননীর নাম ভৈরবীসুন্দরী ছিল। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম ১৩০৮-১৫ শকের মধ্যে হইয়াছিল।' চণ্ডীদাস-চরিতকার সোমপ্রকাশের পত্র-প্রেরকের উক্তি 'সম্পূর্ণ সত্য নহে' বলিতেছেন, অথচ তাঁহার ১৩৭৩ শকে লিখিত পুথির নাম সাধারণের অপরিজ্ঞাত। পুথির যে স্থলে চণ্ডীদাসের জনক-জননীর কথা ছিল, সে স্থলটি উদ্ধার করা আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই।

১৩ চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশপদাবলী, সাঃ পঃ পঃ, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৭৩।

১৪ চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশপদাবলী, সাঃ পঃ পঃ, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৭৮।

১৫ চণ্ডীদাস (পরিষৎ-সংস্করণ) ক পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ।/০।

১৬ নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৮১।

আমরা পত্র-ব্যবহারে জানিয়াছি, পুথি অথবা তাহার প্রতিলিপি এখন ব্রজ-সুন্দর বাবুর নিকট নাই।

কবির আর এক নাম অনন্ত; ৫৬, ৬১, ৬২, ২১৩, ৩২৪, ৩৩৭ ও ৩৪১ পৃষ্ঠার ভণিতা দ্রষ্টব্য।

বাঁকুড়া-গঙ্গাজলঘাটী থানার এলাকাধীন সালতোড়া গ্রামে নিত্যা নামে এক দেবী আছেন। ইনি কোন বৌদ্ধ-দেবী হইবেন। যদি বিষহরী ও ষষ্ঠী হিন্দু-দেব-দেবীর পাশে আসন পাইতে পারেন, তাহা হইলে ইনিই বা সে অধিকার হইতে বঞ্চিতা হইবেন কেন? শীতলা—হারিতী দেবীরই অভিনব সংস্করণ। কৃষ্ণানন্দ বোধিসত্ত্ব মঞ্জুঘোষের পূজাবিধি অনুমোদন করিয়াছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব দশ অবতারের অন্যতম। পরে দেখা যাইবে, বাসুলী ও বিশালাক্ষী উভয়েই ধর্ম্ম-ঠাকুরের আবরণ-দেবতা। তন্ত্রসারে পাওয়া যায়,—নিত্যার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র; ইনি অরুণবর্ণা, দেবগণ ইঁহার বন্দনা করিয়া থাকেন, ইঁহার চারি হস্তে পদ্ম, পাশ, অঙ্কুশ ও নরকপাল, ইঁহার অঙ্গরাগ, বস্ত্র ও আভরণ রক্তবর্ণ; ইনি ত্রিনেত্রা ও মদবিহ্বলা।[১৭] মতান্তরে ইঁহাকে মনসার প্রতিমূর্ত্তি বলা হয়। এক সময়ে এ অঞ্চলে নিত্যার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 'নিত্যা দেবীর যে কয়েকটি সহচরী বা ডাকিনী ছিল, তাহার মধ্যে বাশুলী নামা দ্বিজকন্যা প্রধানা ছিলেন।'[১৮] সহজ-ভজন প্রচারে প্রত্যাদিষ্টা বাসুলী ভ্রমণ করিতে করিতে নান্নুরে আসিয়া উপনীতা হইলেন। চাপড় মারিয়া চণ্ডীদাসের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাকে কুলাধিকারীর জপ-তপ ছাড়িয়া সহজ-সাধনের রীতি অনুসারে রজক-ঝিয়ারী রামিণী সহ প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। যথা,—

নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥

১৭ অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামমরাভিবন্দ্যামম্ভোজপাশসৃণিপূর্ণকপালহস্তাম্।
রক্তাঙ্গরাগবসনাভরণাং ত্রিনেত্রাং ধ্যায়েচ্ছিবস্য বনিতাং মদবিহ্বলাঙ্গীম্॥

১৮ নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৮৩।

বাশুলী আসিয়া   চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন   করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥১৯
ছাড়ি জপ তপ   করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি   তাহা শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে ॥

* * • * *

রতি পরকীয়া   যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি   রজক-ঝিয়ারি
রামিনী নাম যাহার ॥
বাশুলী আদেশে   কহে চণ্ডীদাসে
শুন হে দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না   না জানে যে জনা
সেই সে কলির ভূত ॥

খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম শাখা সহজযানের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সহজ-শাস্ত্রে দুষ্কর নিয়ম পালনের ব্যবস্থা নাই। উহাতে বলে,—'যদি তোমার বোধিলাভের বাসনা থাকে, তবে গুরুর উপদেশ গ্রহণ কর এবং পঞ্চকাম উপভোগ করিতে থাক। কেবলই আনন্দ কর।' উপভোগের অবস্থাভেদে আনন্দ চতুর্ব্বিধ,—আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ। উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দানুভবের পর গ্রাহ্য, গ্রাহক ও গ্রহণাভিমানরহিত পরম সুখের উপলব্ধিকে সহজানন্দ বলে। অনন্তর নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি সুখভোগ করিয়াছি, এইরূপ বিকল্প অনুভূতি অথবা প্রথম

১৯ সরোজ-বজ্রের দোঁহাকোষে ও অদ্বয়-বজ্রের টীকায়,—

তস্থ পরিআণেঁ অণ্ণ ণ কোই।

তস্য সহজস্য পরিজ্ঞানে অন্যং মোক্ষং ন কিঞ্চিদস্তি। পৃঃ ৮৯।

তিন প্রকার সুখত্যাগ দ্বারা যে আনন্দ অনুভব হয়, তাহাকে বিরমানন্দ কহে। বিরমানন্দই মহাযানের শূন্যতা বা নির্ব্বাণপদ। উপরোক্ত সহজযানের সাধন-প্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া **সহজ ভজন** আখ্যা পাইয়া থাকিবে। সহজ-ভজনে নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়, এই পাঁচ প্রকার আশ্রয়ের উল্লেখ আছে। শেষ দুইটি আশ্রয়ই উত্তম। রস, নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-স্বরূপ। উহা স্বকীয়া ও পরকীয়া-ভেদে দ্বিবিধ। সহজ-সাধনে পরকীয়া-রসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। সহজ-সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারী উত্তম আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া আপনাদিগকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অথবা তাঁহার অনুগত সখী জ্ঞানে বৃন্দাবন-লীলার অনুরূপ বিবিধ রসলীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন। নায়িকা-সাধন সম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—

শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার
দেহ করিতে হয়॥

চণ্ডীদাসের অনেক পদে সহজ-আচারের গুরুত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস সহজ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে বিবাহিত হইয়াছিলেন, অনুমান হয়। তাঁহারা নিঃস্ব ছিলেন না। তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরও অভাব ছিল না। বাসুলীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন,—

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু॥
যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥
ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িহ কখন মোরে॥

ইহা কি শুধু কথার মাত্রা? যাহার কেহ নাই, কিছু নাই, তাহার—বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের পক্ষে এ কথা বলা কি সম্ভবপর? যাঁহারা এত দিন চণ্ডীদাসকে 'আজীবন কুমার' রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বল এক 'বড়ু' শব্দ। (আমাদের কৃত বড়ু শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ: ৪০৭)।

প্রেম-প্রচারের গুরু ঠাকুরাণটি আবার তরাতরি ওদিকে গিয়া রামিণীকে

ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকেও চণ্ডীদাসের সহিত প্রবর্ত্ত হইতে অনুজ্ঞা করিলেন। যথা,—

পুন আর বার আসি তরাতর
বাশুলী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিণী কহিছেন বাণী
শুনহ আমার কথা॥
যাহা কহি বাণী শুনহ রামিণী
এ কথা ভুবন-পার।
পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন-সার॥
চণ্ডীদাস নামে আছে একজন
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে নিত্যধামে যাবে
আমার বচন ধর॥

১৩৭৩ শকের পুথিতে নাকি রামিণীর পিতা-মাতার নাম, তাহাদের পূর্ব্বনিবাসের বিবরণ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছিল। রজক-কুমারীর বয়সটি পর্য্যন্ত ছিল।

একটি পদে বাশুলীর এইরূপ পরিচয় আছে ;—

শালতোড়া গ্রাম অতি পীঠ-স্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা॥
চণ্ডীদাস কহে সে এক বাশুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে নিদ ভাঙ্গিল
পিরীতি হইল সুরু॥—পদসমুদ্র।

ডাকিনী অর্থে সিদ্ধা। ইনি রক্ত-মাংসে গঠিতা মানবী; কোন উপদেবতা অথবা নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী প্রস্তরময়ী বাশুলীও নহেন।

চণ্ডীদাস অবন্তিপুরে পাঠাভ্যাস করিতেছেন, এমন সময়ে এক রসের নাগরী আসিয়া দেখা দিল। সে দৃষ্টিমাত্রে পঢ়ুঞাটিকে সুতীক্ষ্ণ মদন-বাণ হানিল। বড়ুয়ার পো চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, ধৈর্য্য হারাইলেন। বালিকার 'মদন-মোহন-লীলা' দেখিয়া তিনি আজ আত্মবিস্মৃত, দেশকাল ভুলিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। আত্ম-সম্বরণের চেষ্টা বিপরীত ফল প্রসব করিল, দেহ-সম্বন্ধ ঘটিল।

বসিঞা অবন্তিপুরে পঢ়ুঞা পঢ়ন পড়ে।
হেন কালে এক রসের নায়রি দরশন দিল মোরে ॥
সে যে চাহিল আমার পানে
তায় হানিল মদন-বাণে।
সেই হৈতে মন করে উচাটন ধৈরয না মানে প্রাণে ॥
সে যে রসের পুতলী বালা
তার মদন-মোহন লীলা।
চেতন সহিতে চড়ি মনোরথে করএ বিবিধ খেলা ॥
পাপভয় করি মনে
তারে ছাড়িতে চাহি যে মনে।
বাঢ়িল মদন করিল রমণ যাপল রমণী সনে ॥

অবন্তিপুর প্রাচীন নান্নুরেরই কোন পল্লী হইবে।

এখানে একটা কথা উঠিবে, তবে কি 'রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কাম-গন্ধ নাহি তায়', 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম', 'তুমি রজকিনী আমার রমণী তুমি হও মাতৃ পিতৃ' ইত্যাদি বাক্য একান্ত নিরর্থক, সব ভূয়া? চণ্ডী-দাসের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাপতি সে আশঙ্কার নিরাস করিয়াছেন।

ইহার মধ্যে রামিণী নান্নুরের গ্রাম্যদেবতা বাসুলীর দেআসিনী[২০] নিযুক্তা হইল। যথা,—

২০ পশ্চিম-রাঢ়ে বহুল প্রচলিত দেআসি শব্দের অর্থ দেব-সেবক বা উপাসক; স্ত্রীলিঙ্গে দেআসিনী। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় দেয়াসির মূলে 'দেব-সজ্ব' দেখিয়াছেন (গোবিন্দচন্দ্র গীত, পৃঃ ১৩); শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সং দেববাসিনী হইতে দেয়াসিনী'র

অলপ বয়সে দুখিনী রামিণী

সেবাতে নিযুক্ত হোল।

চণ্ডীদাস কহে শশিকলার ন্যায়

ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥

সেবা অর্থে আমরা পূজা, উপাসনা বুঝিয়াছি। মন্দির মার্জ্জনাদি উহার গৌণ অর্থ হইতে পারে। ধোপার মেয়েকে পূজারীর পাটে বসান আজ-কাল অনেকের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিতে পারে; কিন্তু চারা কি? যাহা হউক, একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। অল্প কএক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদেরও ভুল ধারণা ছিল যে, বাসুলী ও বিশালাক্ষী অভিন্ন এবং হিন্দুর দেবতা। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয়ের মুখে প্রথম শুনি, বাসুলী ও বিশালাক্ষী ধর্ম্মের দুই পৃথক্ আবরণ-দেবতা। পরে পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মপূজা-বিধানের পুথি[২১] আনাইয়া তাহা দেখাইয়া দেন। সম্প্রতি পরিষৎ পুথিখানি প্রকাশ করিয়াছেন। বাসুলীর ধ্যান ও আবাহন মন্ত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ ॥

ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং ॥
রক্তবস্ত্রপরাধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তাং অচ্ছেন্মঙ্গলকারিণীং ॥
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালাং কিল্বিষনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥ পৃ° ১০২-৩।

উৎপত্তি অনুমান করিয়াছেন (বাঙ্গালা শব্দকোষ)। দেয়াসিনীর বিদেশিনী অর্থ আমরা কোথাও পাই নাই

২১ এসিয়াটিক্ সোসাইটির ৫৪০৮ সংখ্যক তালপাতার পুথি।

ইহা হইতে পাওয়া গেল, বাসুলী ও মঙ্গলচণ্ডী এক এবং বৌদ্ধদেবী। আমরা ডোমজাতীয়া স্ত্রীলোককে চণ্ডীর পূজা করিতে দেখিয়াছি, তাহাদিগকেও দেআসিনী বলে। সাগতোড়ার নিত্যার দেআসিনী আছে, শীতলার আছে, মনসারও আছে। এখনও কি রামিনীর দেআসিনীত্বে কাহারও আপত্তি হইবে?

এক সময়ে গৌড়-বঙ্গে বজ্রযান বৌদ্ধদিগের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। এই সম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রধাত্বেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাঁহার শক্তি কল্পনা করেন। তাঁহারা প্রধান প্রধান প্রচার-কেন্দ্রগুলিতে বজ্রসত্ত্ব ও বজ্রেশ্বরী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতেন। উচ্চারণ-বৈষম্যে বজ্রেশ্বরী শব্দ বজ্জসরী—বাজসরী—বাজসলী—বাসলী বা বাসুলী'তে পরিণত হইয়া থাকিবে।

উপরি উদ্ধৃত ধ্যানের সহিত নান্নুরের বর্ত্তমান বাসুলী মূর্ত্তির মিল নাই; বোধ হয়, প্রকৃত মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস অথবা তাঁহার পিতা বাসুলীর পূজারী ছিলেন, এমন কথা কোথাও পাওয়া যায় না। বরং তখনকার সজ্জন-সমাজে বাসুলী, বিষহরী প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার পূজা-অর্চ্চনা যার-পর-নাই নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল। যথা,—

> ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
> দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
> পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে॥
>
> —চৈঃ ভাঃ, আদি, ২য় অঃ।

পুনশ্চ—

> বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
> মদ্য-মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥—ঐ ঐ ঐ

যে চণ্ডীদাস নবরসিকের[২২] একজন, তাঁহার আরাধ্যা কে?—না বাসুলী!

---

[২২] মহাজনপদাবলী, ১ম ভাগের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে,—বৈষ্ণবদিগের সম্প্রদায়-বিভাগ গৌরাঙ্গের অনেক পরে বীরভদ্র কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। সুতরাং চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সময়ে 'সম্প্রদায়' শব্দের কোন কথাই ছিল না। বোধ হয়, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা স্ব স্ব দলের গৌরব-বৃদ্ধি বাসনায়, ইহাদিগকে আপন আপন দলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। 'নবরসিক' বাক্যটিও অনেক পরের সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীদাস প্রভৃতিরা শ্রীকৃষ্ণকে 'রসিক' বলিয়া উল্লেখ

একটা গল্প প্রচলিত আছে,—এক দিন চণ্ডীদাস নদীস্নানে গিয়াছেন। এ নদী কোথায়? যাহা হউক, দেখিলেন, স্রোতে একটি পদ্ম-কলিকা ভাসিয়া যাইতেছে। ওটিকে উঠাইয়া লইলেন এবং উহা দিয়া বাসুলীর পূজা করিবেন, স্থির করিলেন। পূজায় বসিয়া ফুলটি দেবীর চরণে অর্পণ করিবেন, এমন সময়ে দেবী প্রকট হইয়া বলিলেন, ফুল আমার মাথায় রক্ষা কর, উহা আমার গুরুর নির্ম্মাল্য। চণ্ডীদাস আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার আবার গুরু কে? উত্তর হইল, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোলোকে থাকেন। চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-উপাসনার অভিপ্রায় জানাইলেন। বাসুলী বলিলেন—তথাস্তু। সেই হইতে চণ্ডীদাস বৈষ্ণব। উপাখ্যানটিতে বেশ একটা জোড়া দিবার চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে।

নান্নুরের নির্জ্জন মাঠে, পাতার কুটীরে থাকিয়া চণ্ডীদাস গুরুর আদেশে ভজন-সাধন করিতেন।

নান্নুরের মাঠে পরের কুটিরে
নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথা
ভজন করয়ে নিতি॥

বাসুলী প্রসন্না হইয়া এইখানেই তাঁহাকে রাধা-কৃষ্ণের অভিনব চরিত্র-কথা কহিয়াছিলেন।

নান্নুর গ্রামেতে নিশা সময়েতে
বাশুলী প্রসন্না হৈয়া।
রাই কানু দুহুঁ নওল চরিত
কহয়ে নিকটে গিয়া॥—নরহরি।

করিতেন, সুতরাং তদ্দৃষ্টে পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা ইঁহাদিগকে 'রসিক ভক্ত' ও 'নবরসিক' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। পৃ° ৪৫-৪৬।

সর্ব্বসমেত রসিক ভক্ত নয় জন। কাহার কাহার মতে পাঁচ জন। এই সম্বন্ধে নানা মত আছে। কিন্তু ইঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ে প্রায়ই সকলের একমত। কর্ত্তাভজাদিগের সহিত ইঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ে অনেক ঐক্য আছে। আত্মার প্রীতির দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি সম্পাদন ইঁহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। ইঁহাদের মতে পরস্ত্রীসঙ্গ দোষাবহ নহে, বরং ধর্ম্মের প্রধান সাধন। এতদ্বিষয়ে ইঁহাদের যুক্তি এই যে, সর্ব্ব ঘটে রাধাকৃষ্ণ বিরাজ করেন। সুতরাং পরমে পরম মিলিত

নানুর-প্রান্তরেই কবির সুধাস্রাবী সঙ্গীতালাপ শ্রুত হইত, অন্য কোথাও নহে।

নানুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাস
সুখ যে পাইবে কোথা॥

'চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী'তে পাওয়া যায়, চণ্ডীদাস নীচ প্রেমে উন্মাদ বলিয়া সমাজচ্যুত।

ধোবিনী সহিতে চণ্ডীদাস তাথে
জাতি পাতে হল্য ছাড়া॥[২৩]

গ্রামের প্রধান ও পূজ্য নকুল ঠাকুর গলায় বসন বাঁধিয়া কুটুম্বদের ঘরে ঘরে ফিরিতেছেন, মণ্ডলীসমীপে সকাতরে অনুমতি যাচ্ঞা করিতেছেন,—এক ভাইকে জাতিতে তুলিবেন। তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ণ রহিল না। তিনি দশের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ-গ্রহণ সূচক পান পাইলেন।

সকল ব্রাহ্মণ করাব ভোজন
সকলে দিলেন পান।
সকলের মূল সামগ্রী করিলে
আমি হই পরিত্রাণ॥[২৪]

নকুল দিবারাত্রি আয়োজন-উদ্যোগে ব্যস্ত। বাড়ীতে ভিয়ান বসিয়াছে, সীতা মিশ্রী, আলফা প্রভৃতি বহুবিধ আহারীয় প্রস্তুত হইতেছে।

আর রামিণী,—

নয়নের জলে কান্দিয়া বিকল
মনে বোধ দিতে নারে॥

হইলে পাপ কেন হইবে? শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থে যে স্ত্রীসঙ্গ, তাহাতে কামগন্ধ নাই—বিশুদ্ধ প্রেম। পৃ° ৪৯-৫৩।

২৩ চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী, সা° প° প°, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃ° ১৭৫।

২৪ ঐ পৃ° ১৭৬

এবং

গৃহেকে জাইএগ্রা পালঙ্কে পড়িয়া
শয়ন করিল তায়।
কান্দিয়া মুছিছে নিশ্বাস রাখিছে
পৃথিবী ভিজিয়া যায় ॥২৫

ব্রাহ্মণেরা আসিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, চণ্ডীদাস পরিবেষণে নিযুক্ত। ধোপানী আছে দাঁড়াইয়া, দুই হাতে মাথা তুলিয়া ধরিয়া সকল দেখিতেছে ও পিরীতি-মন্ত্র জপিতেছে। যখন—

দ্বিজগণে ডাকে ব্যঞ্জন আনিতে
ধোবিনী তখন ধায়।২৬

ইহার পর কি হইয়াছিল, জানিবার উপায় নাই, পুথির লেখা মুছিয়া গিয়াছে। প্রবাদ—একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটে এবং চণ্ডীদাস রামিণীকে লইয়া সমাজে উঠেন।

বাঙ্গালী ও মৈথিল কবির মিলন-প্রসঙ্গ প্রবন্ধের প্রথমাংশে করা হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

মধ্যে কবির মূর্খ অপবাদও রটিয়াছিল।২৭ বঙ্গবাসীর সৌভাগ্য, অধুনা তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাস যে একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন, পদাবলীর পাঠকমাত্রেই সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র 'তোর রতি আশোআশে', 'যদি কিছু বোল বোলসি', 'স্তনের উপর হারে', 'নিন্দএ চান্দ চন্দন' প্রভৃতি পদ জয়দেবের অনুকরণ; অনুকরণ হইলেও কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য সূচিত করে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে' কিঞ্চিদধিক ১২৫টি সংস্কৃত কবিতা পাওয়া যায়। ওগুলি চণ্ডীদাসের স্বরচিত, গ্রন্থবিশেষ হইতে উদ্ধৃত নহে। 'চতুরে চতুরো মাসান্' কবিতাটিতে উত্তরমেঘের 'মাসানেতান্ গময় চতুরঃ' শ্লোকের সুর কাণে বাজে। যাঁহারা পদাবলীতে উপমার অল্পতা লক্ষ্য

২৫ চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী, সা° প° প°, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ° ১৭৭।

২৬ ঐ পৃ° ১৮৮।

২৭ মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসে'র ভূমিকা, পৃ° [৫]; চণ্ডীদাস-চরিত, পৃ° ১৫: নব্যভারত, ১১শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ° ২৮৪।

করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনে' উহার প্রয়োগ-বাহুল্য ও বিবিধ ছন্দের সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে। সে কালেও চণ্ডীদাসের বিদ্বান্ খ্যাতি ছিল,—

তুমি একজন সকলে উত্তম
দ্বিজকুলে উপাদান।
কুটুম্ব সকলে বিজ্ঞমতে বলে
বিদ্যাতে বিদ্যাভিরাম।[২৮]

তিনি সঙ্গীত-বিদ্যাতে পারদর্শী ও সুগায়ক ছিলেন। যথা,—

পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব
জিনিয়া যাহার গান।—নরহরি।

চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত 'রাধার কলঙ্কভঞ্জন' ও 'কৃষ্ণের জন্মলীলা' নামক পুথির কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।[২৯] প্রবন্ধ দুইটিতে প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাসের কবিতার কোন লক্ষণই আমরা দেখিতে পাই নাই। ভণিতাতে বড়ু শব্দের অভাব, উহাতে বাসুলীর বন্দনা বা আদেশ নাই। পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার ১৩১৯ সালের ১২ই শ্রাবণ তারিখের পত্রে জানাইয়াছিলেন, নান্নুরের ভূস্বামী শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে কবির রচিত 'শব্দার্থ-মঞ্জরী' নামে একখানি কোষ-গ্রন্থ ছিল।

কবি কোথায়, কি ভাবে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, জানা যায় না। কেহ বলেন, চণ্ডীদাস যেমন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন, তেমনই সুগায়ক ছিলেন। একদা তিনি রামিণী সহ নিকটবর্ত্তী মতিপুর গ্রামে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় নাটমন্দির পতনে তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যু হয়।[৩০] অপরে কহেন, এই নিদারুণ দুর্ঘটনা কীর্ণাহারে ঘটে।[৩১] আমরা জিজ্ঞাসু হইলে, এ সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধাস্পদ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয় যাহা লিখিয়া দিয়া-

২৮ চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী, সা প প, ৩য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৬৪।

২৯ সা প প, ১ম ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যা (প্রাচীন পুথির বিবরণ), পৃ ৫৫ এবং ৫১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃ ৪৯।

৩০ *Literature of Bengal* (1877), by Mr. R. C, Dutta, p. 52.

৩১ পরিষৎ-সংস্করণ চণ্ডীদাসের ভূমিকা, পৃ ১০।

ছিলেন, নীচে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল ;—'নান্নুরে বাশুলী-মন্দিরের নিকটে, যে ভগ্ন গৃহের চিহ্নাদি সহ স্তূপ পড়িয়া আছে, সেখানে একটি নাট্যশালা ছিল। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, চণ্ডীদাস তাঁহার ভুবন-বিজয়ী কীর্ত্তনের দল সহ সেই নাট্যশালায়ই সমাহিত হন। সে প্রবাদ বড় শোকাবহ। সন্নিকটবর্ত্তী পরগণার নবাব তাঁহার প্রাসাদে চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান ; দুর্ভাগ্যক্রমে চণ্ডীদাসের ভক্তি-প্রেমের বিজয়-মন্ত্র—তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলী যখন তাঁহার কণ্ঠে নিনাদিত হইতে লাগিল, তখন সেই উন্মাদনায় নবাবের বেগম সাহেব একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন ; তিনি চণ্ডীদাসের গীতি শুনিতে ছদ্মবেশে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেন। নবাব কোন প্রকারেই বেগম সাহেবাকে শাসন করিতে পারিলেন না। চণ্ডীদাসের সুর সত্যই তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল, এই মর্ম্ম-প্রবেশী সংগীত লজ্জা-ভয় দূর করিয়া দিয়াছিল।'

'নবাবের ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। এক দিন যখন নান্নুরের নাট্যশালা চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনানন্দে ডুবিয়াছিল, সেই সময় সহসা প্রেম-মগ্ন নিকেতন নবাব-সৈন্যের কামানের শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। কামানের গোলায় নাট্যশালা পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—মর্ত্ত্যধামে স্বর্গের গায়ক তাঁহার দল সহ বিদীর্ণ মন্দিরের নীচে জীবন্ত সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। এখন সেই স্তূপের নীচে নর-কঙ্কাল পাওয়া যায়, হয় ত সেই নর-কঙ্কালের কোন না কোনটি বাঙ্গালার প্রিয়তম কবির হইবে।'

'জীর্ণাহারের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে চণ্ডীদাসকে লইয়া গৌরব করিবার স্পৃহা সেই পল্লীবাসীদের চিত্তে জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাসের জীবনান্ত হওয়ার প্রবাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে জীর্ণাহারের সহিত জড়িত করা হইয়াছে। বাশুলী দেবী বহু দিন নাট্যশালার স্তূপের নীচে পড়িয়াছিলেন, পরে উদ্ধার লাভ করিয়া একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সম্প্রতি তাঁহাকে আর এক নব মন্দিরে স্থাপিত করা হইয়াছে। রামী ধোপানীর স্বগণেরা এখনও বলির পূর্ব্বে ছাগগুলি ছুঁইয়া দেয়। তবে বলি সুসিদ্ধ হয়।'

স্বর্গীয় মল্লিক মহাশয় লিখিয়াছেন,—'চণ্ডীদাস জীবনের শেষ দশায় শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া সেইখানেই সমাধিস্থ হন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার

সমাধি শ্রীবৃন্দাবনে বিদ্যমান আছে, জানিতে পারা যায়। রামিণীও ঐ পথ অনুসরণ করেন।[৩২] স্বর্গীয় ভদ্র মহাশয় রমণী বাবুর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,[৩৩] অনেকেই করিয়াছেন।[৩৪] আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, বৃন্দাবনে বাঙ্গালী কবির সমাধির কোন পাতা লাগাইতে পারি নাই। তত্রত্য অধিবাসীদের উপর চণ্ডীদাসের নাম কোনরূপ ক্রিয়া করে না; কখন করিত কি না, ভগবান্ জানেন। পদাবলীতে বা অন্যত্র চণ্ডীদাসের বৃন্দাবন গমনের কোন আভাস মিলে না। শ্রীযুক্ত সান্ন্যাল মহাশয়ের মতে, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে বীরসিংহ বীরভূমে রাজা হন। তিনি স্বীয় নামে রাজধানী নির্ম্মিত করেন। রাজা বীরসিংহ রাজধানীর অনতিদূরে পুরাণ-বর্ণিত পুণ্যভূমির আদর্শে দ্বিতীয় বৃন্দাবন রচনা করিয়া, তাহাতে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। চণ্ডীদাস বীরসিংহের নকল বৃন্দাবনে সমাধিমগ্ন হন, ইত্যাদি ইত্যাদি।[৩৫] এ সকল কথা কত দূর প্রামাণিক, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

উপরের আলোচনা হইতে কবির সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত কয়টি কথার বেশী কিছু জানিতে পারি না। (১) চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার আর এক নাম অনন্ত। (২) তিনি ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত। (৩) নান্নুরে তাঁহার বাস ছিল। (৪) তিনি সহজ-ভজন আশ্রয় করেন এবং নীচ সংসর্গহেতু সমাজচ্যুত হন। (৫) কবি ধন-জন-বিরহিত ছিলেন না। (৬) তিনি অনেকানেক পদ রচনা করেন। (৭) বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। (৮) তাঁহার মূর্খ অপবাদ অমূলক। (৯) তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ও উচ্চ অঙ্গের গায়ক ছিলেন।

বর্ণনীয়-বিষয়

'কৃষ্ণকীর্ত্তন' গীত-গোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতি-নাট্য শ্রেণীর গীতি-কাব্য। ইহার অধিকাংশ পদ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা অথবা বড়াইর (দূতীর) উক্তি। বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা। পুথির প্রাপ্ত অংশ ১৩শ

---

৩২ চণ্ডীদাসের'র ভূমিকা, পৃ° [১৭]।

৩৩ গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকা, পৃ° ৮২।

৩৪ বঙ্গভাষার লেখক, পৃ° ৬; নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, পৃ° ৩৫১।

৩৫ চণ্ডীদাস-চরিত, পৃ° ১১২-১১৩।

খণ্ডে বিভক্ত ; যথা—জন্ম-খণ্ড, তাম্বূল-খণ্ড, দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড, ভার-খণ্ড, ছত্র-খণ্ড, বৃন্দাবন-খণ্ড, কালিয়-দমন-খণ্ড, যমুনা-খণ্ড, হার-খণ্ড, বাণ-খণ্ড, বংশী-খণ্ড ও রাধার বিরহ-খণ্ড। জন্ম-খণ্ডে দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার-হরণের নিমিত্ত রাধা-কৃষ্ণের জন্ম-লীলা বর্ণিত। তাম্বূল-খণ্ডে রাধার অসামান্য রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কামাচার আমন্ত্রণসূচক তাম্বূলাদি উপহার প্রেরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ। দান-খণ্ডে রাধালাভার্থ, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক দানীর অভিনয়, রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও সম্ভোগ। নৌকা-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের কাণ্ডারী-বেশে গোপীগণকে যমুনা পার-করণ ও রাধা-কৃষ্ণের যমুনা-বিহার। ভার-খণ্ডে ভারবাহিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শ্রীমতীর পসরা বহন। ছত্র-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রাধার মস্তকে ছত্র-ধারণ। বৃন্দাবন-খণ্ডে গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বন-বিলাস ও শ্রীরাধার সম্ভোগ অর্থাৎ রাস। যমুনা-খণ্ডে গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের জল-বিহার এবং কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক গোপীগণের বস্ত্র-হরণ। হার-খণ্ডে হার অপহরণ জন্য যশোদা-সমীপে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বাণ-খণ্ডে পূর্ব্ব অভিযোগের প্রতিশোধস্বরূপ শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মদন-বাণ ত্যাগ, রাধার মোহ, বড়াই কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন ও শ্রীমতীর সম্ভোগ। বংশী-খণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার উৎকণ্ঠা, রাধাকর্ত্তৃক বংশী অপহরণ, কৃষ্ণের কাকুতি ও রাধার বংশী প্রত্যর্পণ। বিরহ-খণ্ডে রাধার বিরহ, রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও সম্ভোগ, শ্রীমতীর শ্রান্তি ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন।

ভাষা

'সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম', 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' পদের ভাষা এবং "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে', 'যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ' পদের ভাষা এক নহে ;—পদাবলী ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষায় সাদৃশ্য নাই। তবে কি পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র রচয়িতা দুই পৃথক্ কবি ? চণ্ডীদাসের সময়ে এবং তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল, জানিতে পারিলে আমাদের উত্তর অনেক সরল হইয়া আসিবে। পুরাণা বাঙ্গালা কেমন ছিল, জানিতে হইলে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সাহায্য লইতে

হইবে। মুদ্রিত পুস্তকে প্রাচীন রূপ পাইবার আশা দুরাশা। কেন না, এ পর্য্যন্ত যত প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ বড় জোর ২৫০ বৎসরের; ৩০০ বর্ষের আদর্শ দেখিয়া মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম। সম্পাদকগণের রুচি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে প্রায়শঃ ঐ সকল পুস্তকের পাঠ বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত। সাধারণ পাঠকের সুখ-বোধ্য করিবার অভিপ্রায়েও প্রাচীন গ্রন্থগুলি অধুনা প্রচলিত ভাষায় শোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুথিতেও শোধনের প্রয়াস দেখা যায়।৩৬ কোন এক পুথির দুইখানি প্রতিলিপিতে ক্বচিৎ মিল হয়। হস্তলিখিত সুপ্রাচীন পুথি একান্ত দুর্লভ। কবির স্বহস্তলিখিত পুথির ত কথাই নাই। কাজেই বলিতে হয়, আমরা কোন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাই নাই।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চীন পরিব্রাজক য়ুআন্-চুআঙ্ (হিউএন্-ত্সাঙ্) ভারত-ভ্রমণে আসিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশের ভাষা প্রায় একরূপ দেখিয়াছিলেন। কামরূপ ও উড়িষ্যা অঞ্চলের ভাষায় যে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা মাত্র উচ্চারণগত। ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ নাম পাওয়া যায়।৩৭ ললিতবিস্তরে বঙ্গ-লিপির উল্লেখ আছে।৩৮ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বঙ্গভাষার বিবরণ পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আচার্য্য দণ্ডি-বিরচিত কাব্যাদর্শে গৌড়ী প্রাকৃত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।৩৯ কৃষ্ণ পণ্ডিতের প্রাকৃত-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে গৌড় ও ওড্র নাম সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।৪০ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, উত্তরাপথে প্রচলিত অধিকাংশ ভাষাই কোন না কোন প্রাকৃত অথবা

---

৩৬ Later MSS. always giving a smoothed down version of the ancient dialects,—Vernacular Literature of Bengal, by Mahamaho. H. P. Shastri, p. 3. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ° ১৪০।

৩৭ ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাস্তন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি। ২।১।১

৩৮ ১০ম অধ্যায়—লিপিশালাসন্দর্শন পরিবর্ত্ত।

৩৯ শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্। ১।৩৫

৪০ *Third Report of Operations in the Search of Sanskrit MSS in the Bombay Circle, April 1884—March 1886*, by Prof. P. Peterson, page 347.

তাহার অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন।৪১ প্রাচ্য হিন্দী, বাঙ্গালা, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষা মাগধী অপভ্রংশের বিভিন্ন রূপ বা পরিণতি।৪২ পুরাণা বাঙ্গালার প্রাকৃত সংজ্ঞা ছিল, সাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে।৪৩ পরে আমরা প্রাকৃতের সহিত বাঙ্গালা

৪১ The spoken languages of India, which have been called Neo-Aryan, Neo-Sanskrit, or Gaudian, seems to me to have a perfect right to the common name of P r a k r i t i c, which would at once distinguish them from the old Prakrits, and would at the same time indicate their real origin. They are not derived from Sanskrit, but from the old Prakrits, or more truly still, from the local Apabhramsas.—*Science of Language*, by Professor F. Max Muller, Ed. 1891, Vol. I, pp. 179-80.

In their enumeration of the various Ap., each of the provincial *languages* (as we now call them) occurs; e. g., Abhíri (Sindhí Marwárí), Avanti (E. Rájpútáni), Gaurjarí (Gujaráti), Báhlíká (Panjábí), Saurasení (W. Hindi), Mágadhi or Práchyá (E. Hindi), Odri (Oriyá), Gaudi (Bangali), Dákshinátya or Vaidarbhiká (Maráthi) and Saippali (Naipáli?).—*Comparative Grammar of the Gaudian Languages*, by Dr. A. F. Rudolf Hoernle, p. XXI.

৪২ Mágadhi is the parent of all the languages of Eastern Group of Indo-Aryan vernaculars. Just as the Eastern vernacular of As'oka's time branched out into a number of dialects, of which Mágadhi was the principal one, so Mágadhi, in the course of centuries has, in its turn, developed into four separate languages, of which Bengali and Bihárí are the principal. Indeed this process of fission had already commenced during Prakrit times, for the latest indigenous grammarians of that language mention amongst the varieties of Mágadhi, a Gaudi, a Dhakkí, and an Utkali or Odri. Behári is the direct descendant of Mágadhi and is spoken in its original home. Gaudi is the parent of the Bengali of Northern Bengal and of Assamese. Spreading to the south-east, Mágadhí developed into the Bengali of the Gangetic Delta, and still further towards the rising sun, Dhakki (or the Mágadhi of Dacca) became the modern Eastern Bangali. Oriyá is the representative of the ancient Utkali.—*Linguistic Survey of India*, by Sir G. A. Grierson, Vol. V. Part I, p. 5.

৪৩ ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক। পরাকৃতবন্ধে কহি শুন সর্ব্ব লোক।

—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল (বঙ্গবাসী) মধ্য° পৃ° ৯২।

ভাবার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাইব। কথ্য ভাষা হইতেই কথ্য ভাষার উৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। আজ আমরা যে ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি, ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে সে ভাষা ব্যবহৃত হইত না, পরেও হইবে না;—ভাষা পরিণামী। কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে অল্প হউক, বিস্তর হউক, প্রভেদও অবশ্যম্ভাবী। হাজার বৎসর পূর্ব্বে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত বঙ্গবাসী ঠিক কি ভাষা ব্যবহার করিতেন, জানিবার উপায় নাই। তবে সে কালের সাহিত্য হইতে তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়, সরোজ বজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ[৪৪] প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বইগুলি খ্রীষ্টীয় ৮ম – ১০ম শতকে লেখা হইয়া থাকিবে। একটি চর্য্যাপদ এইরূপ,—

> অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা
> মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা ॥ ধ্রু ॥
> অম্ভে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই
> জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ ধ্রু ॥
> জাইসো জাম মরণ বি তইসো
> জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো ॥ ধ্রু ॥
> জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা
> সো করউ রস রসানেরে কথা (কংখা ?) ॥ ধ্রু ॥

তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে।
—বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, সা° প° প°, ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ° ৩০৭।
হেন জয়দেব কাব্য রচনা সংস্কৃতে।
ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে। ঐ পৃ° ৩০৯।
সপ্তদশ পর্ব্ব কথা সংস্কৃত ছন্দ।
মূর্খ বুঝিবারে কৈল পরাকৃত ছন্দ। ঐ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ° ৬৫

৪৪ বৌদ্ধগান ও দোহা'র অন্তর্গত।

• জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি ॥ ধ্রু ॥
জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥ ধ্রু ॥

'লোক মিথ্যা মিথ্যা আপনার মনে মনে ভব ও নির্ব্বাণ রচনা করিয়া করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিতেছে। আমরা কিন্তু অচিন্ত্য যোগী, আমরা জানি না, জন্ম-মরণ এবং ভব কিরূপ হয়। জন্মও যেমন, মরণও তেমনি, জীবন ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এ ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সেই রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগীরা সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না। সরহ বলে,—জন্ম হইতে কর্ম্ম হয়, কি কর্ম্ম হইতে জন্ম হয়, সে কথা স্থির করা যোগীদিগের পক্ষে অচিন্তনীয়।'

অধ্যাপক বেণ্ডল (C. Bendall)-সম্পাদিত 'সুভাষিত-সংগ্রহ' হইতে একটি পদ উদ্ধৃত হইল, ভাব ও ভাষা চর্য্যাপদেরই অনুরূপ।

করুণ ছড্ডী জো সুগ্নহী লগ্গু।
ণাই সো পাবৈ উত্তিম মগ্গু।
অহবা করুণা কেবল ভাবৈ।
জম্ম সহস্সহি মোক্খু ণ পাবৈ॥
সুগ্ন করুণ জৈ জোউণু সক্কৈ।
ণৌ ভবে ণৌ ণিব্বাণহী থক্কৈ॥

করুণা ছাড়িয়া যে শূন্য আশ্রয় করে, সে উত্তম গতি পায় না। অথবা শূন্য-বিরহিত কেবল করুণা চিন্তনে সহস্র জন্মেও মোক্ষ লাভ হয় না। করুণা ও শূন্য একত্র উপলক্ষিত হইলে, দ্রষ্টার ভব ও নির্ব্বাণ এক হইয়া যায়।

'গুরু উবএসো অমিঅরস্‌' ইত্যাদি দোহাটি সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ ও সুভাষিত-সংগ্রহ উভয় গ্রন্থেই ধৃত হইয়াছে। ডাকার্ণবের ভাষাও প্রায় ঐরূপ। প্রচলিত ডাকের বচনের ভাষা অনেক পরের। খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকে রচিত রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ হইতে সৃষ্টি-পত্তনটি উদ্ধৃত হইল।

---

৪৫ বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃ° ৩৯।

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাস্থন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥
রিসি জে তপসী নহি নহিক বাম্ভন।
পাহাড় পব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম॥
পুন্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর॥ ইত্যাদি

শূন্যপুরাণে পুরাণা ভাষার নমুনা আছে বটে, কিন্তু উহাতেও কবির ভাষা পাওয়া যায় না। ১১শ-১২শ শতকে মাণিকচন্দ্র রাজার গান ও ময়নামতীর গান রচিত হয়; কিন্তু উহাদের শোধিত সংস্করণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তার পর আমরা বাঙ্গালা কাব্য-জগতে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে দেখিতে পাই। ইহাদের সুপ্রণালীবদ্ধ উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য রচিত হইবার পূর্ব্বে যে এ ক্ষেত্রে আর কোন উদ্যম হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে' আত্মবিস্মৃত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের উক্তি,—

আহা।

তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী॥
তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলা তনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালী।
জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী॥ ইত্যাদি।

উদ্ধৃত উদাহরণ হইতে স্বাভাবিক নিয়মে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রম-পরিণতির একটা ধারা পাওয়া যাইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষা ও বিদ্যাপতি,[৪৬] মাধব কন্দলি, শঙ্কর দেব, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক কবিগণের ভাষাতে সাদৃশ্য আছে; গুণরাজ খান, বৃন্দাবন দাস, লোচনদাসের ভাষাতেও কিছু কিছু আছে।[৪৭] প্রমাণ হস্তলিখিত সুপ্রাচীন পুথিতে প্রাপ্তব্য।[৪৮] 'বঁধু কি আর বলিব আমি' পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক—একবারে হালী। উহা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে আদৌ খাপ খায় না। সুতরাং কোন ক্রমেই চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বহুল প্রচলিত পদের ভাষা গায়ক ও লিপিকরগণের কৃপায় পুনঃপুন রূপান্তরিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। চণ্ডীদাসের গোঁড়া ভক্তেরা অবশ্য তাহা স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না। তাহারা 'সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা' কানুদাসের এই পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া উচ্চ-কণ্ঠে বলিবেন, 'কি দারুণ বুকের ব্যথা', 'বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ' প্রভৃতি পদের ভাষাই উহা দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ২০০ দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ভাষা সরল, তরল ও প্রাঞ্জল ছিল, আজ তাহাই কটমট হইবার পক্ষে যে কোন বাধা নাই, অনেকে এ কথাটা বুঝিতে পারেন না। পাঠকগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' পদের ভাষার সহিত পদাবলীর

৪৬ Indeed, I am doubtful, whether it is not more correct to class the Maithili as a Bangali dialect rather than as an E.H. one. Thus in the formation of the past tense, Maithili agrees very closely with Bangali, while it differs widely from the E.H.—*Comparative Grammar of the Gaudian Languages*, by Dr. Hoernle, pp. VIII-IX।

In the Eastern Gaudian poet Bidyapati (middle of 14th cent. A. D.) B. and E.H. are as yet one language—Ibid, p. XXXV।

৪৭. প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালা শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই—কিন্তু একজাতির ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ শাখা, সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল, এই জন্য এই সাদৃশ্য।—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৩য় সংস্করণ), পৃ° ২৪৭।

৪৮ পরিষদের বাহিরে এক বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে প্রাচীন ভাষা রক্ষণের আংশিক প্রযত্ন দেখা যায়।

'প্রথম প্রহর নিশি'[৪৯] পদের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপ ভাবে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। অপ্রচার হেতু কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষায় কীর্ত্তনিয়া বা পুথি-লেখকেরা কৃতিত্ব ফলাইবার সময় পান নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষাই আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। চণ্ডীদাস তৎকাল-প্রচলিত সাধারণের সহজ-বোধ্য ভাষায় গান করিয়াছিলেন। তিনি কেমন করিয়া এখনকার ভাষায় গীত রচনা করিবেন ? স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়, বঙ্কিম বাবু অথবা রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় চণ্ডীদাসের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা ব্যবহার সঙ্গত নহে। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পদাবলীর ভাষা—ব্রজমণ্ডলের ভাষা ;[৫০] অপরে কহেন, উহা মিথিলার 'বৃজ্জি' জাতির ভাষার অনুকরণ।[৫১] বস্তুতঃ উহার কোনটাই ঠিক নহে ; তখনকার বাঙ্গালা ভাষাই ঐরূপ ছিল। সাহিত্যের প্রথম বিকাশ গানে। চর্য্যাপদে আমরা তাহাই পাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বৌদ্ধ-চর্য্যাপদ হইতেই বাঙ্গালা পদসাহিত্যের উদ্ভব। চর্য্যাপদের ছন্দও প্রাচীন বাঙ্গালায় অনুসৃত।

শব্দ ও বর্ণ-বিন্যাস

কৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক ; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র। ণকার ও সকারের প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনী ভাষার প্রভাব সূচিত করিতেছে। 'ঁ' চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ অজস্র। 'চন্দ্রবিন্দু আনুনাসিক উচ্চারণের দ্যোতক এবং আনুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য প্রাকৃত-সম্ভব ভাষানিচয়ের অন্যতম বিশেষত্ব। পাঠকগণ গ্রন্থ-মধ্যে বহু অপরিচিত শব্দ পাইবেন, এক শব্দের একাধিক বর্ণ-বিন্যাসও দেখি-বেন। লণ্ডনের Early English Text Society, Philological Society, Percy Society প্রভৃতি সোসাইটিসমূহ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন বানান রাখা হইয়া থাকে,—মুখ্য উদ্দেশ্য, ভাষা-বিজ্ঞানের অনুশীলনে

৪৯ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৪৬, পৃ° ১০১ এবং রমণী বাবুর চণ্ডীদাস' (৩য় সংস্করণ), পৃ° ১৮৭।

৫০ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, (৩য় সংস্করণ), পৃ° ৪৮-৪৯।

৫১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৩য় সংস্করণ), পৃ° ২২৬।

সৌকর্য্য বিধান। আমরাও প্রাচীন বানান—পুথির বানান রাখিয়াছি, কোন প্রকার সংস্কারের চেষ্টা করি নাই। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, অন্যত্র বলিবার ইচ্ছা রহিল। পুথিতে কোন্ অক্ষর বা শব্দ 'তোলাপাঠে', কোন্ অক্ষর বা শব্দ কাটা ইত্যাদি খুটিনাটির বিবরণ পাঠ-বিবৃতিতে প্রদত্ত হইয়াছে। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় উহা লিখিয়া দিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই পুস্তকে পার্শী ও আরবী-মূলক মাত্র কএকটি শব্দ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে 'কামাণ', 'মজুরিআ' পার্শী এবং 'খন্ধ', 'বাকী' আরবী শব্দের বিকারে উৎপন্ন। শবর স্বামীর মতে 'পিক', কোকিল' প্রভৃতি শব্দ যাবনিক। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'মলয়', 'মীন' শব্দ যথাক্রমে তামিল ও কানাড়ী ভাষা হইতে গৃহীত।

ব্যাকরণ

সন্ধি :—অকার পরে আকার থাকিলে আকারের লোপ; যথা—ফুটিল+আছে=ফুটিলছে, রহিল+আছে=রহিলছে।

বিসর্গ লোপ :—প্রাকৃতেরই আদর্শে;[৫২] যথা—উরস্থল, বক্ষস্থল।

সংজ্ঞাপদ :—প্রথমার একবচনে 'এ' বা 'হি' প্রত্যয় মাগধীর অনুরূপ।[৫৩] উদাহরণ,—

প্রথমত কংশে' পুতনাক নিয়োজিল।
ভ্রূ হি' কাল শাপ যুগল তাহাত
শোভএ নিচল হোই॥
[হি=ই]

পতী', 'মুনী', 'গুরূ', বাউ' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ প্রাকৃতের অনুমত।[৫৪] উদাহরণ,—

ধিক জাউ নারীর জীবন দহে পসু তার প তী'।
সব ঠায়ি আপচয় কৈল মোর হ রী'।

[৫২] প্রা° লক্ষণ, ২।১০; প্রা° সর্ব্বস্ব, ৪।৬।

[৫৩] অত ইদেতৌ লুক্‌চ।—প্রা° প্র, ১১।১০; অত এত্‌সৌ পুংসি মাগধ্যাম্।—সিদ্ধহেমচন্দ্র ৮।৪।২৮৭।

[৫৪] সুভিস্‌সুপ্‌সু দীর্ঘঃ।—প্রা° প্র°, ৫।১৮।

প্রাকৃতে যেমন দ্বিবচন নাই,[৫৫] বাঙ্গালাতেও তেমনই নাই। বহুবচনে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয়ের অভাব; 'গণ', 'সব', 'সকল', 'যত' প্রভৃতি শব্দের যোগে বহুবচনের অর্থ প্রকাশে প্রবৃত্তি দেখা যায়। তিনটি মাত্র স্থলে 'রা' দিয়া বহু-বচনের পদ পাওয়া গিয়াছে; যথা,—

আজি হৈতেঁ আ হ্মা রা' হৈলাহোঁ এক মতী ॥
বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখো আলগদে।
পুছিল তো হ্মা রা' কেহ্নে ভরাসিল মণে ॥
আ হ্মা রা' মরিব শুনিলেঁ কাঁণে।

ষষ্ঠ্যন্ত 'আহ্মার', 'তোহ্মার' পদের উত্তর গৌরবার্থে আকার যুক্ত করিয়া প্রথমার বহুবচনে আ হ্মা রা ও তো হ্মা রা পদ হইয়া থাকিবে।[৫৬]

আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ঈকারান্ত রূপ সাধারণ; যথা—কোঁ অ লী, নি ল জী, বা লী, বি ক লী প্রভৃতি।

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'এ' প্রত্যয় প্রথমার অনুকরণ।

উদাহরণ,—

দেখি রাধার রূপ যৌ ব নে'।
মাঅক বুঝিল আইহনে ॥
বন মাঝেঁ পাইল ত রা সে'।

নিমিত্তার্থে বা তাদর্থ্যে প্রযুক্ত 'কএ' প্রত্যয়[৫৭] বাঙ্গালায় 'কে' বা 'ক'

---

৫৫ দ্বিত্বং বহুত্বেন।—প্রা° লক্ষণ, ২।১২; দ্বিবচনস্য বহুবচনম্।—প্রা° প্র°, ৬।৬৩।

৫৬ In Bg. the nominative plural may, in the case of human beings, be formed by adding *á* to the genitive singular; thus *santán*, a son; gen. sing, *santánér*; nom. plur. *santánérá*. The same is the case with the pronouns; thus *ámár*, of me; *ámárá*, we; *táhár*, his; *táhárá*, they.—*Encyclopedia Britannica* (11th Ed.), p. 734.

সম্বন্ধের র হইতে কর্ত্তৃকারকের বহুবচনের রা আসা অসম্ভব নহে।—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর ব্যাকরণ, পৃ° ২০৮।

৫৭ গং ভণাহি ইমস্‌স কএ মচ্ছিআভত্তণো ত্তি।—শকু°, প্রবেশক; 'ইমস্‌স কএ সউন্তলা কিলম্মই'—শকু°, ৬ষ্ঠ অঙ্ক।

'তুমম্মি ভণাম জহি-কএ'—কু°, চ°, ৫।৩৪;

প্রত্যয়রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অনুমান হয়। 'কে', 'ক' প্রত্যয়ের কতিপয় উদাহরণ,—

কংস কে' বুলিলে কণ্যা আকাশে থাকিআঁ ॥
নিতি নিতি দধি বিকে মথুরা ক' জাএ।
ডাকর ডালিম তুঈ কুচে।
নান্দ সুত বন হ্যা ক্রিঁ কে' রুচে ॥
এহা তত্ত্ব জাণী কর ঘর কে' গমন।
যাই যমুনার পাণি কে' আইস
সখি মোর সঙ্গেঁ।
লক্ষ্মী ক' বুলিল দেবগণে ॥
বচনেক দেহ রাধা কাহ্নাই ক' আশ।
মানুষ নিয়োজিল মারিবা ক' তাএ।
আযোড়ন যোড়ন আহ্মে করিবা ক' পারী।

'রেঁ' বা 'এরে' মূলে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন বর্ত্তমান।

বোল রাধিকা রেঁ' সতি বড়ই যতনে।
দৈবকীর প্রসব কংশে রে' জাণায়িল ॥

তৃতীয়াতে 'এঁ' বা 'এ' প্রত্যয় অপভ্রংশের অনুরূপ।[৫৮]

উদাহরণ,—

পর পুরুষের নেহা এঁ' যাহার বিষ্ণু পুরে স্থিতী ॥
মিছাই মাথা এ' পাড়এ সান ॥

অখুড়িঅ-গমণম্ অতোড়িঅ-মদম্ অতুড়িঅ-লক্খণং মহেভ-কুলং।
[৫৮] অনুলুক্কন্ত-সিণেহো গউড়ো পেনাৰ তুজ্‌ঝ কএ ॥—কু° চ°, ৬।৭৮;
পরিহর মাণিণি মাণং
পেক্খহি কুসুমাইঁ নীবস্‌স।
তুম্হ কএ খর হিঅও
গেহ্নই গুড়িআ ধণুংহি কিল কামো ॥—প্রা° পৈ°, ১।৬৭।
এংটা।—স° সা°, প্রা° অপ°, সূ° ২৪ ; ত্রিধেং টঃ।—প্রা° সর্ব্বস্ব, ১৭।১৭।

'ত' (তস্) প্রত্যয় যোগে, যথা—

হা থ ত' ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।
আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে ॥

মিনতী করিআঁ হা থে ত' ধরিআঁ
আন গিআঁ চন্দ্রাবলী ॥

চতুর্থী বিভক্তির স্থানে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি বিহিত হয়। প্রাকৃতে ষষ্ঠীবৎ।৫৯

পঞ্চমীর চিহ্ন 'হতেঁ', 'হৈতেঁ' 'হয়িতেঁ' প্রভৃতি প্রাকৃত 'হিংতো' প্রত্যয়েরই রূপভেদ।৬০ অপেক্ষার্থক পঞ্চমী বিভক্তিতে 'তে' ও 'ত' প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণ,—

এবে হ তেঁ' দৈবকীর যত গর্ভ হএ।
আজি হৈ তেঁ' বড়ায়ি দেব বনমালী
তোহ্মার ভয়িলা দাসে।
জ ল তে' উঠিলী রাহী আধ করি তলে।
মা অ বা প ত' বড় গুরুজন নাহী।
তোহ্মে এবেঁ গো আ ল ত' ভৈলা বড় জাতী।
শ রী র ত' হরিলোঁ চেতনে ॥
আজি হৈতেঁ রা ধি কা ত' নিবারিলোঁ মণে।

ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'কের', ('কর'), 'এর' প্রত্যয় প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক 'কেরক' শব্দের বিকারে উৎপন্ন। দৃষ্টান্ত,—

তিরীর যৌবন রাতির সপন
যেহ্ন ন দী কে র' বাণে।
ল ক্ষ কে র' বৃন্দাবন মোর ফুল বাড়ী।

'ক' প্রত্যয়ের উদাহরণ,—

৫৯ ষষ্ঠীবচ্ চতুর্থী।—প্রা° লক্ষণ, ২।১৩।

৬০ হিংতোভ্যসঃ।—প্রা° লক্ষণ, ১।৮। আর্ষ প্রাকৃত ও মাগধীতে পঞ্চমীর একবচনেও 'হিংতো' হয়; যথা—দেবাহিংতো (দেবাৎ), তুমাহিংতো (ত্বৎ)।

আপণ কা জ ক' লাগি সবই বিকলী।
জ র ম ক' তরেঁ কুলে কলঙ্ক থুইবেঁ॥
চাহা চাহা আল বড়ায়ি য মু না ক' তীরে'।

লজ্জার্থক শব্দ বা ক্রিয়ার যোগে 'ত' বা 'তে' প্রত্যয়ের প্রয়োগ ; যথা,—

'কা হ্ন ত' লাগিআঁ কিবা বিষ খাইআঁ মরিবোঁ॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নে হা ত' লাগী……
দিঠিত পড়িলে বা ঘ ত' হএ লাজ।
দারুণী বুঢ়ী তোর বা পে ত' নাহিঁ লাজ।
রা ধা ত' লাগিআঁ কাহ্ন কিবা নাহিঁ করে॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শ ঙ্খ ত' ভৈল লাজে।

'র' প্রত্যয় (১) অপভ্রংশ ভাষার অনুকরণে;[৬১] (২) প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন ণ'র রকারে পরিণতিতে।[৬২]

সপ্তমীর চিহ্ন 'ত', 'তে', 'তা' সর্ব্বাদি শব্দের উত্তর প্রযুক্ত প্রাকৃত 'ত্ত' বা 'ত্থ' প্রত্যয়ের রূপান্তর।

ঘ র ত' রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ॥
আহ্মার থা ন ত' বুঢ়ী কহিআর সরূপ॥
চঞ্চল নয়ন তোর সি স তে' সিন্দুর।
বা হু ত' বলয়া শোভে পা এ ত' নুপূর॥
সে জা ত' সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।

'এ' প্রত্যয় প্রাকৃতের অনুবৃত্তি।

প্রত্যয় লোপ ও বিভক্তি বিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল এবং উহা অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব। একাধিক প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগ সাধারণ।

. সর্ব্বনাম :—আহ্মি শব্দ

প্রথমা—আহ্মা, আহ্মি, আহ্মে ; মো, মোঁ, মোঁই, মোএঁ, মোঞঁ, মোঞিঁ, মোঞেঁ, মোয়ে।

---

৬১ অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর 'ঈয়' প্রত্যয় স্থানে 'ডার' আদেশ হয় ; 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ'—সিদ্ধ হেমচন্দ্র, ৮।৪।৪৩৪।

৬২ জাণ=জাঁর=যাঁর বা যাঁহার ; তাণ=তাঁণ=তাঁর বা তাঁহার ইত্যাদি।

দ্বিতীয়া—আহ্মা, আহ্মাক, আহ্মাকে, আহ্মাত, আহ্মাতে, আহ্মারে ; মোক মোকে, মোত, মোর, মোহোরে।

পঞ্চমী—আহ্মাক, আহ্মাত।

ষষ্ঠী—আহ্মাক, আহ্মাত, আহ্মার, আহ্মারে ; মোক, মোত, মোতে, মোর, মোরে, মোহোর।

সপ্তমী—মোতে।

তুহ্মি শব্দ

১মা—তুহ্মি, তুক্রিঁ, তো, তোঁ, তোএ, তোঁএ, তোএঁ, তোঞিঁ, তোঞেঁ, তোহ্মে।

২য়া—তোক, তোতে, তোরে, তোহাঁক, তোহ্মা, তোহ্মাএ, তোহ্মাক, তোহ্মাকে, তোহ্মাথো, তোহ্মাত, তোহ্মার, তোহ্মে।

৫মী—তোরে, তোহ্মাতে, তোহ্মাতেঁ, তোহ্মাথো।

৬ষ্ঠী—তোত, তোতে, তোর, তোহোর, তোহ্মা, তোহ্মাক, তোহ্মাত, তোহ্মাতে, তোহ্মার, তোহ্মারে।

৭মী—তোত, তোতে, তোহ্মাতে।

তা শব্দ

১মা—তাহা, তেঁ, তেহেঁ, তেহোঁ, সে।

২য়া—তাএ, তাক, তাকে, তাহাক, তাহাকো।

৩য়া—তেএঁ।

৬ষ্ঠী—তাক, তাত, তার, তারে, তাহাক, তাহার, তাহারে।

৭মী—তাএ, তাত, তাতা, তাতে, তাহাত।

বিস্তার-ভয়ে অন্যান্য সর্ব্বনাম শব্দের রূপ দেওয়া হইল না, পাঠকগণ শব্দ-স্থচীতে দেখিয়া লইবেন।

ক্রিয়াপদ :—√করা

বর্ত্তমান কাল

প্রথম পুরুষ—করন্তি, (করএ), করে, (করেন্ত)।

মধ্যম পুরুষ—করসি।

উত্তম পুরুষ—করিউ, করোঁ।

অতীত কাল

১ম পুং—কইল, করিল, করিলে, (করিলান্ত, করিলেন্ত), কৈল, কৈলে।
মং পুং—কইলি, কইলে, (করিলাহা), করিলি, (করিলেহেঁ), কৈলি।
উং পুং—কইলোঁ, করলোঁ, (করিতোঁ), (করিলাহোঁ), করিলোঁ, কৈলোঁ।

ভবিষ্যৎ কাল

১ম পুং—করিবে, করিবেক।
মং পুং—করিবেহেঁ।
উং পুং—করিব, করিবোঁ।

১ম পুং—করউ, করু।
মং পুং—কর, করহ, করিউ, করিও, করিহ, করিহলি, করিহে।

ক্রিয়াপদগুলির অধিকাংশই প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশ ভাষাতে পাওয়া যায় বর্ত্তমান কাল প্রথম পুরুষে 'এ' প্রত্যয়, প্রাকৃত 'হসএ', 'করএ,' 'পঢ়এ' প্রভৃতির ন্যায়।[৬৩] শৌরসেনী 'দ', মাগধী 'ড' বা 'ল' হইতে অতীতের চিহ্ন লকারের উৎপত্তি অনুমান অযুক্ত নহে। কেহ কেহ ল-মূলে প্রাকৃত 'আল', 'ইল্ল' প্রত্যয়ের উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতের চিহ্ন ব-কারের মূলে কেহ কেহ প্রাকৃত 'এব্ব', 'ইব্ব' প্রত্যয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর 'ই' বা 'ইআ' প্রত্যয় প্রাকৃতেরই অনুরূপ।[৬৪]

আছের (=আছে), আণিআর (আনয়ন কর), কহিআর (=কহ), গেলির (=গেল), দিআর (=দাও), দিআরু (=দিউক) এবং করিহলি (=করিও), চলিহলি (=যাইও), দিহলি (=দিও) প্রভৃতি পদ লক্ষণীয়। ক্রিয়াপদের উত্তর 'র' প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত; বস্তুতঃ উহার কোন অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

৬৩ অত এ সে।—প্রাং প্রং ৭।৫।
৬৪ শৌরসেনী ভাষাতে 'ক্ত্বা' প্রত্যয় স্থানে 'ইঅ' আদেশ হয় (প্রাং প্রং, ১২।৯)।

অপরাপর কথা

ভাগবতে কালিয়-দমন, গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও রাস পর পর বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রথমে রাস, তাহার পর কালিয়-দমন, তৎপরে বস্ত্রহরণলীলা। অবতার-গণনায় পারম্পর্য্য লইয়া পুরাণের সহিত বিরোধ দেখা যায়। যথা,—

> শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
> বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥
> কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্টজন।
> এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥—পুথি, পৃ° ১৩০।১

চণ্ডীদাসের উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। হয়ত প্রচুর প্রমাণ-প্রয়োগ ছিল, কিন্তু তাহা আমাদের নিকট আসিয়া পৌছায় নাই। গ্রন্থের সর্ব্বত্র চন্দ্রাবলী শব্দে রাধাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ চন্দ্রাবলী পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের অভিনব সৃষ্টি।

> মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
> মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ॥ ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণের কথা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি আর গোকুলে ফেরেন নাই এবং পুথিও এইখানেই শেষ হইয়া থাকিবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে' রাগাত্মিক পদ অথবা রজক-ঝিআরী রামিণীর নাম-গন্ধ নাই।

কবি না হইয়া কাব্য-সমালোচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ভাবিয়া আমরা তাহা হইতে নিরস্ত হইয়াছি। আশা করি, পাঠকগণ ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণলীলা বুঝি বা বুঝাই, এমন সামর্থ্য আমাদের নাই; সুতরাং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবারও প্রযত্ন করি নাই। স্বামীজী যথার্থই বলিয়াছেন,—"Forget first the love for gold, and name and fame, and for this little three penny world of ours. Then, only then, you will understand the love of the Gopis, too holy to be attempted without giving up everything, too sacred to be understood until the soul has become perfectly pure. People with idias of sex,

and of money, and of fame, bubbling up every minute in the heart, daring to criticise and understand the love of the Gopis!"—*The Sages of India, Swami Viveknanand's Madras Lectures.*

আমরা যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পুথি পরিষদে লইয়া আসি, তখন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় পরিষদের সম্পাদক। তিনি এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ পুথি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ করেন। আমাদের উপর গ্রন্থের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হয়।

গ্রন্থ-সম্পাদনে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে' বিস্তর তরু-লতা, ফুল-ফলের নাম আছে। শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় উহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় টীকাটি আদ্যোপান্ত দেখিয়া আবশ্যক সংশোধন ও সংযোজনাদি করিয়া দিয়াছেন। আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধটি লিখিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বহু শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক পুথির লিপিকাল নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি পণ্ডিত এবং বন্ধুবর্গের নিকট কিছু না কিছু সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য ইঁহাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় সংস্কৃত কলেজ Library ব্যবহারের অনুমতি দিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। পরিশেষে পরিষদের পরম-হিতৈষী, বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি—তাঁহারই অর্থানুকূল্যে পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী-ভুক্ত হইয়া এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

মহাবিষুব-সংক্রান্তি,
বঙ্গাব্দ ১৩২৩

শ্রীবসন্ত রায়

সাঙ্কেতিক অক্ষর

অপ°	= অপভ্রংশ	পিঙ্গল, প্রা° পৈঃ	= প্রাকৃতপৈঙ্গল
অভি° প°, অভি° প্র°	= অভিধানপ্রদীপিকা	প্রা°	= প্রাকৃত
অস°	= অসমীয়া	প্রা° প্র°	= প্রাকৃতপ্রকাশ
উ° চ°	= উত্তরচরিত	প্রা° লক্ষণ	= প্রাকৃতলক্ষণ
ও°	= ওড়িয়া	প্রা° লক্ষ্মী	= প্রাকৃতলক্ষ্মী
ক° ম°	= কর্পূরমঞ্জরী	প্রা° স°	= প্রাকৃতসর্ব্বস্ব
কু° চ°	= কুমারপালচরিত		৵০
গা° স°	= গাথাসপ্তশতী	বাং	= বাঙ্গালা
গু°	= গুজরাটী	ম°	= মরাঠী
গৌ° ব°	= গৌড়বধ বা গউড়বহো	মু° রা°	= মুদ্রারাক্ষস
		মৃ° ক°	= মৃচ্ছকটিক
চৈ° চ°	= চৈতন্যচরিতামৃত	মৈ°	= মৈথিলী
চৈ° ভা°	= চৈতন্যভাগবত	শকু°	= শকুন্তলা
তুল°	= তুলনীয়	শূ° পু°	= শূন্যপুরাণ
দে° না° মা°	= দেশীনামমালা	স°	= সংস্কৃত
দে° প্রা°	= দেশী প্রাকৃত	সে° ব°	= সেতুবন্ধ
প° ক° ত°	= পদকল্পতরু	হি°	= হিন্দী
পা°	= পালি	√	= ধাতু

কৃষ্ণকীর্তন পুথির পত্র ৩, পৃষ্ঠা ১।

পত্র ৩, পৃষ্ঠা ২।

১৭৬।২।৬

১৮৫।১।৬

২০২।২।৪

২০৪।২।৫

২০৫।২।১

বোধিচর্য্যাবতার (বিক্রমাব্দ ১৪৯২-খ্রীঃ ১৪৩৬।৩৭), পত্র ৬৬, পৃষ্ঠা ১।

বোধিচর্য্যাবতার (বিক্রমাব্দ ১৪৯২-খ্রীঃ ১৪৩৬।৩৭), পত্র ৬, পৃষ্ঠা ২।

ধম্মবস্তু, শকাব্দা ১৪১৭ (খ্রীঃ ১৪৯৫)

শূদ্রপদ্ধতি, সংবৎ ১৪৪২ (খ্রীঃ ১৩৮৫)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় গৌড়ীয় কবিগণের অগ্রণী চণ্ডীদাসের "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক যে নূতন গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার একখানি মাত্র পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুথিখানিও সম্পূর্ণ নহে। গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে পুষ্পিকা নাই, কেবল প্রতি গান বা কবিতার শেষে ভণিতায় কবির নাম পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পুথির অথবা গ্রন্থকারের কাল নির্ণয় করিবার কোনও উপাদান এই নবাবিষ্কৃত গ্রন্থে নাই। মধ্য এসিয়ায় আবিষ্কৃত বহু তালপত্রে লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কাল নির্ণয়ের জন্য প্রত্নলিপিতত্ত্ব (Palæography) ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পুথির কাল নির্ণয়ের জন্য প্রত্নলিপিতত্ত্ব ব্যবহৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পুথিখানি যে দিন সাহিত্য-পরিষদে প্রথম লইয়া আসেন, সেই দিন আমার ধারণা হইয়াছিল যে, উহা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত অদ্যাবধি আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ, রচনা-কাল হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তন অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থসমূহের যে পুথিগুলি আনাইয়াছেন, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তন অপেক্ষা প্রাচীন কি না, সন্দেহ। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি বলিয়া আবিষ্কর্ত্তার সৌজন্যে ও সাহায্যে ইতিপূর্ব্বে আর একবার ইহার লিপিকাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম[১]। উক্ত প্রবন্ধ ১৩১৮ সালে লিখিত হইয়াছিল। ইহার পরে মূল গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তার অনুগ্রহে সমস্ত পুথিখানি দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই পরীক্ষার ফল নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

"কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থের যে অংশটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় ;—

১। প্রাচীন হস্তাক্ষর।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ১৬১ পৃঃ।

২। প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি।

৩। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর।

আবিষ্কর্ত্তা স্বয়ং গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন। ভরসা করি, গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষর সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। প্রত্নলিপিতত্ত্বে আধুনিক লিপি অথবা প্রাচীন লিপির অনুকরণের প্রয়োজন নাই, কেবল যে সমস্ত পত্রে প্রাচীন হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত পত্রের অক্ষরাবলী পরীক্ষিত ও আলোচিত হইল।

"কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান অথবা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণমালা অপেক্ষা প্রাচীন। অনেক অক্ষরের আকার সেই অক্ষরের বর্ত্তমান আকারের ন্যায়, কিন্তু অনেকগুলি অক্ষরে সেই বর্ত্তমান আকার বা আকারগত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না;—

(ক) স্বরবর্ণ

১। অ, আ, ই, ঈ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই আটটি স্বরে বর্ত্তমান আকার দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অ ও আ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এই দুইটি স্বরে অক্ষরের দক্ষিণাংশের সহিত বামাংশের যোজক অর্দ্ধ বৃত্তাকৃতি। "অঙ্গভঙ্গ" পত্র ৩, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ১। "আপনার" পত্র ৩, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৪। পুথির যে অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেই অংশে এই আকার দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা— "অনেক," পঃ ১৭৬, পৃঃ ২, পং ৬। "অনুমতী," পঃ ২০৪, পৃঃ ২, পং ৫। 'আসমতী," পঃ ২০৫, পৃঃ ২, পং ১।

২। স্বরবর্ণের মধ্যে উ, ঊ, ঋ ও ঌ—এই চারিটি অক্ষরের আকার প্রাচীন। "উ" এবং "ঊ"তে কেবল ঊর্দ্ধ দিকের রেখা যোগ করিলে উহা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। এই আকারের "উ" এবং "ঊ" কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত গুহ্যাবলীবিবৃতি, পঞ্চাকার এবং যোগরত্নমালা নামক ১১৯৮, ১১৯৯ ও ১২০০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত গ্রন্থত্রয়ে দেখিতে পাওয়া যায়[১]। "ঋ" আকারে বহু প্রাচীন, ইহা প্রায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত যে তিনখানি গ্রন্থ পূর্ব্বে

১। Bühler's Indische Palæographie, Tafel VI, Col. X. 5—6; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, Pl. xxxviii.

উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়; কেবল অক্ষরের বাম দিকের ত্রিকোণ গোল হইয়া গিয়াছে। "ঌ" একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রত্যেক কবিতার পূর্ব্বে এক একটি সংস্কৃত বচন আছে। এইরূপ একটি সংস্কৃত বচনে "প্রকৢপ্তাং" শব্দে ঌ-র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, পঃ ১২৫, পৃঃ ২, পং ২।

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণ

১। ক-বর্গ

অ। "ক" দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় প্রকারের সহিতই বর্ত্তমান অক্ষরের আকারের সাদৃশ্য আছে। প্রথম প্রকারের "ক" "ফ"এর ন্যায়, "করে" পঃ ৫, পৃঃ ১, পং ৬, "কাহ্নাঞি", ৫।১।৬। দ্বিতীয় প্রকারের "ক" প্রাচীন বা আধুনিক বর্ণমালায় সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না, "রতিরস কাম দোহনী" ৫।১।৮।

আ। "খ" একই প্রকারের, ইহা আকারে প্রাচীন, ইহা দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত বিজয়সেনদেবের শিলালিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরের আকারের ন্যায়[১]। এই আকারে অক্ষরের বামভাগ যেখানে দক্ষিণ ভাগে যুক্ত হইয়াছে, সেই স্থানে বামভাগের নিম্নদেশ গোলাকৃতি এবং বাম ভাগের নিম্নদেশ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়া দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে। আধুনিক আকারে বাম ভাগের নিম্নদেশ আরও নীচে নামিয়া দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হয়।

ই। "গ" খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে[২]।

ঈ। "ঘ"এর আকার প্রাচীন, ইহা দেবপাড়ার শিলালিপি ও কমৌলির তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরের ন্যায়। ইহাতে অক্ষরের বাম ভাগের নিম্নদেশ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়া তবে দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে[৩]।

উ। "ঞ"র ন্যায় "ঙ" স্বতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল যুক্তাক্ষরে

১। Epigraphia Indica Vol. I, pp. 307—11; Indische Palæographie, Tafel v, Col. xviii. 11.

২। Memoir's of the Asiatic Society of Bengal, Vol. iii, p. 109, pl. xxviii.

৩। Indische Palæographie, Cols. xviii—xix.

দেখিতে পাওয়া যায়, "লজ্যিবোঁ" ১৬০।২।৪, ইহা হইতে আকারের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করা কঠিন।

২। চ-বর্গ

অ। "চ"-বর্গের মধ্যে "চ" ও "ঞ"র বর্ত্তমান আকার দেখিতে পাওয়া যায়। দুই এক স্থানে চ-এর আকার প্রাচীন, "চিন্তির" ৩।২।৬।

আ। "ছ" কোন কোন স্থানে প্রাচীন আকারের এবং কোন কোন স্থানে বর্ত্তমান আকারের। প্রাচীন আকার—ইহা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত "পঞ্চাকার" গ্রন্থে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়[১]। যথা—"ভরছিআঁ" ১১৩।১।১, "মিছাই" ৩।২।২। বর্ত্তমান আকার, "কিছু" ১১৩।১।১।

ই। গ্রন্থে দুই প্রকারের "জ" ব্যবহার হইয়াছে, এই দুই প্রকারই প্রাচীন। প্রথম প্রকার,—ইহার মাত্রা সরল রেখা, মধ্যাবয়বও সরল রেখা, কেবল নিম্নাবয়ব বক্রগতি, "জীবন" ও "মজিল" ৬০।১।৭। দ্বিতীয় প্রকারে কেবল মাত্রা সরল রেখা, মধ্যাবয়ব বক্রগতি; কিন্তু বর্ত্তমান "জ"এর ন্যায় ইহার নিম্নগতি আরম্ভ হয় নাই, নিম্নরেখা বক্রগতি। এই আকারের "জ" "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। "জাণ" ৩।২।৪।

ঈ। দুই প্রকারের "ঝ"এর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়;—বর্ত্তমান আকার, "মাঝাখিণী" ৭।১।৬, "বুঝহ" ৬।১।৬। (এই পত্র প্রাচীন অক্ষরের অনুকরণে লিখিত)। প্রাচীন আকার, ইহাতে বামভাগ "ধ"এর ন্যায়, "ঝাঁট" ৫।২।২।

৩। ট-বর্গ

অ। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে তিন প্রকারের "ট" দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর "ট" কি প্রকারে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রাচীন অর্থাৎ সেনবংশীয় রাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহে ব্যবহৃত আকার,—পরিবর্ত্তন যুগের আকার, যাহা পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই এবং বর্ত্তমান আকার, এই তিন প্রকার "ট" দেখিতে পাওয়া যায়;—

১। Indische Palaeographie, Tafel vi, Col. x. 21.

ক। প্রাচীন আকার ;—ইহা বিজয়সেনের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়[১]। যথা ;—"বাটত" ৪।২।২, "পাটে" ৪।২।৮।

খ। পরিবর্ত্তন যুগের আকার। ইহাতে অক্ষরের মধ্যদেশের বক্রগতি ক্রমশঃ সরল হইয়া আসিতেছে, "হাটক" ১৯।২।৩।

গ। বর্ত্তমান আকার। ইহাতে মধ্যদেশের বক্রগতি সরল রেখায় পরিণত হইয়াছে ; "ঝাঁট" ৭।২।৮।

আ। "ঠ" ও "ড" বর্ত্তমান আকারের।

ই। "ঢ" প্রাচীন আকারের। ইহাতে প্রাচীন আকারের "ট"এর ন্যায় অক্ষরের মধ্যদেশে বক্রগতি রহিয়া গিয়াছে, বিজয়সেনের শিলালিপিতে এই আকারের "ঢ" দেখিতে পাওয়া যায়,[২] "কাঢ়ে" ৩।২।৩।

ঈ। "ণ" দুই প্রকারের, প্রথম প্রকারের আকারে অক্ষরের অর্দ্ধ বৃত্তের মধ্যে একটি সরল রেখা আছে ; "কমণ" ৩।১।৩। দ্বিতীয় প্রকারে এই সরল রেখাটি নাই, ইহার বর্ত্তমান আকার, "মরণ" ৩।১।৩।

ত-বর্গ

অ। "ত" ও "ন" বর্ত্তমান আকারের। ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে[৩] ও তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছির তাম্রশাসনে[৪] সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান বাঙ্গালা "ত" দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান "ন" সেনরাজগণের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়[৫]।

আ। "থ"এর আকার প্রাচীন। ইহা বিজয়সেনের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়[৬]। ইহাতে অক্ষরের বামভাগে নিম্নদেশের বক্র অংশ দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এই হিসাবে "কৃষ্ণ-

---

১। Epigraphia Indica. Vol I. p. 310, line 24.
২। Ibid, Tafel v, Col. xviii. 23.
৩। Epigraphia Indica, Vol. xii, p. 40, l. 27.
৪। Indian Antiquary, Vol. xiv, pp. 166—68
৫। Epigraphia Indica, vol. xii, pp. 8—10.
৬। Indische Palæographie Tafel v, Col. xviii. 26.

কীর্ত্তনে"র "থ"এর আকার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষিত পঞ্চাকার গ্রন্থে ব্যবহৃত আকার অপেক্ষা অর্ব্বাচীন[১]। যথা—"জগন্নাথ" ৪।১।৭।

ই। দুই প্রকারের "দ" আছে। প্রথম প্রকারের "দ" প্রাচীন। ইহা অনেকটা বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৭৪ লক্ষ্মণ সংবতে উৎকীর্ণ অশোকচল্লদেবের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়,[২] "দেবেঁ" ৩।১।২, "দিল" ৩।১।৫। দ্বিতীয় প্রকারের "দ" আধুনিক, এই আকারের "দ" ৫১ লক্ষ্মণ সংবতে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত অশোকচল্লদেবের শিলালিপির ন্যায়,[৩] "দণ্ডকঃ" ৩।১।২।

ঈ। "ধ" প্রায় বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। তবে ইহার বামভাগে এখনও কোণ দেখা দেয় নাই, এই আকার ৭৪ লক্ষ্মণ সংবতে উৎকীর্ণ, বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত অশোকচল্লদেবের শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"ধল" ৩।১।৫।

৫। প-বর্গ

অ। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" তিন প্রকারের "প" দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে এক প্রকার আকারে আধুনিক ও অপর দুই প্রকার পরিবর্ত্তন-যুগের। লক্ষ্মণসেন,[৪] বিশ্বরূপসেন[৫] ও কেশবসেনের[৬] তাম্রশাসনে "প"এর যে আকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন, অথচ লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত ঢাকায় আবিষ্কৃত চণ্ডীমূর্ত্তির পাদপীঠের লিপিতে[৭] এবং বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ সংবৎসরের লিপিতে আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক আকারের মধ্যবর্ত্তী পরিবর্ত্তন-যুগের আকার (Transitional form) অদ্যাবধি কোনও শিলালিপি বা তাম্রশাসনে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" পরিবর্ত্তন-যুগের যে দুইটি আকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অক্ষরের বামভাগ প্রাচীন

১ Indische Palæographie, Tafel vi, Col. X. 31.
২ Epigraphia Indica, Vol. xii, p. 30.
৩। Ibid, p. 29.
৪ Ibid pp. 8—10.
৫ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I. p. 9, line 1.
Ibid, (new Series), Vol. X, pp. 99—104.
Ibid, Vol. IX, p. 290, pl. XXIV.

আকারের ন্যায় অক্ষরের দক্ষিণভাগে যুক্ত না হইয়া মাত্রায় যুক্ত হইয়াছে। প্রথম প্রকারে বামদিকের রেখা সরল, "রূপেঁ", ৩।১।৪; দ্বিতীয় প্রকারে এই রেখা বক্র, "পাতিল", ৩।১।৩। আধুনিক আকার বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, "পাছে", ৭২।২।২।

আ। "ফ"র প্রাচীন আকারই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বাম ভাগ দক্ষিণ ভাগের নিম্নে যুক্ত না হইয়া কিঞ্চিৎ উৰ্দ্ধে আসিয়া মিশিয়াছে। "আকারে" ৪৬।২।৪।

ই। "ব" ও "ম" খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এই অক্ষরের কোনও আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঈ। "ভ"এর আকার প্রাচীন। এই আকারের "ভ" বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ সংবৎসরের শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। "ভঙ্গ" ৩।২।১, "ভূমিত" ৩।২।২, "ভেকের" ৩।১।৮।

৬। অন্তঃস্থ বর্ণ

অ। "য"র আকার প্রাচীন। ইহার নিম্নভাগ "থ", "গ" ও "ফ"এর ন্যায়, "যম" ৩।২।৫।

আ। কোন কোন স্থানে "য়"এর মধ্যস্থলে একটি সরল রেখা আছে, "চিন্তির" ৩।২।৬।

ই। "ল"র আকার প্রাচীন। বিজয়সেনের শিলালিপিতে[১] এবং ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ সংবৎসরে উৎকীর্ণ শিলালিপিদ্বয়ে এই আকার দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈ। সর্ব্বত্র একই আকারের "ব" দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। উষ্মবর্ণ

অ। "শ", "ষ" ও "স"র আধুনিক আকারই দেখিতে পাওয়া যায়।

আ। "হ" সর্ব্বত্র আধুনিক আকারের, কেবল এক স্থানে ইহার একটি নূতন আকার দেখিতে পাওয়া যায়,—"বহায়িলোঁ" ২০২।২।২। তবে ইহা লিপিকরপ্রমাদ হইলেও হইতে পারে।

১। Indische Palæographie, Tafel V. Col. xviii. 37.

প্রত্নলিপিতত্ত্বের প্রমাণ অবলম্বনে "কৃষ্ণকীর্ত্তনের" লিপিকাল নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, উক্ত গ্রন্থের যে একখানি মাত্র পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত এবং ইহার পুষ্পিকা পাওয়া যায় নাই। এই পুথির অন্য কোন অংশে তারিখ নাই এবং ইহাতে রচয়িতার অথবা লিপির কাল নির্ণয় করিবার অন্য কোন উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এই পাণ্ডুলিপির লিপি-কাল নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় প্রত্নলিপিতত্ত্ব। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের আকার আধুনিক। যে কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন, তাহা বিচার করিলে গ্রন্থের লিপিকাল নির্ণীত হইতে পারে।

স্বরবর্ণ

সাধারণ দ্বাদশটি স্বরবর্ণের মধ্যে উ, ঊ, ঋ ও ৯ প্রাচীন আকারের। এই চারিটি অক্ষরের বর্ত্তমান রূপ ধারণের কাল নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় অতি অল্প দিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১। উ। কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত "গুহ্যাবলীবিবৃতি" ও "পঞ্চাকার" নামক গ্রন্থদ্বয়ে যে আকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের আকার। কারণ, এই গ্রন্থদ্বয় ১১৯৮ ও ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে শান্তিদেবের "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থের একখানি তালপত্রে লিখিত পুথি এসিয়াটিক সোসাইটির জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই পুথি ১৪৯২ বিক্রমাব্দে=১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে বেণুগ্রামে লিখিত হইয়াছিল। এই বেণুগ্রাম সম্ভবতঃ বর্দ্ধমান জেলার বেণুগ্রাম বা বেড়্গ্রাম। এই গ্রন্থে "উ"র আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায়। "কোচ্ছ উচ্ছ" পংক্তি ১, পৃঃ ৬৬।

২। ঊ। "উ"র ন্যায় "ঊ"র আধুনিক আকার সর্ব্বপ্রথমে ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আকারের "উ" এবং "ঊ"তে মাত্রার উপরে বক্রগতি ঊর্দ্ধরেখা নাই। আধুনিক আকারে এই ঊর্দ্ধরেখা দেখিতে পাওয়া যায়। "ঊইল" ৭।১।২।

৩। ঋ। কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে আকারের ঋ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত "যোগরত্নমালা", "গুহ্যাবলী-বিবৃতি" ও "পঞ্চাকারে" ব্যবহৃত "ঋ"র ন্যায়। ইহাতে অক্ষরের বাম দিকের নিম্নভাগ অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি, ত্রিকোণ নহে এবং এই অর্দ্ধবৃত্তের উপরে একটি ঊর্দ্ধ-গতি বক্র রেখা আছে। বর্ত্তমান "ঋ"তে এই ঊর্দ্ধরেখা "থ"র বামদিকের ঊর্দ্ধাংশের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। "ঋষিএ" ২১।২।৬, "ঋষীকেশ" ৫১।১৪, "ঋগ" ১৮৫।১৬।

৪। ৯ একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, "প্রক্৯প্তাং" ১২৫।২।২।

ব্যঞ্জনবর্ণ

১। ক-বর্গ। ক-বর্গের মধ্যে "থ" ও "ঘ" প্রাচীন আকারের। এই অক্ষরদ্বয়ের নিম্নভাগে কোণ নাই। ১৪৪২ বিক্রমাব্দে লিখিত শূদ্রপদ্ধতি নামক স্মৃতিগ্রন্থে যে আকারের "থ" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিম্নে কোণ আছে। ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে যে আকারের "ঘ" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিম্নে কোণ আছে।

২। চ-বর্গ। "চ", ছ ও জ সময়ে সময়ে প্রাচীন আকারের। ১৪৪২ বিক্রমাব্দে লিখিত শূদ্রপদ্ধতি গ্রন্থে এবং ১৪১৭ শকাব্দার পূর্ব্বে লিখিত ধর্ম্মরত্ন নামক গ্রন্থে বর্ত্তমান আকারের "চ" ও "জ" দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থে অধুনিক আকারের "চ" "ছ" ও "জ" দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্রপদ্ধতি গ্রন্থের শেষ পত্রে, তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে "সরোজ" শব্দে বর্ত্তমান আকারের "জ" দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। ট-বর্গ। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন আকারের "ট" হইতে কি প্রকারে বর্ত্তমান আকারের "ট" উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থে বর্ত্তমান আকারের "ট" দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪১৭ শকাব্দার পূর্ব্বে লিখিত "ধর্ম্মরত্ন" গ্রন্থের শেষ পত্রে ঘটক সিংহের পুত্রের ১৪১৭ শকাব্দের যে জন্মপত্রিকা আছে, তাহাতে বর্ত্তমান আকারের ট দেখিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" বর্ত্তমান আকারের "ণ" ব্যবহৃত হইয়াছে। "বোধিচর্য্যাবতারে" এবং শূদ্রপদ্ধতিতে প্রাচীন আকারের "ণ" দেখিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" দ্বিতীয় প্রকারের "ণ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহা পরিবর্ত্তন-যুগের আকার, কিন্তু "ধর্ম্মরত্ন" গ্রন্থে সর্ব্বত্র আধুনিক আকারের "ণ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪। ত-বর্গ। ত-বর্গের মধ্যে কেবল "থ" প্রাচীন আকারের। ইহার নিম্নভাগে কোণ নাই। "বোধিচর্য্যাবতারে", শূদ্রপদ্ধতিতে এবং "ধর্ম্মরত্নের" শেষ পত্রে লিখিত জন্মপত্রিকায় আধুনিক আকারের "থ" দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। প-বর্গ। প-বর্গের মধ্যে প্রাচীন আকারের "ফ" ও "ভ" দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্রপদ্ধতি, ধর্ম্মরত্ন ও বোধিচর্য্যাবতারের শেষ পত্রে এই আকারের "ভ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬। অন্তঃস্থ বর্ণ। "য" প্রাচীন আকারের, ইহার নিম্নদেশে কোণ নাই। শূদ্রপদ্ধতিতে, বোধিচর্য্যাবতারে এবং ধর্ম্মরত্নে কেবল কোণযুক্ত আধুনিক আকারের "য" দেখিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কেবল প্রাচীন আকারের "ল" ব্যবহৃত হইয়াছে। এই আকারের "ল" বোধিচর্য্যাবতার, ধর্ম্মরত্ন ও শূদ্রপদ্ধতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। উষ্মবর্ণ। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত সমুদায় উষ্মবর্ণই আধুনিক আকারের। কিন্তু বোধিচর্য্যাবতার ও ধর্ম্মরত্নে ব্যবহৃত "হ" প্রাচীন আকারের। "শূদ্রপদ্ধতি" গ্রন্থে ব্যবহৃত "হ" আধুনিক আকারের।

"শূদ্রপদ্ধতি" গ্রন্থ ১৪৪২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৩৮৫।৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। "বোধিচর্য্যাবতার" ১৪৯২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৪৩৬।৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। "ধর্ম্মরত্ন" গ্রন্থের শেষ পত্রে ঘটকসিংহ নামক এক ব্যক্তির ১৪১৭ শকাব্দে জাত পুত্রের জন্মপত্রিকা লিখিত আছে, সুতরাং উক্ত গ্রন্থ ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর। কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় "কৃষ্ণকীর্ত্তনের" যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।

কলিকাতা,
১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ২রা পৌষ } শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচিত গ্রন্থাদি

টীকা-রচনা-কালে যে সকল গ্রন্থ, সাময়িক পত্র বা হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কএকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বৌদ্ধগান ও দোহা, শূন্যপুরাণ, ময়নামতীর গান (ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ), চণ্ডীদাস (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), বিদ্যাপতি (ঐ), শ্রীকৃষ্ণবিজয়, (গুণরাজ খান), উত্তরাকাণ্ড কৃত্তিবাস (বং সাং পং), পদ্মাপুরাণ (বিজয় গুপ্ত), কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী (বঙ্গবাসী), কৃষ্ণমঙ্গল (ঐ), চৈতন্যভাগবত (গোস্বামী), চৈতন্য-মঙ্গল (বং সাং পং), চৈতন্যমঙ্গল (বঙ্গবাসী), মানচেতন (ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ), গোবিন্দদাস (৺কালিদাস নাথ), অষ্টাদশপর্ব্ব কাশীদাস (বঙ্গবাসী), কবিকঙ্কণ (ঐ), পদ্মাপুরাণ (বংশীদাস), ধর্ম্মমঙ্গল (মাণিক), গোবিন্দমঙ্গল (দুঃখী শ্যামদাস), জয়দেব চরিত (বং সাং পং), ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম), চণ্ডিকা-বিজয় (কমললোচন), জগদানন্দ (৺কালিদাস নাথ), পদকল্পতরু (বং সাং পং), কাণ্ডনানন্দ, বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয় (বিশ্ববিদ্যালয়)।

গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব (ঘোষাল), বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (ন্যায়রত্ন), বঙ্গীয় সাহিত্য সমালোচনা (বিদ্যাবিনোদ), বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (সেন), শব্দতত্ত্ব (শ্রীর রবীন্দ্রনাথ), বাঙ্গালা ব্যাকরণ (৺হৃষিকেশ শাস্ত্রী), বাঙ্গালা ভাষা (বং সাং পং), প্রকৃতিবাদ অভিধান, বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু (রজনীকান্ত)।

অসমীয়া রামায়ণ (মাধব দেব, মাধব কন্দলি, শঙ্কর দেব), কীর্ত্তনঘোষা, নামঘোষা, অনাদি-পাতন ভাগবত (শঙ্কর দেব), দীপিকা ছন্দ (পুরুষোত্তম গজপতি), অসমীয়া হেমকোষ; উড়িয়া ভাগবত (জগন্নাথ দাস); পদুমাবতি (মলিক মুহম্মদ), রামায়ণ (তুলসীদাস), ভাষাবিজ্ঞানাঙ্কুর (পণ্ডিত রামগরীব চোবে)।

সেতুবন্ধ (কাব্যমালা), গাথাসপ্তশতী (ঐ) গউড়বহো (Bombay Sanskrit Series), কুমারপালচরিত (ঐ), কর্পূরমঞ্জরী (S. Konow),

প্রাকৃতপ্রকাশ, প্রাকৃতলক্ষণ (Dr. A. F. R. Hoernle), প্রাকৃত সর্ব্বস্ব (ভিজাগাপটম গ্রন্থপ্রদর্শনী), প্রাকৃত ব্যাকরণ (৺হৃষীকেশ শাস্ত্রী), প্রাকৃতপৈঙ্গল (Bib. Ind.), পয়য়লচ্ছী নামমালা (Dr. Bühler), অভিধানপ্রদীপিকা (মোগ্‌গল্লান স্থবির), দেশী নামমালা (Bom. Skt. Series)।

বালচরিত (মহাকবি ভাস), শকুন্তলা (বিদ্যাসাগর), মৃচ্ছকটিক (Bom. Skt. Series), উত্তরচরিত (জীবানন্দ), মুদ্রারাক্ষস (Bom. Skt. Series), গীতগোবিন্দ (বিদ্যাভূষণ), অমরকোষ, অভিধান চিন্তামণি।

Sanskrit Texts (J. Muir), Comparative Grammar of the Modern Languages of India (J. Beames), Comparative Grammar of the Gaudian Languages (Dr. Hoernle), Introduction to the Maithili Language (Sir G. Grierson), Sanskrit-English Dictionary (H. H. Wilson), Do (Apte) &c. &c.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, নব্যভারত, প্রবাসী, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Journal of the Royal Asiatic Society of the Bombay Branch প্রভৃতি।

পুথি—পদ্মাপুরাণ (নারায়ণদেব), আদিকাণ্ড (কৃত্তিবাস), যোগাদ্যার বন্দনা (ঐ), আনন্দলহরী (বৃন্দাবন দাস), সৌপ্তিকপর্ব্ব (কাশীদাস), শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস (কৃষ্ণকিঙ্কর), অক্রূরাগমন (কবিচন্দ্র), গুরুদক্ষিণা (কবি শঙ্কর), সারসত্যকারিকা (নরোত্তম দাস), জৈমিনি-ভারত (হরিদাস), গোপালবিজয় (কবিশেখর)।

সম্পাদক।

☞ ভ্রমবশতঃ প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করা হয় নাই। গ্রন্থ-সম্পাদন-সম্পর্কে সম্পাদক ইঁহাদের নিকট ঋণী এবং বিনীতভাবে ত্রুটি স্বীকার করিতেছেন।

বিষয়-সূচী

পদ-সূচী

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি | পৃষ্ঠাঙ্ক

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি		পৃষ্ঠাঙ্ক

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি		পৃষ্ঠাঙ্ক

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি		পৃষ্ঠাঙ্ক
তোহ্মা না দেখিআঁ রাধা বিকল কাহ্নাঞিঁ	...	২০০
তোহ্মার আন্তরেঁ কাহ্নাঞিঁ	...	২৭
তোহ্মার চরিতেঁ রাধা পাআঁ আপমাণে	...	২৭৪
তোহ্মার যৌবনে রাধা মোর গেল মনে	...	১১৪
তোহ্মার বচন কাহ্নাঞিঁ ধরিআঁ মণে	...	২২৪
তোহ্মার বোলে কহো কাহ্নাঞিঁ	...	২৪৮
তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান	...	৩৪৭
তোহ্মে মোর বড়ায়ি	...	১৬
তোহ্মে বুবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে	...	১২৩
ত্রিদশের নাথ আহ্মে কাহ্নাঞিঁ	...	৮৪
ত্রিভুবননাথ তোহ্মে হরী	...	২৩৬
দধি দুধ নঠ কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল	...	১৬১
দধি দুধে সজাইআঁ চুকে	...	৩৪১
দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ	...	৯
দধির চুপড়া যমুনার তীরে থুয়িআঁ	...	১৪৫
দহে পৈসু বড়ায়ি তিরীর জীবন	...	১০০
দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে	...	১২৭
দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে	...	৩৪৮
দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার	...	৩৬৫
দুরুবার কংস নরপতী	...	৬৫
দুতী চিরকাল ভৈল	...	৩৩২
দুতীর বচন ফলে মারিলোঁ তোহ্মারে	...	২৮৬
দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে	...	১৬২
দেখা দেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস	...	৯৯
দেখিআঁ তোহ্মার রূপ বিদরিতেঁ চাহে বুক	...	১৮১
দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী	...	৩৩৪
দেবের দেব আহ্মে শ্রীবনমালী	...	৮৭

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি		পৃষ্ঠাঙ্ক
পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ	...	৮১
পাঞ্চ পাটে নাথানী আহ্মার	...	১৪৮
পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে	...	৩৮৪
পুত্রমার প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশুকালে	...	৯৫
পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন	...	২৮৯
পুরুব কালত ঋষিএঁ বুইল	...	৪২
প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি	...	৩৮৭
প্রথম প্রহরে গোআল গেলা নিন্দ	...	৩০৮
প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার	...	৫৮
প্রথম যৌবন সামা গেলা ভুলে ধরা	...	১৫০
প্রথমে কাঢ়িআঁ লৈল সাতেসরী হার	...	১৩৪
প্রভাত সময় ভৈল সব সখিজনে	...	২০৩
প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল	...	৩১২
প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে	...	১৭৫
ফুটিল কদম ফুল ভরে নোআইল ডাল	...	৩৯২
বচনেক বোলোঁ শুন চন্দ্রাবলা রাণী	...	১৫৬
বচনেক বোলোঁ শুন রাধা গোআলী	...	১৭৬
বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা	...	৩৭৫
বড়ায়ির বচন ধরিআঁ রাধা মনে	...	২৫৯
বড়ায়ির বচন শুনি রাধা চন্দ্রাবলী	...	২৭১
বড়ায়ি ল। কদমের তলে বসী	...	২৮
বড়ায়ি লয়িআঁ রাহী গেলী সেই থানে	...	২৯৩
বড়ায়ি। হাথে ভাণ্ড মাথে করী চান্দ	...	৩০২
বদন কমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ	...	৪৭
বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ	...	১২৪
বসসি তোঁ আরে কাহ্ন সজন সমাজে	...	১৫৫
বসিআঁ থাক কদমের তলে	...	১১৩

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি		পৃষ্ঠাঙ্ক
বসি থাক কদমের তলে	...	১১১
বাট দান হাট দান লইলোঁ রাজঘরে	...	৪১
বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা	...	৩১৬
বাপ বসুল মোর নান্দোঘরে জাণী	...	৫০
বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান	...	৪৩
বারেক জিঅ তোঁ গোআলা। রাধা ল	...	২৮৮
বারেঁ বারেঁ রাধা বোলসি আহ্মেত	...	৫২
বাসিত ফুলেঁ রাধা বান্ধসি কেশ	...	১১০
বাহু তুলিলেঁ কেশ বন্ধন ছলে	...	২৪৩
বিচিত্র খোঁপার উপরেঁ রাধা	...	৯০
বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে	...	৪
বিধাতাএঁ হেন মোর লিখিল কপালে	...	১০৫
বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালা	...	৩৫৪
বুঝিআঁ গোপীর মনে	...	২১৪
বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত	...	৩৯৭
বুঝিতেঁ নারিএ তোর চরিতে	...	৩২৮
বৃন্দাবন কথা শুণী বড়ায়ির মুখে	...	২০৮
বেদ উদ্ধারিলোঁ ক্রীড়া সাগর জলে	...	১০১
বোল এক বোলোঁ রাধা সুণ আহ্মারে	...	৬২
বোল রাধিকারেঁ বড়ায়ি আহ্মার বচনে	...	২৭৩
বোলেন্ত কাহ্নাঞিঁ নাঅ কুলত চাপাআঁ	...	১৪৬
বোলেঁ প্রবোধিতে সুন বড়ায়ি ল	...	১১৯
ব্রহ্মা বেদ হরিবেক ইন্দ্র হরিব পাণী	...	১৭৩
ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী	...	৩২১
—ভার। নঠ করী সকল পসার	...	১৭৯
ভার বহিব তাত না করিবোঁ মো আনে	...	১৮৪
ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ	...	১৩৫

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি		পৃষ্ঠাঙ্ক

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি		পৃষ্ঠাঙ্ক
রাধা নিতী বিকণসি দধী	...	২৭৫
রাধার উদ্দেশ বোলোঁ চিন্তিআঁ মণে	...	১৪
রাধার বচন শুনীআঁ বড়ায়ি	...	১৬৪
রাধা ল। আপণে কহিলে মোর মনের কথা	...	২১০
রাধা ল। তোর মোর সুদৃঢ় নেহা ল	...	২৪৭
রাধা ল। মথুরা জাইতেঁ যমুনা পথে	...	৩৭১
রাধা সমে নেহা ভৈল তোহ্মার বিদিত	...	২৪৫
রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে	...	১০
রাধে। ডালি ভরাআঁ ফুল পানে	...	১৬
রাধে দুপহর বেলে কদমের তলে	...	১০৮
রাধে যে বোল বুলিলোঁ	...	৩৯
লক্ষকেন্দ্র বৃন্দাবন মোর ফুল বাড়ী	...	২১৯
লবলীদল কোমল আহ্মার দেহে	...	২১
লাজ ভয় তেজিআঁ সকল গোপীগণে	...	২১৩
লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল	...	১৯৫
লুনীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়ি ল	...	৬১
শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে	...	৩৯৮
শত পল সোনা লআঁ সে মেল	...	৩৩৮
শতেক ব্রাহ্মণ আর মায়িলেঁ গোকুল	...	২৮২
শরত উদিত চান্দ বদন কমল	...	৫৭
শিশুকালে আহ্মে মতি ভোলে	...	৩৭৩
শুণত সুন্দরি রাধা পাঞ্জীর বাখান	...	৯৪
শুভ তিথি বার শুভক্ষণে	...	১৫
ষোল কলা সংপূর্ণ চন্দ্র বদন	...	৬৯
ষোল শত রাধার সঙ্গিনী। আল	...	৩২৬
সকল গোআলকুল লআঁ ততিখনে	...	২৩৪
সঙ্গে যাইউ রাধাএ দূরে দূরে	...	১৭১

চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

অথ জন্মখণ্ডঃ *

পৃথুভার ব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নিজ্জরান্ ।
ততঃ সর্ব্বসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনোদধুঃ ॥

কেড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে ।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১ ॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ ।
সক্ষেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে ।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥
তোক্ষে নানা রূপেঁ কইলেঁ অসুরের খএ ।
তোক্ষার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥
হেন শুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে ।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥

---

* প্রথম দুইখানি পাতা না পাওয়ায়, মঙ্গলাচরণ ও ১ম পদটীর অভাব রহিয়া গেল ।

এহি দুই কেশ হৈবে বসুদেবের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাঁআঁ সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥
সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৮ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আয়িলা দেবের সুমতি শুণী।
কংসের আগক নারদ মুনী ॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী ॥ ধ্রু ॥
খণে খণে হাসে বিণি কারণে।
খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে ॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥ ২ ॥
লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে ॥
উঠিআঁ সব বোলে আনচান।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৩ ॥
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ ॥
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কোণ সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহি জাণ এবেঁ তোঁ আপণার নাশ ॥
যে হৈবেক দেবকীর গর্ব্ভ অষ্টম।
অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম ॥ ১ ॥
কহিলোঁ মোঁই সকল তোহ্মার ঠাএ।
এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপাএ ॥ ধ্রু ॥
হেন সব শুণী কংস হৈল সচকীত।
সব মন্ত্রি পাত্র লঞা চিন্তির হীত ॥
এবে হতে দৈবকীর যত গর্ব্ভ হএ
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥ ২ ॥
আসিআঁ নারদ তবেঁ সত্বরে আপণে।
সকল কহিল তত্ত্ব বসুদেব থানে ॥
এবেঁ দৈবকীএঁ যত গর্ব্ভ ধরিব।
পাপ দুষ্ট কংসে তাক সবই মারিব ॥ ৩ ॥
আষ্টম গর্ব্ভ হৈব দেব নারায়ণে।
সেই উপদেশ দিব তোহ্মাক তখণে ॥
সেই উপদেশেঁ হয়িব সকল রক্ষণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

ককুগুজ্জরীরাগঃ। রূপকঃ ॥

নারদের মুখে শুণী কংস মহাবীর।
একেঁ একেঁ মাইল ছয় গর্ব্ভ দৈবকীর ॥ ১ ॥
সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে।
দুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বের ছয় গর্ব্ভ তার মারিল কংশাসুরে।
শোক সঁাতরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে ॥ ৩ ॥
দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।
সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল ॥ ৪ ॥
মাএর গর্ব্ভপাত ছল করিআঁ।
আপণে রহিলা রোহিণী গর্ব্ভ গিআঁ ॥ ৫ ॥
যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।
সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥ ৬ ॥
তাহাক আষ্টম গর্ব্ভ জাণী দৈবকীর।
আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ॥ ৭ ॥
সুপুরুষ গর্ব্ভ ধরল আনুরূপ।
দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ ॥ ৮ ॥
ক্রমে দৈবকীর গর্ব্ভ হৈল দশ মাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে।
নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে ॥
হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী।
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী ॥ ১ ॥
রোহিণী আষ্টমী তিথিন।
জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ বসুল জাণিল।
নিন্দে আকুল গোকুলের লোক ভৈল ॥
যশোদার কণ্যা সেই খনে উপজিল।
নিন্দ ভোলেঁ যশোদাএঁ তাক না জাণিল ॥ ২ ॥

বসুদেব চলিলা তবে কাহ্ন করি কোলে।
কংশের পহরী না জাগিল নিন্দ ভোলে॥
কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল।
পার হঞাঁ বসুদেব নান্দের ঘর গেল॥ ৩॥
যশোদার কোলে দিঞাঁ শিশু বনমালী।
বসুদেব আণিল ঘরে যশোদার বালী॥
তার রাএ কংসের পহুরী চিআইল।
দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল॥ ৪॥
কংশে কণ্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িঞাঁ।
কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিঞাঁ॥
নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে।
শুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে॥ ৫
প্রথমত কংশে পুতনাক নিয়োজিল।
স্তনপান ছলে কাহ্ন তাক সংহারল॥
তার পাছে যমল আর্জ্জুন পাঠায়িল।
একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল॥ ৬॥
কেশি আদি অসুর পাঠাইল আনন্তরে।
তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে॥
হেনমতেঁ গোকুলে বাঢ়িলা দামোদর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর॥ ৭॥

কোড়ারাগঃ॥ একতালী॥

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ॥
চন্দন তিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে॥ ১॥

সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি ক্ষরে ধরণীত কেলী॥ ধ্রু॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভুহি যুগল॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কন্নযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল॥ ২॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
করপরবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে॥
মরকত পাট সদৃশ বক্ষস্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘ যুগল॥ ৩॥
মাণিক রচিত চন্দ্র সম নখ পান্তী।
সজল জলদ রুচি জিণি দেহ কান্তী॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর॥ ৪॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে॥ ৫॥

ধানুষীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

কাহ্নাঞিঁ রস সম্ভোগ কারণে।
লক্ষীক বুলিল দেবগণে॥
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার॥ আল রাধা॥ ১॥
তে কারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে॥ ন॥ আল রাধা॥ ধ্রু॥

তীন ভুবন জন মোহিনী।
রতি রস কাম দোহনী ॥
শিরীষ কুসুম কোঁঅলী।
অদভুত কনক পুতলী ॥ ২ ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তনু লীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥
দৈবে কৈল কাহ্ন মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী॥ ৩ ॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুয়িল আইহনে ॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
ঝাঁট গিআঁ পদুমার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥
চাহি নৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি ॥ ১ ॥
নিয়োজিলী নানা পরকারে। আল।
হাট বাটে রাধা রাখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ॥
শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে ॥
ভ্রূহি চুন রেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুঈ আখি ॥ ২ ॥
নাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥

বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী ॥ ৩ ॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভি মূলে দুঈ কুচ লুলে ॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

অভিমন্যুজনন্যাহং নিযুক্তা তব রক্ষণে।
রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ ॥
ভাগ্যেন মম বৃদ্ধায়ৈ জরতীঽহ নিয়োজিতা।
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে ॥

ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং ॥

অথ তাম্বূলখণ্ডঃ

গুজ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ ।
নেত বাস ওহাড়ন দিআঁ ॥ ল রাধা ॥
সব সখিজন মেলি রঙ্গে ।
এক চিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥
নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ।
বন পথে মথুরা নগরী ॥ ল রাধা ॥ ধ্রু ॥
এক দিনে মনের উল্লাসে ।
সখি সমে রস পরিহাসে ॥
আগু গেলি সত্বর গমনে ।
বড়ায়িক না করী যতনে ॥ ২ ॥
বকুল তলাত গোআলী ।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী ॥
বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে ।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে ॥ ৩ ॥
রাধিকা গুণিআঁ মনে মনে ।
বড়াইর বিলম্ব কারণে ॥
বন মাঝেঁ পাইল তরাসে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে।
ভাল মনে পথক না দেখে নয়নে ॥
নাতিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে।
কমণ উপায় করোঁ জাওঁ কোণ দিশে ॥ ১ ॥
পথ হারাইল বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে।
দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে ॥ ধ্রু ॥
মনেত গুণেত বড়ায়ি আধিক তরাসে।
কথাঁ গিআঁ পাওঁ মোএঁ রাধার উদ্দেশে ॥
একসরী হৈলোঁ মোএঁ হেন ঘোর বনে।
রাধিকা এড়িআঁ আজি জীবোঁ কেনমনে ॥ ২ ॥
কথো দূর পথ গিআঁ দেখিল বড়ায়ি।
বৃন্দাবন মাঝো চরে শত সংখ্য গাই ॥
তাক দেখি বড়ায়ির মনেত হরিষে।
এহা রাখোআল পুছোঁ রাধার উদ্দেশে ॥ ৩ ॥
হেন মনে গুণী বড়ায়ি গেলান্তি তথাঁএঁ।
দেখিল লগুড় করে নাতিআ কাহ্নাএঁ ॥
হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥ একতালী ॥

আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।
বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে ॥ ১ ॥
কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে ॥ ২ ॥

গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়া গোআলিনী।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী ॥ ৩ ॥
পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি ॥ ৪ ॥
সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী।
কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ব বাণী ॥ ৫ ॥
কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআঁর সরূপ ॥ ৬ ॥
দখিণ দিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্য সুন্দরী ॥ ৭ ॥
নাতিনী হারাইলোঁ। নামে চন্দ্রাবলী।
কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী ॥ ৮ ॥
সরূপ কহিবোঁ। তবে মথুরার পথ।
যে কাজ বোলেঁ তোহ্মাক তাত কর সত ॥ ৯ ॥
বোলা এক বোলেঁা তোক যবে ধর মনে।
তবে সে করিবোঁ তোর রাধা দরশনে ॥ ১০ ॥
তোঁ মোর নাতি যেহ্ন ভুঅজ পরাণ।
তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন ॥ ১১ ॥
সত্যে সত্য করিবোঁ তোহ্মার বচন।
যবে আন করোঁ তাক বধওঁ ব্রাহ্মণ ॥ ১২ ॥
উদ্দেশ বুলিব যবে রাধিকার আহ্মে।
তবেঁ ভালমতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে ॥ ১৩ ॥
কাহ্নের বচনে বড়ায়ি পাইল হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কেশ পাশেঁ শোভে তার স্থরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেন উইল নব সূর ॥
কনক কমল রুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুঈ লাখ যোজনে ॥ ১ ॥
মুনি মন মোহিনীর মণী আনুপামা।
পদুমিনী আহ্মার নাতিনী রাধা নামা ॥ ধ্রু ॥
ললিত আলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকাকুল রহে বন মাঝে ॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল ॥ ২ ॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে ॥
কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহরে।
আভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে ॥ ৩ ॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥*

তোর মুখে রাধিকার রূপ কথা স্থনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥

---

* অথবা কানড়া ॥ যতিঃ ॥

দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ায়ি ল ॥ ১ ॥
পরাণ আধিক বড়ায়ি বোলো মো তোহ্মারে
রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে ॥ ধ্রু ॥
কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধু পীএ ॥
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।
তে কারণে থীর নহে মনে॥ ২ ॥
আতিশয় বাঢ়ে মোর মদন বিকার।
তাত কর মোর উপকার ॥
এ থানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার ভাগে।
মোর কাজ তোহ্মাত লাগে ॥ ৩ ॥
একবার মোর তোহ্মে কর উপকার।
আহ্মে দেব সংসারের সার ॥
রাধিকা মানাআঁ বড়ায়ি পুর মোর আশ।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতী।
চিন্তিলোঁ তোহ্মার হিত পরাণ শকতী ॥
তোহ্মার অন্তরে তাক করিবোঁ শকতী।
আয়র মানায়িবোঁ করী আশেষ যুগতী ॥ ১ ॥
বোলহ সুন্দর কাহ্ন রাধার উদ্দেশে।
তথাঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে ॥ ধ্রু
এ সব কাজের আহ্মে জাণিএ প্রবন্ধ।
এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ ॥

পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে ।
একাজ সাধিব আহ্মে করিআঁ যতনে ॥ ২ ॥
আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারী ।
সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ॥
আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে ।
তাক লআঁ জাই আহ্মে রাধিকার থানে ॥ ৩ ॥
বিলম্ব না কর বোল রাধার উদ্দেশে ।
আর কিছু দেহ কাহ্নাঞি উত্তম সন্দেশে ॥
ঝাঁট করী জাই আহ্মে রাধার উদ্দেশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার উদ্দেশ বোলোঁ চিন্তিআঁ মণে ।
হৃদয়ে রাখিহ বড়ায়ি আহ্মার বচনে ॥
রাধার কারণে ভৈলোঁ উদগমতী ।
ভালমতে কহ বড়ায়ি তার থান গতী ॥ ১ ॥
তাম্বূল লইআঁ যাহা পরাণের দূতী ।
বকুল তলাত আছে সে সুন্দরী সতী ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
চাম্পা নাগেশর আর নেআলী মাল্লী ।
ফুলে তাম্বূলে ভরি লআঁ যাহা ডালী ॥
ফুল পিন্ধিলে সে খাইবে তাম্বূল ।
তবেঁসি কহিহ সব কথা আদিমূল ॥ ২ ॥
যোড় হাথ করী তাক বুলিহ বচনে ।
আহ্মাকে পাঠায়িলে রাধা নান্দের নন্দনে ॥
কর্পূর বাসিত রাধা খাহ তাম্বুল ।
কাহ্নাঞিঁর বচনে তোহ্মে দেহ আনুকুল ॥ ৩ ॥

চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর।
বাহুত বলয়া শোভে পাএত নুপূর ॥
চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝুণু বাজে।
মোর মুখে সুণী মোহো গেলা দেবরাজে ॥ ৪
আহ্মে বড়ায়ি তোর মরমের হীত।
আহ্মার বচনে রাধা দেহ তোহ্মে চীত ॥
আনুমতী কর রাধা হরিষ বদনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৫ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥
শুভ তিথি বার শুভক্ষণে। আল।
আতিশয় উল্লসিত মণে ॥ ল বড়ায়ি ॥
বন্দিআঁ সব দেবগণে। আল।
বড়ায়ি শ্রীরাম চরণে ॥ ১ ॥
মনে ধরি কাহ্নাঞিঁর বচনে। আল।
চলি ভৈল রাধিকার থানে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
চাম্পা নাগেশর নেআলী।
আঅর গান্থিআঁ নৈল মাহ্লী ॥
সজাইল আনেক যতনে।
মাথে নৈল করপূর পানে ॥ ২ ॥
চারি পাশে চাহী বৃন্দাবনে।
পাইল রাধার দরশনে ॥
আতি নেহেঁ করিআঁ চুম্বনে।
ঘন ঘন কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩ ॥
কুশলে কি আছহ নাতিনী।
রাধিকারে পুছিআঁ কাহিনী ॥

বসিলান্ত রাধার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ লগনী ॥ কুড়ুকঃ ॥

তোহ্মে মোর বড়ায়ি মো তোহ্মার নাতিনী।
আহ্মা এড়ি কেনমতেঁ ধরিলেঁ পরাণী ॥ ১ ॥
তোহ্মাকে না দেখি রাধা পোড়ে মোর মন।
ভাগে পুনে আজি তোর পাইলোঁ দরশন ॥ ২ ॥
এতেক বিলম্ব বড়ায়ি কমণ কারণে।
সরূপেঁ কাহিনী বড়ায়ি কহ মোর থানে ॥ ৩ ॥
সরূপ কহওঁ যবেঁ হওসি সদয়।
আপণার মুখে মোকে দিআর আভয় ॥ ৪ ॥
আপণার মুখে বড়ায়ি কহ তোঁ উত্তর।
আহ্মার থানত তোর নাহিঁ কিছু ডর ॥ ৫ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৬ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধে।
ডালি ভরাআঁ ফুল পানে।
তোরে পাঠাআঁ দিল কাহ্নে।
আহ্মার বচন না কর গোআলিনী আনে ॥
কপূর্র বাসিত তাম্বুলে।
আর।
কস্তুরী ভরাআঁ কপোলে ॥

(ইহার পর ৯এর পাতাখানি নাই।)

——যবেঁ রাধা না করিবে নেহে ।
তবেঁ রাধা হৈব তোর জীবন সন্দেহে ॥
এতেক বুলিআঁ তার না পাইলোঁ আশ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তোর মুখে স্তুণী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে ।
আহোনিশি দহে সকল পরাণ
আর থীর নহে মনে ॥
এড়িলোঁ ঘরের আশ ল বড়ায়ি
কহিলোঁ তোর চরণে ।
মতি হারাইলোঁ বুলিতেঁ না জাণো
ভইলোঁ তোর সরণে ॥ ১ ॥
না বোল না বোল নিরাস বড়ায়ি
আপণে চিন্ত উপাএ ।
রাধার বচন না পাইলেঁ বড়ায়ি
কাহ্নাইর প্রাণ জাএ ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন ধর ল বড়ায়ি
মনে না করিহ হেলা ।
দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি
তোহ্মেসি আহ্মার ভেলা ॥
আজি হৈতেঁ বড়ায়ি দেব বনমালী
তোহ্মার ভয়িলা দাসে ।
এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন
চলহ রাধার পাশে ॥ ২ ॥

বিথর দেখিলেঁ বিথর শুণিলেঁ
বিথর তোর বএসে।
এতেকেঁ এ সব কাজের প্রকার
জাণহ আশেষে বিশেষে॥
নানাবিধ কথা কহিআঁ বড়ায়ি
রাধারে করহ মিনতী।
মোর একবার কর উপকার
খণ্ডুক রাধার বিমতী॥ ৩॥
পুনরপি যাহা প্রাণের বড়ায়ি
তাম্বুলেঁ ভরাআঁ ডালী।
মিনতী করিআঁ হাথেত ধরিআঁ
আন গিআঁ চন্দ্রাবলী॥
আহ্মার বচনে বোলহ রাধারে
কাহ্নের পুরুক আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দীআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

কৃষ্ণেন রসতৃষ্ণেন দত্তং বাসোযুতং পুনঃ।
তাম্বুলং সোপকরণং রাধায়ৈ জরতী দদৌ॥

পাহাড়িআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী প্রকীর্ণক।

কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি
বসিআঁ রাধার পাশে।
কর্পূর তাম্বুল দিআঁ রাধাক
বিমুখ বদনে হাসে॥ ল বড়ায়ি॥ ১॥

কহির কপুর তাম্বূল বড়ায়ি
কহির নেত পাটোল।
নেআলী মাহলী আঁওর নানা ফুল
কে দিআঁ পাঠাইলে মোর ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥

আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে
কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।
বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা
পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ ॥ ল রাধা ॥ ৩ ॥

এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা
হাণএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ ॥ ৪ ॥

উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল
হেন কাম না করিএ।
নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন
তোর দরশনে জীএ ॥ ৫ ॥

ঘরের সামী মোর সব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা ॥ ৬ ॥

যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিল হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ
হএ বিষ্ণু পুরে স্থিতী ॥ ৭ ॥

ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণু পুরে স্থিতী ॥ ৮ ॥
নাগর শেখর নান্দের সুন্দর
উপেখিল মতিমোষে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহ্মার কোমল দেহে।
না জাণো দূতী পর পুরুষের নেহে ॥
সরূপেঁ তোরে কহিলোঁ।
আল হের প্রতিজ্ঞা করিলোঁ।
প্রথম যৌবন মোএঁ বঞ্চিলোঁ ॥১ ॥
না বোল না বোল দূতী নাএ।
আবালা রাধা নহোঁ সুরতী যোগে ॥ ধ্রু ॥
পান আনি নিজ দোষে।
ফল পাইবেঁ মোর রোষে।
ধূর্ত্ত কাহ্নাই না বুঝে সে মতিমোষে ॥
ক্ষেমা করু কাহ্ন মণে।
ধরুক মোর বচনে।
যবেঁ না মরিবে রাধা রস ণিরকারণে ॥২ ॥
না বুঝোঁ রঙ্গ ধামালী।
না জাণো সুরতী কেলী।
বাহুড়িআঁ চল সে নিষধ বনমালা ॥

জৈসাণে রতি জাণবোঁ।
তেসাণে কাহ্নু আণিবোঁ।
সুরতী সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ॥ ৩॥
দেখি তোহ্মাক আজলী।
পর কাজে তোঁ বিকলী।
তোঁসি না বুঝসি আহ্মে বালী॥
বোল গিআঁ কাহ্নু পাশে।
ছাড়ু সুরতী আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।
জবেন জরতী গঙ্গা জগাদ মধুসূদনম্॥

কোড়ারাগঃ॥ যতিঃ॥

লবলীদল কোঁমল আহ্মার দেহে।
এবেঁ নাহি সহে পর পুরুষের নেহে॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
তার পতিযোগ নহে আহ্মার যৌবন॥ ১॥
আতি আছিদরী রাধা ল।
মোকে বোলে হেন বাণী।
এবেঁ তাক কি বুলিবোঁ বোল চক্রপাণী॥ ধ্রু॥
মিছাই আণিলেঁ বড়ায়ি তার ফুল পানে।
পরাক লাগিআঁ সে হারাইবে নাক কানে॥
মতিমোষে কাহ্নু পাঠাআঁ দিলে তোরে।
তোহ্মে কেহ্নে সে বোল বোলহ আহ্মারে॥ ২॥

সুরতি জাণিলেঁ বড়ায়ি পাঠাইবোঁ তোরে।
বৃন্দাবন মাঝেঁ আনাইবোঁ দামোদরে॥
তবেঁ হৈবে তার সমে মোর দরশনে।
তোষিব তাহাক আহ্মে সংপূন্ন যৌবনে॥ ৩
না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহিঁ লঅ গালী।
ভালমতেঁ বোধাহ আবুধ বনমালী॥
হেন বুলি তোকে রাধা না দিলেক আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

দেশাগরাগঃ॥ যতিঃ॥

আজি রজনীতে বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে।
রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে॥ বড়ায়ি ল॥
তখনে হৃদয়ে মোর বেধিল মদনে।
বুইলোঁ পরিহাস বচনে॥ বড়ায়ি ল॥১॥
না জীবোঁ না জীবোঁ বিণি রাধা দরশনে।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে॥ ধ্রু॥
নীল জলদ সম চিকণ চিকুরে।
বদন সংপুন শশধরে॥
বচন ঝরএ তার আমৃতের ধার।
তাক বড় লোভ আহ্মার॥ ২॥
হাথ দিআঁ দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে।
জত বড় উপজিল জরে॥
এত দুখ বড়ায়ি মোর পরাণ না সহে।
মরোঁ হের রাধার বিরহে॥ ৩॥

বারেক করাহ যবেঁ রাধা দরশনে ।
তবেঁ রহে আহ্মার জীবনে ॥
এহা জাণী ঝাঁট চল রাধিকার পাশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধানিহিতচিত্তস্য কৃষ্ণস্য বচনাদরং ।
সাদরং জরতী প্রাহ গত্বা রাধামিদং বচঃ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ ।
শুন চন্দ্রাবলী তোর বুকে দিল হাথ ॥
কনক পদ্ম কোরক সম তুঈ তনে ।
পরসি বিকল ভৈল দুসহ মদনে ॥ ১ ॥
নারেবড় কাহ্নাঞাঁ পাঠাইআঁ দিল মোরে ।
মরে ভাল জীএ ভাল জাণাইলোঁ তোরে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মেত গোআলী রাধা বড়ই আবুধী ।
আপণার দোষে হৈবেঁ পুরুষবধী ॥
তোহ্মাক না পাআঁ কাহ্ন হৈলা আচেতনে ।
সরূপেঁ জীএ কাহ্নাঞিঁ তোর আলিঙ্গনে ॥ ২ ॥
মনে গুণী দেখ রাধা আপনার হীত ।
বারেক কাহ্নের কর সরস চীত ॥
কিসক যৌবন রাধা করহ নিফল ।
কাহ্ন সমে রঙ্গে কর জীবন সফল ॥ ৩ ॥

বারেক রাখহ রাধা কাহ্নের জীবন ।
আপনার কর পাপ সাগরে মোচন ॥
বচনেক দেহ রাধা কাহ্নাইক আশ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এত কালে বুঢ়ী তোর কেহ্নে হেন মন ।
ভাল বুলিবে তোরে শুণী কোন জন ॥
আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভালু ।
মারিবোঁ পরাণে তোকে জাণাআঁ গোআল ॥ ১ ॥
দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহিঁ লাজ ।
তে কারণে মোক বোলসি হেন কাজ ॥ ল ॥ ধ্রু
বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর ।
সামী দুরুবার মোর নহোঁ সতন্তর ॥
মো যবেঁ জাণোঁ তোর হেন দুস্ট মতী ।
তবেঁ কেহ্নে আসিবোঁ মো তোহ্মার সংহতী ॥ ২
তোঁ মোর বড়ায়ি মোঁ তোর নাতিনী ।
এবেঁসি তোহ্মার মুখে শুণী হেন বাণী ॥
আর যবেঁ বোল মোরে হেন পরিহাস ।
আবসি করিবোঁ তবেঁ তোহ্মার বিনাশ ॥ ৩ ॥
এহা গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা ।
আপণাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা ॥
এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনম্ ॥

গুর্জ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কোপেঁ কভোঁ মোকে হাথেঁ না ছইল সামী।
গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আহ্মী ॥
তোহ্মার কারণে কাহ্নাঞিঁ এতেক বএসে।
বড় অপমান পাইলোঁ এবেঁ খাইবোঁ বিসে ॥ ১ ॥
না থাকিব তোর থানে জাইব আহ্মে রোষে।
কাহ্নাঞিঁ ল আহ্মে তোহ্মার দোষে ॥ ধ্রু ॥
আনেক প্রকারেঁ চিন্তিলোঁ তোর হীত।
তবেঁহো আধিক রাধা বুইলেঁ বিপরীত ॥
সেসি গুণী কাহ্নাঞিঁ দহে মোর চীত।
তোহ্মার দেহত কাহ্নাঞিঁ না বসে কি পীত ॥
আনেক জনের কাজেঁ গেলোঁ নানা থানে।
সব নারী জনে মোর করিল সম্মানে ॥
তোহ্মার আন্তরেঁ গেলোঁ রাধিকার থানে।
পাএ পেলাইল রাধা তোর গুআ পানে ॥ ৩ ॥
আর যত বুইল রাধা গরল বচনে।
তার প্রতিকার যবেঁ না কর আপণে ॥
তবেঁ লোক শুণিআঁ করিব উপহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আল ।
দূতী আপরাধ কৈল ।
আহ্মারে কেহ্নে না বুইল ।
দূতী মারিআঁ কমণ কাজ সাধিল ॥
আল ।
বড়ায়ির বোল প্রমাণে ।
আল সাধিব আপণ মানে ॥ ১ ॥
আল ।
যে মোর দূতী মাইল না ল ।
নিজ দোষে সে পাইবে আতি বড় দুখে ॥ ধ্রু ॥
রাম কাজে হনুমন্তা ।
তেহেন আহ্মার দূতা ।
ভাঁগিল নেহা পুনা যোড়াইতেঁ শকতা ॥
যে থানে শুঁটা না জাএ ।
তথাঁ বাটিআ বহাএ ।
সেহি দূতা মোর কোণ কাজেঁ চড় খাএ ॥ ২ ॥
দূতা পাঠাইলোঁ মোএঁ কীষে ।
হাথে তুলী মোঁ খাইলোঁ বীষে ।
মোর দূতী চড় খাইলে হেন বএসে ॥
যথাঁ দূতা মোর জাএ ।
তথাঁ পরসাদ পাএ ।
অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ ॥ ৩ ॥
সকল গোঠ মেলাইবোঁ ।

বড়ায়িক খাঁর যোগাইবোঁ।
ঘরত রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ॥
বড়ায়ির করিআঁ তোষে।
খণ্ডাইবোঁ আপণ দোষে।
বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

বরাড়ীরাগঃ॥ রূপকং॥

তোমার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ করিলোঁ যতনে
অনেক প্রকারেঁ তাক বুলিলোঁ বচনে॥
তাহাত মুগধী রাধা না পাতিল কানে।
পাএ পেলাইল তোর সব গুআ পানে॥১॥
কাহ্নাঞিঁ।
চড়েঁ মাইলে রাধা মোরে দেখ বিদ্যমানে।
এত আপমান সহে কাহার পরাণে॥ ধ্রু॥
আওর বুইল তোক যত বীর দাপ।
তাক সোঁআরিতেঁ মোর মনে বাঢ়ে তাপ॥
এখোহি না রাখিলেক তোর মাঅ বাপ।
কোপে গরজিলী রাধা যেন কাল সাপ॥ ২।
তীন ভুবনে নাহিঁ হেন আছিদরা।
হাণে কুলে এখো নাহিঁ পাটাবুকী তিরী॥
তোহ্মার কারণে মোরে যত দিল দুখ।
পালটি না দেখোঁ আর তাহার মুখ॥ ৩॥
নিতি নিতি দধি বিকে মথুরাক জাএ।
তাক দুখ দিতেঁ কিছ চিন্তহ উপাএ॥
তবেঁসি মনের মোর দুখ পালাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়ায়ি ল।

কদমের তলে বসী যমুনার তীরে
দান ছলেঁ রাখিবোঁ রাধারে।

বড়ায়ি ল।

লুড়িআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার
কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে ॥ ১ ॥

বড়ায়ি ল।

বাটেত সৃজিআঁ দান করি তার আপমান
তোর মোর সাধিব মান ॥ ধ্রু ॥

বড়ায়ি ল।

ধরিহ মোর যুগতী রাধার হঞাঁ সংহতী
চলি জাইহ মথুরার হাটে।
আহ্মাক রুষ্ট বচনে তোষিহ রাধার মনে
আহ্মে যবেঁ রোধিব বাটে ॥ ২ ॥

ছাড়াইবোঁ তার স্কার কাঞ্চুলা করিবোঁ চীর
হাথ দিবোঁ তাহার তনে।
তোর আনুমতী লঞা বলে রাধাক ধরিআঁ
লঞা যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে ॥৩॥

পাছেত মদন বাণে হাণিআঁ তাক পরাণে
রহিবোঁ ধরি মুনি বেশে।
বসি তোহ্মে তার পাশে করিহলি উপহাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

আধায় সাদরং চিত্তে দামোদরসমীহিতং।
মধুরং রাধিকামাহ বদ্ধা কপটকোবিদা ॥:

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কপটেঁ কহিল বড়ায়ি রাধিকার পানে।
তোহ্মার বচনে আহ্মে নিবারিল কাহ্নে ॥
বিমতী তেজিআঁ কাহ্নাঞিঁ গেল নিজ ঘর।
চল বাঁট জাই বিকে মথুরা নগর ॥ ১ ॥
সব গোপী লআঁ রাধা করি বিমরিষে।
মথুরার হাট জাই তেঁউ চিত্তের হরিষে ॥ গো ॥ ধ্রু ॥
বড়ায়ির বচন শুণী হরষিত মনে।
যুগতি করিল লআঁ সব গোপীগণে ॥
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
সখিগণ সমে নানা কথা পরসঙ্গে ॥ ২ ॥
রাধা লআঁ দধি দুধ বিকলিআঁ হাটে।
ঘরক আইলী বড়ায়ি আতি বড় বাঁটে ॥
ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি মধুর বচনে।
আশেষ প্রকার করি তোষিল আইহনে ॥ ৩ ॥
হেন মতে নিতি নিতি মথুরা নগরে।
দধি দুধ বিকলিআঁ রাধা আইসে ঘরে ॥
কৌড়ী আণিআঁ দেএ সাসুড়ার পানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

কালক্ষেপা সঙ্কুচি রাধামাধায় মাধবঃ।
উপেত্য জরতীমাহ মনোজশরকাতরঃ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এত দিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআশে।
রাধা চিন্তিআঁ মোর চৌখে নিন্দ না আইসে ॥
বচন আহ্মারে দিআঁ ভাণ্ডহ কেহ্নে।
এভোঁ না করাইলেঁ মোর রাধা দরশনে ॥ ১ ॥
রাধিকা লআঁ চল মথুরার হাটে।
মাহাদাণী হআঁ আহ্মে রহি গিআঁ বাটে ॥ ধ্রু ॥
কালি যাইব আহ্মে বড়য়ি বিহাণী।
তোহ্মে সোঁঅরিহ বড়ায়ি আহ্মার বাণী ॥
আজি রাতী সুত গিআঁ আইহনের ঘরে।
প্রভাত সময় হৈলেঁ চলিহ সত্বরে ॥ ২ ॥
অন্তরে বাঢ়এ মোর দারুণ মদনে।
রহিতেঁ না পারো বিণি রাধা দরশনে ॥
যতেক প্রবন্ধ সব জাণহ আপণে।
কি বুলিব তোরে উপদেশ বচনে ॥ ৩ ॥
রাধাক দেখিলেঁ আহ্মে চাহিব দানে।
খর শীতল আর বুলিব বচনে ॥
আহ্মাক গঞ্জিহ বড়ায়ি নির্ভয় মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য জরতী কপটে পটুঃ।
অভিমন্যুপ্রসূং প্রাহ রাধায়া মথুরা গতিম্ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আইহনের ঘরে গিআঁ সাঁঝ সমএ।
বড়ায়ি বুইল হেন আইহনের মাএ ॥

চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ।
এবেঁ মথুরার হাট জাইতেঁ জুআএ ॥ ১ ॥
বোল রাধিকারেঁ সহি বড়ই যতনে।
যেহ্ন জাএ রাধা কালি বড়ই বিহাণে ॥ ধ্রু ॥
আপণে ভাবিআঁ দেখ থার করা মণে।
বিণা বিকাএঁ হএ গোআলের ধনে ॥
আহোনিশি আহ্মো সহি তোর ভাল চাহী।
তঁসি সংহতা করি নিতে চাহোঁ রাহী ॥ ২ ॥
আহ্মে আপুণী জাইব সংহতি তাহারে।
কেহো তবেঁ কিছ বোল বুলিতেঁ না পারে ॥
গোআলের বহু ঝি লইআঁ জাইব আহ্মে।
তার মাঝে রাধাহো পাঠাআঁ দেহ তোহ্মে ॥ ৩ ॥
হেন মতেঁ আইহন মাএর আনুমতী।
বড়ায়ি লইআঁ দিল রাধিকাক প্রতী ॥
তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গতী ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজিআঁ পসার।
নেত বসন দিআঁ উপরে তাহার ॥
আনুমতী লআঁ রাধা সাসুড়ীর থানে।
লাস বেশ করে রাধা বড়ই বিহাণে ॥ ১ ॥
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
সব সখিজন লআঁ আতি বড় রঙ্গে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।
আনত কপাল তার আধ শশি জিণী ॥

কপোল যুগল তার মহুলের ফুল ।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ॥
তিলফুল জিণী নাসা কম্বু সম গলে ।
কনক যূথিকা মালা বাহু যুগলে ॥
কমল কলিকা সম তার পয়োভারে ।
ডমরু সদৃশ মধ্য নাভি গম্ভীরে ॥ ৩ ॥
গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে ।
চরণ যুগল থল কমল আকারে ॥
করিরাজ জিণী রাধা করিল গমনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪

ইতি তাম্বূলখণ্ডং সমাপ্তং ॥

অথ দানখণ্ডঃ

অত্রান্তরে তত্র কলিন্দকন্যা-

তটোপকণ্ঠং সরণৌ নিষণ্ণঃ ।

চিরায় রাধামধুরাধরোষ্ঠে

কৃষ্ণং সতৃষ্ণো জরতীং জগাদ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক লগনী ॥

ক্রীড়াতালঃ ॥

যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআঁ

পথে বিরোধে কাহ্নাঞিঁ ।

এ সব গোপ বধূজন লআঁ

কথাঁ না যাসি বড়ায়ি ॥ ১ ॥

ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ গোঠ রাখোআল

পন্থ বিরোধসি কিকে ।

জাএ চন্দাবলী ——

(ইহার পর ১৬—১৭।১ পাতার অভাব আছে ।)

——কাহ্নাঞিঁ করসি তোঁ বল ।

একেঁ একেঁ সখিজন সব মোর খল ॥

সুণিআঁ বা কি বুলিবে ঘরের গোআল ।

মোএঁ আপোওষ হৈবোঁ তোহ্মা জাইবেঁ মার ॥ ৩

চরণে পড়িআঁ কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ তোহ্মারে ।

ছাড় একবার কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘরে ॥

তোর পতিযোগ নহে আহ্মার যৌবন ।

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সিশের সিন্দূর তোর লাসে ।
মাথার কেশ সুবেশে ॥
আহ্মাকে না চিহ্নসি তোহ্মিঁ ।
সব গোপী রঞ্জন্ কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
দান আহ্মার পরমাণে । এ রাধা ল ।
না কর মনে আন ভানে ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দুধ লআঁ তোএঁ যাসী ।
ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পালাসী ॥
আহ্মা ছাড়ি জাইবি কোণ পথে ।
আজি পড়িলা মোর হাথে ॥ ২ ॥
সুচিত্রক মাঝা বাএে হালে ।
তা দেখি মুনি মন টলে ॥
ডাকর ডালিম দুই কুচে ।
নান্দসুত কাহ্নাঞিঁকে রুচে ॥ ৩ ॥
সুঝি যাহা মোর সব দানে ।
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥
রাধা মোর না কর নিরাশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আল বড়ায়ি।
এগার বৎসরের বালী।
যেহ্ন নলিনী দল কোঁঅলী ॥ ল ॥
আল বড়ায়ি।
তাক দেখি যার মন জাএ।
নিজ দোষে পরাণ হারাএ ॥ ১ ॥
আল বড়ায়ি।
কাহ্ন মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে।
পরসিলেঁ তেজিবোঁ পরাণে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
একে একে সব সখি জাএ।
বাটে কাহ্ন আহ্মাকে রহাএ ॥
পরিহাস করে দান ছলে।
কাঞ্চুলী ভাঁগিতেঁ চাহে বলে ॥ ২ ॥
সব গোপী ছাড়ী বনমালী।
মোরে কেহ্নে বোলএ ধামালী ॥
খনে চাহে মোরে মাহাদানে।
খনেকেঁ বোলএ আনচানে ॥ ৩ ॥
সুণ তোএঁ আহ্মার বচন।
নিষধহ শ্রীমধুসূদন ॥
তেজুক আহ্মার পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

সুন্দরি রাধা স্থণ সমুখে
পুছো মোএঁ হৃষীকেশে।
কঁথাঁ না বসসি কথাঁ তোর ঘর
জাইবেঁ কোমণ দেশে ॥ ল রাধা ॥ ১
গোকুলে থাকোঁ মো গোআল জাতী
তোহ্মে না পুছহ কিকে।
ষোল শত গোপী পসার সাজিআঁ
মথুরা জাওঁ মো বিকে ॥ ২ ॥
ওলাহা রাধা মাথার চুপড়ী
দেখোঁ মো তোহ্মার পসারা।
কোণ বথু লআঁ জাহা মথুরা
তাহার দেহ বিচারা ॥ ৩ ॥
ঘৃত দধি দুধ আওর ঘোল
এ সব মোর পসারা।
তোহ্মে না কমণ কারণে কাহ্নাঞিঁ
চাহ এহার বিচারা ॥ ৪ ॥
তোএঁ না জাণসি মোএঁ মাহাদাণী
এ দান সব আহ্মারে।
ভাণ্ডে ষোল পণ দিআঁ মহাদান
চল মথুরা নগরে ॥ ৫ ॥
বিথর কালে বিথর শুণী
হেন বিপরীত বাণী।
আনেক সমএ মথুরার পথে
ঘৃত দুধে মাহাদাণী ॥ ৬ ॥

আজলী রাধা   তোঁ আবালী বড়ী
হের পাঞ্জী পরমাণে।
আপণ চিহ্নিআঁ   দিআঁ যাহা দাণ
রাখহ আপন মাণে ॥ ৭ ॥
পুরুবেঁ শুণীএঁ   বা রাম রাজ্য
সে ভৈল কংসের দেশে।
বসিল জনে   কড়ী——

(ইহার পর ১৯।১ পাতা নাই।)

——মাহাদাণী   এত কালে শুণী
হেন আচারিজ বাণী।
তোর বাপ মাএ   লাজ নাহিঁ তাএ
শুণ দেব চক্রপাণী ॥ ১৬ ॥
ক্রোধে কাহ্নাঞিঁ   রাধার আঞ্চলে
ধরি মনে মনে হাসে।
বাসলী চরণ   শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥
তবেঁ বুইলোঁ বড়ায়ি   হাটক না জাইব
দুর্জ্জন মথুরা পুরী।
বোল দিআঁ তোএঁ   মোরে আণিলেঁ
মোর আন্তরের বৈরী ॥

ঘৃত দধি সব খাইল কাহ্ৣাঞিঁ
গাম্বাআঁ মোর পসারা।
কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ তন বিগুতিল
ছিঁড়ি সাতেসরী হারা ॥ ১ ॥
কোণ বিধাতাএ মোক গঢ়িলেক
কত লিখি দুখ ভারে।
সুখ ভুঞ্জিতেঁ মো কোহ্নো না পাইলোঁ
দুখেঁ গেল সব কালে ॥ ধ্রু ॥
অনন্ত জরমেঁ গুরু ব্রাহ্মণেরেঁ
দিলোঁ নানা দুখ ভারে।
তে কারণে বিধি দুখগণ
লেখিল সাঠীহারে ॥
করলোঁ খণ্ড ব্রত আর জরমত
তেঁ বা দুখিনী মোএঁ।
ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ
না ছাড়ে নান্দের পোএ ॥ ২ ॥
জরম গেল করমের খণ্ড
কাল কাহ্ৣাঞিঁর হাথে।
মুকুট ভাঁগিআঁ সব পেলাইবোঁ
সিন্দূর মুছিবোঁ মাথে ॥
কিবা চাহে কাহ্ন বাটে রহাএ
বুঝিতেঁ নারোঁ তার মণে।
রাজা কংসাসুর আতি দুরুবার
সে জণি এহাক শুণে ॥ ৩ ॥
এড়ু দামোদর ঝাঁট জাওঁ ঘর
দিআরু মোকে মেলানী।

রাজা কংসাসুর সুণিলেঁ পাছেঁ
ফল পাইবেঁ চক্রপাণী ॥
উলটি বসিআঁ সুন্দরি রাধা
ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
প্রাহ মুক্তাঞ্চলং কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধে
যে বোল বুলিলোঁ মণে না ধরিলেঁ
উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী ।
সুচক রুচক কুচের বাটুল
তাতা পড়ি গেল দিঠী ॥
দিঠী দিঠী চিত্ত মজিআঁ গেল
তোর আনুমতী জীওঁ ।
সংপুন্ন চন্দ্র তোহোর বদন
আধরে আমিআঁ পীওঁ ॥ ১ ॥
রাধে
তেজ ভয় মান রাগে ।
গএ গদাধর প্রেয়াগে মাধব
তোকে আলিঙ্গন মাঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
কত না রাগ রাধা আছের মনে
না চাহ সমুখ দিঠী ।

এ রূপ যৌবন কত নেহালসি
হাথের শিরি আঙ্গুঠী ॥
এ রূপ যৌবন সব থীর নহে
মনে ভাব গোআলী ।
রতি উপভোগে সফল কর
পরিতোষ বনমালী ॥ ২ ॥
তোহ্মে পদুমিনী আহ্মে পদ্মনাভ
এহা গুন মনে মনে ।
বএসেঁ জ্যেষ্ঠ কুলেহোঁ শ্রেষ্ঠ
কিকে পরিহর কাহ্নে ॥
আহ্মা পরিহরিলেঁ ভাল না পাইবেঁ
পাছেঁত পাইবেঁ দুখে ।
এ রূপ যৌবন পাছানা জাইবে
তুলি চাহা মোর মুখে ॥ ৩ ॥
তোর পাঅ দেখি রাতা উতপল
লাজে লুকাইল জলে ।
তোহ্মার গমন দেখি রাজহংস
গতি করিল সলিলে ॥
দেবাসুর নর ঈশর
কাহ্নের না ভাঁগে আশে ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী ।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী ।
রতি পতিআশে ভৈল পথে মহাদাণী ॥
ষোল শত গোপী জাএ আপণ ইছাএ ।
দারুণ করম দোষে আহ্মাকে রহাএ ॥ ১ ॥
পরাণে বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার ।
তোর পরসাদেঁ ঘর জাওঁ একবার ॥ ধ্রু ॥
তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে ।
কিসকে বাখানে কাহ্ন মোর তুঈ তনে ॥
চির কাল জীউ মোর সামী আইহন ।
আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন ॥ ২ ॥
সব খন পর দারে উদগত মতী ।
এতেকেঁ বুঝিল তার বড় কুল জাতী ॥
তা সমে নাহিঁক বড়ায়ি মোর কোণ বোল ।
মিছা নঠ করে কাহ্ন মোর ঘৃত ঘোল ॥ ৩ ॥
খণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠেঁঠা দান ।
মিছা কেহ্নে করে কাহ্নাঞিঁ মোর অপমান ॥
তার পতিযোগ নহে আহ্মার যৌবন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

বাট দান হাট দান লইলোঁ রাজ ঘরে ।
তে কারণে আইলোঁ মোএঁ যমুনার তীরে ॥

নিতি নিতি যাহা তোহ্মে মথুরা নগরে।
সব সুবিধান দান দেহত আহ্মারে ॥ ১ ॥
দিবেহেঁ দধির দাণ সুনহ গোআলীনী।
কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদাণী ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
দেহ দধি ঘৃত দান যত হএ লেখে।
পসারের দান দিআঁ যাহা একে একে ॥
অভরস না কর সত্য আহ্মে বুইল।
তোহ্মার কারণে আহ্মে মাহাদাণ লইল ॥ ২ ॥
আহ্মার বচন তোহ্মে শুন শশিমুখী।
নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী ॥
এহা জাণী মোকে দেহ আলিঙ্গন দানে।
আপণ গৌরব রাধা রাখহ আপণে ॥ ৩ ॥
লেখা করে কাহ্নাঞিঁ আপণে খড়ী পাড়ী।
বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী ॥
হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

পুরুব কালত ঋষিএঁ বুইল।
বসুলে নিআঁ নান্দোঘরে থুইল ॥
জাণাইবোঁ কারে এ সব কাজে।
সত্যেঁ লইব কাহ্নাঞিঁ মথুরার রাজে ॥ ১ ॥
বুলিআঁ পাঠাইবোঁ দুখ সমাদে।
কাহ্ন মাহাদানী লাগিল বাদে ॥ ধ্রু ॥
বারেঁ বারেঁ মোএঁ বুইলোঁ ভজিআঁ।
কংসে শুণী আসিব সাজিআঁ ॥

শুণীএ যবেঁ সে আইহন বীর।
করেতেঁ তোক্ষা করিব চীর ॥ ২ ॥
এভোঁ কাহ্নু তোঁ মোর বোল শুন।
আপণে আপণে হৃদয়ে গুন ॥
ছাড় তোঁ আক্ষার দানের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান।
শুণ তোক্ষে আল রাধা পাঁজী পরমান ॥ ১ ॥
নিতি দধি বিকে জাওঁ মথুরার হাটে।
মিছাই কাহ্নাঞিঁ তোঁ আগোলসি বাটে ॥ ২ ॥
আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট।
আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট ॥ ৩ ॥
বড়ার বহুআরী আক্ষে বড়ার সভাএ।
কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ ॥ ৪ ॥
বারহ বরিষের দাণ সুনহ মুগধী।
মোহোর করমেঁ তোক্ষা আণি দিল বিধী ॥ ৫ ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঃ তোর রাখোআল মতী।
পাঁতরে একসরী পাইলোঁ নিমাণিতী ॥ ৬ ॥
রাখোআল হআঁ তোর কংসের গোসাঞিঁ।
ত্রিভুবনে আক্ষা সম আর বীর নাহিঁ ॥ ৭ ॥
কাহাক দেখাহ তোক্ষে এত বীরপণে।
টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে ॥ ৮ ॥
তোর কংসে মোর কিছু করিতেঁ না পারে।
তোক্ষারি সে রূপেঁ মোরে মারিবারে পারে ॥ ৯ ।

না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ হেন পাপ বাণী।
তোহ্মা ভালে জাণো আহ্মে আইহনের রাণী ॥ ১০ ॥
বারহ বরিষেকের দিঅাঁ যাহা দাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ১১ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥

কেহ্নে দান না দিবেঁ তোঁ কেহ্নে জাইবেঁ হাটে।
কেহ্নে নাগরি রাধা ছাঁড়ী দিবোঁ বাটে ॥
সব কুতঘাটে রাধা মোর মাহাদান।
হএ নহে দেখ রাধা পাঞ্জী পরমান ॥ ১ ॥
বারহ বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥ ধ্রু ॥
স্বগ্‌গে রাখোঁ মর্ত্ত্যে রাখোঁ তলে পাওঁ সুধী।
তাহাত টেটনী রাধা কি করিবি বুধী ॥
এ তীন ভুবনে রাধা মোর মাহাদাণে।
তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাণে ॥ ২ ॥
যশোদার পোঅ আহ্মে হাথে ধরী বাঁশী।
তোহ্মাক দেখিল রাধা আধিক রুপসী ॥
তে কারণে রাধা মোর তোতে গেল মন।
ছাড়ি দিলোঁ দান ধর আহ্মার বচন ॥ ৩ ।
এভোঁ যবেঁ না ধরিবেঁ আহ্মার বচন।
বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন ॥
এহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে ।
সকল বএসে মোর এগার বরিষে ।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥
এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ ।
লোক সুণিলে তোকে হৈব উপহাস ॥ ১ ॥
পন্থ ছাড়ি দেহ কাহ্নাঞিঁ বিরোধ না কর ।
তোর পুণেঁ্য জাওঁ বিকে মথুরা নগর ॥ ধ্রু ॥
নাগর শেখর তোহ্মে নামে বনমালা ।
তোর যোগ নহোঁ মোএঁ আতিশয় বালী ॥
আধিক পীড়এ যবেঁ ভুখিল ভষলে ।
তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমল মুকুলে ॥ ২ ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী ।
মোর রুপ যৌবনে তোহ্মাতে কী ॥
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে ।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥ ৩ ॥
রতি কথা সখি মুখে না শুণীলোঁ কানে ।
বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার সমানে ॥
চরণে ধরোঁ তোর দেব নারায়ণ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এ তোর নব যৌবনে ।
দেখি মোর মজি গেল মনে ॥
এবেঁ তোকে দেখিএ রুপসে ।
তেঁএ মোর বাঢ়িল আশে ॥ ১ ॥

দেহ মোরে সরস বচনে।
আমিআঁ পিউক মোর কানে ॥ ধ্রু ॥
চাহ মোরে মুখ শশি তুলী।
তোহ্মে রাধা আহ্মে বনমালী ॥
তোর মোর ভৈল পরিচএ।
এবেঁ পরিহর তোহ্মে ভএ ॥ ২ ॥
তোতে মোর হএ যত দানে।
তাক দিতেঁ নাহিঁ তোর ধনে ॥
এহা আপণে গুণী মনে।
কর মোর সফল বচনে ॥ ৩ ॥
এ তোর প্রথম বএসে।
তোর দেহে বসে বড় রসে ॥
দাণা ভৈলোঁ তাহার আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

আল বড়ায়ি।
চাঁপা কুঁঢ়ী দেখিতেঁ রুপসে।
তাত নাহিঁ গন্ধের পরসে ॥ ধ্রু ॥
বিকাসিলেঁ মোহে মুনি মণে।
হেন সব নারীর যৌবনে ॥ ১ ॥

কি না মোক ভৈল এত কালে।
মাহাদাণী ভৈগেল গোকুলে ॥ ধ্রু ॥
অনেক কড়ার পসারা।
হাট জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা ॥
রাজা কংসে করিবোঁ গোআরী।
তবেঁ কাহ্ন লআঁ যাবোঁ ধরী ॥ ২ ॥
নিতি নিতি দধি বিকে জাওঁ।
দাণের সুধী নাহিঁ পাওঁ।
এবেঁ রাজা ধনের কাতর।
তাহে যবেঁ দুধে দিবোঁ কর ॥ ৩ ॥
সখি সাত পাঁচ করি সঙ্গে।
মথুরাক জাওঁ বিকে সঙ্গে ॥
কেহ্নে কাহ্ন হেন পড়িহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

বদন কমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ।
তবেঁ হৈতেঁ রাধা তোতে মন দিলোঁ ॥
আঅর দেখিলোঁ নাসা গরুড় সমান।
গিধিনী সদৃশ তোর দেখোঁ দুঈ কান ॥ ১ ॥
তোর রূপ যৌবনে মোহিল দেব কান।
সব কলা সংপুনী তোঁ দেহ মধুপান ॥ ধ্রু ॥

কুরঙ্গ নয়ন জিণী তোহ্মার নয়নে।
আধর বন্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে॥
মাণিক জিঁণিআঁ তোর দশনের পাঁতী।
কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী॥ ২॥
তাল ফল জিণিআঁ তোহ্মার পয়োভার।
মাঝ দেশ দেখি সিংহ মাঝার আকার॥
লোভেঁ নাভী তলে বসে তীন রূপ বলী।
উরু শোভে বিপরীত রাম কদলী॥ ৩॥
থল কমল জিণী তোহ্মার চরণে।
রাজহংস জিণী তোহ্মার গমনে॥
ভোলে পড়ি গেল তাত নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ॥ ৪॥

মালবরাগঃ॥ রূপকং॥ লগনী॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর।
প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর॥ ১॥
যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে॥ ২॥
তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরুপৈঁসি জাণ।
তোহ্মে মোর সব তীর্থ তোহ্মে পুণ্য স্থান॥ ৩॥
এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেব রাজ॥ ৪॥
হইএ আহ্মে দেব রাজ তোহ্মে মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী॥ ৫॥
এ বোল বুলিতেঁ তোর মণে বড় সুখ।
পর ঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক॥ ৬॥

ভাল বোল বুলিলি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী।
আহ্মার মণের কথা কহিলেঁ আপুণী ॥ ৭ ॥
বিরহে পুড়িআঁ কাহ্নু হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআঁ যেহ্নু রুচক আম্বল ॥ ৮ ॥
জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী ॥ ৯ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

মেদনি যোড়িলো হালে।
কৌণেঁ ব্রহ্মার দণ্ড যোঁআলে ॥
গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়ী।
গিরি করিলোঁ মোথড়া গোবাড়ী ॥ ১ ॥
জাইবার বাসনা তেজ গোআলী।
কাহ্নু মাহাদাণী তোরে ল বালী ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবন মোর থানে।
বংশ বাজাওঁ গানে ॥
না কর তোঁ মন আনে।
আহ্মে অসুর দল কাহ্নে ॥ ২ ॥
সুমেরু আহ্মাক গঢ়ে।
তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে ॥
নাম মোর বনমালী।
হেলেঁ দলিবোঁ কালী ॥ ৩ ॥
গোকুলে গোজাতী।
দেহ আহ্মারে সুরতী ॥
তেজহ জাইবার আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে।
চাণ্ডাল কাহ্নাঞিঁ এবেঁ বল করে ॥
দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ।
সোদর ভাগিনা হআঁ হেন তোর কাজ ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ লাজ নাহিঁ তোরে।
লাজ না বাসসি তোএঁ গোকুল কাহ্ন।
সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান ॥ ধ্রু ॥
জীবার উপায় নাহিঁ বোল মাহাদানী।
বাছিআঁ পাইলি সোদর মাউলানী ॥
পোএর মুখে পরবত টলে।
গুরু সাপে বেঢ়িলের আলপ কালে ॥ ২ ॥
বারেঁ বারেঁ কাহ্ন মো দধি বিকে জাওঁ।
সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাওঁ ॥
কিসের কারণে তোঁ এবেঁ করসি বল।
বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর ॥ ৩
পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।
দেখ যত পাপ হএ কৈলেঁ পর দার ॥
যত কিছ বোলোঁ মোএঁ সব পরমাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বাপ বসুল মোর নান্দোঘরে জাণী।
কমণ কারণে রাধা দোসসি মাউলানী ॥
মাঅ দৈবকী মোর মামা কংসাসুর।
তোহ্মার সম্বন্ধ কথা আনেক দূর ॥ ১ ॥

নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী ;
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী ।। ধ্রু ॥
মাউলানী মাউলানী বোলসি তুণ্ডে ।
মোর মাহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে ।।
হেন যবেঁ রাধা বোলসি আর বার ।
ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নাঞিঁ গোআল ।। ২ ।।
কিকে তোঁ নাগরি রাধা উপেখসি সুখ ।
মুখ তুলী চাহা মোর পালাউক দুখ ॥
উন্নত পয়োধরে ধরি মোরে চাপ ।
পালাউ আহ্মার বিরহ সন্তাপ ॥ ৩ ।।
কে তোকে জাণায়িলে মাউলানী সম্বন্ধ ।
দুঈ আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ ।।
শালী সম্বন্ধে সম্বোধ নারায়ণে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ।। ৪ ।।

• কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধাভয়ভয়াতুরা ।
জগাদ জরতী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিচ্চ মধুসূদনম্

রামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা ।।

মাউলানীর যৌবনে কাহ্নের মন ।
বিধুমুখে বোলেঁ কাহ্নাঞিঁ মধুর বচন ।।
সম্বন্ধ না মানে কাহ্নাঞিঁ মোকে বোলে শালী
লজ্জা দৃষ্টি হরিল ভাগিনা বনমালী ।। ১ ।।
কেনা বিধি আগ বড়ায়ি লেখিল কপালে ।
ভাগিনা সুরতি মাঁগে দানের ছলে ।। ধ্রু ॥

ভাগিনা সদৃশ গুরু নাহিঁক শয়াণে।
কিকে কাহ্নাঞিঁ বল করে এ কুঞ্জ ময়াণে॥
ভাগিনাকে দেখি বড়ায়ি দেবতা সদৃশে।
মোর কর্ম্ম দোষে কাহ্নাঞিঁ হেন পড়িহাসে॥ ২॥
দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ বুলুক বচন।
দান লৈতেঁ নাহিঁ মণ কিসকে যতন॥
ধামালী সহিত কাহ্নাঞিঁ বোলে তিখ বাণী।
হেন মতেঁ বিঁগুতিলে সোদর মাউলানী॥ ৩॥
দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ যৌবন।
কাহ্ন লজ্জা হরিল দেখিআঁ মোর তন॥
রতি লাগি বল করে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ॥ ৪॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

বারেঁ বারেঁ রাধা বোলসি অহ্মেত
তোর মাউলানী।
আহ্মার বৈরি কংস রাঅ
তোক মারিব সম্বন্ধ শুণী॥
আপণাক রাখি যে কাজ করে
তাক বুলিএ সিআনী।
এহা জাণী না পরিহর রাধা
আহ্মে দেব চক্রপাণী॥ ১॥

রাধা তোর তনু দরশনে।
নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা
বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে ॥ ধ্রু ॥
রসময় সকল শরীর তোর
ভইল নহুলী যৌবনে।
পাকিল শ্রীফল জিণিআঁ শোভে
তোর দুই তনে ॥
তাক দেখি উনমত ভৈলোঁ
আন নাহিঁ পড়িহাসে।
কর আনুমতী নাগর কাহ্নাঞিঁ
জীউক তার পরসে ॥ ২ ॥
মিছাই রাধা পাতসি সম্বন্ধ
মিছাই করসি লাজে।
মন থীর করি ধর মোর বোল
লাজে সে হারায়ি কাজে ॥
আনেক সময় যৌবন যে নারী
আপণ শরীরে শাঁচে।
আতি সে আবুধি ভোগ পরিহরি
আপণে আপণা বঞ্চে ॥ ৩ ॥
যাহার যৌবন নর উপভোগে
সেহি সে নাগরী ভালী।
ভ্রমর সঙ্গম পাইলেঁ শোভএ
যেহ্ন বিকসিত মাহ্লী ॥
এহা পরিহরি নাগরি রাধা
আস্থা না কর নিরাসে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কেহ্নে তোহ্মে মোরে বোল শালী ।
সম্বন্ধ না মান ভাগিনা বনমালী ॥
তোর বোল মোত নাহিঁ সাজে ।
আলপ বএসে খাইলি লাজে ॥ ১ ॥
যদি গাঙ্গ উজান বহে ।
তভোহোঁ তোহ্মার বোল নহে ॥ ধ্রু ॥
নিজ সামী আছে মোর ঘরে ।
তাহাকো না কর তোহ্মে ডরে ॥
আতি বড় হৈলা আছিদর ।
আপণা চিহ্নিআঁ জাহ ঘর ॥ ২ ॥
সেসি নারী যে হএ সতী ।
যাক উপভোগে নিজ পতী ॥
রস নাহিঁ পরার পুরুষে ।
যার উপভোগে কুল নাশে ॥ ৩ ॥
স্মঁঅরী আপণ কুল জাতী ।
দূর কর পাপত মতী ॥
ছাড়হ আহ্মার পতিআশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

সতীত্বং তব বিজ্ঞাতং রাধিকে বদ মাধিকং ।
অধুনা মম দানস্য গণনায়াং মনঃ কুরু ॥

কোড়ারাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্নু ।
আইস ল রাধা লেখা করি দান ॥ ১ ॥

আহুঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোটি দান তাহাত মোর ॥ ২ ॥
মাথাত কুসুম মাল রচনে।
এহাত আহ্মার লক্ষক দানে ॥ ৩ ॥
চামর জিণিআঁ চিকুর তোরে।
এহার দান দুঈ লাখ মোরে ॥ ৪ ॥
সিসের সিন্দূর ভুবন মোহে।
এহার দান তিন লক্ষ হএ ॥ ৫ ॥
নির্ম্মল শশি তোর মুখ দেখোঁ।
এহার দান চারি লাখ লেখোঁ ॥ ৬ ॥
নীল উতপল তোর নয়নে।
এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে ॥ ৭ ॥
গরুড় সমান তোহোর নাশা।
এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা ॥ ৮ ॥
শ্রবণ কুণ্ডল শোভএ তোরে।
এহার দান সাত লক্ষ মোরে ॥ ৯ ॥
মাণিক জিণিআঁ দশন শোহে।
এহার দান আঠ লাখ নহে ॥ ১০ ॥
বিম্বফল তুল তোর আধরে।
নব লক্ষ দান তাত আহ্মারে ॥ ১১ ॥
কণ্ঠদেশ তোর কম্বু সমানে।
দশ লক্ষ হএ এহাত দানে ॥ ১২ ॥
বাহু মৃণাল কমল করে।
এগার লক্ষ দান তাহারে ॥ ১৩ ॥
নখ পাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিণে।
বার লক্ষ হএ এহার দানে ॥ ১৪ ॥

শ্রীফল যুগল তোহোর তনে।
এহার দান তের লক্ষ ধনে॥ ১৫ ॥
ত্রিবলি মাঝা বাএ হালে তোরে।
চৌদ লক্ষ দান এহাত মোরে॥ ১৬ ॥
উরু তোর রাম কদলী সমানে।
পঞ্চদশ লক্ষ এহার দানে॥ ১৭ ॥
পদযুগ থল কমল আকারে।
ষোল লক্ষ দান-তাহাত আহ্মারে॥ ১৮ ॥
হেম পাট জিণি তোহোর জঘনে।
চৌষাঠি লাখ তাত মোর দানে॥ ১৯ ॥
বিণি দান দিআঁ নাহিঁ গমনে।
বোলে দামোদর সত্য বচনে॥ ২০ ॥
মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ।
আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ২১ ॥

কেদাররাগঃ॥ রূপকং॥

কিসের দান কাহ্নাঞিঁ কিসের ঘাট।
কিসের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ আগোলসি বাট॥
মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞিঁ কপট নাটে।
কংশে শুণিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে॥ ১ ॥
কি মোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে।
পাঁজী পুথী তোহ্মার চিরিবোঁ বাম হাথে॥ ধ্রু ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোতে হেন বোল সাজে।
বড়ার বহুআরী আহ্মে পাইএ বড় লাজে॥
এ সব চরিতেঁ তো নাসিলি তুহ্ম লোকে।
কমণ মুগধেঁ বাটে দানী কৈলে তোকে॥ ২ ॥

মিছে কেহ্নে চক্র কাহ্নাঞি করহ বাখান।
কথাঁহো নাহিঁ শুণী দেহত বসে দান ॥
ঘৃত ঘোল দধি দুধ পসারত জাএ।
এহাতে সে দান লইতেঁ তোহ্মার জুআএ ॥ ৩ ॥
আইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী।
তোহ্মে কি না চিহ্ন আহ্মে তাহার রাণী ॥
কি না লাভ লোভেঁ কাহ্নাঞিঁ না চিহ্ন এখন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

শরত উদিত চান্দ বদন কমল।
খঞ্জন জিণিআঁ তোর নয়ন যুগল ॥
আধরে বন্ধুলী রাগ শোভএ সুন্দরী।
হেন রুপেঁ কাহ্নাইকে কেহ্নে পরিহরী ॥ ১ ॥
আলিঙ্গন দিআঁ যাহা সুণ ল সুন্দরী।
তোহ্মাতে মজিল চিত ধরিতেঁ না পারী ॥ ধ্রু ॥
শ্রবণে শোভএ তোর রতন কুণ্ডল।
কুচযুগ শোভে যেহ্ন শ্রীফল যুগল ॥
তথিত উপর শোভে হার মঞ্জরী।
তা দেখিআঁ প্রাণ রাধা ধরিতেঁ না পারী ॥ ২ ॥
যশোদার পোঅ আহ্মে নামে গোবিন্দ।
তোর রুপ দেখিআঁ চখুতে নাইসে নিন্দ ॥
কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ রাধা দেহ মোরে কোল।
তোর দুঈ তনে লাগু রসের হিলোল ॥ ৩ ॥
আহ্মা সমে নেহ রাধা বড় পুণ্যে পাইএ।
আহ্মা সমে যোগ সতোঁ সুরপুর জাইএ ॥

এহাক জাণীআঁ রাধা পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।
হৃদয়ে কাঞ্চুলী গজ মুকুতার হার ॥
এহা আভরণ কাহ্নাঞিঁ সব মোর নে।
বেরি এক কাহ্নাঞিঁ মোক ঘর জাইতেঁ দে ॥ ১ ॥
না জাণো সুরতি কাহ্নাঞিঁ না ধারো মোঁ দান।
মিছাই কাহ্নাঞিঁ মোর লইভেঁ পরাণ ॥ ধ্রু ॥
এগার বরিষে কাহ্নাঞিঁ বার নাহিঁ পুরে।
আহ্মা দুখ দিতেঁ কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে হেন ফুরে ॥
এক বার ছাড়া দুই বার নাহিঁ মরা।
রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারা ॥ ২ ॥
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িআঁ।
দান সাধ কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ পথত বসিআঁ ॥
বারেক এড়িআঁ দেহ জাওঁ মোএঁ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৩ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

মুখ তোর আল রাধা বিকচ কমলে।
নয়ন তোর নীল উতপলে ॥
মাণিক জিণিআঁ তোর দশনের দুতী।
সিন্দূরে লোটাইল যেহ্ন গজমুতী ॥ ১ ॥
সুন্দরি রাধা ল তোহ্মাতে মণ গেল।
হের প্রাণ ধরণ না জাএ ॥ ধ্রু ॥

দুঈ কুচ তোর রাধা শম্ভুর আকার।
তথি চিত্ত মজিল আহ্মার ॥
তা দেখিআঁ সব খন না পাওঁ সোআগ।
অনুমতি কর দেওঁ হাথ ॥ ২ ॥
সিংহ জিণী তোর আতি মাঝা খিনী।
দুঈ উরু রাম কল জিণী ॥
চরণ থল কমল মন্থর গমনে।
নেত বসন পরিধানে ॥ ৩ ॥ •
কনক নিকস সম তনু কান্তি লীলা।
দেখি ভোল গেল নান্দোবালা ॥
দাণ সাধিএ রতি পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এত কাল জাইএ আহ্মে মথুরার হাটে।
কভোঁ না দেখিল কাহ্নাঞিঁ দানী এহা বাটে
এবেঁ বাটে বাটোআড় হৈলা কাহ্নাঞিঁ।
পাপ বুলিতেঁ তোর মুখে লাজ নাহিঁ ॥ ১ ॥
ছাড়হ নিলজ কাহ্নাঞিঁ হেন পাপ বাণী।
আহ্মে শিশুমতী রতি কথাহো না জাণী ॥ ধ্রু
মোর রূপ দেখি নহ বিকল মুরারী।
পর ধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী ॥
উনমত সদৃশ কেহ্নে বোলহ বচন।
এহা বুঝি নিবারিআঁ থাক নিজ মন ॥ ২ ॥
পথত লইলি যুবেঁ দান আধিকার।
তবেঁ কেহ্নে তোতে হেন মদন বিকার ॥

তিল এক মোর মনে নাহিঁ রতি রঙ্গ।
আহ্মা ছাড়ী আন নারী কর তোহ্মে সঙ্গ ॥ ৩ ॥
এত বড় কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ দেহ মোরে দুখ।
মুখ তুলী না দেখোঁ আর তোর মুখ ॥
এভোঁ পরিহর কাহ্নাঞিঁ আহ্মার আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সাজিআঁ
মথুরাক যাসি বিকে।
সহজেঁ রুপসী নব যুবতী
লাস বেশ তোর কিকে ॥
হেন রুপ দেখি চখু আড় করে
পশুআ তোর গোআলা।
আছ নর লোক দেব লোক তোষে
মুনি মন হএ ভোলা ॥ ১ ॥
রাধা মুখ তুলী চাহা রঙ্গে।
নাগর কাহ্নাঞিঁ পথে বিরোধে
কি করিব তোর খঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
কপোল যুগলে শোভএ তোর
বিচিত্র মণি কুণ্ডলে।
সংপূন্ন চান্দের দুই পাশে যেহ্ন
উইল সুরুজ মণ্ডলে ॥
সুনিআঁ সরস আমিআঁ আধিক
তোর মধুর বচনে।
নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা
বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে ॥ ২ ॥

পরিধান তোর স্বরঙ্গ পাটোল
ধিরে যাসি বাটে।
আর আদভুত দেখোঁ চন্দ্রাবলী
সিন্দূর স্বর ললাটে ॥
নিতি নিতি যাসি দধি দুধ বিকে
পএর বাজে নূপুরে।
আজি পড়িলা কাহ্নের হাথে
লাস বেশ করে চুরে ॥ ৩ ॥
বার বৎসরের তোএঁ সি বালী
বিচিত্র কাঞ্চুলী শোভে।
গিএ তোর মুকুতার হার
তা দেখি কাহ্নাঞিঁর লোভে ॥
ছাড়িল রাধা তোর দধির দাণ
দেহ চুম্ব আলিঙ্গনে।
অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলী চরণে ॥ ৪ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

লুনীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়ি ল।
রৌদে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ।
কেমনে কাহ্নের বোল পালিবোঁ।
মোয়ে পরাণে ডরাওঁ ॥ ১ ॥

হরি হরি নিদয়া বিধি কি লেখিল
কিকে আইলো বড়ায়ি গো ॥ ধ্রু ॥
নেত পাটোল না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ সিসত সিন্দূর ।
বাহের বলয়া না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ পএর নূপুর ॥ ২ ॥
ঘরত বাহির নহোঁ বড়ায়ি গো
সামীর বড়ই দুলালী ।
নির্দ্দয় কাহ্নাঞিঁর হাথে পড়িলোঁ
মোএঁ আবালী গোআলী ॥ ৩ ॥
সাত পাঁচ সখি শুণী বড়ায়ি গো
রাধার বচনে ।
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসেঁ
দেবী বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥

বোল এক বোলোঁ রাধা সুণ আহ্মারে ।
খণ্ড কোপ ভয় দেহ শৃঙ্গারে ॥ ১ ॥
নীল কুটিল শোভে চিকুরে ।
প্রভাত আদিত শিথে সিন্দূরে ॥ ২ ॥
ভ্রূহি কাম ধনু নয়ন বাণে ।
নাসিকা গালিক যন্ত্র সমানে ॥ ৩ ॥

মুখ কমল আতি শোভা করে।
বন্ধুলা জিণিআঁ আধর তোরে ॥ ৪ ॥
মাণিক জিণিআঁ দশন তোরে।
তা দেখি দাড়িম ফল বিদরে ॥ ৫ ॥
কম্বু সম তোর শোভএ গলে।
কুচযুগ রাধা যোড় শ্রীফলে ॥ ৬ ॥
বাহু মৃণাল কর উতপলে।
আঙ্গুলী চম্পক কলিকা জাঁলে ॥ ৭ ॥
সিংহ মধ্য সম মধ্যে শোভে ত্রিবলী
উরুযুগ শোভে রামকদলী ॥ ৮ ॥
রাতা উতপল তোর দুঈ চরণে।
রাজহংস জিণী তোর গমনে ॥ ৯ ॥
হেম রূপ তোহ্মার যৌবনে।
নিফল করহ কমণ কারণে ॥ ১০ ॥
সরস হাসিআঁ বোল বচন।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ১১ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

সব গোপ যার মান ধরে।
সে কেহ্নে পরার নারী হরে ॥
নিজ পতি আছে মোর ঘরে।
তার হাথে কাহ্নাঞিঁ পাছে মরে

নিষধ নিষধ বনমালী ।
পাছে মোরে না দিহলি গালী ॥ ধ্রু ।
যে বচন বুইলে চক্রপাণী ।
সে বচন কানে নাহিঁ শুণী ॥
তিন লোক খাআঁ মাহাদাণী ।
সম্বন্ধ না মানে মাউলানী ॥ ২ ॥
ঘৃত দুধে সজাআঁ পসার ।
বিকি জাইএ যমুনার পার ॥
হেন হএ বড়ার বেভারে ।
মাউলানীক পাইল বাণিজারে ॥ ৩ ॥
কার পান চুন নাহিঁ খাওঁ ।
কাহারো পাস নাহিঁ জাওঁ ॥
এড়ু কাহ্নাঞিঁ মোর পতি আশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

সুণ ল সুন্দরি রাধা বচন আহ্মার ।
নহুলী যৌবনে দেহ সরস শৃঙ্গার ॥
তোহ্মার যৌবন রাধা কৃপিণের ধন ।
পোটলি বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ১ ॥
বলাহ যৌবন রাধা ল মোর বোল শুণ ।
যাবত যৌবনে রাধা নাহিঁ লাগে ঘুণ ॥ ধ্রু

আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল ।
নহুলী যৌবন রাখিবি কত কাল ॥
কোণ বিশ্বকর্ম্মে নির্ম্মিল তুঈ তন ।
আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন ॥ ২ ॥
হেন স যৌবন রাধা সব আলপাউ ।
যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ ॥
তোহ্মার যৌবন রাধে পাণির ফোটা ।
চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা ॥ ৩ ॥
এ তীন ভুবনে রাধা তোহ্মা কৈলোঁ সার ।
মনে পরিভাবি দেহ সরস শৃঙ্গার ॥
নহুলী যৌবনে রাধা দেহ আলিঙ্গন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥

দুরুবার কংস নরপতী ।
এহা জাণী ছাড়হ বিমতী ॥
যবেঁ তোরে মারিহে পরাণে ।
তবেঁ তোক রাখিব কোণ জনে ॥ ১ ॥
ছাড়হ আহ্মার থান ।
আবিচারে হারায়িবি পরাণ ॥ ধ্রু ॥
হইএ আইহহন গোআলী ।
যবেঁ বল করে বনমালী ॥
রাজা আগেঁ করিবোঁ গোহারী ।
তবেঁ তোক লআঁ যাবোঁ ধরী ॥ ২ ॥
হআঁ কাহ্নু বড়ার পো ।
ভাল কাম না করসি তোঁ ॥

মতিমোষ মোকে কর বল ।
ভুজিবি তোঁ লিখিত ফল ॥ ৩ ॥
না শুণিলি পুরাণ কথা ।
না জাণসি ধরম বেবথা ॥
দান সাহ পর নারী আশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল ।
তীন ভুবনে জানী তপস্যা যাহার ॥
জল মাঝে মীন কণ্যা করিল গমন ।
তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন ॥ ১ ॥
তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত ।
পর দারে পাপ নাহিঁ মুনীর সমত ॥ ধ্রু ॥
পাঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী ।
পাঞ্চ পতী যার ভৈল সব লোকেঁ জাণী ॥
রম্ভা আদি বেশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে ।
হেন সব কণ্যা কেহ্নে সুরপুরে বসে ॥ ২ ॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরেঁ শিরে ধরে ।
হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নরে ॥
নারীর সম্ভোগে রাধা যদি পাপ বসে ।
এ তীন ভুবনেঁ কেহ্নে সে গঙ্গা পরসে ॥ ৩ ॥
নিজ পর নারী দোষ নাহিক সংসারে ।
যত সতীপণ সব মিছা জাণ তারে ॥
এহা জাণী একমনে পুর মোর আশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।
আদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে ॥
কপটে আহুল্যাক রমিল সুরবরে।
সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে ॥ ১ ॥
হেন অদভূত কথা শুণ ল বড়ায়ি।
পর দারে পাপ নাহিঁ বোলন্ত কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু
সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুঈ ভাই।
তিলোত্তমা হেতু দুঈ মরিলা এক ঠাই ॥
সুম্ভ নিসুম্ভ দুঈ অসুর আছিলা।
পার্ব্বতীর কারণে দুঈ জন মৈলা ॥ ২ ॥
চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।
তেহ্নোঁ সে মজিআঁ গেল শীতার কারণ ॥
এহা জাণী কাহ্নাঞিঁক নিষধ বড়ায়ি।
কেহ্নে হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাই ॥ ৩ ॥
বোলহ বড়ায়ি কাহ্ন মণে পরিভাউ।
আপণে আপণা চিহ্নিআঁ ঘর জাউ ॥
আহ্মা সনে হেন তেজু পরিহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

নীল জলদ সম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা ॥ ১ ॥
শিশত শোভএ তোর কাম সিন্দূর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর ॥ ২ ॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডল মণ্ডিত চারু শ্রবণ যুগলা ॥ ৩ ॥
নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপামা।
গণ্ডস্থল শোভিত কমল দল সমা ॥ ৪ ॥
নয়ন যুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনি মনে ॥ ৫ ॥
বিম্বফল জিণা তোর আধরের কলা।
মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা ॥ ৬ ॥
কণ্ঠ কম্বু সম কুচ কোক যুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা ॥ ৭ ॥
কনক চম্পক সম শোভে কলেবরা।
মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্ব্বত কুহরা ॥ ৮ ॥
নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।
উরুযুগ রাম কদলী তরু সমা ॥ ৯
মন্থর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে।
তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে ॥ ১০ ॥
অমর পুরত নাহিঁ হএ হেন রামা।
বিধি কৈল জঙ্গমে কনক প্রতিমা ॥ ১১ ॥
দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ১২ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ

ষোল কলা সংপূন্ন চন্দ্র বদন।
বেকত আমৃত তোর মধুর বচন॥
কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ।
কণ্ঠ কম্বু মণিগণ শোভএ দশন॥ ১॥
সুন্দরি রাধা ল সরূপ বোল মোরে।
দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥ ধ্রু॥
কুণ্ডলে আদিত্য যেহ্ন রবির সংঘাত।
গজরাজ গতি পরিমল পারিজাত॥
সুরজনে মোহে পুরজনে নাহিঁ রাখ।
কালকূট বিষহরি জাগল কটাক্ষ॥ ২॥
সুররাজ গজকুম্ভ কুচ যুগল।
তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল॥
অমূল মণি নূপুর বাজের গমনে।
তাক সুণী মোহো পাএ এ তীন ভুবনে॥ ৩।
সকল গুণ সংপুনী রাধা চন্দ্রাবলী।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী॥
রস হাস পরিহাসে তোষহ কাহ্নাঞিঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আয়ী॥ ৪॥

আহেররাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ হৈলা মাহাদানী।
দান ছাড়ী পর নারী কিসক বাখানী॥
সকল বেভার তোর দেখি বিপরীতে।
কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে॥ ১॥

ছাড়হ বিবুধি কাহ্নাঞিঁ সুণ মোর বোল।
দধি দুধ নঠ মোর আর ঘৃত ঘোল ॥ ধ্রু ॥
কালী তোর মুখে দিল যশোদাএঁ তনে।
আজি দানী হঞাঁ মোর মাঙ্গ মাহাদানে ॥
হেন আলাগন কথা শুণী কোণ রাজে।
তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ নাহিঁ কিছু লাজে ॥ ২ ॥
এ বার বরিষ মোর তের নাহিঁ পূরে।
এহা দেখি রসত মন 'কর দূরে ॥
রূপস শরীর মোর কিছু নাহিঁ কাজ।
কেতকী কুসুম যেন ধুলীএঁ সাজ ॥ ৩ ॥
গোআল জাতী আহ্মে জাইএ দধি বিকে।
কাজ বিণি কাহ্নাঞিঁ রহাঅসি কিকে ॥
ঘুচাহ কচাল কাহ্নাঞিঁ তেজ মোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আল রাধা
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোএঁ দেব মুরারী মোএঁ
তোর মোর উচিত সেনেহা।
আল রাধা
তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জাণে দেবাগণ
ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা ॥ ১ ॥
আল রাধা
না পরিহর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
সব কলা সংপুনী তোঁ রাহী ॥ ধ্রু ॥

তোর নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী
তোর মোর শোভএ মীলনে।
কাহ্নাঞিঁ পাইবি বড় পুনে এহা পরিভাব মনে
কেহ্নে তেজ হাথের রতনে ॥ ২ ॥
কদম তলের থিতী তোর মোর হৈব রতী
এহা ভালেঁ জাণে দেবলোকে।
এবেঁ তোহ্মে আকারণে তেজ মোর বচনে
পাছে পাইবেঁ বিরহ শোকে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে পদুমিনী জাতী তোহ্মার আইহন পতি
নপংসক সেহো কংস দাসে।
নহে তোর পতিযোগ আহ্মা সমে ভুঞ্জ ভোগ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাজা বড় খরতর নাহিঁ শুণ কথা।
লঘু নটক পাইলেঁ কাটে তার মাথা ॥
গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী।
তোহ্মোত ভাগিনা কাহ্ন আহ্মোত মাউলানী ॥ ১ ॥
আহ্মে নাগরি গোআলী বড়ায়ি চৌহালিনী।
কেহ্নে না চিহ্নসি আহ্মা আইহনের রাণী ॥ ধ্রু ॥
হাথে তুলী লৈল কাহ্নাঞিঁ সুবর্ণের বাঁশী।
আহ্মাক দেখিআঁ তোহ্মে আধিক রুপসী ॥
দেখিতেঁসি পাইএ কাহ্নাঞিঁ ভক্ষিতেঁ না পাই।
লাভে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই ॥ ২ ॥
এভোঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ না কর বেআজ।
দধি লআঁ যাইবোঁ মোএঁ মথুরার রাজ ॥

আপনা চিনহ কাহ্নাঞিঁ ছাড় মোর আশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লগনী ॥

কর্পূর বাসিত রাধা খাআর তাম্বুল ।
টুটুক কাম আনল দেহ চুম কোল ॥ ১ ॥
কোণ পুরাণে কাহ্ন হেন শুণিলী কাহিণী ।
তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মেত মাউলানী ॥ ২ ॥
মাউলানী মাউলানী রাধা ঘোসসি তুণ্ডে ।
মোর পাঁচ শর তাপ পড়ু তোর মুণ্ডে ॥ ৩ ॥
কথাঁ না বসসি কাহ্নাঞিঁ কথাঁ তোর ঘর ।
মোর কংস নৃপতীক না করহ ডর ॥ ৪ ॥
কি করিতেঁ পারে তোর সে না কংস রাঅ ।
দৈবকী নন্দন কাহ্ন কাখো না ডরাঅ ॥ ৫ ॥
আহ্মাকে বল কৈলেঁ তোর নাহিঁ কিছু ফল ।
মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল ॥ ৬ ॥
ভাণ্ড ভাঁগিবোঁ রাধা খাইবোঁ দধী ।
আঞ্চলে ধরিবোঁ মোর না জাণসি শুধী ॥ ৭ ॥
আঞ্চলত না ধরহ শুণ অবুধ ।
সমুচিত ফল পাইবেঁ নঠ হৈলেঁ দুধ ॥ ৮ ॥
ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশন দংশনে ।
মোর সমুচিত ফল কর রুষ্ট মণে ॥ ৯ ॥
নাগরালী তেজ কাহ্নাঞিঁ নেবারহ মন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ১০ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

মখ কমলে আতি শোভা করে
খঞ্জন নয়ন দুঈ ।
ভ্রুহি কাল শাপ যুগল তাহাত
শোভএ নিচল হোই ॥
আন যদি দেখে রাজ পদ পাএ
নানা উপভোগে নহে ।
আছু রাজ পদ দূর বড়ায়ি
জীবন মোর সন্দেহে ॥ ১ ॥
হাথ যোড় করিআঁ ভকতি করোঁ
জীউ দান দেহ বড়ায়ি ।
বোল রাধারে মানু সুরতী
তবেঁসি জীএ কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
মাণিক জিণিআঁ দশন দুতী
গীএ সাতেসরী হারে ।
কর কমল বাহু মৃণাল
হেম ঘট পয়োভারে ॥
নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী
ঘন জঘন পুলিনে ।
উচিত তাহাত কল হংস
সমরএ কনক রসনে ॥ ২ ॥
রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন
রোমাবলী কিরিপানে ।
আতি আদভুত বিণি ঘাএ হাণী
বিফল কৈল পরাণে ॥

ভিতরে অনঙ্গ আনল জলে
বাহিরে কেহো নাহিঁ জাণে ।
এহাত আহ্মার নাহিঁক নিস্তার
কহিলোঁ তোর চরণে ॥ ৩ ॥
উরুযুগ শোভে রাম কদলী
থল কমল চরণে ।
রাজ হংস জিণিআঁ আতি
রাধার মন্থর গমনে ॥
পৃথিবীত আহ্মে আবতার কৈল
তার সুরতীর আশে ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
অথাধি ভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাহ্নাঞিঁর বোল সুণী তোহ্মার মুখে ।
হৃদয় কাম্পএ মোর আতি বড় দুখে ॥
এহা পথে যদি কাহ্নাঞিঁ লৈল মাহাদাণ ।
দান এড়ি কেহ্নে করে রূপের বাখান ॥ ১ ॥
আতি বড় দুষ্ট হৃদয় বনমালী ।
তোহ্মাখো বড়ায়ি মোর হের পুটাঞ্জলী ॥ ধ্রু
কাহ্নাঞিঁর বোলে কেহ্নে পাতসি কানে ।
কেহ্নে বা তাহার বোল কহ মোর থানে ॥

তোহ্মা নিয়োজিল সাসুড়ী আহ্মা রাখিবারে।
তাহাত উচিত হএ হেনসি বেভারে ॥ ২ ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ সে বড় আছিদর।
তাহার বোলত কেহ্নে তোহ্মার আদর ॥
তোহ্মাত আছএ যবেঁ রতি পতিআস।
আপণেই চল তবেঁ কাহ্নাঞিঁর পাশ ॥ ৩ ॥
এভোঁহো চিন্তহ যবেঁ আহ্মার হিত।
কাহ্নের বচনে তবেঁ না দিহু চীত ॥
মৌন করিআঁ তুহেঁ থাকি এক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা রাধিকা মৌন মাস্থায় চিরমে কতঃ।
চকার বসতিং নম্রবদনা বৃদ্ধয়া সহ ॥
অথ পঞ্চশরক্ষুণ্ণমনাঃ কৃষ্ণো মুনিব্রতং।
রাধয়াঙ্গীকৃতং মত্বা রভসাদিদমাহ তাম্ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

হংস রএ সরোঅরে শুআহো পাঞ্জরে
কুয়িলী সে নন্দন বনে।
একেঁ একেঁ সখিজন সম্ভাক বোলাইলোঁ
না পাইলোঁ তোহ্মার বচনে ॥ ১ ॥
বালি যাইবে ল আহ্মা উপেখিআঁ।
এড়িতেঁ না ফুরে মন যৌবন দেখিআঁ ॥ ধ্রু ॥
সোণার কটুআ দুটি মাণিকে পুরাআঁ।
নেত বসন তাত ওহাড়ন দিআঁ ॥

আহ্মা ভাণ্ডী লআঁ যাহ আমূল ভাণ্ডার ।
কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ লৈবোঁ তাহার বিচার ॥ ২ ॥
সংপুন পুনমী চাঁদ তোহ্মার বদন ।
কাঞ্চ হলদি যেন তোহ্মার বরণ ॥
আকাইলেক কেশ তোর সুচিত্রক মাঝা ।
তোর রূপেঁ মোহো গেলা ত্রিদশের রাজা ॥ ৩
তোর মুখ দেখি রাধা খাণিএক হাস ।
দেখোঁ দশনের দুতী চন্দ্র পরকাশ ॥
ছাড়হ বিমতী রাধা দেহ আলিঙ্গন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

আরে ভৈরব পতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ ।
গঙ্গা জলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ ॥
হেন যদি কর কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে ।
তবেঁ তোর হএ পাপ সাগরে মোচনে ॥ ১ ॥
বিচারিআঁ চাহ কাহ্নাঞিঁ আগম পুরাণে ।
কত পাপ হএ কৈলেঁ পর দার মনে ॥ ধ্রু ॥
তোর দুই উরু রাধা ভৈরব পতনে ।
নিকটে থাকিতেঁ দূর জাইবোঁ কি কারণে ॥
তোর দুঈ কুচ কুম্ভ বান্ধি নিজ গলে ।
বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্য গঙ্গা জলে ॥ ২
সুন সুবদনী রাধা আইহনের রাণী ।
পাপের খণ্ডন বুধী আহ্মে ভালে জাণী ॥ ধ্রু ॥
কিছু না বুঝসি কাহ্নাঞিঁ ধরম বেবথা ।
আন বুলিতেঁ আন পাতসি কথা ॥

বুঝিল কাহ্নাঞিঁ বুঝিল তোহ্মার মন।
তোহ্মা হেন পৃথিবীত নাহিঁক টেটন ॥ ৩ ॥
বিরোধ না কর কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর।
বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন রাধা সুন পরমান।
বিণি রতি পাইলেঁ তোক না এড়িবে কাহ্ন ॥
এআ জাণী বৈশ রাধা আহ্মার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
আহ্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে।
নহেত বান্ধিআঁ থুইবোঁ দানের আন্তরে ॥ ধ্রু ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥ লগনী ॥

এত বড় রাজা ভৈল ধনের কাতর।
পথে মাহাদাণী থুইল হেন আছিদর ॥ ১ ॥
কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী।
আপনে সুণল বোল রাধা ল গোআলী ॥ ২ ॥
মোর দধি ঘৃতে কেহ্নে তোহ্মে মাহাদাণী।
তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মেত মাউলানী ॥ ৩ ॥
বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞিঁর দান বটে।
ভাণ্ড মাথে ষোল পন কড়াহো নাহিঁ টুটে ॥ ৪ ॥
সবেঁ ষোল পোণ দেহ দধির পসারে।
মিছাই ঝগড় কর কাহ্নাঞিঁ গোআরে ॥ ৫ ॥
পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে।
তোহ্মে লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মে হরি কাহ্নে ॥ ॥
সকল পুরুব কথা মিছা কহ তোহ্মে।
কথাঁ কাহ্ন হরি তোহ্মে কথাঁ লক্ষ্মী আহ্মে ॥ ৭ ॥

তোহ্মেত না জাণ রাধা আহ্মার মায়া।
স্বর্গ্গ মর্ত্ত্য পাতালে আহ্মার এক কায়া ॥ ৮ ॥
রাখোআল হআঁ বোল জগত নিবাস।
সুণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস ॥ ৯ ॥
বিণি দান পাইলেঁ আজি না এড়িবোঁ তোরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ১০ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ একতালী ॥

ঘৃত দধি নঠ কইলি আরেরে কাহ্নাঞিঁ ল
আম্বল কৈলী ঘোল দহী।
কি আরে কাহ্ন।
পুবের সুরুজ পশ্চিমে আথ জাএল।
এড়ি জাএ গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥
জাইবার না দিলি মথুরার হাটে ল।
দান ছলে রোহ্মসি বাটে ॥ ধ্রু ॥
গোপীজন সঙ্গে আহ্মে ছছন্দে বুলিলোঁ ল
বিকো জাওঁ মথুরার হাট।
মো কেহ্নে জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পথে মাহাদাণী ল
কাল ভৈল যমুনার বাট ॥ ২ ॥
ধর্ম্মের কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে ধর্ম্মে মাহাদাণী ল
ধর্ম্ম ছাড়ী কেহ্নে হেন করী।
চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল
নিজ মাঁসে জগতের বৈরী ॥ ৩ ॥
সবসলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল ল
বৈরী ভৈল পরিধান বাস।

বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

পএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে ।
চাঁচরী খেলাওঁ মোএঁ যমুনার কূলে ॥
খেড়ী খলাইএ আহ্মে নান্দের ঘরে ।
নিন্দ না জাএ কংসরায় মোর ডরে ॥ ১ ॥
কিবে রাধা আজি তোহ্মে মথুরাক জাইবেঁ ।
সুরত সংভোগে রাধা বৃন্দাবন পাইবেঁ ॥ ধ্রু ॥
কণআ সদৃশ রাধা তোহ্মার গাঅ ।
হংস গমনে রাধা বাঢ়াসি পাঅ ॥
আতি কঠিন কুচ তোর মাঝা খিনী দেহা ।
হেন রূপ যৌবনে না (?) পাতসি নেহা ॥ ২ ॥
না কর সুন্দরি রাধা আন জঞ্জাল ॥
আমিআঁ বরিষে তোর নয়ন বিশাল ॥
খোঁপাত লুলয়ে তোর দোলঙ্গের মাল ।
এতেকেঁ ভুঞ্জিতেঁ রতি তোর এহি কাল ॥ ৩ ॥
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কান্তী ।
মুকুতা সদৃশ তোর দশনের দুতী ॥
তোহোর যৌবনে মোর মজি গেল মন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ
পিন্ধিলোঁ পাটের সাড়ী ।
খোম্পাত উপর গুজরে ভ্রমর
তাহাত কাহ্নের ধাড়ী ॥ ১ ॥
কান্দে গোআলিনী পাগলি হআঁ
কি লআঁ জাইবোঁ ঘরে ।
দধি পসারে কাহ্নু মাহাদাণা
কংসক না করে ডরে ॥ ধ্রু ॥
কদম তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ
নাকে মুখে বাঁশী বাএ ।
দধি খাএ কাহ্নাঞিঁ আর ভাগু ভাঁগে
বলে আলিঙ্গন চাহে ॥ ২ ॥
নাকড়ি তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ
বলে কাঢ়ী খাএ খীরে ।
জখন দেখোঁ মো কাল কাহ্নাঞিঁ
ডরেঁ চিত নহে থীরে ॥ ৩ ॥
পাপে মন দিআঁ নটক কাহ্নাঞিঁ
গোকুল কুল বিনাশে ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল
না ছান্দো না বান্ধো গাই ।
ছান্দের দড়ী সবই হারাইলোঁ
বাছার উদ্দেশ নাহিঁ ॥ ১ ॥
সব খন গোঠ উদাওঁ বুলে
তোর ভাবেঁ কাহ্নাঞিঁ ।
কেহো বোলে মার কেঁহো বোলে ধর
যার বাড়ী জাএ গাই ॥ ধ্রু ॥

রাধে ল———

(ইহার পর ৪১এর পাতা নাই ।)

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ ।
যথাঁ সে কাহ্নাঞিঁর মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ ॥
হেন মন করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ১ ॥
সরূপেঁ মরিবোঁ তবেঁ শুণহ বড়ায়ি ।
পন্থে বল করে যবেঁ আবাল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥

দধি খাএ ভাণ্ড ভাঁগে দুধে দেয়ি পাণী।
সমুন্ধ না মানে সে ভাগিনা মাউলানী ॥
তিন লোক খাআঁ বোলে আহ্মার গোআলী।
জগজনে বোলে সে ভাগিনা বনমালী ॥ ২ ॥
শিশু হেন দেখি কাহ্ন বড় কাজ করে।
এড় এড় বুলিতেঁ আধিকেঁ করে ধরে ॥
তার বোল বুলিতেঁ সব গাঅ বিষ জলে।
নান্দো যশোদার পোঅ পন্থে বল করে ॥ ৩ ॥
আতি বড় দুরুজন বাটত কাহ্ন।
বার বরিষের মোকেঁ মাঁগে মাহাদান ॥
দাণ ঘাটের কাহ্ন এড়ু পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ককুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

সুন ল সুন্দরি রাধা পন্থত কৈলোঁ বিরোধা
তোক বৈরী আবাল গোপালে।
মোএঁ গদা হাথে ধরোঁ আজি দাপ চুর করোঁ
দেহ দান না কর কচালে ॥ ১ ॥
আহ্মে আইহন গোআলী সব গুণেঁ আগলী
শিশু মুখেঁ পরবত টালী।
তোরে বোলোঁ বনমালী বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ গালী
পন্থ ছাড় ভৈল এত বেলী ॥ ২ ॥
আহ্মা শিশু না দেখিহ সুণ ল সুন্দরি রাধা
আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে।
সুন্দরি সরূপেঁ শুন বজর কত পরমান
তার ঘাএঁ পরবত চুরে ॥ ৩ ॥

হাথে মৌহারী বাঁশী গোআল গোঠ রাখসি
পন্থে বসী সাহ মাহাদানে।
কতেক করসি দাপ সহিতেঁ নারিবি চাপ
বিলম্ব করহ কি কারণে ॥ ৪ ॥
পামরী ছেনারি নারী হআঁ বড় আছিদরী
আসহন বোলহ সকলে।
তোর ভাল রিত নহে কে তোহোর হেন সহে
দান লৈবোঁ ধরিআঁ আঞ্চলে ॥ ৫ ॥
রাজা বড় দুরুবার আইহন খুরের ধার
কিকে কাহ্নাঞিঁ করহ কচালে।
ঘরত বুলিবোঁ যবেঁ লঘুতা পাইবেঁ তবেঁ
পাছে দোষ না দিহ আহ্মারে ॥ ৬ ॥
সুণ রাহি সুন্দরি মারোঁ যবেঁ নহ তিরী
বাটে দান তোহ্মার না ছাড়োঁ।
তোর রাজা কংসাসুর তার দাপ করোঁ চুর
আন কোন বির সমেঁ ভিড়োঁ ॥ ৭ ॥
ঝগড় না কর পথে যোড় হাথ করি বোলোঁ
সমুচিত নেহ মোর দানে।
তোর পরসাদেঁ জাওঁ আন পাণী নাহিঁ খাওঁ
সাঁঝ ভৈল আইলোঁ বিহানে ॥ ৮ ॥
না লইবোঁ তোর দান মোর বোল পরমান
দেহ মোরে কুচের পাশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়. চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

উনমত নহ কাহ্নাঞিঁ মন কর থীর।
মোর পাশ নাহিঁ জাএ আইহন বীর ॥
বলেঁ চুম যদি দিবেঁ দশনের ঘাত।
তবেঁ কোণ ছলেঁ ঘর জাইবোঁ গোপীনাথ ॥ ১ ॥
প্রণাম করিআঁ বোলোঁ দেব গদাধর।
একবার দয়া করী আহ্মা পরিহর ॥ ধ্রু ॥
কেহ্নে হেন কহ হআঁ গোআল জাতী।
পর নারীকে কেহ্নে করহ আরতী ॥
নান্দ গোপ সুণিলেঁ হৈবের কোণ গতী।
মণে পরিভাবি কাহ্নাঞিঁ তেজহ বিমতী ॥ ২ ॥
দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ নেহ মুতীম হার।
নাহিঁ যাবোঁ কাহ্নাঞিঁ মথুরাক আরবার ॥
ঘৃত দুধ নঠ মোর সকল পসার।
সাসুড়ী ননন্দ মোর আতি দুরুবার ॥ ৩ ॥
প্রথম বএঁসে মোঁ রাধিকা গোআলী।
না জানোঁ সুরতি ভাব সুণ বনমালী ॥
এড়হ বাগড় কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

ত্রিদশের নাথ আহ্মোঁ কাহ্নাঞিঁ। ল। আল রাধে
খোজিলেঁ আহ্মা পাইবেঁ নাহিঁ ॥
বড় আশে আইলোঁ তোর ঠাই।
পাইল নিধি কেনা বিহড়ায়ি ॥ ১ ॥

বারেক রাখহ জীবনে।
তোরে দিবোঁ আমূল রতনে॥ ধ্রু॥
যাবত যৌবন কালে।
তাবত সরস শৃঙ্গারে॥
এবেঁ মোর মনে হউ সুখ।
বিকসু কমল তোর মুখ॥ ২॥
চাহ মোরে আড় করী দীঠে।
কোণ দোষেঁ দিআঁ যাহ পীঠে॥
এবেঁ দেব কাহ্ন গদাধরে।
কাম সাগরে কর পারে॥ ৩॥
কেলি করি জাই বৃন্দাবনে।
দেহ মোরে সরস বচনে॥
কাহ্নাঞিঁক না কর নিরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ রূপকং॥ লগনী॥ জয়জয়

কে বোলে গদাধর কে বোলে কাহ্ন।
বাটে বাটোআড়ী করী সাহে মাহাদাণ॥ ১॥
আহ্মা না চিহ্নসি তোএঁ মুগধী গোআলী।
শঙ্খ চক্র আহ্মে গদা শারঙ্গ ধরী॥ ২॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ বোলসি দেব হরী।
না জাণো কংস সুণিলেঁ এহাএ মরী॥ ৩॥
প্রাণে মারিবোঁ কংসাসুর মোএঁ হেলে।
দান লইবোঁ তোক মো ধরিবোঁ বলে॥ ৪॥
ষোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগু কিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে॥ ৫

ছাওআল না দেখ মোরেঁ মাথে ঘোড়া চুলে।
মুণ্ডেঁ মুণ্ডেঁ ড়ুসাআঁ মারিবোঁ তোক্ষা হেলে ॥ ৬
তোক্ষার বিরত কাহ্নাঞিঁ তিরীর উপর।
এতেকেঁ পাইল তোক্ষে গহত্ব বিথর ॥ ৭ ॥
তেজ আল জঞ্জাল রাধা দেহ মোরে দান।
বিণী দানে না এড়িব আজি তোক্ষা কাহ্ন ॥ ৮ ॥
পথ বিরোধ না কর নান্দের নন্দন।
দয়া কর মোরে হের ধরোঁ চরণ ॥ ৯ ॥
সুরতি মানিআঁ রাধা জাহা নিজ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ১০ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাদিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সাসুড়ী ননন্দ মোর ঘরে ত্বরুবারে।
কোণ ছলেঁ জাইবোঁ ঘর নহোঁ সতন্তরে ॥
শ্রীফল সদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী।
বোলহ বড়ায়ি এবেঁ কোণ বুধী করী ॥ ১ ॥
প্রাণ লআঁ খেড়া ভৈল আগ হে বড়ায়ি।
সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান।
হেন কহোছাল মারে লএ পরাণ ॥
চুম্বন দিবারেঁ চাহে বদন কমলে।
আলিঙ্গন চাহে কাহ্নাঞিঁ বিরহের জরে ॥ ২

কাহাকে বুলিএ রতী না জাণো বড়ায়ি ।
হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহ্নাঞিঁ ॥
মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী ।
শুণিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধী ॥ ৩
অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে ।
মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে ॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি শ্রীমধুসূদন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেবের দেব আহ্মে শ্রীবনমালী ।
দুখেঁ গেল চিরকাল সুণ ল গোআলী ॥
এবেঁ সুখ ভুঞ্জিতেঁ মোর গেল মন ।
পালাউ জরম দুখ দেহ আলিঙ্গন ॥ ১ ॥
না চিহ্নিলি আল রাধা না শুণিলি বাত ।
গোকুলত মাহাদাণী শ্রীজগন্নাথ ॥ ধ্রু ॥
শঙ্খ চক্র গদা আহ্মে শারঙ্গ ধরী ।
আহ্মা না চিহ্নসি রাধা মুগধী গোআলী ॥
কোপেঁ শচীপতি যবেঁ বরিষএ ধারী ।
গোকুল রাখিল আহ্মে করে গিরী ধরী ॥ ২
শম্ভু সম বান্ধি খোঁপা পাটোল পহ্নিআঁ ।
বিকে যাসি গোআলিনী লাস করিআঁ ॥

বিধিএঁ গঢ়িল রাধা তোর দুঈ তন।
তা দেখিআঁ ভোলে পড়িলা জনার্দ্দন ॥ ৩
বারে বারে গোআলিনী দধি বিকে যাহা।
দান ভাঙ্গিআঁ মোর নিতেই পালাহা ॥
ছাড়িব দান রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকামতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো ॥
কানড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তন।
যা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ করন্তি যতন ॥ ১ ॥
কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী ॥ ধ্রু ॥
আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে।
এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে ॥
আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল।
এহা দেখি মাগে কাহ্নাঞিঁ বিরহের কোল ॥ ২ ॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিশের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর ॥
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সাতেসরী হার।
যা দেখিআঁ মাঙ্গে কাহ্নাঞিঁ নিবিড় শৃঙ্গার ॥ ৩ ॥

হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী ।
পরার পুরুষ সমেঁ ধামালী না করী ॥
ধামালী বুলিতেঁ কাহ্নে না দিহলি আস ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী

নিতি নিতি রাধা যাসি বিকে ।
মোর মাহাদান ভাঙ্গাসি কিকে ॥ ১ ॥
নিলজ বড় গোকুলের কাহ্ন ।
কোণ বিতে তোর মাহাদান ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধ তোর পসার ।
মাহাদান কিকে ভাঁগ আহ্মার ॥ ৩ ॥
বিথর কাহ্নলে বিথর শুণী ।
ঘৃত দধি দুধে বসে মাহাদানী ॥ ৪ ॥
পুছিআঁ চাহা বলভদ্র ভাই ।
মোর মাহাদান তোহ্মার ঠাই ॥ ৫ ॥
কিবা পুছিবোঁ মোএঁ বলভদর ।
তোহ্মাথো আধিক সে আছিদর ॥ ৬ ॥
বড়ার ঝি তোর ভাল নহে মতী ।
আজি করোঁ তোর পঞ্চ সঙ্গতী ॥ ৭ ॥
এলোক ওলোক সে জন খাএ ।
সেহি এহা পথে মাহাদাণী বোলাএ ॥ ৮ ॥

বার বরিষের আহ্মার দান।
বান্ধিআঁ তোহ্মার লইবোঁ পরাণ ॥ ৯ ॥
কাহাক দেখাহ এ কাঠ দাপে।
বান্ধিতেঁ না পারে তোহ্মার বাপে ॥ ১০ ॥
সুন্দরি রাধা মোর বোল শুন।
ছাড়িব দান দেহ আলিঙ্গন ॥ ১১ ॥
না জাণো কাহ্নাঞিঁ সুরতি আশে।
কেহ্নে করহ হেন আভিহাসে* ॥ ১২ ॥
গোআল জাতী আতি পণ্ডিআঁ।
পুরুষে আধিক তিরী আণ্ডিআ ॥ ১৩ ॥
রাধাক রাখিল কাহ্নাঞিঁ।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী আই ॥ ১৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বিচিত্র খোঁপার উপরেঁ রাধা
পুষ্প তোর শোভে মাথে।
কণ্ণের কুণ্ডল রতনে উজল
তোর মুখ নিশানাথে ॥
শিশের সিন্দূর সুরেখ শোভে
আর দশনের যুতী।
বন্ধুলী জিণিআঁ তোহ্মার আধর
গিএ শোভে গজমুতী ॥ ১ ॥
রাধে দাণের কর সুসারে।
পালাইলেঁ দান এড়ান না জাএ
পাইলেঁ মূল আফারে ॥ ধ্রু ॥

* ‘পড়িহাসে’ কাটিয়া ‘আভিহাসে’ করা আছে।

বারেঁ বারেঁ যাহা দধি দুধ লআঁ
পালাইআঁ আন পথে।
দৈবযোগেঁ আসি এবার রাধা
পড়িলা আহ্মার হাথে ॥
একবারেঁ তোর সব দান লৈবোঁ
আর খাইবোঁ দধী।
আহ্মে জগন্নাথ ত্রিদশ ঈশর
তোহ্মে নাহিঁ জান সুধী ॥ ২ ॥
বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল
কুচ উলট কটোরে।
সুচিত্রিক মাঝা গরুঅ জঘন
তাত বড় লোভ মোরে ॥
উরুযুগ রাম কদলী
চরণ থল কমল আকারে।
এক এক আঙ্গে লক্ষ লক্ষ দান
উচিত হএ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
এহা দান দিআঁ আপণ ইছাএ
চলহ মথুরা নগরে।
যবেঁ দান দিতেঁ না পারহ রাধা
শুন আহ্মার উত্তরে ॥
ঈসত হাসিআঁ পাসত বসিআঁ
পুরহ আহ্মার আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সাস্থ নিষধিল মোরে বুলীল
বহু দধি বিকে না জাইহ কালী ।
উ বেলি না জাইহ মথুরার হাটে ল ।
ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নে ।
আল
দধি খাইব তোঁর আনে ।
আল
রাজভাগিনা বল করিব তোরে বাটে ॥ ১
আল
মোরে তেজ বনমালী ।
সাস্থ তুরুবার ঘরে পাড়িব গালী ॥ ধ্রু ॥
মোএঁ আইহন বীরের গোআলী ।
আল
বল না কর বনমালী ।
কংসে সুধি পাইলেঁ হইবেঁ তোহ্মে আপোষে ।
মোএঁ কান্দিআঁ সাস্থ জাণায়িবোঁ ।
তোর কাহ্নাঞিঁ নাম পেলাইবোঁ ।
পাছেঁ বুলিবেঁ আবালী রাধার দোষে ॥ ২ ॥
কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ ।
কাল মেঘের ছায়া নাহিঁ জাওঁ ।
কালিনী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ
কাল গাইর ক্ষীর নাহিঁ খাওঁ ।
কাল কাজল নয়নে না লওঁ ।
কাল কাহ্নাঞিঁ তোক বড় ডরাওঁ ॥ ৩ ॥

আঠ চারি বরিষের বালা।
তোর মাথে শোভে ঘোড়া চুলা।
এহা বুঝী তেজহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পাশে।
তেজ মিছা মাহাদানে।
ঘর যাহা নিজ মানে।
বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার।
কাল মেঘের জলে জীএ সংসার ॥
কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে।
কাল রতনে হার শোভে দেবরাজে ॥ ১ ॥
আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর নান্দো যশোদার বালা ॥ ধ্রু ॥
কাল চিকুর শোভে মাথার উপরে।
কাল ভুরুহী শোভে বদন কমলে ॥
কাল ভ্রমরে কমল বন শোহে।
কাল কাজনে নারী জগজন মোহে ॥ ২ ॥
কাল লাঞ্ছন কোলে ধরে শশধরে।
কাল আলক পাঁতী শোভএ কপোলে ॥
কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী।
কাল সুন্দর দেহেঁ শোভে বনমালী ॥ ৩ ॥
কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ।
এহা বুঝী না কর রাধা তোঁ মন মন্দ ॥
কাল কাহ্নের এবেঁ ধরহ বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মা না উপেখ ।
কামে আন্ধল হঞাঁ বাট নাহিঁ দেখ ॥
কাল শরীর কাহ্নাঞিঁ কাল তোর মন ।
দান ছলেঁ বাটপাড় সর্ব্বিখন ॥ ১ ॥
আবুধ ছাওআল কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গসি দান ।
আইহন জানাআঁ তোঁর লইবোঁ পরাণ ॥ ধ্রু ॥
কাঞ্চুলী ভাঁগসি মোর ছিণ্ডসি হার ।
মিছাই লোড়সি কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পসার ॥
দধি দুধ ঘৃত খাইলি ভাঁগিলি ভাণ্ড ।
গোআল কুলে কি তোহ্মে উপজিলা সাণ্ড ॥ ২
ঘৃত দধি দুধ ঘোল ছাড়াআঁ মোর ।
বিমুখ হয়িআঁ খল খলি হাস তোর ॥
তভোঁহোঁ নিলজ কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গসি দাণ ।
তোর মোর হৈবে কাহ্নাঞিঁ বড়য়ি বাখান ॥ ৩
আপণা চিহ্নিআঁ কাহ্নাঞিঁ জাহা নিজ ঘর ।
মিছাই সাধহ দাণ হঞাঁ আছিদর ॥
পন্থ ছাড় কাহ্নাঞিঁ তেজ রতি আশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

শুণত সুন্দরি রাধা পাঞ্জীর বাখান ।
ষোল শত কুতাঘাটে মোর মাহাদান ॥ ১ ॥
এবেঁ রাজা হয়িল ধনের কাতর ।
পথে মাহাদাণী থুয়িল হেন আছিদর ॥ ২ ॥

আছিদর নহোঁ রাধা এ মতীএঁ থীর ।
এ তীন ভুবনে নাহিঁ আহ্মাক বীর ॥ ৩ ॥
এ বোল বুলিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মুখে লাজ বাস ।
এভোঁহো নাহিঁ ঘুচে তোর মুখে দুধ বাস ॥ ৪
ছাওআল নহোঁ রাধা আইহন গোসাঞিঁ ।
না চিহ্নসি আহ্মা রাধা দেব কাহ্নাঞিঁ ॥ ৫ ॥
ঘৃত দুধ লআঁ যাওঁ মথুরার হাট ।
খাণিএক ছাড়িআঁ কাহ্নাঞিঁ মোরে দেহ বাট । ৬
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা ভৈলোঁ পাগল ।
তে কারণে রাধা তোরে পন্থে কৈলোঁ বল ॥ ৭
পাগল হয়িলা যবেঁ যাহ বেজ ঘর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৮ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

পুতনার প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশু কালে ।
সকট আসুর মোএঁ দলিলোঁ হেলে ॥
জমল আর্জ্জুন রাধা দুঈ আসুর ।
তাহারো পরাণ লআঁ নিলোঁ যম পুর ॥ ১ ॥
গোআলিনী রাধা ল না বোল বীর দাপ ।
এ তীন ভুবনে যানে আহ্মার প্রতাপ ॥ ধ্রু ॥
উনপঞ্চাস বাএ রাধা কৈল ঘন গড় ।
সাত দিন নয় রাতি গোকুলত ঝড় ॥
বরিষে মুষল ধারা পাণী পাথর ।
গোকুল রাখিলোঁ করে ধরি গিরিবর ॥ ২ ॥
হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী ।
তবেঁ কৈলোঁ সেতুবন্ধ আহ্মে দাশরথী ॥

মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে ।
জয় জয় হুলাহুলী দিল দেবগণে ॥ ৩ ॥
সুণ তোএঁ আল রাধা আহ্মার কাহিণী ।
কাহ্নু মাহাবীর জগতেঁ ভালেঁ জাণী ॥
পাছে হারায়িবি কোলের নিধি কাহ্নে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী ।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

মাহারঠারাগঃ ॥ রূপকং ॥

কালিনী মাএ মোর নাম থুইল রাধা ।
হাছি জিঠী কেহো তাত না দিল বিরোধা ॥
আহ্মে দুখমতী নারী আঠ কপালী ।
আসিআঁ পড়িআঁ গেলোঁ কাহ্নের ধামালী ॥ ১
হরি হরি কিসকে চলিলোঁ বড়ায়ি মথুরা নগর
আহ্মা দুখমতী লআঁ ভৈল আথান্তর ॥ ধ্রু ॥
দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর ।
কোণোহো দানীর পোএঁ না দিল উত্তর ॥
এবেঁ কাহ্নাঞিঁ ভৈল আতি বড় দুরুবার ।
যাণাইবোঁ কংস যেন করএ বিচার ॥ ২ ॥
গোআলার ঝি আহ্মে আতিশয় বালী ।
মোর আশ ছাড়ুক নটক বনমালী ॥
এক বেলি কাহ্নু মোর রাখুক সমান ।
দয়া করী কাহ্নু মোরে দেউ জীউ দান ॥ ৩ ॥

কাম্পিতেঁ কান্দিআঁ বোলোঁ তোহ্মার চরণে ।
একবার আহ্মা প্রতি দয়া ধর মনে ॥
নিবারহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লগনী ॥ ক্রীড়া ॥

আতি রুপসী পদুমিনী জাতী
দেখি থীর নহে মনে ।
তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল
মোএঁ না জীবোঁ কেনমনে ॥ ১ ॥
হেনক বচন না বোল কাহ্নাঞিঁ
তোর বাপে নাহিঁ লাজ ।
সোদৃর মাউলানীত ভোলে পড়িলাহা
দেখিআঁ রুপস কাজ ॥ ২ ॥
মদন বাণে চিত্ত বেআকুল
কিবা ঘেসিসি মামী মামী ।
মিছা কাজে মোকে ভাণ্ডিতেঁ চাহ
সকল জাণিএ আহ্মী ॥ ৩ ॥
ছাওআল কাহ্নাঞিঁ বোল না বুঝসি
বুঝিল তোহ্মার মতী ।
মোঁ জে গোআলিনী আবালী রাধা
না জাণো রঙ্গ সুরতী ॥ ৪ ॥

আহ্মে সে কাহ্নাঞিঁ গোআল নাগর
তোহ্মার বার বরিষে।
নহুলী যৌবন আতি শুশোভন
সুরতি দেহ হরিষে ॥ ৫ ॥
প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার
তাত না সাম্বাএ চুরী।
আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী ॥ ৬ ॥
আহ্মে সে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে চন্দ্রাবলী
মরণে তোহ্মা না ছাড়ী।
তোহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
আহ্মেহো ভাল গারুড়ী ॥ ৭ ॥
নাগর কাহাঞিঁ মোকে বিগুতে
আশেষ নেআঅ জুড়ী।
কোণ বিবুধিএ হেন পথে আণিলে
———দারুণী বুঢ়ী ॥ ৮ ॥
নাগর দেখিআঁ দেহ আলিঙ্গন
কিকে কর আভিরোষে।
আহ্মার করমে তোহ্মাক আণিলে
বড়ায়ির কমণ দোষে ॥ ৯ ॥
তপত দুধ না লে না পীএ
জুড়ায়িলেঁ সোআদ তাএ।
নহুলী যৌবন কাঁচ শিরিফল
তাহাক কেহো নাহিঁ খাএ ॥ ১০ ॥
যাত খিধা বসে নাগরি রাধা
কিবা তার কাঁচ পাকাএ।

যেমনে পাএ তেমনে খাএ
যা নাহিঁ খিধা পালাএ ॥ ১১ ॥
দীঠি দীঠি চাহি বোলোঁ মো কাহ্নাঞিঁ
আহ্মাক এড়িতেঁ জুআএ।
সমুখ দীঠে পড়িলে বনত
ভুখিল বাঘ না খাএ ॥ ১২ ॥
আহ্মার বচনে সুন্দরি রাধা
মনে কর হরিষে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৩ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দেখা দেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস।
তে কারণে আল রাধা আইলোঁ তোর পাশ ॥
আলিঙ্গন দেহ চিত্তে হউক সোআথ।
তোহ্মার কারণে আরতিল জগন্নাথ ॥ ১ ॥
কিকে চাহিলেঁ রাধা আড় নয়নে।
আকুল পরাণ ভৈল তোর দরশনে ॥ ধ্রু ॥
আঞ্চল চঞ্চল তোর নয়ন খঞ্জনে।
আর্জ্জুনের বাণ জিণী তাহার সন্ধানে ॥
যে বোল বোলসি রাধা তাহাক করিবোঁ।
আকাশের চান্দ চাহা তাক আণি দিবোঁ ॥ ২ ॥
আধর বন্ধুলী তোর বদন কমলে।
মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলে ॥
বারেক সুরতি মান না কর নিরাসে।
পাছে কৈলী না পাইবেঁ দেব ঋষীকেশে ॥ ৩ ॥

এক মুখেঁ তোর রূপ কহিতেঁ না পারী।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি রাধা মোহিলী মুরারী॥
আলিঙ্গন দিআঁ তোষ নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে॥ ৪॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

বেলাবলীরাগঃ॥ একতালী॥

দহে পৈসু বড়ায়ি তিরীর জীবন।
বৈরি হআঁ লাগিল এ রূপ যৌবন॥
এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতেঁ না পারী।
আপণ গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী॥ ১॥
হরি হরি সুন বড়ায়ি মথুরা গমন নাহিঁ।
বৈরি হআঁ লাগিল এ কাল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
কমণ আসুভক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা॥
সোদর ভাগিনা বড়ায়ি মাঙ্গএ সুরতী।
দিবওঁ পরাণ মোঁ করিবোঁ আত্মঘাতী॥ ২॥
সোনার চুপড়ী বড়ায়ি রুপার ঘড়ী।
নেত আঞ্চল সে দিআঁত ওহাড়ী॥
নঠ হৈল ঘোল দুধ আর নঠ ঘী।
এড়ি জাএ মোক সব গোআলার ঝী॥ ৩॥
কান্দিআঁ জাণায়িবোঁ কাঁশে।
পাছে কাহ্নাঞিঁ মোকে না দিহে দোষে॥

বোলহ কাহ্নাঞিঁ এভোঁ তেজু মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

বেদ উদ্ধারিলোঁ ক্রীড়া সাগর জলে
নীলাএ আহ্মে মুরারী।
দৈত্য দাণিলোঁ আসুর সংহারিলো
শঙ্খ চক্র গদা ধরী ॥ ১ ॥
নটক কাহ্নাঞিঁ কপট মতী
কত না পাতসি মায়া।
তোহ্মার পরাণে বেদ উদ্ধারিল
সপত পাতাল গিআঁ ॥ ২ ॥
রাম রূপেঁ রাবণ বধিলোঁ
লঙ্কা কইলোঁ ছারখার।
লক্ষ্মণ সহাএঁ সাধিলোঁ মান
সীতার কইলোঁ উদ্ধার ॥ ৩ ॥
আকাশ প্রমান লঙ্কার গড়
তোহ্মার পরাণে তথাঁ জাই।
গরু রাখোআল গোঠে থাকহ
মিছা বোলহ তুঈ ভাই ॥ ৪ ॥
আহ্মে যে কৃষ্ণ হরি বনমালী
কৌতুকেঁ রাখিলোঁ গাই।

মিছা না বোলোঁ আপণ বলেঁ
দান সাধোঁ তুঈ ভাই ॥ ৫ ॥
আছিদর কাহ্নাঞিঁ বোল না বুঝসি
মুখত বজর বসে ।
শুণিলেঁ কংস মরিআঁ জাইবি
আপণ করম দোষে ॥ ৬ ॥
বরাহ রূপেঁ দান্তের আগেঁ
তোলী ধরিলোঁ মহী ।
নরসিংহ রূপেঁ হিরণ্য বিদারিলোঁ
তোহ্মে না জাণহ রাহী ॥ ৭ ॥
বুঝিল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার বিরত
মিছা না করহ দাপে ।
আছুক তোহোর কথা হেন করিতেঁ
নারে তোর বাপে ॥ ৮ ॥
অবুধ গোআলিনী বোল না বুঝসি
মোর না জাণসি কূল ।
ক্ষত্রিয় কূলে জরম আহ্মার
বীর পিতা শ্রীবসুল ॥ ৯ ॥
না কর জঞ্জাল যাওঁ মথুরা
ছাড়হ আহ্মার আশে ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

কোড়াদেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে
তথি মাঝেঁ কাহ্নাঞিঁর থানে ।

বোলে চালেঁ এড়ায়িতেঁ না পারিবি রাধা ল
দিআঁ যাহা সুরতী দাণে ॥ ১ ॥
পথে মাহাদানী কাহ্নাঞিঁ আহ্মে।
কেহ্নে রাধা না দেহ দানে ॥ ধ্রু ॥
শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরোঁ
আহ্মে দেব শ্রীবনমালী।
সব কলা সংপুনী আইহনের রাণী
নাম তোর রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ২ ॥
পুরুব কালতে তোর পতি চক্রপাণি
তো এবেঁ পাসরিলি কেহ্নে।
তোহ্মার কারণে আহ্মে আবতার কৈল
দিআঁ যাহ আলিঙ্গন দানে ॥ ৩ ॥
চন্দ্র বদনী রাধা সুন মোর বোল
তোত মোর আছে রতি আশে।
তোর দুঈ কুচ মাঝে মোর মন গেল ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আপণে বোল তোহ্মে ত্রিদশের পতী।
তবেঁ কেহ্নে পর দারে মজে তোর মতী ॥
গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে।
এবেঁ পাপ কাজে লাগি সাহ মাহাদানে ॥ ১ ॥
ছাড়হ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে পাপ বচনে।
আইহন শুণিলেঁ তোর লইব পরাণে ॥ ধ্রু ॥
ভূমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ দুঈ কানে।
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে ॥

আহ্মাকে না কর কাহ্নাঞিঁ আধিক যতনে ।
কভোঁ না শুণিব আহ্মে তোহ্মার বচনে ॥ ২ ।
তোহ্মার বচন মোর না সাম্বাএ কানে ।
তভোঁহো কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে করহ যতনে ॥
এহা বুঝী নিবারিআঁ পাপত মন ।
বাহুড়ী আপণ ঘর করহ গমন ॥ ৩ ॥
কিসক করহ কাহ্ন হেন পরবন্ধ ।
তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ ॥
এহা জাণী ছাড় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার আশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

খোঁপাত উপর তোর বউল মাল দেখী ।
সিসের সিন্দূর তোর লক্ষ দান লেখী ॥
নাসা তিলফুল তোর জগজন মোহে ।
কাজলের রেখা তোর লক্ষ দান নহে ॥ ১ ॥
না জাহা না জাহা গোআলী ওলাহা পসারা ।
আহ্মে মাহাদানী তোর লইব বিচারা ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ ঘোল তোহ্মার ।
ভাণ্ড মাথে ষোল পোণ দান আহ্মার ॥
এবেঁ সুন্দরি রাধে করিবেঁ কী ।
আর জাইতেঁ না পাইবেঁ গোআলার ঝী ॥ ২ ॥
কড়ী দিতেঁ না পারিবি মোর মাহাদানে ।
এভোঁ দেহ আল রাধা আলিঙ্গন দানে ॥
কিকে পরিহর রাধা শ্রীমধুসূদন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রৌড়া ॥

দেহের দেবতা তোহ্মে জগতের নাথ ।
বলে ধর আঞ্চলে খোঁপাত দেহ হাথ ॥
কাঞ্চুলী ছিণ্ডিআঁ মোর বিদারহ তনে ।
না জাণো নান্দের পোঅ হেন করে কেহ্নে ॥ ১ ॥
অপরুব কথা মোএঁ কহিবোঁ কাহারে ।
পঞ্চ সঙ্গতি কৈল কাহ্নাঞিঁ আহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
বাহুর বলয়া মোর নিতেঁ চাহ হার ।
বলে চুম্ব চাহ আর সরস শৃঙ্গার ॥
ধরম লজ্জিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাপে দিলি মন ।
নিয়ড় হইল তোর যমের করণ ॥ ২ ॥
দধি খাই ভাণ্ড ভাঁগি দুধে দেহ পাণী ।
সম্বন্ধ না মান কাহ্নাঞিঁ ভাগিনা মাউলানী ॥
দুই লোক খাআঁ বোল আহ্মার গোআলী ।
জগ জাণে আহ্মার ভাগিনা বনমালী ॥ ৩ ॥
যবেঁ আহ্মে না দিব কাহ্নাঞিঁ তোরে ফল ।
তবেঁ এহ্নি মতেঁ পথে করিবি তোঁ বল ॥
ঝাঁট গিআঁ আণাওঁ আইহন কংস রাএ ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কর্কূরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

আইস গোআলিনী বইস কদমের তলে
সব তত্ত্ব কহো মোঁ তোহ্মারে ।
কর কূলআঁ ঘাটে কাহ্ন মাহাদানী বাটে
কোণ বুধি কোণ পরকারে ॥ ১ ॥

সুণ তোঁ নিলজ কাহ্ন কিসক সাধহ দান
কোন বিথু বথুর উপরে।
জীবারে নারহ যবেঁ হেনক করহ তবেঁ
ভিক্ষা মাঙ্গহ ঘরে ঘরে ॥ ২ ॥
আইহন সে জীএ কিকে হেন নারী পাঠাএ বিকে
গোপ জাতী ধনের কাতরে।
যার ঘরে হেন নারী সে কেহ্নে ধন ভিখারী
তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে ॥ ৩ ॥
হইএ আহ্মে গোপ জাতী পতি ছাড়ী নাহিঁ গতী
ঘৃত দুধেঁ সাজিএ পসারে।
তোহ্মে রাখোআল জনে কড়া চারী কড়ী ধনে
আপণাক জাণহ ঈশরে ॥ ৪ ॥
তোঁএ সে গোআল (জায়া) না বুঝসি মোর মায়া
আহ্মে ত্রিভুবনে অধিকারী।
আছি গোপ রূপ ধরী আহ্মে যবেঁ মন করী
তোহ্মাহো কিণিতেঁ তবেঁ পারী ॥ ৫ ॥
যেবা হএ বড় জন তার নহে হেন মন
বুঝিলোঁ মো তোহ্মার বচনে।
পুণ্য থুইআঁ এক ভিতে পাপে মজাইআঁ চিত্তে
আতী ধনা হআঁ সাধ দানে ॥ ৬ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে মোর দান সর্ব্বকালে
তোর আশেঁ আছো এহা পথে।
এভোঁ যবেঁ যৌবন রাখিবারে কর মন
বান্ধিআঁ থুইবোঁ দুঈ হাথে ॥ ৭ ॥
সুণহ (মোর বচন) নটক টেণ্টন কাহ্ন
কেহ্নে কর আপমানকে বাটে।

তোর কি বাড়িতে আছোঁ তোর কিবা ভাত খাওঁ
না মানসি কংস রাঅ পাটে ॥ ৮ ॥
হইএ আহ্মে দামোদর মারিলোঁ আসুর বল
কত দাপ দেখাসসি মোরে।
মারিবোঁ কংস আসুর তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কে বা পড়িঘাএ তোরে ॥ ৯ ॥
হঅ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কে বা পাতিআএ।
তোহ্মে বাটে মাহাদাণা মোহোঁ আইহন রাণী
বল কৈলেঁ জাণায়িবোঁ রাজাএ ॥ ১০ ॥
রাধা হে তোর বলে ভাণ্ড ভাঁগিআঁ
সকল দধি খাইবোঁ আপণ ইছাএ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ ল
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১১ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কাহ্নাঞিঁ তোর মান ধরে সকল ঋষি।
মাথে ঘোড়াচুল (হাথে) মনোহর বাঁশী ॥
হেন কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ড ভাঁগিআঁ খাইলে দহী।
কাতে নিবেদিবোঁ মোএঁ এথাঁ কেহো নাহিঁ ॥ ১
এখুনি বুলিবোঁ গিআঁ যশোদার থানে।
নিমাথি দেখিআঁ মোক বল করে কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ কুচে দিতেঁ চাহ হাথে।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথে ॥
এবেঁ সে জাণিলোঁ কাহ্ন বাটোআড় তোহ্মে।
কংশ জাণায়িআঁ তোক কাটায়িব আহ্মে ॥ ২ ॥

এত কাল আসি জাই করোঁ মো গোআলী।
কভোঁহো আহ্মারে কেহো না বুইল ধামালী॥
এবেঁ যশোদার পো মর বনমালী।
ধামালী বোলের পালাউক সলী॥ ৩॥
কি না ভাঁআঁ গেল মোর মথুরাক জাইতেঁ।
ভাণ্ড ভাঁগি দধি খাইলে নান্দের পুতে॥
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ মোক জাইতেঁ দেহ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর॥ ৪॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ রূপকং॥

রাধে দুপহর বেলো কদমের তলে
বলেঁ খাইলোঁ তোর দহী।
আহ্মার আন্তরে কোণ মন্তরে
না জাণোঁ কি দিলেঁত (রাহী)॥
তে কারণে মোর চিত্ত বেআকুল
তোঁ ছাড়ী না জাণো আন।
আইস রাধা যাই বৃন্দাবন
রাখ গোকুলের কাহ্ন॥ ১॥
রাধা কি দিআঁ করায়িলি বাই।
তিরি হআঁ রাধা পুরুষ না মার
বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ রাধা শোষে পাণী নাহিঁ পীওঁ
তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল।
তোর দরিশনে জীওঁ ————
আহোনিশি মোর চিত্ত বেআকুল॥
বাপ নান্দ ঘোষ চাহিআঁ বুলে
ঘরক মন না জাএ।

মাঅ যশোদা কান্দিআঁ বিকল
ঘরে সোআথ না পাএ ॥ ২ ॥
তিরীর যৌবন রাতির সপন
যেহ্নু নদীকের বাণে।
আপণ পুনে উত্তম জনে
হাথে তুলিআঁ দেহ দানে ॥
নানা তরুয়র যে ফল ফলে
আপণে তাক না ভখে।
সংসার আসার পর উপকার
করিলেঁ কিরীত থাকে ॥ ৩ ॥
গোআল জাতী তোঁ ভর যুবতী
নিতি বিকে যাসি হাটে।
তোর রূপ দেখি সব জন মোহে
মঞ্জরে সুখান কাঠে ॥
আহ্মে দামোদর বিরহে কাতর
তোর সুরতির আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ধিক জাউ নারীর যৌবনে।
মোর দুঈ আখি ধারা শ্রাবণে ॥
লোটাআঁ লোটাআঁ কান্দে রাহী।
মোরে হাট জাইতেঁ না দিলে কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
বুধি বোল দারুণী বড়ায়ি।
মোকে কাল হআঁ লাগিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥

কথা ছিল আছিদর কাহ্নে ।
কেহ্নে মোর রূপ বাখানে ॥
ধরি লআঁ জাএ কুঞ্জ তলে ।
আর সুরতি চাহে বলে ॥ ২ ॥
বোলে ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ ।
আর শোষত পাণিঃনাহিঁ পীওঁ ॥
বিরহে পোড়েক সব গাএ ।
কাহ্নু নিলজ মামীক রতি চাহে ॥ ৩ ॥
ঘৃত দুধেঁ সাজিলোঁ পসারা ।
মোএঁ বিকে জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা ॥
এবেঁ মোরে রে বোল উপদেশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বাসিত ফুলেঁ রাধা বান্ধসি কেশ ।
আহ্মাত না পাত রাধা নাগরী বেশ ॥
ভাণ্ড ভাঁগিআঁ তোর খাইবোঁ দহী ।
পড়িঘাউ আসি তোর আইহন কহী ॥ ১ ॥
মোরে দাণ দিআঁ যাহা সুন্দরি রাধা ।
নহে রূপ যৌবন থুইআঁ যাহা বান্ধা ॥ ধ্রু ॥
লঙ্কার রাবণ বীর করিলোঁ চূর ।
হেলেঁ দলিবোঁ তোর রাজা কংসাসুর ॥

শোণিতপুর গিআঁ বধিব বারণ।
যমুনার তীরে এবেঁ সাধোঁ মাহাদাণ ॥ ২ ॥
অসত্য না বোলোঁ বোলোঁ সত্য পরমান।
শতেক কুড়িএঁ রাধা নৈলোঁ মাহাদান ॥
এহাত সুন্দরি রাধা না পাত ধান্ধা।
নহে রূপ যৌবন দিআঁ যাহা বান্ধা ॥ ৩ ॥
নহুলী যৌবন হের তোর পরবেশ।
নেত বসন রাধা পিন্ধিলেঁ সুবেশ ॥
ছাড়িল সকল দান বৈশ মোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ

বসি থাকে কদমের তলে।
বল করে দাণের ছলে ॥
যবেঁ কাহ্নাঞিঁ করিবেক বলে।
ঝাঁপ দিবোঁ যমুনার জলে ॥ ১ ॥
বুলিহ আইহন ঘরে।
রাধা পড়িলী কাহ্নের বেঢ়ে ॥ ধ্রু ॥
তার মাঅ ননন্দ আহ্মার।
সকল ভুবনে পরচার ॥
আপণ খাআঁ বোলে ধামালী।
সম্বন্ধ না মানে বনমালী ॥ ২ ॥

বাহুর বলয়া লএ কাঢ়ী।
কানের হিরাধর কঢ়ী ॥
কাঞ্চুলী টানএ মোর গাএ।
কেহো এথাঁ নাহিঁক সহাএ ॥ ৩ ॥
শুন তোহ্মে আহ্মার বচনে।
জাণা গিআঁ গোআল আইহনে ॥
না দিবোঁ কাহ্নাঞিঁরে আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

নিতি নিতি যাসি রাধা মথুরা নগরে।
তোর মাহাদন মোঁ সাধোঁ সকলে ॥ ১ ॥
কে তোরে দিল দান কথাঁ তোর ঘরে।
সরুপেঁ কাহ্নাঞিঁ মোকে কহত উত্তরে ॥ ২ ॥
থাকোঁ মো গোকুলে নান্দো যশোদার ঘরে।
মাহাদান সাধোঁ মোএঁ তোহ্মার আন্তরে ॥ ৩ ।
রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী।
তোহ্মার জীবন তবেঁ নাহিঁক মুরারী ॥ ৪ ॥
তোর কংস রাজা মোএঁ মারিবোঁ পরাণে।
যমুনার তীরে সাধিবোঁ মাহাদণে ॥ ৫ ॥
ভাগিনা হইআঁ কৈলী পাপত মতী।
আজি হৈবে তোহ্মার পাঁচ সঙ্গতী ॥ ৬ ॥

তিরী কলা মোর থানে না পাত তোঁ রাহী।
বিণি কাহ্ন সম্বোধেঁ গমন তোর নাহীঁ ॥ ৭ ॥
কচাল না পাত তোহ্মে শুণহে মুরারী।
নাহীঁ দান বথু জাএ মথুরা নগরী ॥ ৮ ॥
করপূর সম দধি দুধের পসার।
তাহাত দান রাধে বহুত আহ্মার ॥ ৯ ॥
ঘোল দধি দুধ মোর মেলিলেক পাণী।
এবোঁহো ছাড়হ মোরে দেব চক্রপাণী ॥ ১০ ॥
বিণি রতী দিআঁ তোর নাহিঁক গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ১১ ॥

শৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বসিআঁ থাক কদমের তলে।
দান সাধসি যমুনার কূলে ॥
ষোল শত গোপী করসি বলে।
কংস শুণিলেঁ মরি জাইবি হেলে ॥ ১ ॥
দানের কে তোঁ শুন মুরারী।
আইহন বীরের সে আহ্মে নারী ॥ ধ্রু ॥
মিছা পাতি দান করহ জংজাল।
আপণা না চিহ্নসি গো রাখোআল ॥
আতি আছিদর নহ কাহ্নাঞিঁ।
ঝগড় তেজ আহ্মে হাটক জাই ॥ ২ ॥
যবেঁ পথে মোরে করিবি বল।
তবেঁ হৈবে তোর মাথার ফল ॥
লোকে হৈবোঁ মোএঁ পুরুষবধী।
এভোঁহো তেজহ হেন নঠ বুধী ॥ ৩ ॥

গুণী আগু পাছ আপণ মনে ।
অনুমতি দেহ মোর গমনে ॥
আহ্মার দানের তোঁ এড় আশে ।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

তোহ্মার যৌবনে রাধা মোর গেল মনে ।
আনেক চিন্তিআঁ লৈলোঁ এহা পথে দানে ॥
বোল চালেঁ হাট জাইতেঁ চাহসি সুন্দরী ।
এতেকে বুঝিএ তোহ্মার বড় আছিদরী ॥ ১ ॥
কিকে বোলসি রাধা মোর মিছা দানে ।
আহ্মে বাটে মাহাদানী সব লোকেঁ জাণে ॥ ধ্রু ।
না জানসি রাধা তোঁ আহ্মার মরম ।
গোকুল রাখিল আহ্মে বুঝিআঁ ধরম ॥
এবেঁ মো তোহ্মাক লাগী ভৈলোঁ মাহাদানী ।
সরূপেঁ জাণহ আহ্মে দেব চক্রপাণী ॥ ২ ॥
পুরুষ বধের যদি ভয় তোর মনে ।
তবেঁ জীউ রাখ মোর একই চুম্বনে ॥
এহাত সুন্দরি রাধা না কর তোঁ আন ।
তোহ্মার করিব আহ্মে উচিত সমান ॥ ৩ ॥
আহ্মার মজিল মন তোহ্মার যৌবনে ।
আহোনিশি বেআকুল ভৈলোঁ তে কারণে ॥
বিবুধি তেজিআঁ দেহ নিধুবনে আশ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জিতে পরকার নাহীঁ বোল মাহাদানী।
লোক ধরম নাহিঁ শুণী ॥
ষোল শত গোপীজন সক্ষাক তেজিআঁ।
সোদর মাউলানী পাইলী চাহিআঁ ॥ ১ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পথে মাহাদানী।
এঁকবার দিআর মেলানী ॥ ধ্রু ॥
গরু রাখোআল তোহ্মে ধরম কারণে।
তবেঁ কেহ্নে পর দারে মণে ॥
সরূপেঁ যবেঁ তোহ্মে দেব বনমালী।
তবেঁ কেহ্নে হেন কাম করী ॥ ২ ॥
নটক কাহ্নাঞিঁ তোর রাখোআল মতী।
বুঝিল তোহ্মার যেহেন জাতী ॥
সব সখিজন মোকে ছাড়ী কৈল গতী।
একসরী ভৈলোঁ নিমাথিতী ॥ ৩ ॥
এড়হ আহ্মারে কাহ্ন না কর কচাল।
হোর আইসে আইহন গোআল ॥
এহা জাণী ঝাঁট যুচ আহ্মার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

যমুনাত পার করী বাপ বসুলে।
মতিমোষেঁ আহ্মা থুইল গোআলার কূলে ॥
জরম ভৈল মোর দৈবকী উদরে।
নিন্দ না জাএ কংস আহ্মার ডরে ॥ ১ ॥

না কর আল রাধা মিছাএ জংজাল।
কোণ সকতী আইসে আইহন গোআল ॥ ধ্রু ॥
দান খুজিতেঁ মোকে দেখায়সী সহী।
আঅর বোলসি আহ্মাত বাকী নাহী ॥
আহ্মার আগুত রাধা না বোল মিছাএ।
আলিঙ্গন দিআঁ যাহা আপণ ইছাএ ॥ ২ ॥
দধি দুধ লআঁ যাহা মথুরার হাট।
নান্দের নন্দন কৃষ্ণ এবেঁ লৈল বাট ॥
আহ্মা সমে রাধা তোএঁ না কর বাখান।
বার বরিষের মোর দেহ মাহাদান ॥ ৩ ॥
বারেঁ বারেঁ ভাঙ্গী রাধা গেলা মোর দাণে।
আঁচলে ধরিলোঁ হের যাইবি কেনমনে ॥
দান ছাড়ী এবেঁ চাহে আলিঙ্গন কাহ্নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥ ১ ॥
আঁচলে না ধর কাহ্নাঞিঁ।
এড় কাহ্নাঞিঁ যাইবোঁ মথুরার হাটে ॥ ধ্রু ॥
হের মথুরার হাটে লক্ষ জন রহে বাটে
সদ্ধাক এড়িআঁ আহ্মার লহ পরাণে।
বিহা না কর আপণে কিসকে রাখহ ধনে
আপনে না ভুঁজ পরাক না কর দানে ॥ ২ ॥

ভাগিনা তোহ্মাক জাণী আহ্মে তোর মাউলানী
বল করিতেঁ মেদনী উলটি জাএ।
তোহ্মেত গোআল জাতী ছাড়হ হেন বিমতী
ঘর গিআঁ সম্বন্ধ পুছ মাএ ॥ ৩ ॥
আহ্মে আতিশয় বালী লবলী দল কোঁয়লী
এহা বুঝি তেজ কাহ্ণাঞিঁ আহ্মার পাশে।
মল্লিকা কলিকা পাশে ভ্রমর না পাএ রসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোর রূপ দেখি গদাধর।
মদনে বেধিল আন্তর ॥
তোর বস ভৈল বনমালী।
বিমতি ছাড়হ চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥
কেহ্নে দুখ ভাবহ মনে।
দেহ মোরে সরস বচনে ॥ ধ্রু ॥
এ তোর উন্নত যৌবনে।
নিফল কর অকারণে ॥
থির মতী বুঝহ আপণে।
অনুচিত না বোল বচনে ॥ ২ ॥
তভোঁ নাহিঁ তেজোঁ তোহ্মারে।
যদি জাএ জীবন আহ্মারে ॥
তোহ্মাত মজিল মোর মণে।
নিবারিব কাহার পরাণে ॥ ৩ ॥
আঁচলে ধরিলোঁ রতি আশে।
কেহ্নে মোর কর নিরাসে ॥

মন সুখেঁ বৈশ মোর পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ অঢ়ুক্কঃ ॥

আঁচলে না ধর কাহ্নু ডরেঁ কাঁপে গাঅ।
না জাণো শিশুমতী সুরতির ভায় ॥
আপণা ছাওআল বুঝি বড়ঈ কাহ্নাঞিঁ।
কাঁচ ফল ভাঁগিলেঁ কিছু রস না পাই ॥ ১ ॥
বারেক তেজ কাহ্নাঞিঁ ল জাইবোঁ মথুরা।
ফুলের নাঅ কাহ্নাঞিঁ নাহিঁ সহে ভরা ॥ ধ্রু ॥
মালতী মল্লিকা কলিকাত নাহিঁ গন্ধ।
এহা জাণী তেজ কাহ্নাঞিঁ মোর অনুবন্ধ ॥
তাবত রস নাহিঁ ডালিম ডাকরে।
ভাল মতেঁ যাবত নাহিঁ পাকএ ভিতরে ॥ ২ ॥
বোল এক বোলোঁ তোকে সুনহ অবুধ।
জুড়ায়িলেঁ সোআদ লাগে তপত দুধ ॥
তপত দুধ কাহ্নাঞিঁ না লে না পীএ।
ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ দুঈ হাথে না খাইএ ॥ ৩ ॥
কিছুই না জাণো মোএঁ আতিশয় বালী।
এবেঁ মোর আশা তেজ দেব বনমালী ॥
ক্ষমা কর ঘর যাহা দেব গদাধর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

সাবধান মনে রাধা সুন মোর বোল।
সরস হৃদয় করি দেহ চুম্ব কোল ॥ ১ ॥

না বোল না বোল হেন দেব চক্রপাণী ।
মোর কানে না সাম্বাএ তোর দুষ্ট বাণী ॥ ২ ॥
কভোঁ রাধা নাহিঁ বোলোঁ মোএঁ পাপ বাণী ।
তোহ্মে নারী মোর নহ আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥
এ বোল তোহ্মার কাহ্নাঞিঁ সহিতেঁ না পারী ।
কোণ কালত কাহ্নাঞিঁ আহ্মে তোর নারী ॥ ৪ ॥
রামায়ন কথা রাধা কহিল তোহ্মারে ।
তভোঁহো মুগধী রাধা না চিহ্ন আহ্মারে ॥ ৫ ॥
কত মিছা বোলহ সুন্দর বনমালী ।
তোর বোলে ভাণ্ডায়িলি নহে চন্দ্রাবলী ॥ ৬ ॥
মুগধী গোআলী তোঁ না বুঝসি কাজ ।
রতি রসেঁ তোষ মোরে পরিহরী লাজ ॥ ৭ ॥
নাহিঁ জাণো রতি রস দেব দামোদর ।
একবার দয়া করী আহ্মা পরিহর ॥ ৮ ॥
জিঅতেঁ না এড়ে রাধা কাহ্নাঞিঁ তোর পাশ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

কোড়াদেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

বোলেঁ প্রবোধিতেঁ সুন বড়ায়ি ল
বড় নটক কাহ্নাঞিঁ ।
ঘরক জাইতেঁ মোর সুন বড়ায়ি ল
কিছু উপায় নাহীঁ ॥ ১ ॥

কাহ্নাঞিঁ বড় দুরুবার সুন বড়ায়ি ল
তোহ্মে কর প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নাঞিঁর হাথে পড়ী সুন বড়ায়ি ল
মোএঁ হারাইলোঁ বুধী ।
উদ্ধার পাইএ যেন সুন বড়ায়ি ল
তোহ্মে চিন্ত সেহী বুধী ॥ ২ ॥
না জাণাইহ কাহ্নাঞিঁকে সুন বড়ায়ি ল
তবেঁ নহে মোর ডর ।
সুণিলেঁ সে আস পাইব সুন বড়ায়ি ল
কাহ্নু বড় আছিদর ॥ ৩ ॥
যুগতী করিউ এবেঁ সুন বড়ায়ি ল
তোর মোর এক মনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস সুন বড়ায়ি ল
বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

না জাইব আল রাধা মথুরা নগর ।
বাটে দুরুবার কাহ্নাঞিঁ নান্দের সুন্দর ॥ ১ ॥
নিছন লইআঁ কাহ্নাঞিঁ থাকু এক বাটে ।
আন পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে ॥ ২ ॥
যে বাটে যাইবি হাট দধি ঘৃত লআঁ ।
সবই কাহ্নাঞিঁ তোর খাইব তথা গিআঁ ॥ ৩ ॥
সেহো পথে যবেঁ কাহ্নাঞিঁ করে মোরে বল ।
তোর মোর মেলিআঁ করিব তার ফল ॥ ৪ ॥
দধি দুধ খাইবেক ভাঁগিবেক ভাণ্ড ।
হৃদের কাঞ্চুলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড ॥ ৫ ॥

কাহ্নাঞি দেখিআঁ বড়ায়ি তোকে লাগে ডর।
মাগু কিলে মারোঁ আজি যবেঁ করে বল ॥ ৬ ॥
এথাঁসি সুন্দরি রাধা কর কাঠ দাপ।
তথাঁ গেলেঁ হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ ॥ ৭ ॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি মোতে ভৈল ভএ।
কি বুধি করিব এবেঁ বোলহ উপাএ ॥ ৮ ॥
দারুণ কাহ্নাঞিঁ তুরিত তার মন।
চল রাধা পথ এড়ি যাইউ বনে বন ॥ ৯ ॥
বনে যাইতেঁ বড়ায়ি কাহ্নাঞিঁ যবেঁ পাএ।
তবেঁ না করিব বড়ায়ি কমণ উপাএ ॥ ১০ ॥
দারুণ কাহ্নাঞিঁ যবেঁ লাগ পাএ বনে।
আপণেহি তবেঁ রাধা দিবোঁ মাহাদাণে ॥ ১১ ॥
নটক কাহ্নাঞিঁ যবেঁ নাহিঁ লএ দাণে।
তবে কি করিব বড়ায়ি চিন্তহ আপণে ॥ ১২ ॥
যে বুধি এড়ায়িএ রাধা সে বুধি করিব।
ঘরে গেলেঁ ভাল মন্দ কিছু না কহিব ॥ ১৩ ॥
যতনে চিন্তহ বড়ায়ি কিছু পরকার।
যেমতেঁ আহ্মার হএ এবার উদ্ধার ॥ ১৪ ॥
বিণি রতি পাইলেঁ কাহ্নাঞিঁ না এড়িব তোরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ১৫ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

নাহিঁ পুরে কাহ্নাঞিঁর প্রথম যৌবন।
তবেঁ কেহ্নে রতি প্রতি এত বড় মন ॥
এড়ায়িবারে কৈল বড়ায়ি এত পরকার।
এখোই না ধরে কাহ্নাঞিঁ উমত আকার ॥ ১ ॥

আহ্মা সমে সুরতি কাহ্নের না জুআএ।
মাণিকে হিরাক বিন্ধে কেবা পাতিআএ॥ ধ্রু॥
তাহার হোতিত নহে আহ্মার মরণ।
হেন কাজ করিতেঁ তাহার কেহ্নে মন॥
এখো না বুঝিএ বড়ায়ি কাহ্নের চারীত।
যত কথা কহে কাহ্নাঞিঁ সব বিপরীত॥ ২॥
পরাক না পুছে কাহ্নাঞিঁ না বুঝে আপণে।
তাহাক উপায় নাহিঁ এ তীন ভুবনে॥
সব লোক বোলে তারে কাহ্ন শিশুমতী।
এখো জন নাহিঁ জাণে তার কাজ মতী॥ ৩॥
হেন পড়িহাসে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার কি মনে।
মোর প্রতিযোগ হএ নান্দের নন্দনে॥
মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গতী॥ ৪॥

রাধিকাবাচমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকাম্মিতং॥

দেশবরাড়ীরাগঃ॥ একতালী॥

অবুধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে।
বিরহে বেআকুল কাহ্নাঞিঁ বেড়াএ বিছোহে॥
তোহ্মাত লাগিআঁ কাকুতি করে কাহ্ন।
তোহ্মার অন্তরে পথে সাধোঁ মাহাদান॥ ১॥
তোহ্মার আনুমতীএঁ মাণিকে হিরা বিন্ধে।
বিরহে বিকল কাহ্নাঞিঁ কাপড় না পিন্ধে॥ ধ্রু

তোহ্মাক চিন্তিআঁ কাহ্নাঞিঁ ভাত নাহি খাএ।
চারি পহর রাতি নিদ্রাহো না জাএ ॥
আইস বোলোঁ গোআলিনী সুণ মোর বোল।
জিআঅ কাহ্নাঞিঁ রাধা দিআঁ চুম কোল ॥ ২ ॥
কর্ণের কুণ্ডল তোর মাণিক উজলে।
সিসের সিন্দূর ভুজ বলএ উজলে ॥
সফল করহ দেহা দেহ আনুমতী।
কথাঁ না দেখিলী রাধা নারী হএ সতী ॥ ৩ ॥
কাহ্নাঞিঁর নেহা রাধা বড় পুনে পাইএ।
মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ ॥
এবোঁহো সুন্দরি রাধা পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তোহ্মো যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে।
আহ্মার নিস্তার তবেঁ নাহিঁক দুতরে ॥
সুণিলেঁ আইহন মোরে করিব আপোষ।
তোহ্মে এক ভিতে হৈবেঁ আহ্মা লআঁ দোষ ॥
এবেঁসি জাণিলোঁ তোর ভাল নহে মনে।
যবেঁ কাঢ়ায়িলি বাট দুসহ আরণে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে বড়ায়ি বোলে চালে হআঁ যাবি পার
আহ্মোত করিব তথাঁ কোণ পরকার ॥

বল করি ছিণ্ডিবেক সাতেসরী হার ।
দেখিআঁ বা কি বুলিব ঘরের গোআল ॥ ২ ॥
আকারণে এহা পথে আণায়িলি মোরে ।
মিছেঁ ছাঁচে কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ডাআঁ যাই ঘরে ॥
এবার ভাণ্ডাআঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁক জাইএ ।
আরবার তবেঁ বড়ায়ি মথুরা না জাইএ ॥ ৩ ॥
তোঁ হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে ।
এ পুণি তোহ্মার লাজ বুঝহ অন্তরে ॥
এহা জানি যেহি যোগ্য সেহি থীর কর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥

মদীয়মানসোল্লাসি সাধূক্তং রাধিকে ত্বয়া ।
অথ স্মরশুচঃ পাহি দুঃস্বনং সর্ব্ববর্ণনা ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ ।
আগুছিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞিঁ রহাএ ॥
তাক দেখি বড়ায়ি পালটি অথবেথে ।
অতি বড় চেণ্টালি রহিলী মূল পথে ॥ ১ ॥
একসরী রাধা দেখি কাহ্নাঞিঁ মনে গুণে ।
পালিল বড়ায়ি মোর পূর্ব্ব বচনে ॥ ধ্রু ॥
বড়ায়ি বড়ায়ি বুলি অঝর নয়নে ।
কান্দএ একসরী রাধা মাঝ বনে ॥
লোহ মুছিআঁ কাহ্ন আপণ বসনে ।
না করিহ ভয় রাধা বুলিল বচনে ॥ ২ ॥

এবেঁ দেখ মোর মুখ তুলী তুয়ি আখী।
এহা ঘোর বনে রাধা কেহো নাহিঁ সাখী॥
তোহ্মার আহ্মার রাধা প্রথম যৌবন।
সুরত সংভোগে করী সফল জীবন॥ ৩॥
দূর করোঁ তোর হার ঘন পীন তনে।
আঅর সন্দেশ লওঁ বাহুর কঙ্কনে॥
এবেঁ রস মনে রাধা কর পরিহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

ভাঠিআলীরাগঃ॥ রূপকং॥ দণ্ডকঃ॥

হার মোর ছিণ্ডি নিলেঁ বাহের কঙ্কন।
না জাণো কাহ্নাঞিঁ তোর কত ধারোঁ ধন॥ ১॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ এথাঁ হৈবোঁ একসরী।
এড় কাহ্নাঞিঁ যাইবোঁ ঘর মথুরা নগরী॥ ২॥
ঘৃত দধি লআঁ যাহ মথুরার হাট।
বিণি সুরতিএঁ তেজি নাহিঁ দিবোঁ বাট॥ ৩॥
মোর ভাগে দৈবে কৈল তোহ্মা একসরী।
এবেঁ কাহ্নাঞিঁকে তোষ ভয় পরিহরী॥ ৪॥
সামী মোর দুরুবার সাসুড়ী সশুর।
এড় কাহ্নাঞিঁ যাইব দূর আস্ত জাএ সূর॥ ৫॥
না কর বিলম্ব রাধা পরিহর ভয়।
দেহ আলিঙ্গন রাধা থাকু পরিচয়॥ ৬॥
রাজা খরতর পাটে আতি দুরুবার।
তাক মোর বড় ভয় এড় একবার॥ ৭॥
আহ্মাতে ভজিলেঁ তোর কাখো নাহিঁ ডর।
ত্রিভুবন নাথ আহ্মে দেব গদাধর॥ ৮॥

এবার তেজহ কাহ্নাঞিঁ নান্দের নন্দন।
দিনা কথো গেলেঁ তোর ধরিবোঁ বচন ॥ ৯ ॥
হাথে নিধী পাইলেঁ রাধা কে এড়িতেঁ পারে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ১০ ॥

অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিমেকাকিনী পুরঃ
সুচিরং চিন্তয়ামাস সলজ্জাভীরকৌতুকা ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

না দেখিল না শুণিল কোণ কুঞ্জবনে ছিল
যেহ্ন দেখোঁ বাটে বাটোআড় ॥ ধ্রু ॥
এহি মথুরা নগরে যাওঁ বারহ বৎসরে
কথাঁ কেহো না কৈল উত্তরে ॥
বুঝিল কাহ্নের মন ভিড়ি চাহে আলিঙ্গন
মোরে বল করে নারায়ণ ॥ ১ ॥
ছিণ্ডিআঁ মুকুতার হার ভাঁগিবোঁ বলয়া আর
না ধরিআঁ কাহ্নের বচনে ॥
যাইবোঁ রাজ দুআরে কংসে করিবোঁ গোচরে
তবেঁ লোকেঁ দোষ দিব মোরে ॥ ২ ॥
রাজা বর দুরুবার আইহন খুরের ধার
কেহ্নে কাহ্ন হেন পড়িহাসে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

ভয়ং কংসাভিমন্যুভ্যো মন্যসে মানসে কথং।
রাধিকে রসসন্দোহসাধিকে শৃণু মে বচঃ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে ।
করে গিরি ধরিআঁ মো রাখিলোঁ গোকুলে ॥
বেদ উদ্ধারিতেঁ কৈলোঁ মীন অবতার ।
পাতাল গিআঁ তার করিলোঁ উদ্ধার ॥ ১ ॥
যৌবন গরবেঁ রাধা না চিহ্নসি মোরে ।
শ্রীধর রূপেঁ হরিআঁ নিবোঁ তোরে ॥ ধ্রু ॥
তনুত বরাহ রূপেঁ থাকি বন ভাগে ।
মেদনী ধরিল আহ্মে দশনের আগে ॥
শ্রীরাম রূপেঁ আহ্মে বধিল রাবণ ।
আহ্মার আগত বীর নাহিঁ কোণ জন ॥ ২ ॥
দূতা পাঠায়িআঁ আহ্মে নিবত গোকুলে ।
বাটত যাইতেঁ মো করিবোঁ অলঙ্গালে ॥
তোর রাজ কংসের মো করিবোঁ নিপাত ।
কেহ্নে রাধা মনত গুণসি পাঁচ সাত ॥ ৩ ॥
অসুর কুল দলন হরি মোর নাম ।
এবেঁ তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্ন ॥
রস মনে তোষ রাধা নান্দের নন্দন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সুরত সংভোগেঁ তোর না পুরিবে আহা ।
আপণার মনত আপণে গুণি চাহা ॥
অরতী বাধিত হআঁ পাপ করিবেঁ ।
জরমক তরেঁ কুলে কলঙ্ক থুইবেঁ ॥ ১ ॥

কাহ্ন মনে পরিভায় ।
আহ্মা সমে যোগ নহে সুরতী ॥ ধ্রু ॥
উচিত কমলে ভোগ করএ ভ্রমরে ।
আহ্মার মুকুলে নাহিঁ পাএ মধুভরে ॥
ইক্ষুলা খাআঁ কাহ্ন বার পাড়িবে ।
আঘোর পাপেঁ তোএঁ গাঅ বেআপিবেঁ ॥ ২ ॥
পর দার সুরতী করিতেঁ না জুআএ ।
ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ ॥
একবার রতীএঁ মদন বাঢ়ে চিতে ।
প্রজল আনল কাহ্নাঞিঁ না নিবাএ ঘৃতে ॥ ৩
মনে পড়িভায় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচন ।
তোর প্রতিযোগ নহে আহ্মার যৌবন ॥
আগ পাছ করি কাজ কর মহাজন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

তক্রবিক্রয়নবৃদ্ধয়াধিয়া
বঞ্চিতা পরিচয়েসি মামকে ।
রাধিকেঽস্মি নন্ন গোপশাবকঃ
কংসবংশদবদাবপাবকঃ ॥

গুঞ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং

ছাওআল না দেখিহ মোরে রাধা ল
আল জাণওঁ রতি সকল ।
তোহ্মে অনুমতী রাধা দেহ
হের ধরিলোঁ আঁচল ॥ ১ ॥

বল না কর মোরে কাহ্নাই ল
আল বচন আহ্মার শুণ।
দেব ধরম কি সহেব তোরে
এহাত হৃদয়ে গুণ ॥ ২ ॥
তবেঁসি ধরমের ভয় রাধা ল
আল যদি মোএঁ হরোঁ পর নারী।
অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ
তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী ॥ ৩ ॥
পুরুব জরমে কাহ্নাঞিঁ ল
আল আছিলোঁ বা তোর নারী।
ইহ জরমে কেবা পাতিআএ
আপণে বুঝহ মুরারী ॥ ৪ ॥
ছার তিরী বামা জাতী রাধে ল
আল আহ্মাতে কর পরতয়।
আহ্মাত আধিক কোণ দেহ আছে
কারে করসি তোঁ ভয় ॥ ৫ ॥
ঘরত নিজ পতী আছে কাহ্নাঞিঁ ল
আল ভাগিনা শুন বনমালী।
তীন লোক খাআঁ তোহ্মার জরম
কাহারে বোলসি ধামালী ॥ ৬ ॥
হসিত বদন কর রাধা ল
আল ধরিলোঁ তোর আঁচল।
হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই
হরিএঁ ভুঞ্জে কমল ॥ ৭ ॥
হইবেক তোর মোর সুরতী কাহ্নাঞিঁ ল
আল দুইহাঁর হউক কুশল।

সুরতি রসত সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
আরতী কিছু নাহিঁ ফল ॥ ৮ ॥
বিলম্ব করিতেঁ নারোঁ রাধা ল
আল বচন আহ্মার ধর ।
বিজন বনত তোহ্মা দেখিআঁ
হাণিল কুসুমশর ॥ ৯ ॥
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর মুখত না আইসে বচন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ ল
দেবী বাসলী গণ ॥ ১০ ॥

অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিং চরিতমীদৃশম্ ।
সুচিরং চিন্তয়ামাস জরতীম্প্রতি রোষতঃ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ছারে খারে জাউ মুগধী ছাড়ায়ি
অনল বুলাওঁ গাএ ।
মাঝ পান্তরে বাট কাঢ়ায়িআঁ
গেলি আপণ ইছাএ ॥
আইহন রাণী পরেঁ বিগুতে
সে কেমনে ধরএ বুকে ।
তার নাতী কাহ্নাঞিঁ পথে বিরোধে
তাহার মনে সুখে ॥ ১ ॥
জায়িবাক নান্দে মোরে বল করে
দুরুজন নান্দের পো ।

হেন বাটে বাট কাঢ়ায়িল
দারুণী বড়ায়ি গো ॥ ধ্রু ॥
আঁচলে ধরে অনুবন্ধ করে
কোণ বুদ্ধি করোঁ এড়ায়িতেঁ।
খেড় আগুণী এক করিআঁ
বড়ায়ি গেলী এক ভিতে ॥
দহি নঠ মোর ঘোল নঠ মোর
আইলোঁ বাট হারাআঁ।
কাহ্নাঞিঁর হাথে পাঞ্চ আবথা
বড়ায়ির মাথা খাআঁ ॥ ২ ॥
ভর পান্তরে তিরী বধ করে
কাঞ্চুলী চিরিল টানে।
হিআ খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ
হিছোলেঁ লএ পরাণে ॥
লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ
ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।
যশোদার গরভে কাহ্ন উপজিল
না মানে গুরুজনে ॥ ৩ ॥
সাসুড়ী ননন্দ খুরের ধার
সামী বড় দুরুবার।
হেন গতি গাএঁ ঘরক জায়িবোঁ
কেমনে হয়িবে নিস্তার ॥
হেন পরিভাবি চাহিল রাধা
কাহ্নক আড় নয়নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ
দেবী বাসলী চরণে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

এ তোর আড় নয়নে আল পাঞ্জর বেধিল ঘুনে
পাঞ্জর বেধিআঁ বুকত লাগিল ঘুনে।
এবেঁ দেহ চুম্বদানে আর দেহ মধুপানে
আলিঙ্গন দিআঁ বারেক তোষহ মনে ॥ ১ ॥
সুন সুবদনী রাধা নাএ।
যুবক কাহ্নের বারেক রাখহ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
দেখিআঁ তোক রুপসী ——————
গোর শরীর মৃগী সম দুয়ি আখী।
মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী
বদন সংপুন চান্দ সম তোর দেখী ॥ ২ ॥
কনক কুম্ভ আকারে দুঈ তোর পয়োভারে
তাহাত উপর গজ মুকুতার হারে।
যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে
তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহিঁ সরে ॥ ৩ ॥
দেহার দেব মোহআঁ কলায়িলোঁ আসিআঁ,
সুন্দরি নাগরী রাধা তোহ্মাক দেখিআঁ।
উত্তর দেহ হাসিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বাসলী শিরে বন্দিআঁ ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যবেঁ জাওঁ আল কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে।
আহ্মাক নেহালী তোহ্মে যাহা বাটে বাটে ॥
তবেঁসি জাণিল আহ্মে দৈবের ঘটন।
আহ্মা না ছাড়িব কভোঁ নান্দের নন্দন ॥ ১ ॥

সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তবেঁ যাওঁ তোর কোল।
কভোঁ না লঙ্ঘিভেঁ যবেঁ আহ্মার বোল ॥ ধ্রু ॥
মাথার মুকুট কাহ্নাঞিঁ ভাঁগি জুলি জাএ।
যোড় হাথ করি কাহ্ন বোলোঁ তোর পাএ ॥
ছিণ্ডি জুলি জাএ কাহ্নাঞিঁ সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে ॥ ২ ॥
আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।
সখি সব দেখিআঁ বুলিব দন্ত ঘাতে ॥
নখ ঘাত না দিহ মোর পয়োভারে।
আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিঁক নিস্তারে ॥ ৩ ॥
কোঁঅলী পাতলী বালী আহ্মে চন্দ্রাবলী।
ভএ কাম্পো যেহ্ন নব কদলীর বালী ॥
আলিঙ্গন দিহ মোরে দয়া ধরী মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

রাধিকানুমতিমাপ্য মাধবঃ সম্বরারিশরদূনমানসঃ।
অদ্ভুতক্রমমুদারবিক্রমো বল্লুমেবমকরোদ্রিপুক্রমং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

আলিঙ্গ কৈল কাহ্নাঞিঁ নানা পরকার।
তখন ঘুচাইল কাঢ়ী হৃদয়ের হার ॥
ঘন তন জঘন মরদিল করে।
নানা পরকার কৈল রাধা নখ ঘাত ডরে ॥ ১
রাধার বচন পাআঁ হরষিত মনে।
কিশলয় শয়নে সুরতী কৈল কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥

চুম্বিল কপোলগণ আধর নয়নে ।
বদনে বদনে জুড়ি কৈল মধুপানে ॥
মতি ভোলেঁ রাধিকার দশন রসনে ।
বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে ॥ ২ ॥
নিতম্ব পরসি জঘনত দিল হাথ ।
আতি উতরল মতী ভৈল জগন্নাথ ॥
চিরকাল ছিল যত মনোরথ বন্ধে ।
সকল সফল কৈল রতী অনুবন্ধে ॥ ৩ ॥
মন তোষ ভৈল কাহ্নাঞিঁ ছাড়ে ঘন শাসে ।
কাঢ়ী লৈল আভরন পুন রতী আশে ॥
রতী আবশেষ ভৈল রাধার তরাসে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

প্রথমে কাঢ়িআঁ লৈল সাতেসরী হার ।
কানের কুণ্ডল নিল মুকুট মাথার ॥
আঅর কাঢ়িআঁ নিল গুণিআ গলার ।
আলপ বএসে কৈল বড়য়ি থাঁখার ॥ ১ ॥
সব আভরণ (মোর) কাঢ়ি নিলেঁ বলে ।
বুধি বোল এবেঁ ঘর জায়িব কোণ ছলে ॥ ধ্রু ॥
হাথের বলয় নিলেঁ আঅর বাহুঠী ।
কনক কঙ্কন নিলেঁ আঅর আঙ্গুঠী ॥
কনক কিঙ্কিনী নিলেঁ পাএর নূপুর ।
বচন সরস তোহ্মো হৃদয় নিঠুর ॥ ২ ॥
শিরীষ কুসুম সম আহ্মে কোঁঅলী ।
বড় দুখ পাইল আহ্মো কাঢ়িতেঁ পাসলী ॥

আলঙ্কারহীন কৈল মোর সব দেহে ।
বড় অনুচিত কৈল প্রথম সনেহে ॥ ৩ ॥
আভরণগণ রাধা এড়িল তরাসে ।
বাহুড়ী মেলিলী গিআঁ বড়ায়ির পাশে ॥
রাধাক দেখিআঁ বড়ায়ি মনে মনে হাসে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি পুছিল রাধারে ।
এত খন কথাঁ ছিলা এড়িআঁ আহ্মারে ॥
সকল শরীর তোর দেখি বিপরীত ।
ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত ॥ ১ ॥
মিছা না বুলিহ মোরে পরাণ নাতিনী ।
আহ্মার থানত কহ সরূপ কাহিনী ॥ ধ্রু ॥
কে না কাঢ়ি নিলে তোর সব আভরণ ।
আসুখিনী হেন দেখি কমণ কারণ ॥
আধর ছাড়িল তোর তাম্বুলের রাগ ।
হেন বুঝোঁ বনে তোর কাহ্নু পাইল লাগ ॥ ২ ॥
আয়াসিনী ভৈলা আজি তোহ্মে কি কারণে ।
বুঝিতেঁ নারোঁ রাধা মোএঁ তোর মনে ॥
তোহ্মার বিলম্ব দেখি পাইলোঁ বড় ডর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৩ ॥

কক্কুরাগঃ ॥ একতালী ॥

ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ ।
নিজ পতি বিহানে আবথা মোর দেখ ॥

একসরী বনে ভয় পাইলোঁ আপারে ।
এত দুখ দিআঁ বিধি নির্ম্মিল আহ্মারে ॥ ১ ॥
লয়িআঁ চল বড়ায়ি নিজ মোর দেশ ।
সে কাহ্নাঞিঁ লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ ॥ ধ্রু ॥
আরতি লয়িআঁ কাহ্ন মাঝ বৃন্দাবনে ।
সুরতি আন্তরে মোরে করিল যতনে ॥
একসরী হআঁ দৃঢ় বান্ধিআঁ বসনে ।
জীউত উপর উঠী নিবারিলোঁ কাহ্নে ॥ ২ ॥
সেহি কোপে কাঢ়ি নিলে সব আভরণে ।
আর বিগুতিল মোর সব দেহ কাহ্নে ॥
কাহ্নাঞিঁ বুইল মোরে অনেক বিরূপ ।
তোর থানে আকপট কহিলোঁ সরূপ ॥ ৩ ॥
তোহ্মে আহ্মা এড়ি বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে ।
কোণ কাজেঁ কথাঁ ছিলা তাক কেবা জাণে ॥
বুঝিতেঁ না পারি বড়ায়ি তোহ্মার মনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আতী বুঢ়ী না দেখোঁ নয়নে ।
জায়িতেঁ নারোঁ ত্বরিত গমনে ॥
পথ হারাইলোঁ বৃন্দাবনে ।
তোহ্মাক তেজিলোঁ তে কারণে ॥ ১ ॥
তোহ্মে মোরেঁ না করিহ রোষে ।
একসরী ভৈলোঁ দৈব দোষে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে গেলা আহ্মার আগে ।
দৈব যোগে কাহ্ন পায়িল লাগে ॥

তোহ্মে দুখ না ভাবিহ মনে।
আপণা রাখিএ আপণে ॥ ২ ॥
হের তোর চুম্বওঁ বদনে।
তোহ্মে মোর হৃয়জ পরাণে ॥
তোক পাআঁ জীলোঁ একবারে।
বিধি মোর করিল নিস্তারে ॥ ৩ ॥
না দেখিআঁ তোর আভরণে।
যদি মোরেঁ পুছে আইহনে ॥
তবেঁ কি বুলিব তার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনার তীরে কদমের তলে
কাঞ্চুলী ভিজিআঁ গেল ঘামে।
হংসে যেহ্ন সরোবর বিগুতিল বড়ায়ি ল
তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে ॥ ১ ॥
বুলিহ বুলিহ বড়ায়ি আইহনের ঘরে।
কাহ্নাঞিঁ রহাইল দানের ছলে ॥ ধ্রু ॥
হার কেয়ূর আর যত আভরণ সব
নিলে কাহ্নাঞিঁ মোর বলে।
যতেক যতেক তার আছিল মেনের সন্তাপ
সুঝায়িল নিকুঞ্জ তলে ॥ ২ ॥
বাহু মোর মোড়িআঁ বলয় সব ভাঁগিলেক
ভাঁগিলেক তনের আঞ্চলে।
শুন পান্তরে কাহ্নাঞিঁ লাগ পাইল
বলেঁ নিআঁ করিলেক কোলে ॥ ৩ ॥

আনেক প্রকারেঁ কাকুতী করিল
না দিলোঁ সুরতীর আশে ।
এহি তত্ত্ব বুইলোঁ এবেঁ জাই নিজ ঘর
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি দানখণ্ডঃ সমাপ্তঃ

অথ নৌকাখণ্ডঃ

—✻—

রাধিকাধিক বিশুদ্ধ মানসা কামিকৃষ্ণ করতঃ কথঞ্চন ।
প্রাপ্যবুদ্ধিবিভবান্ময়াসহ ত্রাণমেণনয়নাগতাগৃহং ॥
সাভিমন্যু জননীতি বৃদ্ধয়াভাষিতং হৃদিনিধায় রাধিকাং ।
বিক্রয়ায় দধিতক্রসর্পিষাং গন্তুমেব মথুরাং ন্যবারয়ৎ ॥
তন্নিশম্য জরতী স রাধিকা তক্রবিক্রয়নিষেধ কর্ম্ম চ ।
সংবিহায় মথুরাপুরী গতিং সা চিরাং স্ববসতৌ তদাবসৎ ॥

রাধারতিরসন্যস্ত মনাঃ কৃষ্ণো মনাগপি ।
গতিমাতন্বন্ কাপি জগাদ জরতীং চিরাং ॥

———

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী চিত্রকং ॥

রাধা[illegible] পাআঁ মোর বেআকুল মনে ।
রাতি দিন নিন্দ না আইসে তাহার কারণে ॥ ১ ॥
উনমত ভৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিরহে ।
তার দরশন বিণি প্রাণ না রহে ॥ ২ ॥
আইহনের রাণী রাধা বড় আছিদরী ।
বোলেঁ চালেঁ তোর থান আণিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
আপণেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার ।
সেহি মতেঁ করিবোঁ তোহ্মার উপকার ॥ ৪ ॥
আহ্মা হেতু রাধিকারে বুলিহ কপটে ।
দধি দুধ বিচিনিআঁ মথুরার হাটে ॥ ৫ ॥

এবার তোহ্মাক লআঁ যাইব আন পথে ।
তবেঁ না পড়িব রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে ॥ ৬ ॥
তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে ।
উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ ॥ ৭ ॥
আহ্মে রাধা লআঁ যাইব মথুরার হাটে ।
নাঅ লআঁ থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে ॥ ৮ ॥
তোহ্মার বচনে আহ্মে হরষিত মনে ।
নাঅ বান্ধিতেঁ গিআঁ করিউ যতনে ॥ ৯ ॥
গাছ চাহিতেঁ আহ্মে জাইএ বৃন্দাবনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ১০ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকং ॥

কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে ।
শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে ॥ ১ ॥
চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোখ মাপে ।
তাত গুঢ়া যোড়ী দিল তৌলঝাঁপে ॥ ২ ॥
ঘলা পাড়ী স্থরগুঠী দিল সব নাএ ।
তবেঁ নাম্বায়িল লআঁ মাঝ যমুনাএ ॥ ৩ ॥
নাঅ গঢ়ায়িল কাহ্নাঞিঁ গুণিআঁ হৃদয়ে ।
দুঈ ছাড়ী তীন জন জাত নাহিঁ জাএ ॥ ৪ ॥
হৃদয়ে ভাবিআঁ কাহ্নাঞিঁ যুগতি বিশেষে ।
আর এক বড় নাঅ গঢ়িল হরিষে ॥ ৫ ॥
জলের ভিতরে তাক থুয়িল ডুবায়িআঁ ।
পাছে ঘাটের নিকট গেলা নাঅ লআঁ ॥ ৬ ॥
রাধার পন্থ নেহালিআঁ রহিলা কাহ্নাঞি ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আই ॥ ৭ ॥

মধুরাং মথুরাং নেতুং জরতী কপটে পটুঃ
কৃষ্ণস্য বচসা প্রাহ শীঘ্রং রাধামিদং বচঃ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যে বোল তোরে বোলোঁ মোএঁ রাধা ল
তাত না করিহ আন।
অহিত না বোলোঁ মোএঁ রাধা ল
এহা সরূপেঁসি জাণ ॥ ১ ॥
চিরদিন মথুরাক না জাহা ল
কেহ্নে নঠ কর দহী ॥ ধ্রু ॥
গোআল জরম আহ্মে শুণ
দধি দুধে উতপতী।
এবেঁ তাক উপেখহ কেহ্নে
তোর ভৈল কি কুমতী ॥ ২ ॥
আনহ সকল সখিজন
মেলী করিউ যুগতী।
তবেঁ মথুরাক জাইএ
সঙ্গে হআঁ একমতী ॥ ৩ ॥
পসার সাজিউ দধি দুধে
সেসি জীবার উপাএ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দী রাধা ল
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

শৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আরবার জাইতেঁ মথুরার হাটে।
লাগ পাইল কাহ্নাঞিঁ যেহেন খাঁটে ॥

দধি দুধ খাঁআঁ মোর ভাঁগিলেক ভাণ্ডে।
খন্ধ নঠ করে যেহ্ন উদাওঁ সাণ্ডে ॥ ১ ॥
হেন না বুলিহ আহ্মার থানে।
বাটে দুরুজন পাইব কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
ঘোল দুধে মোর দিলেক পাণী।
আর দুরাখর বুইলেক বাণী ॥
কাঞ্চুলী ভাঁগিল আহ্মার।
আকুল কইলে কুন্তল ভার ॥ ২ ॥
হার নিল মোর ভাঁগি বলয়া।
কুণ্ডল নিলেক আঅর বলয়া ॥
যেহেন চরিত দেখিলোঁ তারে।
তোর প্রসাদেঁ আর জীলোঁ একবারে ॥ ৩ ॥
কেহেন চরিত বড়ায়ি তোরে।
মথুরা যাইবাক বোলসি মোরে ॥
তার নামে মোক লাগিল তরাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ লগনী ॥

কুবুধি তেজিআঁ চল মথুরার হাটে।
এবার তোহ্মারে আহ্মে নিব আন বাটে ॥ ১ ॥
কোণ বাটে আহ্মা লআঁ জাইবেঁ ল বড়ায়ি।
সরূপ করিআঁ তোহ্মে কহ মোর ঠায়ি ॥ ২ ॥
যমুনার ঘাট জায়িতেঁ আছে পথ দুঈ।
সে পথে না জায়িব যাত দাণী কাহ্নাঞিঁ ॥ ৩
ভরিল যমুনাত কেমনে হৈব পার।
সরূপ করিআঁ কহ তার পরকার ॥ ৪ ॥

এবেঁ রাজা যমুনাত পাতিআছে নাএ।
তাত পার হআঁ লোক সুখেঁ হাট জাএ॥ ৫॥
ও কুলত গেলেঁ যদি নাগ পাএ কাহ্নে।
তবেঁ তার হাথে এড়ায়িব কেনমনে॥ ৬॥
ও কুলে কভোঁ রাধা না দেখিল কাহ্নে।
তথাঁ তার আধিকার নাহিঁ মাহাদানে॥ ৭॥
হাট জায়িতেঁ নিষধিল সাসুড়ী আইহনে।
তার আনুমতী বিণি জাইব কেনমনে॥ ৮॥
ভাল বুইলেঁ রাধা লাগিল মোর মনে।
আইস জাই তোর সামী সাসুড়ীর থানে॥ ৯॥
তবেঁ তার থান গিআ বুইল সত্বরে।
কি কারণে দধি দুধ নঠ কর ঘরে॥১০॥
হেনক কুমতীএঁ হয়িবেঁ ভিখারী।
বুঝি রাধিকা পাঠাহ মথুরা নগরী॥ ১১॥
হেন মতেঁ নানা পরকার করিআঁ।
বুঢ়ি দিল রাধিকারে আনুমতী লআঁ॥ ১২॥
আনুমতী লআঁ রাধা চলিলী হরিষে।
বাঁসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১৩॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

সোনার চুপড়ী রাধা রুপার ঘড়ী।
নেতের আঞ্চল তাত দিআঁ ওহাড়ী॥
সুন্ধি কেতকী সম সজাইআঁ দহী।
আনাইআঁ যানাইল সব গোআলিনী সহী॥ ১॥
চলিলী গোআলার ঝী দধি বিকে জাএ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি রাধা কে না বাহুড়াএ॥ ধ্রু॥

শেষ পহর রাতী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ।
তভোঁহো চিআইতে আজী না নাগিল গাএ ॥
দধি বিকে জা আজি মথুরার রাজ ।
তবেঁ সুইহে কেহ্নে এতেক বেআজ ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধে সাজিআঁ মিলচুকা ।
সোবন বাহুঠী পত্রী রূপসী রাধিকা ॥
চলিতেঁ চঞ্চল বাজে পাএর নূপুর ।
দধি বিকে জাএ রাধা মথুরা পুর ॥ ৩ ॥
সাসুড়ী সামির থানে আনুমতী পাআঁ ।
আতি উল্লসিত মতী সব সখি লআঁ ॥
যুগতি করিআঁ তবেঁ করিল গমন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আগু জাএ বড়ায়ি হাথত করী লড়ী ।
পাছে গোআলিনী নৈল দধির চুপড়ী ॥
ধিরে ধিরে যাএ বড়ায়ি যমুনার ঘাটে ।
যাত কাহ্ন মাহাদানী তেজিআঁ সে বাটে ॥ ১
সব গোআলিনী যাএ বড়ায়ির সঙ্গে ।
লাস হাস পরিহাস করি নানা রঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
ষোল শত গোপীজন করি কোলাহল ।
জায়িতেঁ হরষিত মণে গায়িতেঁ মঙ্গল ॥
বড়ায়ির মুখ চাহি সব সখি গোআলিনী ।
মথুরা লড়িলী বড়ায়ি হআঁ আগুআনী ॥ ২ ॥
কথো খনে গিআঁ যমুনার ঘাট পাইল ।
সক্ষেই যমুনা ঘাটে পসার নাম্বায়িল ॥

সম্মাঞিঁ যুগতি করি পুছিল বড়ায়ি ।
পার কর মথুরাক ঘাটোআল কহী ॥ ৩ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী বড়ায়ি শুন ল নাতিনী ।
হোর আছে ঘাটোআল লঞাঁ নাঅ খানী ॥
ডাক দেহ চন্দ্রাবলী চিত্তের হরিষে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআঁ ।
ডাক পাড়ে গোআলিনী চারি পাস চাহিআঁ ॥
বিহাণ আইলাহোঁ এথাঁ বেলা আপার ।
কত খনে যাইব আহ্মে মথুরার পার ॥ ১ ॥
ঘাটের ঘাটিআল কহি গেল সে ।
দধির চুপড়ী মোর পার করি দে ॥ ধ্রু ॥
নাএর আন্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী ।
তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী ॥
কথো দূর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ ॥ ২ ॥
তার থান গিআঁ বোলে রাধা গোআলিনী ।
কেহ্ন মনে পার হয়িব ছোট নাঅ খানী ॥
একেঁ একেঁ পার হআঁ যাইব মথুরা ।
সম্মাই চড়িলেঁ নাঅ না সহিব ভরা ॥ ৩ ॥
শুন ঘাটিআল নাঅ চাপায়িআঁ ঘাটে ।
সম্মা পার কর যাইউ মথুরার হাটে ॥
রাধার বচন শুণী ঘাটিআল হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক লগনী ॥ লঘুশেখরঃ ॥

বোলেন্ত কাহ্নাঞি নাঅ কুলত চাপাআঁ ।
আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআঁ ॥ ১ ॥
যমুনা দেখিআঁ মনে ডরায়িলী রাহী ।
বুইল পার কর আগু মোর সব সহী ॥ ২ ॥
পাঞ্চ গুটী পাট নাঅ গঢ়ন আহ্মার ।
একেঁ একেঁ সব সখি করি তোর পার ॥ ৩ ॥
দধি দুধ লআঁ যাব মথুরা নগর ।
সাবধানে সব সখি ঝাঁট কর পার ॥ ৪ ॥
রাধার বচনে কাহ্নাঞি হরষিত মনে ।
ঝাঁট পার করায়িল সব সখিগণে ॥ ৫ ॥
সঙ্গে বড়ায়ি করী বোলে গোআলিনী ।
ঝাঁট পার কর বড়ায়ি খর বড় পানী ॥ ৬ ॥
তীন ভরা না সহে নাখানী আহ্মার ।
কেনমনে বড়ায়ি লআঁ রাধা হৈবেঁ পার ॥ ৭ ॥
এ বচন শুণী রাধা মন কৈল সার ।
বুইল ঘাটিআল আগু বড়ায়ি কর পার ॥ ৮ ॥
নাঅত চড়িল যবেঁ একলী বড়ায়ি ।
মনের উল্লাসে পার করিল কাহ্নাঞি ॥ ৯ ॥
পাছে পার হয়িতেঁ রাধিকার বড় ডর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ১০ ॥

যমুনানীরপূরস্থ তরৌ ভর নিরীক্ষণাৎ ।
রাধে পুরুদরব্যগ্রা ভব মা কুরু মে বচঃ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ঘাটে মাহাদানী ল
কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার কারণে।
পার হঅ নাএ রাধা ল
সুঝি মোর মাহাদানে ॥ ১ ॥
নাএ চড় রাধা ল
নাএ না কর ডর।
আহ্মে কাণ্ডারী শ্রীগদাধর ॥ ধ্রু ॥
সন্ধা পার কৈলোঁ রাধা তোহ্মার আশে।
হাসিআঁ বৈস রাধা আহ্মার পাশে ॥ ২ ॥
তোহ্মার আন্তরে রাধা পাতিলোঁ না।
কাহ্নাঞিঁ প্রবোধিআঁ হাটক যা ॥ ৩ ॥
মথুরা যাইবাক রাধা কি তোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধাদরভয়াতুরা।
বিললাপচ সা কিঞ্চিদূচে চ মধুসূদনঃ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞিঁ ঘাটে মাহাদানী।
বড়ায়িক ছাড়ী কেহ্নে হৈবোঁ একাকিনী ॥
কেহ্নে সব সখিজন আগু কৈলোঁ পার।
কাল হআঁ গেল মোরে যৌবন ভার ॥ ১ ॥
কি ভৈল কি ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে।
কেহ্নে মন কৈলোঁ জাইতেঁ মথুরার হাটে ॥ ধ্রু ॥

আবথা করিল মোর যে জগন্নাথে।
পুনরপি পড়িলাহোঁ তাহার হাথে ॥
এহা পথে আসি মোএঁ হারায়িলোঁ বুধী।
আনাথী গোআলী মোক রক্ষা করু বিধী ॥ ২ ॥
পুরুব জরমে কৈল করমের ফলে।
জরম লভিল আহ্মে গোআলার কুলে ॥
তেঁসি দধি বিকে জায়িতেঁ মথুরার হাটে।
দুরুজন কাহ্নাঞিঁ সুন এবেঁ পাড়ে বাটে ॥ ৩ ॥
কর যোড়ী বোলোঁ এবেঁ শুন দামোদর।
জাইবোঁ বড়ায়ির সঙ্গে ঝাঁট পার কর ॥
এড়ি যাএ মোকে কাহ্নাঞিঁ সব সখিজন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

পাঞ্চ পাটে নাখানী আহ্মার।
আপণেই ধরিলোঁ কাঁঢ়ার ॥
ভরা দিআঁ দধির পসার।
যাইতেঁ যাহ যমুনার পার ॥ ১ ॥
হের সুন বচন আহ্মার।
বিণি কড়ীএঁ না করোঁ মো পার ॥ ধ্রু ॥
তোর বোলেঁ সব সখিজনে।
পার কইলোঁ হআঁ সাবধানে ॥
যবেঁ তোহ্মা করিবোঁ মো পার।
বান্ধ দেহ সাতেসরী হার ॥ ২ ॥
দেখিআঁ তোহ্মার মুখ চান্দে।
যমুনাত পাতিলোঁ মো ফান্দে ॥

এবেঁ বোল সরস বচনে।
তবেঁ পার করিবোঁ এখণে ॥ ৩ ॥
তোহ্মাত মজিল মোর মনে।
ভিড়ি দেহ আলিঙ্গন দানে ॥
তাত মোর বড় পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নাঅ বাহিআঁ যমুনা জল বিশাল এ।
সরস বচন করি মান শৃঙ্গার
বচন আহ্মার পাল এ ॥ ১ ॥
ঘাটে ঘাঠিআল তেজ নাগরাল
কিসক করহ কচালে।
পার কর মোর দধির পসার
মথুরা যাইব সকালে ॥ ২ ॥
পুন্য নদী কূলে পাপ ঘোসসী
এ তোর কমণ আচার এ।
পরার তিরীক করসি পরিহাস
না জাণ ধর্ম্ম বিচার এ ॥ ৩ ॥
মদন বাণে দেহ বিদগধ
কি মোর নদী কূল য়ে।
পাপ পুন্য রাধা দুই না মানিআঁ
ধরিবোঁ তোহ্মাক বলে ॥ ৪ ॥
ধরিবি বলে মরিবোঁ হেলে
ঝাঁপ দিআঁ যমুনাএ য়ে।

বাত বরুণ সুরুজ সাখি
এ বধ দিবোঁ তোহ্মায়ে এ ॥ ৫ ॥
কেলি করিতেঁ পরি হাস মরণ ইছসি
এ তোর কমণ বেভার এ।
উচিত দান ঘাট দেহ ল রাধা
করিবোঁ যমুনাত পার এ ॥ ৬ ॥
এতেক সখিজন পার কইলেঁ
কৌড়ী নীলেঁ তাহার য়ে।
আহ্মার থানত দান চাহসি
নিলজ বাপ তোহ্মার এ ॥ ৭ ॥
সহ্মার বন্ধক রাখিলোঁ তোহ্মাক
পুরুষ আহ্মার আস এ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড় চণ্ডীদাস এ ॥ ৮ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী।
মুদিত ভাণ্ডারে কাহ্নাঞিঁ না সাম্বাএ চুরী ॥
ধরম দেখিআঁ কর যমুনাত পার।
তোহ্মা প্রতিযোগ নহে যৌবন আহ্মার ॥ ১ ॥
পথে বল না কর নিলজ বনমালী।
মো কিছু না জাণো শিশু আবালী গোআলী ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ মোর ঘোলের পসার।
সব নঠ হএ কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট কর পার ॥
নাহিঁ চিহ্ন আহ্মা তোহ্মে আইহনের রাণী।
কালি ছিলা রাখোআল আজি মাহাদানী ॥ ২ ॥

ও কুলে মথুরা মাঝে যমুনার নদী।
ও আরিতেঁ পার হআঁ বিকণিবোঁ দধী ॥
ঘাটের ঘাটিআল মোরে ঝাঁট কর পার।
তোর মায় যশোদায় ননন্দ আহ্মার ॥ ৩ ॥
তোহ্মেত ভাগিনা আহ্মে তোহ্মার মাউলানী।
পাপ বচন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥
এড়িআঁ বিবুধি তোহ্মে থীর কর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

অদভুত লাগে তোর স্থণিআঁ বচন।
কিসের মুদিত রাধা তোহ্মার যৌবন ॥
পুরুবে তোহ্মাক আহ্মে পাআঁ বৃন্দাবনে।
রতি উপভোগ কৈল বিসরিলেঁ কেহ্নে ॥ ১ ॥
মো কিছু না জাণো কেহ্নে বোলসি গোআলী।
বড়ায়ি ভালে জানে তোর প্রিয় বনমালী ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ তোর করিবোঁ পার।
সব আভরণগণ দিবোঁ মো তোহ্মার ॥
সব জন জাণিলেক তোর মোর মেলা।
এবেঁ কেহ্নে শশিমুখী কর মোরে হেলা ॥ ২ ॥
না বোল সম্বন্ধ রাধা আহ্মার আগে।
রতির উপসন্ন আহ্মে তোর ভাগে ॥
ঘাটে ঘাটিআল আহ্মে তোহ্মার কারণে।
কিসেরে বঞ্চহ রাধা প্রথম যৌবনে ॥ ৩ ॥
নাএ চড়সিআঁ রাধা তেজিআঁ কুমতী।
মাঝ যমুনাত হউ তোর মোর রতী ॥

চিরকাল আছো এথাঁ তোর পতিআশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে ।
জাইবোঁ ঝাঁট মথুরার হাটে ॥
মতি খাআঁ মোরে তোএঁ করসি ধামালী (?) ।
বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ তোরে গালী ॥ ১ ॥
নিলজ কাহ্নাঞিঁ তোর বাপে নাহিঁ লাজ ।
মাউলানীক বোলহ হেন কাজ ॥ ধ্রু ॥
গরু রাখি তোর কাহ্ন গেলির জরমে ।
তেঁসি তোর এ সব করমে ॥
এবেঁ যমুনার ঘাটে ভৈলা মাহাদাণী ।
দান ছলেঁ বোল পাপ বাণী ॥ ২ ॥
সব সখিজন মোর করি তোহ্মে পারে ।
বলে ধরিবাক চাহ মোরে ॥
তিরী বধ দিবোঁ মোএঁ তোহ্মাতে উপরে ।
ঝাঁপ দিআঁ যমুনার জলে ॥ ৩ ॥
পাপ তেজ কাহ্ন মোক কর পার ।
এথাঁ আছে সংহতী আহ্মার ॥
আর না বুলিহ কাহ্নাঞিঁ হেন পরিহাসে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥ একতালী ॥

মনত হরিষ কর ঈষত হাসিআঁ ।
আপণ ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ ॥

মাঝ নাঅত রাধা ওলাহ পসার ।
পার কইলেঁ কৌড়ী লইব তোহ্মার ॥ ১ ॥
আহ্মার বচন রাধা না করহ আন ।
আপণে কাণ্ডার ধরিল দেব কাহ্ন ॥ ধ্রু ॥
আহুঠ হাথ নাঅ খানী তোর পাঁচ পাটে ।
আনেক যতনে আণি চাপাইল ঘাটে ॥
ধিরেঁ ধিরেঁ কাহ্নাঞিঁ মো আইলোঁ নিকটে ।
নিহুড়িআঁ চাহেঁ। পাণি লইছে মোকটে ॥ ২ ॥
ডরে মোর কাহ্নাঞিঁ শরীর কাম্পএ ।
সাধ নাহিঁ পার হয়িতেঁ হেন ভাঙ্গা নাএ ॥ ধ্রু ॥
আবুধ গোআলিনা না বুঝসি কাজ ।
এহি নাএ পার করোঁ সকল রাজ ॥
পসার গাম্বাআঁ থোহ ডহরার মাঝে ।
পাণি ফুটি সিঞ্চ তোহ্মে না করিহ লাজে ॥ ৩ ॥
বাহিআঁ নিবোঁ নাঅ উভ কেরোআলে ।
নিমিষেক নহিবেক চাপায়িবোঁ কূলে ॥ ধ্রু ॥
নটকু কাহ্নাঞিঁ সুন মোর সত্য বাণী ।
পসার গাম্বাইতেঁ নাএ নাহিঁ ঠায়ি খানী ॥
যমুনার ঢেউ দেখী হালএ পরাণী ।
কার বাপেঁ সিঞ্চিবেক আধ নাঅ পাণী ॥ ৪ ॥
ঘাটে ঘাটিআল হআঁ হেন তোর কাজ ।
ভাঙ্গা নাএ পার হৈতেঁ না বাসসি লাজ ॥ ধ্রু ॥
মুগধী গোআলিনী কাজ না বুঝসি ।
কোণহোঁ জরমেঁ নাএ পার নাহিঁ হসি ॥
নাঅ পাতিল আহ্মে তোহ্মার কারণে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৫ ॥

ঘরক যাহ রাধা যদি না হইবেঁ পার।
দানের আন্তরে দেহ সরস শৃঙ্গার ॥ ধ্রু ॥

শৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আনেক যতনে নাঅ গঢ়িলেঁ।
জীবার আন্তরে ঘাটে পাতিলেঁ ॥
যমুনার জলে লৈলেঁ আধিকার।
সকল লোকেরেঁ করসি পার ॥ ১ ॥
কেহ্নে বোলহ মোরে মিছা বচন।
নাঅ পাতিলো আহ্মার কারণ ॥ ধ্রু ॥
সহ্মা কইলেঁ পার আপণ মনে।
আহ্মার বেলে বোলহ হেন কেহ্নে ॥
শকত আছিল নাঅ এখনে।
এখনে ভাঁগিল সে না কেহ্ন মনে ॥ ২ ॥
বুঝিতেঁ নারোঁ মো তোহ্মার মনে।
অন্তর হালএ তোর বচনে ॥
সরূপ কহ যবেঁ কহ বনমালী।
তবেঁ তোর নাএ চড়ে গোআলী ॥ ৩ ॥
ভাল নাঅ নাহিঁ যবেঁ তোহ্মার।
তবেঁ কেহ্নে নৈলেঁ এ আধিকার ॥
কিছু লাজ নাহিঁ তোহোর বদনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতী হার ॥

তাত তিখ নখ রেখ চান্দের আকার।
দেখিআঁ সরস চিত্ত মজিল আহ্মার ॥ ১ ॥
দেখিআঁ রূপ যৌবন তোহ্মার।
যমুনা জলে লৈল আধিকার ॥ ধ্রু ॥
ষোল শত গোপী মাঝেঁ তোহ্মে আগুআন।
যোল শত কুতঘাটে মোর মাহাদান ॥
শুন সুন্দরি মোর বোল পরমান।
হএ নহে তত্ব রাধা লোক মুখেঁ জাণ ॥ ২ ॥
শুন ল সুন্দরি রাধা পাঞ্জীর বিচার।
হের দধি ঘৃত দুধ ঘোলের পসার ॥
ভাণ্ড মাথে যোল পন দান আহ্মার।
বাহুর বলয় নিবোঁ সাতেসরী হার ॥ ৩ ॥
নিজ হিত চন্দ্রাবলী মনে পরিভায়।
তোর বস ভৈল ত্রিভুবনের রাঅ ॥
সুন্দর কাহ্নুক রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ। আটতালা ॥

বসসি তোঁ আরে কাহ্নু সজন সমাজে।
শুণিআঁ কি বুলিব তোহ্মারে সব রাজে ॥
পাপ পুণ্যের কাহ্নু করহ বিচার।
কোমণ পুরাণে কাহ্নাঞিঁ আছে পর দার ॥ ১ ॥
বুঝিল বুঝিল কাহ্নাঞিঁ চরিত তোহ্মার।
নির্ম্মল শরীরে কেহ্নে কর পর দার ॥ ধ্রু ॥
ক্ষত্রিয় মারিআঁ তোহ্মে নিক্ষত্রি কইলেঁ।
আপণার মুখে তোহ্মে আপণে কহিলেঁ ॥

ঘাটে দানী হআঁ তোএঁ করসি সংঘট।
তিরীত উপর এবেঁ তোর মুনি ঘট ॥ ২ ॥
আহ্মার আইহন বীর ময়মত হাথী।
দোষ পাইলেঁ নাকেঁ কানে করে সাথী ॥
তাহাক না মানি মোরে গেল তোর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণ ॥ লগনী ॥ একতালী ॥

বচনেক বোলোঁ শুন চন্দ্রাবলী রাণী।
যাবত পবনে ঢেউ নাহিঁ বান্ধে পাণী ॥ ১ ॥
তাবত তোহ্মাক পার করোঁ না বাহিআঁ।
দধির পসার নাএ চড়াহ আসিআঁ ॥ ২ ॥
আহ্মাক ছাড়িআঁ পার সব সখি গেলা।
হাট উখুড়িবে প্রচুর ভৈল বেলা ॥ ৩ ॥
হেন গুণী মনত চড়িলী রাধা নাএ।
দধির চুপড়ী রাধা থুইল ডহরাএ ॥ ৪ ॥
না জাণিআঁ তত্ব চড়িতেঁ বুইলোঁ নাএ।
হেন ভাঙ্গা নাএ চড়িতে না জুআএ ॥ ৫ ॥
এভোঁহো সুন্দরি রাধা মনে কর সার।
ওপার জাইবেঁ কিবা থাকিবেঁ এপার ॥ ৬ ॥
ঝাঝর নাঅ মাঝত লএ পাণী।
হেন নাঅ তোহ্মার বচনে চক্রপাণী ॥ ৭ ॥
একলী চড়িলোঁ আর নাম্বায়িলোঁ পসার।
আতি সাবধানে কাহ্নাঞিঁ কর মোরে পার ॥ ৮ ॥
আহ্মার বচন শুন আইহনের রাণী।
বুম্বুকে উথলে জল ঝাঁট মার পাণী ॥ ৯ ॥

সত্বর হওঁা রাহি থাক মাঝ নাএ।
এখনে করিবোঁ পার নাহিঁ কিছু ভএ ॥ ১০ ॥
মাঝ যমুনাত বড় বাত ভঁআঁ গেল।
পর্ব্বত সমান ঢেউ নাওত লাগিল ॥ ১১ ॥
বাহা বাহা করি তবেঁ রাধিকা ফুকরে।
বারেক কর মোর পরাণ উদ্ধারে ॥ ১২ ॥
আঁকাস পরসি যবেঁ ঢেউ আইসে।
রাধার বদন চাহাঁ কাহ্নাঞিঁ হাসে ॥ ১৩ ॥
কি বুধি করিবেঁ রাধা কোণ পরকার।
মাঝ যমুনাত নাও না চলে আহ্মার ॥ ১৪ ॥
না জাণো দিশ বিদিশ লাগে বড় ডরে।
তিরী বধ দিবোঁ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার উপরে ॥ ১৫ ॥
দশনেত তৃন করি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
যেই চাহ সেহি দিবোঁ কর মোরে পারে ॥ ১৬ ॥
সাবধান হওঁা মোর বোল শুন রাহী।
তোহ্মে আহ্মে আছি এথাঁ আর কেহো নাহীঁ ॥ ১৭ ॥
দুতরে তারিবোঁ তোক না করিহ ডর।
সরস শৃঙ্গার দেহ নাএর ভিতর ॥ ১৮ ॥
ধারেঁ ঝরেঁ রাধিকার নয়নের পাণী।
আধিক করুণা করে চন্দ্রাবলী রাণী ॥ ১৯ ॥
কাহ্নের বচনে রাধা পড়িলী তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ২০ ॥

অথ রাধে পুরে পশ্য পূরোদ্ভবকৃতেদয়ে।
কুরু প্রাণপরিত্রাণ কারণং বচনং মম ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

নাঅ খেআইলোঁ রাধা না পায়িলোঁ কূল ।
ঘনাক মান রাধা ক্রুল সিন্দুর ॥
বাত কোঁঅরক মান সাতেসরী হার ।
কাহ্নাঞিঁকে মান রাধা সরস শৃঙ্গার ॥ ১ ॥
পাঙ্গ পাটের নাঅ মন্থায়িল বাএ ।
নিষধিতেঁ আল রাধা চঢ়িলা নাএ ॥ ধ্রু ॥
তোর দৈব দোষে রাধা বহে হেন বাএ ।
একুল ওকুল দুঈহো নাহিঁ চলে নাএ ॥
নাঅ বাহিতেঁ মোএঁ হরিলোঁ শকতী ।
নাঅত চঢ়িলা রাধা আপণ কুমতী ॥ ২ ॥
তোর রূপ যৌবনে মোহিত জগত নাথ ।
নাঅ বাহিতেঁ নাহিঁ চলে দুঈ হাথ ॥
অবল হৈলোঁ তোর সখি করি পারে ।
অধর আমিআঁ দেহ বল হউ মোরে ॥ ৩ ॥
ভুজে ভিড়ি আলিঙ্গন দেহ একবার ।
চিত্তের হরিষে কাহ্নাঞিঁ করু তোরে পার ॥
বিমতী তেজিআঁ মোর ধরএ বচন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥

মন গমনে চলে নাখানী তোহ্মার ।
আপণে কাহ্নাঞিঁ তাত ভৈল কাণ্ডার ॥
নাঅত চঢ়িলোঁ কাহ্ন তোর সত্য বোলে ।
মাঝ যমুনাত তোহ্মে না করিহ বলে ॥ ১ ॥

পার কর নারায়ন বড়ায়ির সঙ্গে জাইবোঁ।
যমুনাত পার হয়িলেঁ আলিঙ্গন দিবোঁ॥ ধ্রু॥
সাত ঘটি গেল হএ দুঅজ পহর।
গোঠে হৈতেঁ আসিবে গোআল মোর ঘর॥
ঘরে না দেখিআঁ বড় খঙ্গায়িবে মোরে।
দয়া ধরম কি না বসে তোহ্মারে॥ ২॥
গোঁসাঞিঁ সোঁঅরি কাহাঞিঁ ঝাঁট বাহ নাএ।
মাঝ যমুনাত বহে খর বড় বাএ॥
যমুনার জলে টলবল করে নাএ।
চমকী চমকী উঠী মোর প্রাণ জাএ॥ ৩॥
ষোল শত গোপী মোর রহি চাহে বাটে।
মোহোর করমে নাএ ভাঁগিল পাটে॥
একবার রাখ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ॥ ৪॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

আতি বড় গরুঅ তোহ্মার পয়োভার।
তাহার দুঅজ আর গজমুতী হার॥
সংসারের মাঝে রাধা দুলহ জীবন।
হার পেলাহ পাতল হউ তন॥ ১॥
খর সোঁত পাণী রাধা বড় বহে বাএ।
এহাতে ধরহ রাধা আহ্মার উপাএ॥ ধ্রু॥
আয়র গরুঅ তোর নিতম্ব জঘন।
তাহাত বান্ধিল রাধা কনক রসন॥
বান্ধন খসাআঁ রাধা পেলা আভরণ।
সংশয় বেলাতে তবেঁ কিসকে যতন॥ ২॥

গাঅ বেঢ়িল তোর দীঘল বসনে ।
তীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখনে ॥
আঅর পেলাহ রাধা দধির পসারা ।
কিছু পাতল হউ মোর নাঅ ভরা ॥ ৩ ।
পাঙ্ক পাটের নাঅ গাতর ভরা ।
হৃদের কাঞ্চুলী রাধা যমুনাত পেলা ॥
তবেঁ সুখেঁ পার হৈবেঁ এহি ভাঙ্গা নাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ।

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধাদরভয়াতুরা ।
তত্যাজ যমুনানীরে ভূষণং বসনন্তনোঃ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ ।
হেহে লহে ।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্নু বাহে নাএ ॥
হেহে লহে লহে ॥ ১ ॥
আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ ।
অধ নদী গেলেঁ পুণি বহে খর বাএ ॥ ২ ॥
রাধাএঁ বুলিল কাহ্নু ঝাট বাহি যা ।
ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা ॥ ৩ ॥
দুতরত পার কর একবার কাহ্নু ।
পার হৈলেঁ তোর বোল না করিবোঁ আন ॥ ৪ ॥
নাঅ টলবলাএ আধিকে দামোদর ।
দুগুন বাঢ়িল রাধিকার মণে ডর ॥ ৫ ॥

কাহ্নের মনত ভৈল মদন বিকার ।
ছল করি টালিলেক রাধার পসার ॥ ৬ ॥
তখন ছাড়ায়িল ঘৃত দধি ঘোল ।
ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিঁকে মাগে কোল ॥ ৭ ॥
কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জাণে ।
বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে ॥ ৮ ॥
এ বোল সুণিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের হরিষে ।
নাঅ ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাষে ॥ ৯ ॥
আলিঙ্গন পাইল কাহ্নাঞিঁ রাধার তরাসে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

দধি দুধ নঠ কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর ডুবায়িলেঁ পসার ।
বলে জলে কোলে কৈলে কাহ্নাঞিঁ ল
কৈলেঁ বড়ই খাঁখার ॥ ১ ॥
সব সখি দেখে মোর কাহ্নাঞিঁ ল
না তুলিহ জলের উপর ॥ ধ্রু ॥
যত ছিল মনে তোর কাহ্নাঞিঁ ল
চির কালে মনোরথ ।
তাহার কারণে কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর মরণের পথ ॥ ২ ॥
যে কর সে কর তুঞিঁ (কাহ্নাঞিঁ ল)
মোরে জলের ভিতর ।
হোর সব সখিজন (কাহ্নাঞিঁ ল)
দেখে তাক মোর ডর ॥ ৩ ॥

কিবা সুখ পাইলেঁ তোহ্মে (কাহ্নাঞিঁ ল)
এহা জলের ভিতর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস (কাহ্নাঞিঁ ল)
দেবী বাসলী বরে ॥ ৪

রাধিকাবাচমাচম্য রসাবেশ বশোহরিঃ ।
পয়োন্তরগতা মেতাং চিরমেব মধিরম্যং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে ।
রাধার বদনে কাহ্নাঞিঁ কইল চুম্বনে ॥
কুচ কনক কমল কোরক আকার ।
ঘন ঘন মরদিল কাহ্নাঞিঁ রাধার ॥ ১ ॥
তখন পাইল কাহ্নাঞিঁ যতেক করিযে ।
তাহাক বুলিতেঁ নারী সকল বএসে ॥ ধ্রু ।
নাগর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ কৈল নখ ঘাত ।
তখণে গুণিল রাধা মনে পাঞ্চ সাত ॥
রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন ।
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ২ ॥
ধীরেঁ ধীরেঁ পরসিআঁ রাধার জঘন ।
সরূপেঁ সফল কাহ্নাঞিঁ মানিল জীবন ॥
রাধার নিতম্বে কাহ্নাঞিঁ দিল ঘন নখে
চমকি করিল রাধা আতি রতি সুখে ॥ ৩
জলের কারণে ভৈল বিলম্ব সুরতী ।
তাতে জগন্নাথ পাইল আধিক পিরিতী ॥

তবেঁ রাধিকাক কৈল যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে॥ ৮॥

অধুনা যমুনামধ্যে কৃষ্ণেন কৃত দূষণাং।
বিলোক্য জরতী রাধামিদং বচনমাদধে॥

রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

খদির কুসুম মালা আউলাইল চিকুরে।
হৃদয়ের মাঝে তোর কেহ্নে নাহিঁ হারে॥ ১॥
তোক দেখি নাতিনী মো পাইলোঁ উল্লালে।
বড় ভাগে হৈলা পার যমুনার জলে॥ ধ্রু॥
ভাঁগিল বলয় তোর নাহিঁক বসনে।
হেন বুঝোঁ জলে তোর বিগুতিল কাহ্নে॥ ২॥
কুচে নখ রেখ তোর নিরস আধরে।
সব বিপরিত দেখোঁ দেহ ভারে॥ ৩॥
সুরূপ বচন কহ আহ্মার থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী

কহুগুজ্জরীরাগঃ॥ রূপকং॥

তোক ছাড়ী বড়ায়ি কেমনে জায়িবোঁ ঘর।
হেন চিন্তি চঢ়িলোঁ মো নাএর উপর॥
কথো দূর খেআইলে নাঅ চক্রপাণী।
ঝাঝর নাঅ নৈল চারি পাসে পাণী॥ ১॥
বড়ায়ি বড় ভয় পাইলোঁ যমুনার জলে।
পার কৈল মোকে ভালে কাহ্নাঞিঁ গোআলে॥ ধ্রু॥

গাতর ভরা রাধা পেলা আভরণে ।
পাণি ফুটি মার আহ্মাক বুইল কাহ্নে ॥
আচম্বিত খরতর বাহিলেক বাঅ ।
মাঝ যমুনাত ডুবিআঁ গেল নাঅ ॥ ২ ॥
ডুবিআঁ মরিতোঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে ।
আহ্মা লআঁ সান্তরিআঁ রাখিল পরাণে ॥
এবার কাহ্নাঞিঁ বড় কৈল উপকার ।
জরমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুন তাহার ॥ ৩ ॥
আঅর বড়ায়ি মোর উপজিল ডরে ।
পসার ডুবিল মোর জলের ভিতরে ॥
কোণ পরকারেঁ আজি জাইবোঁ নিজ ঘর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ প্রকীর্ণ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধার বচন শুণীআঁ বড়ায়ি
বুলিল সব সখিজনে ।
ডুবিল রাধার সকল পসার
ঘর জাইবে কেনমনে ॥ ১ ॥
সকল সখিএঁ যুগতী করিআঁ
মণত করিল সার ।
আপণ আপণ দধি দুধ দিআঁ
রাধার কৈল পসার ॥ ২ ॥
বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ
চলিলা মথুরা পুরে ।
ঘৃত দধি দুধ ঘোল বিচিআঁ
জাইতেঁ মন কৈল ঘরে ॥ ৩ ॥

বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ
মেলিআঁ কতহো খনে।
যমুনা নদীর ঘাটত গিআঁ
নাঅ চাহিলান্ত কাহ্নে ॥ ৪ ॥
জলতে গুপতে রাখিআঁ ছিল
আর বড় নাঅ কাহ্নে।
তাহাত চড়াআঁ একই বারে
পার কৈল গোপীগণে ॥ ৫ ॥
আঙ্গুলী বান্ধিআঁ সম্ভারে কাহ্নাঞিঁ
বুইল বিনয় বচনে।
হেলা না ছাড়িহ আহ্মাক প্রতি
খণ্ডী সব দোষ গুণে ॥ ৬ ॥
হেন শুণিআঁ বুইল রাধা
কাহ্নের চরণ ধরা।
পুরুবেঁ নিলেঁ মোর আলঙ্কার যত
কিছুই না দেহ মুরারী ॥ ৭ ॥
সদয় হৃদয় হআঁ কাহ্নাঞিঁ
দিল রাধার আভরণ।
সব সখিজনে ঘরক গেলা
হআঁ হরষিত মন ॥ ৮ ॥
আপণ ঘরক গেলা কাহ্নাঞিঁ
বন্দিআঁ বড়ায়ির পাএ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
বড় চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৯ ॥

বৃদ্ধয়া সহিতা রাধা গেহং গত্বাভিমন্যবে।
জগাদ যমুনাপারগমনাযোগ্যতাশতং ॥
ততোঽভিমন্যুনা মোহান্নিষিদ্ধা মথুরাগতৌ।
চক্রে প্রাবৃষি তক্রাদিবিক্রয়ং গৃহ এব সা ॥

ইতি নৌকাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ

অথ ভারখণ্ডঃ

অথ রাধারসাবেশবশীকৃতমনা হরিঃ ।
পুনস্তল্লাভলোভেন জগাদ জরতীঙ্গিরাং

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ চিত্রক লগনী ॥ দণ্ডকঃ

চির দিন নাহিঁ রাধিকার দরশনে ।
তে কারণে বড়ায়ি থীর নহে মনে ॥ ১ ॥
চিন্তিতেঁ দুগুণ ভৈল হৃদয়ে মদনে ।
এবেঁ তাক আণী মোর রাখহ জীবনে ॥ ২ ॥
যতন করিআঁ তাক রাখে আইহনে ।
তার মাঅ রাধিকারে চাহে খনে খনে ॥ ৩ ॥
এতেকেঁ তাহাক আহ্মে আণিতেঁ না পারী ।
আপণে উপাঅ মোক বোল তোহ্মে হরী ॥ ৪ ॥
উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ ।
তভু পথেঁ এবেঁ লোক মথুরাক জাএ ॥ ৫ ॥
এবেঁ তথাঁ কাহ্নাঞিঁর নাহিঁ আধিকার ।
হেন বুলী রাধা নেহ যমুনার পার ॥ ৬ ॥
রাধিকারে নিব আহ্মে যমুনার পার ।
এথাঁ করিবোঁ কাহ্ন কোণ পরকার ॥ ৭ ॥
স্বরূপ করিআঁ কাহ্ন কহ মোর থানে ।
তবেঁ রাধিকারে আণো হরষিত মনে ॥ ৮ ॥
যমুনার পথে আহ্মে ভার সজাইআঁ ।
থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হআঁ ॥ ৯ ॥

রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার ।
সে যেহ্ন আহ্মাক বহাএ দধি ভার ॥ ১০ ॥
ভাল বুইলেঁ কাহ্নাঞিঁ চল তোহ্মে ঝাঁটে ।
আহ্মে রাধা লআঁ যাইউ মথুরার হাটে ॥ ১১ ॥
এহি পরকারেঁ তোর পুরিব আশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

জরতীবাচমাচম্য মাধবোবিহিতস্বরঃ ।
ভারদণ্ডাদিসামগ্রীরচনায়োপচক্রমে ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

মাঝ বৃন্দাবন গিআঁ কাহ্নাঞিঁ গোআল ।
চামড় গাছের বাছি কাটিলেক ডাল ॥
দুই পাশেঁ ছুচ করী মাঝেঁ পুস্ট করী ।
বাঁহুক সজাএ ভাল দেব মুরারী ॥ ১ ॥
রাধার কারণে কাহ্নাঞিঁ আল বেধিল মদন ।
ভার সজ্জ করিবারে করিলান্ত মন ॥ ধ্রু ॥
সুচাঁছে চাঁছিল ভার দুই মুঠী ।
দুই পাশে নিরমিল শুশোভন গুঠী ॥
ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ ।
বাঁহুক সংপুন্ন হয়িল আতী শুশোভন ॥ ২ ॥
নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞিঁ মাঝ জলে থুইল ।
বার পহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল ॥
সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসর ।
চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর ॥ ৩ ॥

সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল তুয়ি শিকিআ।
তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণ্ডুয়া ॥
বাঁহুক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ৪।

অথাভিমন্যুজননী জরতী রজনীক্ষয়ে।
ইদমাহ কৃতচ্ছদ্মা পদ্মনাভ হিতাশয়া ॥

দেশবড়ারীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আনেক প্রকারেঁ মোএঁ বুইলোঁ রাধারে।
দধি দুধ লআঁ জায়িতেঁ মথুরা নগরে ॥
হাটক না জাএ মোক বোলে ধিক বাণী।
রাজার কোঁঅরী ভৈলী আইহনের রাণী ॥ ১
দেখ আইহনের মা রাধার চরিতে।
গোআলের কাম ছাড়ী করে বিপরীতে ॥ ধ্রু ॥
গোআলের কুলে রাধা জরম লভিআঁ।
দধি বিকে না জাএ থাকএ বসিআঁ ॥
বিধি না লিখিত তার কপালের ভাতে।
সত্যে আইহন মাঅ কহিলোঁ তোহ্মাতে ॥ ২ ॥
দিনে দিনে সঞ্চিত ভৈল বিথর দহী।
ডাক দেওঁ মোএঁ সব গোআলিনী সহী ॥
আপণে বহুক বোল হাট জায়িতেঁ তোহ্মে।
এক বারেঁ সহ্মা লআঁ জাইব আহ্মে ॥ ৩ ॥
এ বচন মনে ভাবি আইহনের মা।
রাধিকারে বুইল বড়ায়ির সঙ্গে যা ॥

ঘরক থাকিতেঁ চাহ কিসের আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

অথাভিমন্যুজননীদত্তং ভুবি পয়োদধি।
আদায় জরতীমাহ রাধাদরভয়াতুরা ॥

গুঞ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

সব সখিজন মেলি বড়ায়ির ঠাঁয়ি ।
বিনয় করিআঁ বোলে চন্দ্রাবলী রাহী ॥
সেমনে লইআঁ যাহা যমুনার পার।
যেহ্ন লাগ না পাএ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার ॥ ১ ॥
সাসুড়ীর বোল স্তুনি ডরায়িলী রাহী।
পসার সজাআঁ লৈল ঘৃত ঘোল দহী ॥ ধ্রু ॥
দধি বিকে মথুরা নগরী জাএ রাধা।
এবার পন্থথ কেহো না কৈল বাধা ॥
হরিষেঁ পাইল রাধা যমুনার পার ।
আতি বড় শ্রম পাআঁ নাম্বায়িল পসার ॥ ২ ॥
সাবধানে স্তুন বড়ায়ি বচন আহ্মার।
বহিতেঁ না পারোঁ এহা গরুঅ পসার ॥
শরতে সমএ রৌদ সহিতেঁ না পারী।
এভোঁ বড় দূর আছে মথুরা নগরী ॥ ৩ ॥
এক মজুরিআ আন বহু দধি ভার।
দুঈ ভাগ করি লউ আহ্মার পসার ॥
তবেঁসি চলিতেঁ পারোঁ মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ চিত্রক প্রকীর্ণ লগনী ॥

দণ্ডকঃ ॥

যবেঁ হাট জায়িতেঁ নাহিঁ তোহ্মার শকতী ।
উচিত মজুরী দিতেঁ কর আনুমতী ॥ ১ ॥
মজুরিআ বুলিআঁ আপণে দেহ ডাক ।
এখনে মজুরিআ আসি মেলিব তোহ্মাক ॥ ২ ॥
বড়ায়ির ঠাঞি রাধা বুলিল বচনে ।
দধি দুধ বিচী কৌড়ী দিবোঁ তোর থানে ॥ ৩ ॥
কথো দূর পথ গিআঁ রাধিকা আপণে ।
মজুরিআ বুলী ডাক দিল ঘন ঘনে ॥ ৪ ॥
আন রূপ ধরি ভার লআঁ ততিখনে ।

(ইহার পর ৮৮।২ পাতা নাই ।)

— —তোরে লআঁ জাইতেঁ নাহিঁ পারী ॥ ১৫ ॥
এগা বুঝী বাহুড়িআঁ চল নিজ ঘর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ১৬ ॥

কহুগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সঙ্গে যাইউ রাধাএ দূরে দূরে ।
বাহুর বলয়া দিবোঁ পএর নূপুরে ॥
পাসরিলেঁ যে তোর করিলোঁ উপকার ।
ভরিল যমুনাত তোহ্মাক কৈলোঁ পার ॥ ১ ॥
সঙ্গে লইআঁ যা ।
গোআলার ঝি রাধা ল ॥ ধ্রু ॥
সঙ্গে জাইউ রাধা আহ্মে আহ্মে আর তোহ্মে ।
দধি দুধ ভার তোর না বহিব আহ্মে ॥

দধি দুধ বিচি রাধা করিবেহেঁ কী।
কাজ না বুঝ কেহ্নে গোআলার ঝী ॥ ২ ॥
সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করিহ ডর।
সোই মথুরা পুরী আহ্মার ঘর ॥
মথুরা পুরের মাঝেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণী।
ভোঁখে ভাত দিবোঁ তোরে পিআসত পাণী ॥ ৩ ॥
আহ্মে সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করিহ শঙ্কা।
জলধিত সেতু বান্ধি জিণিলোঁ মো লঙ্কা ॥
এবেঁ তোর সঙ্গে জাইতেঁ চাহোঁ রতি আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞি মরণ ইছসি।
সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী ॥
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বূল তিতা।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা ॥ ১ ॥
লাজ নাহি কাহ্নাঞিঁ বদনে তোহোর।
পাছে আসিতেঁ কেহ্নে চাহসি মোর ॥ ধ্রু ॥
মজুরিআ হঞাঁ কেহ্নে এত বড় রঙ্গ।
অলপ হঞাঁ চাহ বড়ার সঙ্গ ॥
হাথেঁ হাথেঁ চাহা কাহ্নাঞি আকাশের চান্দ।
——করসি তোএঁ ছান্দ ॥ ২ ॥
উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা।
পুরুষ হঞাঁ তোহ্মে—— ॥
সকল লোকের মাঝে না বাসসি লাজ।
মা বহসি ভার বোলসি আম কাজ ॥ ৩ ॥

মাকড়ের......ঝুনা নারিকল।
আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্নু না হআ বিকল॥
সঙ্গে আসিবে যবেঁ লঅ দধি ভারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে॥ ৪॥

ববাড়ীরাগঃ॥* রূপকং॥

ব্রহ্মা বেদ হরিবেক ইন্দ্র হরিব পাণী।
সজন সমাজেঁ হরিব সত্য বাণী॥
কপিলা হরিব ক্ষীর সস্য বসুমতী।
ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী॥ ১॥
না বোল না বোল রাধা হেন স বচন।
কৃষ্ণেঁ ভার বহিলেঁ মজিব ত্রিভুবন॥ ধ্রু॥
কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হঞাঁ দুঠ মনে।
প্রবল হৈআঁ সূদ্রেঁ লংঘিব ব্রাহ্মণে॥
পুত্রেঁ বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে।
পুণ্য লংঘিব জনে হআঁ পাপ মনে॥ ২॥
সেবকেঁ লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতী।
আপণা মজায়িব ব্রত লংঘিআঁ সতী॥
শরণ জনের লোকেঁ লংঘিব পরাণ।
দাতাএঁ লংঘিব আপণেয়ি দিআঁ দান॥ ৩॥
সব বিপরীত হৈব রাধা তোহ্মার কাজে।
আর রুঠ হয়িব তোরে ত্রিদশ সমাজে॥
না বহাঅ ভার রাধা পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

---

* অথবা কানড়া

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

আহ্মার বচন শুন নান্দের নন্দন।
ভার এড়িতেঁ তোহ্মে চাহ আকারণ ॥
মজুরি সহিআঁ লোক আণিলোঁ মো ভারী।
বিণি ভার বহিলেঁ এড়িতেঁ তোক নারী ॥ ১ ॥
লঅ ভার কাহ্নু তোহ্মে না কর বিমতী।
তবেঁ সুখেঁ লআঁ যাইবোঁ তোহ্মাক সংহতী ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে ভার বহিলেঁ মজিব তিন লোক।
এহা সুণী তোহ্মাক হাসিব সব লোক ॥
আপণার বড়ায়ি আপনে নাহিঁ কহী।
লঅ ভার কাহ্নাঞিঁ বিকলী হাটে দহী ॥ ২ ॥
সকল গোআল জাতী দধি ভার বহে।
তাহাত কাহারো লাজ কথাঁহোত নহে ॥
তোহ্মে কেহ্নে ভার বহিতেঁ করহ বিমতী।
হেন বুঝোঁ। তোহ্মে নহ গোআল জাতী ॥ ৩ ॥
মনে পরিভাবি কাহ্নাঞিঁ কান্ধে কর ভার।
হাট জায়িতেঁ হএ মোর বিলম্ব আপার ॥
মোর সঙ্গে আইস বাঁট মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তীন ভুবনে রাধা আহ্মে আধিকারী।
বাছিআঁ সে পালি রাধা আহ্মাক ভারী ॥
ভার গরুঅ নহে গরুঅ বড় লাজ।
কেমনে জায়িব রাধা সজন সমাজ ॥ ১ ॥

না বোল না বোল রাধা হেন স উত্তর ।
কোণ লাজেঁ ভার বহিবে গদাধর ॥ ধ্রু ॥
সকট ভাঁগিল আহ্মে শুণিআছ তোহ্মে ।
জমল আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আহ্মে ॥
কংস বধিবারেঁ মোএঁ কৈলোঁ আবতার ।
এবেঁ কি বহিব আহ্মে তোর দধি ভার ॥ ২ ॥
দধি দুধ বিচি তোর বিপরীত মতী ।
তেঁসি না চিহ্নসি আহ্মা দেব আধিপতী ॥
গোআলার ঝি তোহ্মে বড় আছিদরী ।
তে কারণে ভার বহাইতেঁ চাহ হরী ॥ ৩ ॥
যৌবন গরবেঁ বোল এ সব উত্তর ।
তাহাক শুণিতেঁ কোপ উপজে অন্তর ॥
এভোঁহো অযোগ্য বোল রাধা পরিহর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥

শৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ ৮

প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে ।
কত খনে জায়িব আহ্মে মথুরার হাটে ॥
ঘৃত দুধ নঠ হএ আম্বল দহী ।
সংহতী এড়িআঁ জাএ গোআলিনী সহী ॥ ১
লইবেঁ না লইবেঁ ভার সুন্দর মুরারী ।
না বহিভেঁ ভার যবেঁ ধরোঁ আন ভারী ॥ ধ্রু ॥
ষোল শত সখিজন সঙ্গে গেলা আগ ।
তোর বোলেঁ তা সমার না লইলোঁ লাগ ॥
বোলহ উপায় কাহ্নাঞিঁ কি বুধি করিবোঁ ।
জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ ॥ ২ ॥

সব সখি গেলেঁ কাহ্নাঞিঁ হৈবোঁ একসরী ।
লোক দেখিলেঁ তবেঁ আহ্মোঁ লাজেঁ মরী ॥
তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ কিছু নাহিঁ লাজ ।
ফুরাঁআঁ না দেহ তোহ্মে তেঁসি একো কাজ ॥ ৩ ॥
হার বিচিব আহ্মে ধরিব আন ভারী ।
বসিআঁ থাক তোহ্মে সুন্দর মুরারী ॥
বাহুড়িআঁ চল কাহ্নাঞিঁ নান্দের নন্দন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ প্রকীর্ণ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

একতালী ॥

বচনেক বোলোঁ সুন রাধা গোআলা ।
দধি ভার লআঁ জাউ তোর বনমালা ॥ ১ ॥
দধি ভার লঅ তোহ্মে শুন বনমালী ।
নহোঁ তোর যোগ মোএঁ আবালা গোআলী ॥ ২ ॥
দধি ভার লইব আহ্মে এবা কোন কাজ ।
দেবের দেব হআঁ পাইব বড় লাজ ॥ ৩ ॥
লাজ করিলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িবেঁ কাজ ।
পাছে দোষ আহ্মারে না দিহ দেবরাজ ॥ ৪ ॥
ভাল বুইলেঁ রাধা মোর চিত্তে পড়িহাসে ।
ভার বহোঁ সুখেঁ যবেঁ দেহ রতি আশে ॥ ৫ ॥
ঝাঁট ভার লঅ কাহ্নাঞিঁ দৃঢ় করী দড়ী ।
দধি নঠ হৈলেঁ লৈবোঁ তিন গুণ কৌড়ী ॥ ৬ ॥
আশেষ কপটেঁ তোর পুরীল মতী ।
এহি পাপেঁ হৈল তোর নপুংসক পতী ॥ ৭ ॥

না জাণো কপট কাহ্নাঞিঁ আহ্মে শুদ্ধ মতী।
পাপ সাগরে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে সে কুমতী ॥ ৮ ॥
না বহিবোঁ তোর ভার দেহ মোর দানে।
বিণি দানে নিব তোহ্মা কাহার পরাণে ॥ ৯ ॥
মিছা অলঞ্জাল তেজ বহ দধি ভার।
মনসুখ ভৈলেঁ বোল ধরিবোঁ তোহ্মার ॥ ১০ ॥
এ বোল সুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের উল্লাসে।
ভার লএ উলটিআঁ চন্দ্রাবলী হাসে ॥ ১১ ॥
ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহিঁ টলে।
দধি নঠ হৈলেঁ মারিবোঁ মাগু কিলে ॥ ১২ ॥
ভার সজী করি লৈল নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১৩ ॥

মাহারাঠারাগঃ ॥ দ্রুতমান ॥ একতালী ॥

চামড় কাঠের বাঁক যোড়িআঁ
তেরছ কৈল সীকা।
আগেঁ বড়ায়ি জাএ পাছে ভার বহে কাহ্ন
মাঝে রাধিকা জাএ বিকা ॥ ১ ॥
লড়িলা জনার্দ্দন কান্ধে লআঁ ভার
দধি বিকে মথুরার রাজে।
দেখি সব দেবা-গন খলখলি হাসে ল
ভাবে* মজিলা দেবরাজে ॥ ধ্রু ॥
সোনার ভাণ্ডে দধি দুধ সজাইআঁ
রূপার ভাণ্ডত† ঘী।

---

* 'ভাবে" কাটিয়া 'পাপে' করা আছে।
† 'ভাণ্ডত' কাটিয়া 'ভাণ্ডে সজাইল' করা আছে।

সে ভার দেব বনমালী বহে ল
উলসিণী গোআলার ঝী ॥ ২ ॥
ভার লআঁ জায়িতেঁ পসার টলিআঁ গেল
ছাড়ায়িল কিছু দুধ দহী ।
সোনার রূপার ভাণ্ড তেরছ হৈল ল
দেখি বুকে ঘাঅ দিল রাহী ॥ ৩ ॥
লাজ পাআঁ কাহ্নাঞিঁ ভার এড়িআঁ মিল
দেখি সব সখিগণ হাসে ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বচসো ভরণাদ্বৃদ্ধে তবায়ন্তাবিকঃ কৃতঃ ।
ইদানীং নাশিতস্তেন দধ্যাদি করবাম কিং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥ ৲

মো যবেঁ জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পেলাইব ভার ।
তবেঁ কেহ্নে দিবোঁ তারে গরুঅ পসার ॥
বহুমুল পসার অরিআঁ ছারখার ।
পাঞ্চ সঙ্গতি * কাহ্ন করিল আহ্মার ॥ ১ ॥
এহে কি লআঁ জাইবোঁ হাট আগহে বড়ায়ি ।
অখণ্ড পসার নঠ করিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
বিথর করী সজাইলোঁ ঘৃত ঘোল দহী ।
বাধ নাহিঁ দিল কেহো গোআলিনী সহী ॥

* 'সঙ্গতি' কাটিয়া 'দুর্গতি' করা আছে।

কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি কোণ পরকার।
কেহ্নু মতেঁ সজ হউ দধির পসার ॥ ২ ॥
আপণে যাচিআঁ কাহ্নাঞিঁ লৈল দধিভার।
তাহাত লাগিআঁ ভারী না ধরিলোঁ আর ॥
এবেঁ সজ করু কাহ্নু আপণে পসার।
আপুণা চিহ্নিআঁ ভার লউ আর বার ॥ ৩।
যেই দধি দুধ ঘৃত ভাণ্ডত আছএ।
পসার সাজিতেঁ তেএঁ কাহ্নুক জুআএ ॥
আপণে বুঝাহ বড়ায়ি নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

রাধিকাবচসা ভারবহনায় পুনঃ পুনঃ।
জরতী প্রেরিতঃ প্রাহ রুষিতো মধুসূদনঃ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আহ্মার বচনে বোল রাধা চন্দ্রাবলী।
আর ভার না বহিব দেব বনমালী ॥
মায়া পাতী কৈল মোর বড় অপমান।
কিছু কাজ নাহিঁ মোর দেউ মাহাদান ॥ ১ ॥
এড়িল বড়ায়ি হের দধির পসার।
আর শির তুলী মুখ না দেখিব তার ॥
(ইহার পর ৯৩।২ পাতা নাই।)

——ভার।
নঠ করী সকল পসার ॥ ধ্রু ॥

যত নঠ কৈল মোর ঘৃত দধি ঘোল।
তারে কেহ্নে না বোলহ বোল ॥
ততেকেঁ সুঝাল গেল মোর মাহাদাণে।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে ॥ ২ ॥
ভাল ভারী আণিলেহেঁ সংসারে বাছিআঁ।
হাথ দিতেঁ লিহে কলিআঁ ॥
কোহ্নো রাজে না দেখিল হেন ডুঠ ভারী।
যাক বোল দিবাক না পারী ॥ ৩ ॥
এবোঁহো আপণ চিহ্নি জাউ নিজ ঘর।
হেন ভারী দেখি লাগে ডর ॥
বোল কাহ্নাঞিঁরে তেজু মোর আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিশম্য রাধিকাবাক্যং বৃদ্ধয়া সমুদীরিতং।
সতৃষ্ণমবদৎ কৃষ্ণো রাধিকাং রসদাধিকাম্ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

উচিত লইবোঁ তাত নাহিঁ বাধা।
ভারক কান্ধে কৈলোঁ তোর রূপ দেখি রাধা ॥ ১ ॥
দাণ চাহ মোরে আর কহ পাপ কথা।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কটিলেঁ লাগে মাথা ॥ ২ ॥
তোহ্মাক লাগিআঁ যবেঁ যাএ পরাণে।
তভোঁ তোর সঙ্গ রাধা নাহীঁ ছাড়ে কাহ্নে ॥ ৩ ॥
মজুরিআ হআঁ হেন না বোল কাহ্নাঞিঁ।
হাথ বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই ॥ ৪ ॥

তোহ্মার বোল মোর নাহিঁ লাগে মনে।
হাথ বাঢ়ায়িলেঁ চান্দ পাইলোঁ বৃন্দাবনে ॥ ৫ ॥
পুরুর কালের পাতে না রুইহ মূলে (?)।
এবেঁ দোষ পাইলেঁ রাজা দেএ তিরীশূলে ॥ ৬ ॥
পরাণে মারিবোঁ তোর কংস নরপতী।
দাণ দেহ ভারে থাকি মানহ সুরতী ॥ ৭ ॥
তোহ্মা ভারী নাহিঁ কিছু মোর কাজ।
আন ভারী বেহারিব জাইব মথুরার রাজ ॥ ৮ ॥
আকারণে রাধা মোর না কর নিরাস।
বাসলী শিরে বন্দা গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

মাহারঠারাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেখিআঁ তোহ্মার রূপ বিদরিতেঁ চাহে বুক
সংসারত তোহ্মা কৈলোঁ সারে।
এ তোর যৌবন ভার কৃষ্ণ ভুঞ্জু কথোকাল
দূর জাউ মদন আনলে ॥ ১ ॥
বহিবোঁ দধির ভার তেজিবোঁ দাণ তোহ্মার
... ...
প্রাণ রাধা ল।
তোতে ভোল গেল দেবরাজে ॥ ধ্রু ॥
সুন বৃন্দাবন কথাঁ যে ফল পাইলেঁ তথাঁ
সে ফল এথাহোঁ দিবোঁ তোরে।
ফুটিল কমল ফুল চিন্তিআঁ মন আকুল
খাট পাড় যমুনার তীরে ॥ ২ ॥
তোঁ দেখি হারায়িলোঁ মতী দেহ তোহ্মে আনুমতী
দিবোঁ তোরে নানা আভরণে।

এ তোর রূপ যৌবন তাহাত মজিল মন
এবেঁ দেহ আলিঙ্গন দাণে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
আহ্মা পরিহর আকারণে ।
আহ্মার পুরহ আশ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বন্দিআঁ বাসলী চরণে ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিষধিতেঁ কাহ্নাঞিঁ দধি দুধের ভার
আপণ ইছাএ লৈবেঁ ।
পরার নারী আকাশের চান্দ
তাহাক কেমনে পাইবেঁ ॥ ১ ॥
লড়হ না কেহ্নে নিলজ কাহ্নাঞি
এড়িআঁ দধির ভারে ।
ঘৃত দুধ দধি নঠ না কর
জাওঁ মথুরা নগরে ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন শুণ কাহ্নাঞিঁ
না লইহ দধির ভারে ।
কভোঁ না মানিবোঁ সুরতী তোরে
আপণে নিবোঁ পসারে ॥ ২ ॥
দাণ আধিকার নাহিক তোহ্মার
কিকে মরিষহ দাণে ।
বড়ই নিলজ নান্দের নন্দন
ঘর জাহা নিজ মানে ॥ ৩ ॥
কথা না দেখিল বাঁওন হাথে
তাল তরু ফল পাএ ।

বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ

বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

রাধাবচনমাচম্য বিরসং মায়য়া হরিঃ।
বিধায় দুর্বহং ভারং জগাদ জরতীমিদং॥

কেদাররাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কেহ্নে মোরে বোলে রাধা নিঠুর বচনে।
কোণ আপরাধ কৈল শ্রীমধুসূদনে ॥
দুগুন গরুঅ ভৈল দেখহ পসার।
বহিতেঁ না পারিব রাধা তুলী চাহ্ন ভার ॥ ১ ॥
আগু হউ রাধা পাছেঁ লইউ আহ্মে ভার।
তোহ্মে গুরুজন বড়ায়ি আগু জায় তার ॥ ধ্রু ॥
নিতম্ব জঘন ঘন পীন তন ভার।
দেহে তুলী দিল বিধি যৌবন তাহার ॥
শরত সময় হের রবির সন্তাপে।
এ পসার নিতেঁ নারে রাধিকার বাপে ॥ ২ ॥
আর মজুরিআ সব গেলা লআঁ ভার।
আহ্মা ছাড়ী ভার নিতেঁ নাহিঁ পরকার ॥
মোরে বচনেক বুলু রাধিকা আপণে।
দধি ভার লই আহ্মে হরষিত মণে ॥ ৩ ॥
যে বোল বুলিব রাধা সে বোল করিবোঁ।
ভার বহিআঁ তার মথুরাক নিবোঁ ॥
ঈঙ্গিতেঁহে দেউ রাধা স্থুরতীর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং জরতা প্রতিপাদিতং।
প্রাহ রাধা পরিহাসরসালসমনা হরিং ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

আহ্মার বড়ায়ি পথে চলিতেঁ না পারে।
ওহার পসার কাহ্নু তুলী দেহ ভারে ॥
বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরার রমণী।
তে কারণে বোলোঁ মোএঁ তোক হেন বাণী ॥ ১ ॥
লঅ দধি ভার তোহ্মে মথুরাক যাই।
আসিতেঁ তোহ্মাক রতি দিবোঁ মো কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু
ষোল শত গোপীগণ সব গেলা আগ।
মোতেঁ লাগি বড়ায়ি তার না লৈলেক লাগ ॥
মোত বড় দয়া লাগে বড়ায়ি দেখিআঁ।
চলিতেঁ না পারে কাখে চুপড়া করিআঁ ॥ ২ ॥
বড়ায়ির সঙ্গে জাইবোঁ মথুরা নগরে।
আতী বুঢ়ী সেহো ঝাঁট চলিতেঁ না পারে ॥
তাহার চুপড়ী যবেঁ না দিবেঁ ভারে।
তবেঁ কেন মতেঁ তোএঁ পাইবেঁ শৃঙ্গারে ॥ ৩ ॥
আহ্মাতে লুবধ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মণে।
তে কারণে আইলা তোহ্মে আহ্মার গহনে ॥
এবেঁ ভার লঅ ঝাট শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ভার বহিব তাত না করিবোঁ মো আনে।
বড়ায়ি সাখিএ বোল সত্য বচনে ॥ ১ ॥

কোণ কাজে লাগি আহ্মে সত্য করিব।
ভার বহিলেঁ তোর বচন ধরিব ॥ ২ ॥
মোর লোভ হয়িল তোর দেখি পয়োভার।
সেসি কারণে আহ্মে বহিব তোর ভার ॥ ৩ ॥
লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ আরতী না করী।
গোপত কাজত কাহ্নাঞি ছয় আখি বারী ॥ ৪ ॥
পুনমীর চান্দ রাধা বদন তোহোর।
তাত মজি গেল মোর নয়ন চকোর ॥ ৫ ॥
তোহ্মার চরিত্র আহ্মে বুঝিতেঁ না পারী।
কথা না আছিলাহা হেন আছিদর ভারী ॥ ৬ ॥
আহ্মার চরিত্র তোহ্মে জাণহ সকল।
এবেঁ ঝাট কর রাধা যৌবন সফল ॥ ৭ ॥
ভার (না) বহিলেঁ মো না মানো সুরতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গতী ॥ ৮ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

বিধাতাএঁ হেন মোর লিখিল কপালে।
কলঙ্ক থুয়িল জাঅ চন্দ্র দিবাকরে ॥
তোহ্মার কারণে রাধা কৈলোঁ আবতার।
সুখেঁ রাজ কংস আহ্মে বহী ভার ॥ ১ ॥
যুগেঁ যুগেঁ বড়ায়ি জাউ মাঝেঁ জায় রাহী।
পাছেঁ ভার লআঁ জাউ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
তোর বোলেঁ ভার বহে রাধা বনমালী।
আজী লাজক দিআঁ তিনাঞ্জলী ॥
হেন কাম কৈল রাধা তোহ্মার কারণে।
সুদৃঢ় থাকিএ এহো তোহ্মার মণে ॥ ২ ॥

দধি ভার লআঁ আহ্মে জাইব বাটে বাটে।
মোর পাণে চাহে যত লোক জাএ বাটে ॥
কি কৈলেঁ কি কৈলেঁ রাধা বড় পায়িলোঁ লাজ
ভার বহায় কি কারণে দেবরাজ ॥ ৩ ॥
মথুরা নিকটে নাম্বায়িআঁ দধি ভার।
কাহ্নাঞিঁ বুইল চাহী বদন রাধার ॥
ভার বহিল এবেঁ দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

যতন করিআঁ রাধা বুয়িলোঁ বারেঁ বার।
এড়িলেঁহে কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ লঅ দধি ভার ॥
সাবধানে লঅ যেহ্ন না ছাড়াএ ঘোল।
বাটতে জায়িতেঁ তোরে দিবোঁ চুম কোল ॥ ১ ॥
এহা বুলী চৌহালিনী গোআলিনী গো।
ভার বহায়িলে নান্দো যশোদার পো ॥ ধ্রু ॥
দধি ভার লৈল কাহ্নাঞিঁ লোক উপহাসে।
বিমুখ হৈআঁ সব সখিগণ বৈশে ॥
হাসে দেবগণ দেখি রাধার চরীত।
কৃষ্ণক বহায়িল ভার কৈলে আনুচিত ॥ ২ ॥
ভার লআঁ জাএ কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে।
রাধাক বুইল নারদ বসিআঁ বাটে ॥
বড়ার বহু হৈআঁ হেন কর কাজ।
ভার বহায়িলেঁ রাধা কৃষ্ণ দেবরাজ ॥ ৩ ॥
দধি ভার লআঁ কাহ্ন মথুরাক জাএ।
উলটি উলটি রাধা কাহ্ন পাণে চাহে ॥

তখন কটাক্ষ দেএ কাহ্নাঞিঁ কিছু হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪

কালক্ষেপাসহঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং।
সলজ্জনয়নাকাঙ্ক্ষাপ্রকাশনমভাষত ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

মথুরা নগর বড় সজন সমা(জ)······
(ইহার পর ৯৮।১ পাতার অভাব আছে।)

(বি) ফল নহিব মোর বোল।
আসিতেঁ তোহ্মাক দিবোঁ কোল ॥
বহ ভার না কর তোঁ লাজ।
লাজেঁসি হারায়িএ কাজ ॥ ২ ॥
ঝাঁট কাহ্ন লঅ দধি ভার।
এ নহে কলঙ্ক তোহ্মার ॥
দধি দুধ বহএ গোআলে।
তাহাত কে কি বুলিতেঁ পারে ॥ ৩ ॥
তোর মোর উভয় সমতী;
আসিবার বেলেঁ দিবোঁ রতী ॥
লঅ ভার মনের হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ লগনী ॥

কি বহিব ভার তোর বোলে নাহিঁ ভাষ।
লোকতে আহ্মার করাইলেঁ উপহাস ॥ ১ ॥

লোকে কেহ্নে উপহাস করিব তোহ্মারে।
কোণ গোআল সে নাহি বহে ভারে ॥ ২ ॥
ভার বহায়িলেঁ রাধা নানা পরবন্ধে।
বড় দুখ পাইলোঁ ঘাঅ ভৈল মোর কান্ধে ॥ ৩ ।
বিণি দুখেঁ সুখ নাহিঁ কথাঁহো কাহ্নাঞিঁ ।
হএ নহে পুছ তোহ্মে আপণ বড়ায়ি ॥ ৪ ॥
কি পুছিব বড়ায়ি রাধা আহ্মে সব জাণী।
না দেখিল তোহ্মা হেন কথাহোঁ চউহাণী ॥ ৫ ।
না বোল না বোল কাহ্নাঞি হেন রুখ বাণী
আসিতেঁ পারিবোঁ আশ তোর চক্রপাণী ॥ ৬ ॥
আমৃতের ধারেঁ তোঁ সিঞ্চিলি মোর মন।
সরূপেঁ কি হৈব রাধা তোর এ বচন ॥ ৭ ॥
সরূপ কহিলোঁ কাহ্ন লঅ দধি ভারে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ৮ ॥

রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদতরমন্থরঃ।
ভারমাদায় চতুরো রাধামনুযযৌ হরিঃ

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আল কাহ্নাঞিঁ সুণীএ বচন রাধারে।
কান্ধে তুলী লৈল দধি ভারে ॥ ল ॥
আগু করী রাধা চন্দ্রাবলী।
পাছেঁ চলি জাএ বনমালী ॥ ল ॥ ১ ॥
আল কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ির নয়ন নেবারী।
পরিহাস করিল মুরারী ॥ ধ্রু ॥

হেন মতেঁ চলী ধীরে ধীরে ।
গেলা কাহ্নাঞিঁ মথুরা নগরে ॥
মনমথেঁ বিকল শরীরে ।
যে করাএ রাধা সেহি করে ॥ ২ ॥
হাটে নাম্বাইল দধি ভার ।
বিকী ভৈল সকল পসার ॥
রাধার বুঝী গোকুল গতী ।
কৃষ্ণ ভৈলা বেআকুল মতী ॥ ৩ ॥
সুন ভার পেলাইআঁ হাটে ।
রাধা সঙ্গে জাএ বাটে বাটে ॥
রতী আশেঁ না ছাড়এ পাশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি ভারখণ্ডঃ সমাপ্ত

অথ ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ডঃ

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে।

দধি দুধ ঘৃত ঘোল বিকলিঅাঁ রঙ্গে।
পথ মেলি জাএ রাধা বড়ায়ির সঙ্গে॥
হরষিত মনে জাএ চন্দ্রাবলী ঘর।
কাহ্নাঞিঁকে বিড়ম্বিআঁ মথুরা নগর॥ ১॥
শরতের রৌদেঁ রাধা বড়ায়ি বিকলী।
বাটে এক তরু তলে খাণিএক বসিলী॥ ধ্রু॥
বিনয় বুইল রাধা বড়ায়ির পাএ।
দেখ সব সখিগণ আহ্মা এড়ি যাএ॥
না জাণো কি বোলে তথাঁ আইনের মাএ।
সকল ঠায়িত মোর তোহ্মোঁসি সহাএ॥ ২॥
সখি সম্বোধিআঁ কিছু বুইল চন্দ্রাবলী।
তোহ্মার বিদিত মোএঁ যেহেন কোঁঅলী॥
রৌদ পাড়িআঁ আহ্মে জাইব ঘর।
বুলিহ সাসুড়ী থানে এ সব উত্তর॥ ৩॥
আয়াস খণ্ডিল কিছু শীতল পবনে।
চারি পাশ চাহে রাধা তরল নয়নে॥
দেখিল কোপিল কাহ্নাঞি রহিলছে পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

অথ রাধারসালাভপরিদূনমনা হরিঃ।
সপৌরুষপুরস্কারং খরাখরমুবাচ তাং॥

শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেবের দেবরাজ আহ্মে বনমালী।
কত না ভাণ্ডসি মোরে আবালী গোআলী ॥
ত্রিদশগণে রাধা মোকে ধরে মাথে।
হেনয়ি দেবকে কেহ্নে পেলাঅসি হাথে ॥ ১ ॥
সুরতি মাগিআঁ মোক বহায়িলেঁ ভার।
লোক মুখে বড় মোর করায়িলেঁ খাঁখার ॥ ধ্রু ॥
তীন ভুবনে রাধা আহ্মে অধিকারী।
নানা রূপ ধরী আহ্মে অসুর সংহারী ॥
সে দেব হয়িআঁ মোক বিবুধি লাগিল।
তোহ্মার বচনে রাধা ভার বহিল ॥ ২ ॥
হলী বনমালী আহ্মে এ দুয়ি ভাই।
দৈবকী উদরে আহ্মে লভিল ঠাই ॥
অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে।
তোহ্মে কেহ্নে কর এবেঁ আহ্মাক নিরাসে ॥ ৩ ॥
এভোঁ গোআলিনী ধর আহ্মার বচনে।
পাছেঁ কৌল না পাইবেঁ নান্দের নন্দনে ॥
না পরিহর মোরে দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

উচিত বচন শুন মুরারী।
ভার বহিলেঁ নেহ মজুরী ॥
আন কাম আহ্মে করিতেঁ নারী।
এবার থাকহ মন নেবারী ॥ ১ ॥

বিবুধি তেজহ সুন্দর কাহ্ন।
বারেক রাখহ মোর সমান ॥ ধ্রু ॥
দেখ সখি সব আহ্মার জাএ।
সবেঁ কহিব আইহনের মাএ ॥
তবেঁ করিবোঁ মো কমণ উপাএ।
তেঁসি ঝাঁট ঘর জাইতে জুআএ ॥ ২ ॥
কপট না বোলোঁ তোহ্মার থানে।
আপণে গুণিআঁ দেখহ মনে ॥
যেহেন সম্ভেদ হএ যখনে।
তার যোগ কাম করী তখনে ॥ ৩ ॥
এড় দামোদর জাওঁ মো ঘরে।
আন্তর হালএ সামীর ডরে ॥
এখনে আরতী ফল না ধরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ৪ ॥

অধুনা ন বিধাতব্যং যদি রাধে মনোহিতং
তদা বহুবিধং দানং দীয়তামবিলম্ব্যতাং ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী

হাটে দান দেহ এ বাটে বহী।
ঠেঁঠা দাণে কেহ্নে বিচিবেঁ দহী ॥ ১ ॥
কি না ঝগড় হআঁ গেল মোরে।
মিছা দান চাহী কচাল করে ॥ ২ ॥
আর দাণের নাহিক কাজে।
দধি দুধের দিআঁ যা বাজে ॥ ৩ ॥

এবেঁসি দধি দুধে দাণ সুণী।
কথাঁ ছিলা হেন নীলজ দাণী ॥ ৪ ॥
আহ্মার দাণ অতি পরচুর।
দাণ নিআঁ করোঁ ভাবন চূর ॥ ৫ ॥
ভিন দাণ দিবোঁ এ ঘোল দহী।
ভিন কি দিবোঁর এ বাটি বহী ॥ ৬ ॥
লিখন পাটা পাঞ্জী পরমাণে।
লেখা করহ ভিন ভিন দাণে ॥ ৭ ॥
ঝগড় না কর নাগর কাহ্ন।
বাটে বেভার লহ মোর দাণ ॥ ৮ ॥
হাট বাট দান লিখন নেহ।
যে দাণ দিবেঁ সে দাণ দেহ ॥ ৯ ॥
মিছাই কাহ্নাঞিঁ ঘুসসি দানে।
পন্থে দুধ দেসি নারিক কেহ্নে ॥ ১০
ভাণ্ড মাথে মোর শতেক দাণে।
এহা দিআঁ রাখ আপণ মাণে ॥ ১১ ॥
ঝগড় না কর তোঁ এহা বাটে।
লাভেঁ মূলেঁ বিত্ত দানকে নাঁটে ॥ ১২।
সুরতি দেহ তোকে নাহিঁ হরোঁ।
দাণ লওঁ তাক শপথ করোঁ ॥ ১৩ ॥
ছত্র ধর কাহ্নাঞিঁ দিবোঁ সুরতী।
নহে মনে পরিহার আরতী ॥ ১৪ ॥
দাণ বিণী আজি কাহ্ন না জাএ।
বাসলী বরেঁ চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

ঘাটের বাটের দাণ চাহে ভীনে ভীনে ।
মিছা পাঞ্জী মেলি বোলে লিখন প্রমাণে ॥
ভাণ্ড মাপেঁ চাহে মোরে ষোল পণ দাণ ।
মিছাই ঝগড়ু পাতে আছিদর কাহ্ন ॥ ১ ॥
আতি আদভুত বড়ায়ি কাহ্নের কাহিণী ।
খনে মজুরিআ হএ খনে মাহাদাণী ॥ ধ্রু ॥
যে কিছু মাগিলোঁ মোএঁ কাহ্নাঞিঁর থানে ।
ভার বহিলে মোর তাহার কারণে ॥
দধি ভার না বহিল কাহ্ন ভাল মণে ।
এবেঁ তার বোল আহ্মে পালিব কেমনে ॥ ২ ॥
নিবধিতেঁ কাহ্নে করী নৈল দধি ভার ।
পসার টালিআঁ দধি ছাড়ায়িল আহ্মার ॥
সব ঠায়ি আপচয় কৈল মোর হরী ।
দাণ চাহিতেঁ লাজ না বাসে মুরারী ॥ ৩ ॥
দধি দুধ ছাড়ায়িলেঁ তার কড়ী দেউ ।
যে হএ মজুরি তার তাহাকেহো নেউ ॥
বোলহ কাহ্নেরে তেজু পাপ বচন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

রাধিকায়া বচঃ শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে অলক ভমল ॥
নেত্র উতপল তোর নাসা নাল দণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড ॥ ১ ॥
সুন্দরি রাধা ল সরোঅরময়ী *।
দুসহ বিরহ জ্বরে জরিলা কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার ॥
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল।
অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল ॥ ২ ॥
ঈষত ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে।
কনক রচিত তোর ত্রিবলী সোপানে ॥
গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে।
আরপিল হেম পাট শোভের কারনে ॥ ৩ ॥
গরুঅ উরু নাল পদ হেম কমল।
অতি-সুললিত রএ নূপুর ভমল ॥
তোহ্মা ছাড়ী নাহি জর হরণ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধা সরসমানসা।
জগাদ জরতীমেব নিজাভিমতমাদরাৎ ॥

* 'সরোঅরময়ী' কাটিয়া সরোবরময়ী করা আছে।

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

অনেক যতন করে মোরে চক্রপাণী ।
কত না বুলিবোঁ তারে পরিহার বাণী ॥
আপণ মাথার ছত্র ধরু মোর মাথে ।
তবেঁ মো শৃঙ্গার বড়ায়ি দিবোঁ জগন্নাথে ॥ ১ ॥
আপণে বোলহ বড়ায়ি দেব গদাধরে ।
ছত্র ধরিলেঁ বোল ধরিবোঁ তাহারে ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি সাজিআঁ পসার ।
দধি বিকলী লআঁ হাটে মথুরার ॥
দুই পহর হৈল নগর বিশালে ।
পরাণ বিকল হএ রবি কর জালে ॥ ২ ॥
বড়য়া কোঁঅলী মোএঁ রৌদ পরবলে ।
তে কারণে দেহ মোর ঘামে তোলবলে ॥
আন্তর পোড়এ মোর আর সব গাএ ।
সতেঁ বড়ায়ি চলিতেঁ নারোঁ এখো পাএ ॥ ৩ ॥
ভাল মতেঁ বুঝায়িআঁ আহ্মার বচনে ।
বোলহ বড়ায়ি তোহ্মে শ্রীমধুসূদনে ॥
ছত্র ধরি আইসু কাহ্নাঞিঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা ।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তোর সুণিআঁ কাকুতী।
সদয় হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী ॥
তোর ভাগেঁ দিল রাধা রতি আনুমতী।
হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী ॥ ১ ॥
আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ।
এহাত না করিহ কাহ্ন মণে কিছু লাজ ॥ ধ্রু।
এবার সরূপ করি মোরে বুইল রাধা।
এহাত আঅর মণে না চিন্তিহ বাধা ॥
ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে।
কথো দূর গেলে রতি পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ২
রৌদেঁ বিকলী রাধা চলিতেঁ না পারে।
এখনে করিতেঁ যোগ্য তার উপকারে ॥
ছাতী ধরিআঁ তার তোষিআঁ মণে।
আপণার সুখেঁ তাক নেহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচন তোহ্মে না করিহ আন।
আপণে সকল বুঝ নাগর কাহ্ন ॥
ঝাঁট করী রাধার মাথাত ধর ছাতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গতী ॥ ৪ ॥

রাধিকাবচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

আহ্মা ছাতী ধরাইআঁ কি সাধিবেঁ মান ।
সহিতেঁ না পারিবোঁ এত বড় আপমান ॥ ১ ॥
যদি সুরতীকে তোর আছে পতিআশ ।
ছাতী কেহ্নে না ধর আসী মোর পাশ ॥ ২ ॥
পিমতী তেজহ রাধা দেহ শৃঙ্গারে ।
আহ্মা ভাণ্ডিবারে কেহ্নে পাত পরকারে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে কি না জাণ তীন ভুবন বিচার ।
কোণ বেদ পুরাণে আছএ পর দার ॥ ৪ ॥
কিবা বেদ শাস্ত্র আহ্মা কিবা পুণ্য পাপ ।
সহিতেঁ না পারা আহ্মে বিরহের তাপ ॥ ৫ ॥
এতেক আরতী আছে পরে কেহ্নে মাঙ্গী ।
নিহা করিতেঁ না জুআএ হঅ তোহ্মে যোগী ॥ ৬ ॥
আহ্মে হরী আহ্মে হর আহ্মে মাহাযোগী ।
করযোড় করি রতি ভিক্ষা তোক মাগী ॥ ৭ ॥
দেখিআঁ সাধুর ধন চোব পড়া মরে ।

(ইহার পর ১০৪—১১১ পাতার অভাব আছে ।)

অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ

* * * * *

এথাঁ আণ সঙ্গে আঙ্গে দেখী।
আমৃতেঁ সিঞ্চউ দুই আখী ॥ ২ ॥
তার সব বিটপ আণিঞাঁ।
তার মাঝেঁ রাধাক দেখিঞাঁ ॥
বুঝিল বড়ায়ি সত্বর বচনে।
জল লঞাঁ জাইবোঁ বিজনে ॥ ৩ ॥
আইহনের মাএর আদেশে।
জল লঞাঁ রাধা গেলি পাশে ॥
তা দেখি বড়ায়ির হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল।
মনমথক জাগাএ ॥ ল ॥
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল।
ফুটি বিরহি হৃদয়ে ॥ ল ॥ ১ ॥
তোর দরশন বিণি রাধা ল
বড় বিকল কাহ্নাঞিঁ ল।
তোর বিরহ দহনে ॥ ধ্রু ॥
ঘর তেজি ঘোর বনে বসে কাহ্নাঞি ল
সুতে ধরণী শয়নে।
আহোনিশি তোর নাম সোঁঅরে ল
আতি বড়ই যতনে ॥ ২ ॥

এবেঁ সত্বর গমন করি রাধা ল
পুর কাহ্নাঞিঁর আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ বিচিত্র লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

তোহ্মা না দেঁখিআঁ রাধা বিকল কাহ্নাঞিঁ।
এবেঁ আহ্মাক পাঠায়িল তোর ঠাই ॥ ১ ॥
তোহ্মাক বুয়িল কাহ্নাঞিঁ বিনয় বচনে।
বৃন্দাবন আসি মোরে দেউ দরশনে ॥ ২ ॥
আহ্মার সাসুড়ী বড়ায়ি বড় খরতর।
সব খন রাখে মোরে ঘরের ভিতর ॥ ৩ ॥
কেমনে জায়িবোঁ বড়ায়ি তার বৃন্দাবনে।
মনত গুণিআঁ বোল উপায় আপণে ॥ ৪ ॥
ব্রত ছল করি ফুল তুলিবাক তরেঁ।
বৃন্দাবন যাসি তোক কিছু নাহিঁ ডরে ॥ ৫ ॥
সখি সব সঙ্গে করি চলিহলি রাধা।
তবেঁ আইহনের মাএ না করিব বাধা ॥ ৬ ॥
ব্রতের মরম আইহনের মাএ জাণে।
প্রবোধিতেঁ নারিবোঁ তাক এ সব বচনে ॥ ৭ ॥
আহ্মার হৃদয়ে বড়ায়ি আছে উপাএ।
সেসি প্রকারেঁ বৃন্দাবন গতি হএ ॥ ৮ ॥
রাধার বদন চুম্বী বুইল বড়ায়ি।
আপণে উপায় তোহ্মে কহ মোর ঠায়ি ॥ ৯ ॥
তাহাক করিব আহ্মে বড়য়ি যতনে।
সুখেঁ লআঁ যাইব তোক বৃন্দাবনে ॥ ১০ ॥

মোর সব সখির সাম্ভুড়ী থান গিআঁ।
হেন বোল তা সমাক কিছু ভরছিআঁ॥ ১১॥
বিকি নহে আইহনের মাএর কারণে।
তাক ভরছিলেঁ বড় ঝি দহী বিকণে॥ ১২॥
ভাল বুঝিলেঁ রাধা মোর গমন উপাএ।
এখনে হেনক কাম করিতেঁ জুআএ॥ ১৩॥
এয়ি গিআঁ সাধোঁ কাম তোর উপদেশে।
বাসলী শিরে ধরী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১৪॥

অথাভিমন্যুজননীং জরতীলপিতানুগাঃ।
রোষাবেশবশাদ্গোপাস্তদ্দুর্ব্বচনাশুগৈঃ

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

গোপ কুল নঠ হএ তোহ্মার কারণে।
কুবুধি কত উপজে তোহ্মার মণে॥
আপণা সদৃশ কেহ্নে দেখ সব নারী।
এ কালের বহু সব নহে সতন্তরী॥ ১॥
ষোল সহস্র গোপী রাধা সঙ্গে যাএ।
তভোঁ তোর মণের সংশয় না পালাএ॥ ধ্রু॥
তোর কুবচন সব গোপীজন কহে।
তাক সুণী ঘরের বাহির কেহো নহে॥
দধি দুধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকাএ।
এবেঁ গোআলার গেল জীবন উপাএ॥ ২॥

তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড় জাতী
আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ এক মতী ॥
আপণ আপণ বস্তু হাটক পাঠায়িব ।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব ॥ ৩ ॥
এ বোল সুণিআঁ ডরে আইহনের মাএ ।
প্রণাম করিআঁ বুইল তা সহ্মার পাএ ॥
কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥

অবসরমধিগম্য সম্যগেতং
সরভসমর্ত্তিভরাদুপেত্য রাধাং ।
হরিচরিতবিশেষমুল্লিখন্তী
ব্যথিত মনোজরসাং রসেন বৃদ্ধা ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে ।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে ।
তোহ্মার শঙ্কেত বেণু বাজাএ যতনে ॥ ১ ॥
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে ।
তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে ॥ ধ্রু ॥
তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে ।
তাহাকো করএ কাহ্নু অতি বহুমানে ॥
পাখি বসিতেঁ তরু পাত চলনে ।
তোহ্মার গতি শঙ্কিআঁ রচয়ে শয়নে ॥ ২ ॥

চাহে দশ দিশ কাহ্ন চকিত নয়নে।
কত খনে আইসে রাধা এহি করী মণে ॥
তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে।
শোভে মেঘ মালে যেহেন তড়িতে ॥
গলিত বসন হান প্রসন জঘনে।
আপণে আরোপ গিআঁ পল্লব শয়নে ॥ ৪ ॥
মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞিঁ শেষ রজনী।
তার পুর মনোরথ মোর বোল সুণী ॥
এবেঁ আয়ুগত রাধা বিলম্ব গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥

অথাভিমন্যুজননী যানায় মথুরাং প্রতি।
আদিদেশ ততো রাধা রসানসমনা যযৌ ॥

কহুগুর্জ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

প্রভাত সময় ভৈল সব সখিজনে।
এক চিত্ত যুগতা করিল সাবধানে ॥
দধি দুধ ঘৃত ঘোল সাজিআঁ পসারা।
রাধা সঙ্গে চলি জাই হাট মথুরা ॥ ১ ॥
রাধা চলি জাএ ল চিত্তের হরিষে।

* * * *

চলি জাএ গোআলিনা হাস পরিহাসে।
আইহনের মাএর পাইআঁ আদেশে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥

রাধিকা লয়িল সঙ্গে সব সখীজন
মাথাত পসার লঁআ করিল গমন ॥

*   *   *   *

ডাক দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে ॥ ২ ॥
তখনে হাসিআঁ বুয়িল সন্ধাক বড়ায়ি ।
এবেঁসি নাতিনা সব মণেঁ সুখ পাই ॥
নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে ।
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে ॥ ৩ ॥
এহা শুণী সন্ধে ভৈলা উল্লসিত মন ।
বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি জাইতেঁ বৃন্দাবন ॥
সন্ধাএঁ চলিলা বড় মনের হরিষে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

পথে জায়িতেঁ কথা কহে সুবুধী বড়ায়ি ।
এবেঁ সুচরিত ভৈল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ॥
বাট দাণ হাট দান আর ঘাট দানে ।
সব আধিকার তেজিব সে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
এবেঁ সব লোকের সে করে উপকার ।
ধবম দেখিআঁ সে তেজিল পর দার ॥ ধ্রু ॥
কাহাকো না বোলে কাহ্নায়িঁ এথো খর বাণী ।
তাহার চরিত্র এবেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী ॥
হাটুআ লোকেরেঁ তোষে দিআঁ ফুল ফলে ।
আগু বাঢ়ায়িআঁ থোএ যমুনার কূলে ॥ ২ ॥
বড়ই সুন্দর এবেঁ দেখি দামোদর ।
তাক না করিহ তোহ্মে সব কিছু ডর ॥

তাহাক দেখিলেঁ মোর বোলে পায়িবেঁ সাখী।
লাভে তাক দেখিআঁ জুড়ায়িবে দুই আখী ॥ ৩ ॥
এ সব কথা কহে বড়ায়ি মনের উল্লাসে।
সঙ্গে মেলিলা গিআঁ বৃন্দাবন পাশে ॥
বৃন্দাবনের ফুলে সঙ্গার হৈল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

অথ বৃন্দাবনাদেত্য রভসান্মধুসূদনঃ।
সখীজনবৃতাং রাধামিদমাহ মনোহরং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আল রাধে।
একেঁ একেঁ ঋতুগণে বিলাস কৈল আপণে
কুসুমিত সব তরুগণে।
তীন ভুবন মাঝে কথাঁহো না দেখিলেঁ
দৈব নিয়োজন হেন থানে ॥
ফুটিল গুলাল মাহুলী মালতী মাধবী লতা
লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী।
শেবতী কনক যূথী সুথী কনক কেতকী
পারলি ভুলালী ॥ ১ ॥

আল রাধে।
সরস কর মন সত্বরে কর গমন
দেখি আসি মোর বৃন্দাবনে।
দিবস রআনী এথাঁ একোহি না জাণী
নাহিঁ লাগে রবির কিরণে ॥ ধ্রু ॥

আশ্নই আসাঢ়িআ ভূমিচম্পক চম্পক
গন্ধটগর বনমাহ্লা ।
নাগেশর কেশর আর তিণিশ শিরিষ
বহুল মহুল সেআলা ॥
সিঅলি কুসুম্ভ ওড় রেবতী রাঙ্গনাগর
ধাতকী আমুলিঅ কররারে ।
আশোক কিংশুক চুআঁ চিতা খঙ্কী
কাঞ্চন বন্ধুলী মন্দারে ॥ ২ ॥
কুজা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দূ কুন্দ
ধুধুর মধুর সিন্ধুবারে ।
রবি লোধ ছাতাঅন ভাণ্টি ভুধিআকন
কসাল পিআল ডগরে ॥
মালতা মধুকর বাড়িআল সৈনাহুল
কালকাসুন্দা আসনে ।
গম্ভারী গন্ধপিপ্পলী ভাঁটি ঘাটাপারলী
পিপলী কাপাসি আসনে ॥ ৩ ॥
ছোলঙ্গ নারঙ্গ কামরঙ্গ আম্বু লেম্বু ডালিম্ব
জাম্বু জাম্বীর আম্বড়া ।
চেরু বেরু অফেরু স জলপায়ি থেকর
চালিতা তেন্তুলি সাতকড়া ॥
আঁওলা কমলা পাণি -আল লবলী বদরী
বোহারী কংঙ্কক বণে ।
আম্ব ডালিম্ব ডৌহাকু কুড়ুম চালনি আঁব
হিঙ্কী পিআল টাভাগণে ॥ ৪ ॥
গুআ নারিকেল কণ্ঠৌআল তাল
কদলক পিণ্ডখাজুর শ্রীফলে ।

খিরী খাজুর বনকেন্দূ মহু কুত আর
যত তরু মিষ্ট ফলে ॥
সুগন্ধ চন্দন ঘন রকত চন্দন বন
অগথ কপিথ সুন্দরী ।
খদির পিণ্ডার বর দেবদারু আগরু
নবধব সুগন্ধেরী ॥ ৫ ॥
মহুল কাসিমল সরল ভালা ভিলোল
চাস্তলী সুকল লোচনে ।
তেজপাত ভোজপাত চাম্পাতী চাকলি
আতভড়ি জিতাপাত বণে ॥
পাকড়ী নাকড়ী বন সোণাকড়ী
সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া ।
কাঠ লাড়িকা সাজে কড়য়ি আড়য়ি রাজে
আর্জুন গর্জ্জুন হরিড়া ॥ ৬ ॥
আকোরল জিঙ্গালরু দ্রাক্ষ সুদর্শন
মাহাসুন্দী বাজবারণে ।
জয়ন্তী বিষকরঞ্জ তমাল হেন্তাল পুঞ্জ
পদ্মকাষ্ঠ আর ছাতিঁয়ণে ॥
লতা আম্ব কুশি আর পাকিল দ্রাক্ষা আপার
লতা জাম্বু শোভে চারি পাশে ।
খরমুজা কাঙ্কড়ী বাঙ্গী আমৃত কাঙ্কড়ী
পৈঁলুটী সাড়ব সোআশে ॥ ৭ ॥
কুসুম সমূহ মধু পিআ মধুমত্ত মধুকর
নিকরে মধুর ঝঙ্কারে ।
কুসুমিত লতাকুঞ্জে বেঢ়িল বিবিধ গুঞ্জে
মনমথ করে ঝঙ্কারে ॥

বহে সুশীতল বাএ কোকিল পঞ্চম গাএ
রএ আর নানা পক্ষিগণে।
সুণে মৃগকুল বসে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে
বন্দিআঁ বাসলী চরণে ॥ ৮ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বৃন্দাবন কথা শুণী বড়ায়ির মুখে।
গোআল যুবতী সব পাইল বড় সুখে ॥
সন্ধ্যাক লয়িআঁ রাধা করিআঁ যুগতী।
বৃন্দাবন দেখিবারে কৈলা এক মতী ॥ ১ ॥
রাধা সব সখি সমে করিল গমনে।
তখণ সন্ধ্যার মণে বেধিল মদনে ॥ ধ্রু ॥
আতি বড় পাইল রাধা মনত হরিষে।
বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি বৃন্দাবন দিশে ॥
আগু করী বড়ায়িক চন্দ্রাবলী জাএ।
চিত্তের হরিষে সব গোপী গীত গাএ ॥ ২ ॥
বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে।
আড় নয়নে দেখে কাহ্নাঞিঁক পাশে ॥
খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তল ভার।
সঘন ছাড়িল রাধা হাস্বী আপার ॥ ৩ ॥
চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে।
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে ॥
হেন মতেঁ গেলী রাধা মাঝ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

অশরীররসাবেশবশাদ্বীক্ষ্য রসালসঃ।
সাহূতং মাধবঃ প্রাহ রাধিকামিদমাদরাৎ॥

রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝ বৃন্দাবনে।
কুসুম সমূহে শোভে সব তরুগণে॥
তাত সুললিত ভ্রমরের রোল।
আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল॥ ১॥
রাধা তোর মোর দেখি মাঝ বৃন্দাবনে।
আজি সে সফল হ ন যৌবনে॥ ধ্রু॥
শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে॥
এক ঠাঁয়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পত্র ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার॥ ২॥
এহা বন আদভুত আছে থানে থানে।
আহ্মা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জাণে॥
তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আনুমতী।
তথাঁক না লইহ লোক কেহো সংহতী॥ ৩॥
সকল শরীর মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার।
তেহ্ন সব বন মাঝেঁ এ বন আহ্মার॥
এহাত উচিত হএ তোহ্মার বিলাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

গুর্জ্জরীরাগঃ॥ রূপকং॥

তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে।
আর সংহতী এড়িব কেন মণে॥

যত দেখ মোর সখিগণে।
কাহারো ভাল নহে মণে ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ১ ॥
তেহ্ন কর উপায় আপণে।
ভাল বোলে যেহ্ন সখিগনে ॥ ধ্রু ॥
ফুলেঁ ফলেঁ বৃন্দাবন শোভে।
তা দেখি সভ্যাতেঁয়ি লোভে ॥
কেহো না এড়িবে তোর লাগে।
সঙ্গে হয়িব তোর আগে ॥ ২ ॥
সামী সাসু দুইহো খরতর।
আর খল সকল নগর ॥
সব তোর মোর দোষ চাহে।
তেঁসি মোর মন থীর নহে ॥ ৩ ॥
তোর মনে হেন পড়িহাসে।
ফুল ফলের দিআঁ আশে ॥
সখিগণ নেহ চারি পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা ল।
আপণে কহিলে মোর মনের কথা।
সুণিআঁ খণ্ডিল সব বেথা ॥
ষোল সহস্র তোর সখিগণ।
সভ্যার তোষিব আহ্মে মন ॥ ১ ॥
রাধা ল।
করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলসিবোঁ গোপী সমাজে ॥ ধ্রু ॥

চির সময় সঞ্চিত উ ভয় তোর মণে।
খণ্ডায়িবোঁ আজি ভাল মণে ॥
একেঁ একেঁ রাধা যত গোপীগণ দেখা।
আজি সে করায়িবোঁ তোর সখা ॥ ২ ॥
কেহো কাহাকো যেন না করে উপহাস।
তেহ্নু মতেঁ করিব বিলাস ॥
তা সক্ষার হৃদয় হরিআঁ নিল আক্ষো।
পাছে জনা রোষ কর তোক্ষো ॥ ৩ ॥
এ বোল বুলিআঁ কাহ্নাঞি মণের উল্লাসে।
গেলা সব গোপীগণ পাশে ॥
সক্ষাক বুইল কাহ্নাঞি রতি পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকাশক ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণ গোপীগণ আক্ষার বচন
অভয় দিলোঁ মো আপণে।
নিজ মন সুখে ফুল তুলী লআঁ
যাহ যাহার যেন মণে ॥ ১ ॥
চির জীঅ কাহ্নাঞি কুলের নন্দন
আক্ষারে দিলেঁ অভএ।
যেন জাতা তোক্ষো যেহ্ন লোক তাহার
উচিত হেন হএ ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ২ ॥
এ বোল শুণিআঁ ——কাহ্নাঞি
খণেক মনে বিমরিষে।
আজি হয়িব মোর কাজের সিধী
পুরী চির আভিলাসে ॥ ৩ ॥

কাহ্নের বদন আতি সুশোভন
দেখিআঁ যুবতীগণে।
দৈব নিয়োজন মদন বাণে
বিকলি ভৈল পরাণে ॥ ৪ ॥
এক তরুণীকে দেখায়িল কাহ্নাঞিঁ
হোর ফুল আতি উচে।
তাক লাগি কর তুলিলেক গোপী
কাহ্নাঞিঁ ধরিল কুচে ॥ ৫ ॥
আয়র গোপী বুঝিল কাহ্নাঞিঁ
ফুল আছে দূর ডালে।
কেমনে পায়িবোঁ এ ফুল কাহ্নাঞিঁ
উপায় বোল সকালে ॥ ৬ ॥
তাহাক তুলিআঁ ধরিল কাহ্নাঞিঁ
সে ফুল তোলএ আপণে।
তুলিতেঁ নাহ্নায়িতেঁ পায়িল আলিঙ্গন
কাহ্নাঞিঁ বিনি যতনে ॥ ৭ ॥
আয়র গোপী ফুল তুলিবাক
লাগিল ঝাটাল বনে।
গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক
না দেখিল একো জনে ॥ ৮ ॥
সে বনের মাঝেঁ দেব দামোদর
মিলিল দৈব ঘটনে।
পায়িল গোপী আপণ মনে
চুম্বিল তার বদনে ॥ ৯ ॥
পবনে চলিল গাছের পাত
তাত ভয় মনী ছলে।

কোহ্নো গোপীগণ চঞ্চল নয়ন
ধরিল তাহার গলে ॥ ১০ ॥
হের ভাল ফুল হোর ভাল ফল
বুলিআঁ দেব মুরারী ।
দূরক নিআঁ পুরিআঁ কোলে
কৈল গোপী নারী ॥ ১১ ॥
হেনমনে বনে হরিল কাহ্নাঞিঁ
সকল গোপীর মণে ।
অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলী গণে ॥ ১২ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

লাজ ভয় তেজিআঁ সকল গোপীগণে ।
মিলিআঁ রহিল গিআঁ গোবিন্দ চরণে ॥
আহ্মা না হেলিহ গোসাঞিঁ আনের বচনে ।
আজি হৈতেঁ আহ্মে সহ্মে তোহ্মার শরণে ॥ ১ ॥
তোহ্মে দেব বনমালী নান্দের নন্দন ।
আজি হৈতেঁ গোপীর হৃদয় চন্দন ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার ধরহ আর এক বচন ।
কতো খন দেখি গোসাঞিঁ তোর বৃন্দাবন ॥
এড়িতেঁ না ফুরে মন এখো খনে ।
কমন আন্তরে তোহ্মে হরিলেতেঁ মনে ॥ ২ ॥
বুঝিবারে নারিল তোহ্মারে জগন্নাথ ।
পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহিঁ দেহ ভাত ॥
আসত নিফল দুখ সহন না জাএ ।
ত্রিভুবন জন মন গোচর তোহ্মাএ ॥ ৩ ॥

এ বচন শুণী উল্লসিত ভৈল কাহ্ন।
আমৃতেঁ সিঞ্চিল আপণার দুঈ কান ॥
গোপীগণ মন তোষিবারে কৈল মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বুঝিআঁ গোপীর মনে।
আল।
খণেক গুণিল কাহ্নে।
ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে ॥
আনেক হয়িআঁ তখনে।
বিলসিল গোপীগণে।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে ॥ ১ ॥
আল।
সব গোপীজন জাণে।
মোএঁ সে পায়িলোঁ এ বনে শ্রীমধুসূদনে ॥ ধ্রু ॥
কুটিল কুসুম পুঞ্জে।
সরস ভ্রমর গুঞ্জে।
এক এক নারি লআঁ এক এক কুঞ্জে ॥
চির মনোরথ পূরী।
রসময় মন করী।
বৃন্দাবন মাঝে রতি ভুঞ্জিল মুরারী ॥ ২ ॥
একেঁ একেঁ গোপীজনে।
সঙ্কে জাণিল আপণে।
রাধাতে আধিক কাহ্ন মণে ॥

কাহ্নাঞিঁ তাহাক জাণী।
কিছু না বুঝিল বাণী।
রাধা চন্দ্রাবলী মণে কৈল চক্রপাণী ॥ ৩ ॥
সংহরী সকল দেহে।
গোপী এড়ি কুঞ্জ গেহে।
বিকল গোবিন্দ মুরারী রাধার নেহে ॥
গেলা রাধিকার পাশে।
সুরতি রসের আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
(সংস্কৃত শ্লোক—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।
কে না সুতীথে তপ কৈল ভাগ্যমতী।
কে নারী কাহ্নের সঙ্গে করে সুরতী ॥
কাহ্ন বিনী আভাগিনী গোপ যুবতী।
দেখ সঙ্কে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী ॥ ১ ॥
হরি হরি।
সুন্দর সে গীত গাআঁ বাআঁ করতালী।
দেখ পাঅ চিহ্ন কথাঁ গেলা বনমালী ॥ ধ্রু ॥
কে না কুশ ক্ষেত্রে বিধিবতেঁ কৈল দান।
কাহার ফলিল পুষ্কর পুন্য সিনান ॥
কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী।
কারেঁ হাথেঁ হাথেঁ নিআঁ বিধি দিল নিধী ॥ ২ ॥
কে না কেদার শির পরসিল করে।
কে না তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে ॥

কে গাঅ তেজিল গঙ্গা সঙ্গত সাগরে ।
যা লঞাঁ কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে ॥ ৩ ॥
হেন মতেঁ বিলসিলা সকল যুবতী ।
লাগ না পাইআঁ দেব আধিপতী ॥
রোষিলি রাধিকা দিল খর বচন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাহ্মে যেন ভাত পাআঁ না এড়ে
নিধনে নিধী ।
তেন গোপাগণ এহ্নিতেঁ কাহ্নাঞিঁ
হারায়িল সকল বুধী ॥
একেঁ চাহিলেঁ আরেঁ পায়িলেঁ
আপণ মণের সুখে ।
সব গোপা নারী মিলিআঁ এবেঁ
কি রঞ্জসি মোর মুখে ॥ ১ ॥
ভাল উপদেশ দিলোঁ মো তোরে
আপণার মতিমোষে ।
এখণে তাহার ফল ভুঞ্জোঁ মোএঁ
আপণে আপণ দোষে ॥ ধ্রু ॥
এখন আহ্মার থানক আইলাহা
মুখে তোর নাহিঁ লাজে ।
পুণা সেই গোপী -গণ পাস যাহা
তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজে ॥
যে পর পুরুষ সমে নেহ করে
তার হএ হেন গতী ।

দৈব দোষে কাহ্নু তোহ্মাত ভজিলোঁ
বঞ্চিলোঁ আপণ পতী ॥ ২ ॥
যেহেন বাহির তেহেন ভিতর
সরূপেঁ জাণিলোঁ তোরে।
কপট সাগর হৃদয় তোহ্মার
নাছি মোর গোচরে ॥
এবেঁ ভাল মতেঁ তোহ্মাক জাণিলোঁ
নিবারিলোঁ মো হৃদয়ে।
টেটন নটক লোক সমে নেহ
কোহ্নো কালে ভাল নহে ॥ ৩ ॥
শপথ করিআঁ বুইলোঁ মো তোরে
না জায়িবোঁ তোহোর পাশে।
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ
কে নাহিঁ উপহাসে ॥
এ বোল স্থণিআঁ কাহ্নের মণে
ভৈল বড় তরাসে।
রাধা সম্বোধিআঁ বুলিল বচন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশন রুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিআঁ লোভে।

পরতেখ তোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১ ॥
মদন বাণে দগধ ভৈলোঁ
তোর আকারণ মাণে।
বদন কমল মধুপান দিআঁ
রাখহ মোর পরাণে ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ সতোঁ কোপ কয়িলেঁ
তবেঁ মোরে হান নয়ন বাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে ॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষন
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।
এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনে ॥ ২ ॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
আধরে কোকনদ রূপে।
মদন বাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে ॥
এ তোর কুচ শোভে মণি (মাল)
জঘনে নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
থল কমল চরণে ॥ ৩ ॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণ পল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে ॥

পালাউ আঙ্গার মদন বিকার
সত্বরেঁ করহ আদেশে ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

অবধীর্য্য কাকুমিতি রাধিকয়াভিদধে ন কিঞ্চন সরোষভয়া ।
অথ স ত্রপাভরমনা বিহিতঃ প্রতিঘং মুরজিৎ (কৃতবানেব) ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুল বাড়ী ।
নিষধিতেঁ কেহ্নে রাধা কৈল ফলধাড়ী ॥ বড়ায়ি ॥ ১ ॥
হাথে বাঁশী করি গেণ্ডু খেলাওঁ গোকুলে ।
দেখোঁ বৃন্দাবন পসি কেবা ফুল তোলে ॥ ২ ॥
ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে ।
ষোল সহস্র গোপীজন করী সঙ্গে ॥ ৩ ॥
মোর বনতরু ডালেঁ সজায়িআঁ আঙ্কুড়ী ।
ফুল তুলি লৈল রাধা ভাঙ্গিআঁ পাখুড়ী ॥ ৪ ॥
লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে ।
গুলাল মালতী মালে করিল বিলাসে ॥ ৫ ॥
যৌবন গরবেঁ রাধা কিছু নাহিঁ জাণে ।
মোর বৃন্দাবন পসী মোক নাহিঁ চিহ্নে ॥ ৬ ॥
বৃন্দাবন দেখি মোর পোড়এ আন্তর ।
তোহ্মা দেখী রাধার না করোঁ আথান্তর ॥ ৭ ॥
যত বা ফুল ফল নিল তার দেস্ত কৌড়ী ।
নহে বা বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দৃঢ় দৌড়ী ॥ ৮ ॥

এভোঁহো সুন্দরি রাধা ধরু মোর বোল।
কোড়াঁর আন্তরেঁ মোরে দেউ চুম্ব কোল ॥ ৯ ॥
আকারণে বোলে রাধা মোরে আনুখর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ১০ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং মহারোষবতী সতী।
জরতী রাধিকামাশ্বিমতী মিতি ততো বদৎ ॥

রামগিরিরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

আনেক যতন করি নান্দের নন্দন।
আহ্মা হাথেঁ আনায়িল তোহ্মা বৃন্দাবন ॥
আসিতেঁ তোহ্মাক দেখী হরষিত মন।
আগু গেলা দেখায়িতেঁ তোহ্মাক তরুগণ ॥ ১ ॥
এহে।
এবেঁ মোক বোলে কাহ্নাঞিঁ সব বিপরীত।
হেন বুঝো রাধা তোঁ করিলি কুচরীত ॥ ধ্রু ॥
তার বৃন্দাবনক আয়িলাহোঁ চিরকালে।
তুলী লৈল নানা ফুল ভাঙ্গি লৈল ডালে ॥
জত আপরাধ কৈল জাণহ আপণে।
তার বোল না ধরিলেঁ মরসিব কেহ্নে ॥ ২ ॥
তোহ্মার চরিত্র রাধা না বুঝিএ ভাল।
কাহ্নাঞিকে ভাণ্ডিতেঁ পারিবেঁ কত কাল ॥
আনুরোধ এড়ায়িতেঁ নারিবি তাহার।
বুঝিআঁ রাখহ রাধা মোর উপকার ॥ ৩ ॥

যত ফুল ফল নিলেঁ তার চাহে কৌড়ী।
না দিলেঁ বান্ধিআঁ থুয়িতেঁ সজ কৈল দড়ী॥
বান্ধিআঁ রাখিলেঁ বলেঁ হৈব জাতী নাশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

কোড়ারাগঃ॥ একতালী॥

সন্ধ্যারে বুয়িলোঁ বড়ায়ি সজাইআঁ আকুড়ী।
বৃন্দাবনে ফুল পাত না ভাঙ্গে পাখুড়ী॥
কৃষ্ণে দেখিলেঁ বড়ায়ি পাড়িবেক গালী।
আঞ্চলে ধরিব আর বুলিব ধামালী॥ ১॥
তবেঁ বোল ফুল তোল বড়ায়ি।
যা নাহি আইসে কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
ফুল তুলিহ বড়ায়ি চাম্পা নাগেশ্বর।
গাছ না ভাঙ্গিহ ফল না লৈহ বিথর॥
কৃষ্ণ দেখিলেঁ বড়ায়ি লয়িবেক কর।
সুণিআঁ সাস্থড়ী যায়িতেঁ না দিব ঘর॥ ২॥
আতি না তুলিহ বড়ায়ি গুলাল মালতী।
কনক যূথিকা মাহলী লবঙ্গ সেয়তী॥
কৃষ্ণ যবেঁ দেখিবেক গাছ পাতেঁ পাতেঁ।
তবেঁ কাহাকেহো ঘর না দিবে যাইতেঁ॥ ৩॥
এবেঁ ফল ধরিলেক আক্ষার বচনে।
আসিআঁ বিরোধিল মথুরা গমনে॥
এবেঁ মোর থানে নাহি তাহাক উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

অস্মিন্নবসরে রাধাং মাধবঃ প্রাহ সত্বরং।
পেশলাপেশলং পুষ্পবাণবাণজ্বরাতুরঃ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তোএঁ না গুণসি মনে।
আল করিবোঁ যতনে।
নিজ ধন দিআঁ সুন্দরী রাধা নির্ম্মায়িলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥
আনেক ফুল তুলিলেঁ।
আল বহুত ফল খায়িলেঁ।
আর আনুচিত কৈলেঁ রাধা ডাল ভাঙ্গিআঁ পেলায়িলেঁ ॥১॥
রাধা কৈল বৃন্দাবন নাশে।
সে ফুল তুলিআঁ নিলেঁ যাহার যোজন বাসে ॥ ধ্রু ॥
যূথা কেশর সেঅথী।
মাধবীলতা মালতী।
সকল ফুল লআঁ রাধা তোক্ষে না থুয়িলেঁ কতী ॥
তোক্ষে আইহন গোআলী।
আক্ষে দেব বনমালী।
আল সব ফুল সজআঁ শয়ন তোর মোর করী কেলী ॥২॥
যবেঁ সে ফুল না দিবেঁ।
তবেঁ সমুচিত ফল পাইবেঁ।
চোর বাদেঁ তোক্ষা বান্ধিআঁ থুয়িবোঁ কেমণে ঘর জাইবেঁ ॥
এভোঁ সুন মোর বোল।
দেহ মোরে চুম কোল।
অভিনব তোর রূপ যৌবন দেখিআঁ পড়িলোঁ ভোলে ॥৩॥

কেহ্নে হেন কাম কৈলে।
সব ফুল ফল লৈলে।
বৃন্দাবন মাঝে পসিআঁ রাধা সব তরু শুন কৈলেঁ ॥
দেখিআঁ পোড়ে হৃদয়ে।
যেন মোর প্রাণ জাএ।
কাহাকে কহিবোঁ কেনা পাতিআএ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥৪॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

মো নাহিঁ নাশি তোর বৃন্দাবনে
সুণ ল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
পথিক লোক তাক উপভোগে ল
তাত মোর দোষ নাহিঁ ॥১॥
মিছা দোষ মোরে না দিহ কাহ্নাঞিঁ ল
মো জাওঁ রাজপথে ॥ ধ্রু ॥
মো যবেঁ জাণিতোঁ হেন করিবেঁ তোল
তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে।
নাহিঁ যাইতোঁ দধি দুধ বিকণিতেঁ ল
কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে ॥ ২ ॥
না জাণো কি তোর মণে রোষ আছে ল
মোর দোষ তে কারণে।
তোহ্মাক হেন বুলিতেঁ না জুআএ
তোহ্মে নান্দের নন্দনে ॥ ৩ ॥
এহা পথেঁ আরবার নাহিঁ জাইবোঁ ল
দেহে যা জীউ বসে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যদি যাসি রাধা তোএঁ এ রাজপথে।
মোর বৃন্দাবন কেহ্নে আইলা অগবেগে ॥
যাতি আজি নষ্ট ভৈল আঅর সেয়তী।
এত পুষ্প নঠ কৈলেঁ কাহার যুগতী ॥ ১ ॥
রাধে ল আল কি ফুরিল মণে।
কেহ্নে ভাঁগিল রাধা মোর বৃন্দাবনে ॥ ধ্রু ॥
লবঙ্গ মালতী রাধা ভাঙ্গিলে আপার।
দনা মরুআ ভাঙ্গিলে ডুলালের ডাল ॥
দূতার বোলে ভাঙ্গসি বৃন্দাবন।
নাহিঁ জাণো নারী তোর কেহেন মন ॥ ২ ॥
মাহলী কুন্দ ভাঁগিলেঁ তোঁ আয়র নেআলী।
মাধবীলতা ভাঁগিলেঁ আঅর পারলা ॥
বৃন্দাবন ভাঁগি মোর করিলেঁ বিকল।
পায়িবেঁ আহ্মার থানে উচিত ফল ॥ ৩ ॥
যবেঁ তিরী বধে নাহীঁ থাকে ডর।
তবেঁ আজি মারিআঁ পাঠাওঁ যম ঘর ॥
মোঞিঁ সে জাণো মোর যেন করে মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

রামগিরিরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোহ্মার বচন কাহ্নাঞিঁ ধরিআঁ মণে।
সব সখি লআঁ আইলোঁ তোর বৃন্দাবনে ॥
সব ফুল তুলী নৈল তোহ্মার আদেশে।
এবেঁ কেহ্নে তুলি দেহ মোরে চুরী দোষে ॥ ১

না বোল না বোল মিছা দেব চক্রপাণী।
তোহ্মার বদনে কেহ্নে আইসে হেন বাণী॥ ধ্রু॥
ফুল ফল কাহ্নঞিঁ কিছু নাহিঁ হাথে।
এবেঁ ফুল কথাঁ পায়িবোঁ জগন্নাথে॥
গুটি চারি ফুল হের আছে মোর হাথে।
তাক নেহ তোর মনের সোআথে॥ ২॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝিআরী।
ফুল চুরী বাদ আহ্মে সহিতেঁ না পারী॥
না দেখিল না শুণিল বোলহ উত্তর।
তোহ্মাতে আধিক আর নাহিঁক নাগর॥ ৩॥
মিছা কেহ্নে বোল এবেঁ সুন্দর মুরারী।
তোর ফুল তুলী লৈল সব গোপনারী॥
ছাড়হ নিলজ কাহ্ন কপট বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ॥ ৪॥

বৃন্দাবনীয় প্রসব প্রক৯প্তাং
পশ্যামি রাধে ভবতীং পুরস্তাৎ।
বিশ্রাণয় ত্বং কুসুমান্যবায়ে
বামেথবা মোদবিধায়ি দেহং॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ দণ্ডকঃ॥

তমাল কুসুম চিকুরগণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে॥ ১॥
সুপুট নাসা তিল ফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥ ২॥

আধর স্থরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কণ্ঠযুগ তোর এ বগ ছুলে ॥ ৩ ॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।
খস্তরী কুসুম তোর বসনে ॥ ৪ ॥
ভুজযুগ হেম যূথিকা মালে।
অশোক তবক কর যুগলে ॥ ৫ ॥
মুকুলিত থল কমল তনে।
রোমরাজী তাত আতয়াগণে ॥ ৬ ॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনক কেতকী জংঘ যুগলে ॥ ৭ ॥
চরণ কমল থল কমলে।
আঙ্গুলী চম্পক কলিকা জালে ॥ ৮ ॥
নখর নিকর দেখি গুলালে।
শিরীষ কুসুম তনু সকলে ॥ ৯ ॥
কনক চম্পক কুসুম পান্তী।
তোহ্মার সকল শরীর কান্তী ॥ ১০ ॥
নেআলী সেআলী মাহ্লী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে ॥ ১১ ॥
দেখোঁ মো তোর ফুল শরীরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ১২ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাহ্নাঞি ল

সকল পুরুষ মাঝেঁ তোহ্মে বড় নাগর
তোহ্মারে কে দিবেক উত্তর।

ছাড়হ অলঙ্গাল্ না কর কচাল
এড় যাওঁ মথুরা নগর ॥ ১ ॥

কাহ্নাঞিঁ ল

বুঝিল বুঝিল তোহ্মার মতা।
সম দেখ সকল যুবতী ॥ ধ্রু ॥

কিবা না করিল আহ্মে তোহ্মার এক বচনে
লাজে দিআঁ তিনাঞ্জলী।
নিজ পতি না চাহিলোঁ তোহ্মাক উপেখিলোঁ
সহিলোঁ সাসু ননন্দ গালী ॥
বিষম পুরুষ জাতী কঠিন হৃদয় আতী
তাক নাহিঁ কিছু পরকার।
ছার তিরী যরম শিরীষ কুসুম মন
বড় মানে তিন উপকার ॥ ৩ ॥
তোহ্মার নেহ সকল কমলিনী দল জল
চঞ্চল দুইহো পড়িহাসে।
এড়হ আর আশে চলি জাহা নিজ বাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কহু রাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোহ্মাতে মজিল মোর মনে ল।
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল
কেহ্নে বোল নিঠুর বচনে ॥
হের মোর বৃন্দাবনে ল।
আল হের সুণ প্রাণ রাধা ল
নিফল করহ কি কারণে ॥ ১ ॥
নানা ফুলে বুলে ভ্রমরে।

আল হের স্থন প্রাণ রাধা ল
তভোঁ কি মালতী পাসরে ॥ ধ্রু ॥
এ তোর নব যৌবনে ল
আহোনিশি জাগ মোর মণে।
তাহাত তোহ্মা রমণে ল
খেতি করে আহ্মার পরাণে ॥ ২ ॥
মন ঝুরে তোর নামে ল
সংসারত তোহ্মা কৈলোঁ সারে।
তোর বোলেঁ গোপীগণে ল
তুষিআঁ তেজিলোঁ পরকারে ॥ ৩ ॥
তোতে মন না বিচলে ল
বোল মোরে বৈশোঁ তোর পাশে।
খণ্ডুক আহ্মার দুখ হউক মন সুখ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য প্রেমবচসা রাধা সাদরমানসা।
বশাভবদসাবাশু কুসুমাশুগসঙ্গতা ॥

———

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তিরীর সভাব মণে করে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল
তাত রোষ না কর নাগরে ॥
এ তোহ্মার বচনে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল
সব কোপ খণ্ডিল এখনে ॥ এআ ॥ ১

আল হের
এহি জাগে তোহ্মার চরণে ।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল
আহ্মা সম না করিহ আনে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মার আহ্মার তুহি মণে ।
এক করী গান্থিল মদনে ॥
তার আনুরূপ বৃন্দাবনে ।
তোর বোল না করিব আনে ॥ ২ ॥
বিধি কৈল তোর মোর নেহে ।
একই পরাণ এক দেহে ॥
সে নেহ তিঅজ নাহি সহে ।
সে পুণি আহ্মার দোষ নহে ॥ ৩ ॥
কে বুলিতেঁ পারে তোর গুণে ।
একেঁ একেঁ বসে মোর মনে ॥
এবে আসি বৈশ মোর পাশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

যত মনোরথ ছিল তাহাক সফল কৈল
নানাবিধ দিআঁ আলিঙ্গনে ।
রাধার তন পরসে যেহ্ন আমৃত কলসে
সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে ॥ নাএ ॥ ১ ॥
রসে পূরিআঁ (?) মণে ।
কাহ্ন কৈল কেলি বৃন্দাবনে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
বদনে বদন কৈল ————
উচিতেঁ আমৃতেঁ বৃষ্টি ভৈল ।

দিল নয়ন নয়নে রস বসে ঘন ঘনে
কমলে খঞ্জন সংযোজিল ॥ ২ ॥
যোড়ী রসন রসনে দুঈ কিশলয় যেহ্নে
দামোদরেঁ মধু পান কৈল ।
নানা থানক চুম্বীল আধরে আধর দিল
বিম্ব পোআলেঁ এক ভৈল ॥ ৩ ॥
পরসিল ঘন ঘন রাধার জঘন
কৈল মনমথ পরিতোষে ।
দুইহো মনের উল্লাসে করিল বন বিলাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি বৃন্দাবনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ যমুনাখণ্ডান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডঃ

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

গোপীগণ মন তোষিল দেব চক্রপাণী ।
মথুরা নগর যাইতেঁ দিলান্ত মেলানী ॥ ১ ॥
তখন গুণিল কিছু মণে দামোদর ।
বিলাস করিলোঁ মোঞেঁ বনের ভিতর ॥ ২ ॥
জল কেলি করিবারেঁ কাহ্নু কৈল মন ।
খাণিএক গুণিল হৃদয়ে জনার্দ্দন ॥ ৩ ॥
বৃন্দাবন মাঝেঁ যমুনা নদী বহে ।
তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহে ॥ ৪ ॥
কালীয় নাম নাগ তাহাত বসে ।
জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে ॥ ৫ ॥
কোহ্নো জন্তু তাত না করএ জল পান ।
তাহাত অধিক নাহিঁ বিজন থান ॥ ৬ ॥
কালী দলিআঁ জল করিআঁ নির্ম্মল ।
তহিঁাত করিবোঁ জল কেলি সকল ॥ ৭ ॥
হেন মনে চিন্তি গেলা দেব দামোদর ।
কালীয় দহের কূল কদমের তল ॥ ৮ ॥
কদম্ব তরুর চড়ী দহে দিল ঝাঁপ ।
দেখি রাখোআল ডরেঁ উঠি গেল কাঁপ ॥ ৯ ॥
কোপিল কালীয় নাগ লআঁ পরিবারে ।
দশনে দংশিল সব কাহ্নের শরীরে ॥ ১০ ॥
তিলেঁ তিলেঁ নাগকুলেঁ দংশিল কাহ্নাঞিঁ ।
হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঁ ॥ ১১ ॥

তখণ বিষের জালে দগধ পরাণ।
আচেতন হয়িআঁ রহিলা দেব কাহ্ন ॥ ১২ ॥
হেনই সম্ভেদে সব গোপ যুবতী।
বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী ॥ ১৩ ॥
বিকল দেখিআঁ তর্থা রাখোআলগণে।
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে ॥ ১৪ ॥
সব গোপ রাখোআল গোপীগণ থানে।
বুইল কালীদহে ঝাঁপ দিল দেব কাহ্নে ॥ ১৫ ॥
এহা স্তুণী সব গোপী পাইল তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৬ ॥

গোপালকুলতঃ শ্রুত্বা নিমগ্নং কালিয়ে হ্রদে।
মাধবং রাধিকা খেদাদ্বিললাপ নিরন্তরং ॥

সৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আজি জখনে মোঁ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ।
পাছেঁ ডাক দিল কালিনী মাএ ॥
তার ফলেঁ মোর পরাণ পতী।
মোক ছাড়ী কাহ্নাঞিঁ গেলা কতী ॥ ১ ॥
বাহুড় এ কাহ্নরূপ মুরারী।
তোঁ লাগি বিকলী রাধা গোআলী ॥ ধ্রু ॥
সামল কোমল দেহ তোহ্মার।
কেমনে সহিবেঁ বিষের জাল ॥
ধিক ছুক কাহ্নাঞিঁ সে কালীনাগে।
আহ্মা না দংশিল তোহ্মার আগে ॥ ২ ॥

সম্ভাত বড় যাক তোহ্মার নেহা।
যা সমে তোহ্মার একয়ি দেহা ॥
হেন চন্দ্রাবলী করে কাকুতী।
কি কারণে কাহ্ন না দেহ সম্মতী ॥ ৩ ॥
দাঁতে তৃণ করি যাচোঁ কাহ্নাঞিঁ ।
কপট ছাড়ী আয়িস মোর ঠাই ॥
ভকতী দাসিক তেজহ কেহ্নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল।
লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল ॥
হেন কাহ্ন মৈলা কালীদহে ঝাঁপ দিআঁ।
গোপ যুবতী সব অনাথ করিআঁ ॥ ১ ॥
হৃদয়ত ঘাঅ দিআঁ রাধা গোআলিনী ।
করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
কাভোঁ না লঙ্ঘিব আর তোহ্মার বচন !
উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দের নন্দন ॥
কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।
কাহ্ন তোহ্মা বিণি সব নিফল মোরে ॥ ২ ॥
হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল ।
কোঁয়ল কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে বিষ জালেঁ মায়িল ॥
দেখিতেঁ রাপায়িল সব গোপীর পরাণে ।
ত্রিভুবনে সুন্দর নাগর বর কাহ্নে ॥ ৩ ॥
রাধা এক রাখোআল পাঠাআঁ সত্বরে।
বারতা জাণায়িল নন্দ যশোদার ঘরে ॥

সুণিয়া নন্দ যশোদা ভৈলা আচেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ। লঘুশেখরঃ ॥

সকল গোআলকুল লআঁ ততিখনে।
নন্দ যশোদা ধাইআঁ আইল সেই থানে ॥
দেখিল কালীদহে পসিলা নারায়ণ।
নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন ॥ ১ ॥
কেহ্নে হেন কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ মোর আদিবসে।
তোহ্মে লাগি ভৈল আজি শুন দশ দিশে ॥ ধ্রু ॥
লোটাআঁ লোটাআঁ দুইজো কান্দে একবারে।
কেহ্নে শুন কৈলেঁ মোর সকল সংসারে ॥
খাণিএক উঠ দেখোঁ পুতা তোর মুখ।
আহ্মা দুখ দিআঁ পুতা কত পাইবেঁ সুখ ॥ ২ ॥
সকল গোআল কান্দে মাথে দিআঁ হাথে।
কেহ্নে আহ্মা মারি যাহা দেব জগন্নাথে ॥
উঠিআঁ বোলহ কেবা কৈল কোণ দোষে।
দহত পসিলা কাহ্নাঞিঁ কাহার রোষে ॥ ৩ ॥
বলভদ্র খাণিএক গুণিলান্ত মণে।
মোহো পায়িল কাহ্নাঞিঁ বিসরী আপণে ॥
পুরুব জাণায়িআঁ আহ্মে করায়িউ চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।
তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী।
স্বগ্গ মর্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী ॥

তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলা তনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল ॥ ১ ॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালা।
জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালা ॥ ধ্রু ॥
মীন রূপ ধরা জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ।
কমঠ শরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ ॥
মাহাকোল রূপেঁ দন্তে মেদনা উঠায়িলে।
নরহরি রূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারিলেঁ ॥ ২ ॥
বামন রূপেঁ তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ।
পরশুরাম রূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ ॥
শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥ ৩ ॥
বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিবেঁ নিরঞ্জন।
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিবেঁ দুষ্টজন ॥
হেন শুনিআঁ কাহ্নাঞি পাইল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

ধান্নুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

উঠিলা সত্বরেঁ নারায়ণ।
বাহু ফাল করিআঁ তখন ॥
যেন তৃন যাএ চণ্ডবাতে।
নাগবন্ধ গেলা তেহ্ন মতেঁ ॥ ১ ॥
কালীয় দলিল দামোদর। আল।
যমুনা জলের ভিতর ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
চড়িলা কালীয়নাগ শীরে।
গরুড় বাহন মাহাবীরে ॥

আতি ভরেঁ বদনে তাহার ।
বাহিরাএ শোণিতের ধার ॥ ২ ॥
কালীয়নাগের মাহা ফনে ।
দামোদর জুড়িল নাচনে ॥
এক এক চরণের ঘাএ ।
কালায়নাগের প্রাণ জাএ ॥ ৩ ॥
সামীর মরণ কাল জাণী ।
তার নেহে বিকলি সাপিনী ॥
ভকতীএঁ কাহ্নাঞিঁর পাএ ।
স্তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ত্রিভুবন নাথ তোহ্মে হরী ।
প্রভু হয়িআঁ হেন নাহিঁ করী ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
জগত না সহে তোহ্মার দাপ । আল ।
কোণ ছার কালীর সাপ ॥ ২ ॥
তোহ্মে নিরমিল ত্রিভুবনে ।
জল থল জীব জন্তুগণে ॥ ৩ ॥
সাপেরে করিআঁ বিষ দাণে ।
এবেঁ কেহ্নে হরহ পরাণে ॥ ৪ ॥
সামী মোর সেবক তোহ্মার ।
তোহ্মে এথাঁ দিলেঁ আধিকার ॥ ৫ ॥
মূঢ় সাপ জলের ভিতরে ।
না জাণিআঁ দংশিল তোহ্মারে ॥ ৬ ॥
বারেক মোরে দয়া কর ।
সামী দান দেহ দামোদর ॥ ৭ ॥

সুণিআঁ কাহ্নাঞিঁর ভৈল তোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

সদয় হৃদয় হআঁ বুইল দামোদরে।
সাঁকাল চল তোহ্মে দক্ষিণ সাগরে ॥
তথাঁ সুখে থাক গিআঁ আহ্মার বচনে।
যমুনার বাস তেজি নির্ভয় মণে ॥ ১ ॥
এহে।
আণেক কাকুতী কৈল কালীর নাগিনী।
সুণিআঁ কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণের আদেশ শুণী কালীয়নাগে।
প্রণাম করিআঁ বুইল কাহ্নাঞিঁর আগে ॥
সাগরে রহিতেঁ আজ্ঞা ভৈল মোর ভাগে।
তথাঁ গরুড়ের ভয় মোক বড় লাগে ॥ ২ ॥
হেন সুণী কৃষ্ণ বুইল তোহ্মার মাথাতে।
কালীয় রহিব চিহ্ন মোর পদঘাতে ॥
এহা দেখি গরুড় না খায়িব তোহ্মারে।
সকল সময় সুখেঁ বসহ সাগরে ॥ ৩ ॥
কাহ্নের আদেশ হেন পাআঁ নাগ কালী।
সাগরক গেলা সব পরিজনে মেলী ॥
জলে হৈতেঁ হরিষেঁ উঠিলা জনার্দ্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কাহ্নাঞিঁক দেখি যত গোপ গোপীগণে।
হরিষেঁ হয়িলা তবেঁ সজল নয়নে ॥

কেহো দৃঢ় ভুজযুগেঁ কৈল আলিঙ্গন।
কেহো ঘন ঘন তার চুম্বিল বদন ॥ ১ ॥
হরষিত ভৈল সব যুবতী সমাজে।
কালায় সাপের মুখে জিলা দেবরাজে ॥ ধ্রু ॥
ততিখনে যশোদার দেব দামোদরে।
তনে হৈতেঁ ঝরিআঁ পড়িল ক্ষীর ধারে ॥
বুইল দশ দিশ শুন্য ভৈল মোরে।
চিরকাল জাউ পুত্র মোর গদাধরে ॥ ২ ॥
নহেঁ তবেঁ আকুলী রাধিকা ততিখনে।
নিমেষ রহিত বঙ্ক সরস নয়নে ॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।
সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজ ভএ ॥ ৩ ॥
কাহ্নাঞিঁ দেখিআঁ আর যত গোপীগণে।
সঙ্গে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপনে ॥
হাস ছলেঁ কৈল মন হরিষ বিকাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

শৌরারাগঃ ॥ রূপকং ॥

নন্দ যশোদার ধরী চরণে।
প্রণাম করিল মধুসূদনে ॥
আয়র দেখিল নেহ নয়নে।
চারি পাশেঁ ছিলা যে গোপীগণে ॥ ১ ॥
সন্ধাক তোষিল বিনয় করী।
থলত আসিআঁ দেব মুরারী ॥ ধ্রু ॥
দেখি দামোদর রাধাক পাশে।
খণেক করিল ঈষত হাসে ॥

আর যত ছিল গোপ কুমার ।
উচিত সমান কৈল সঙ্কার ॥ ২ ॥
কর যোড় করী বুলিল কাহ্নে ।
মোর ধরিবেঁ এক বচনে ॥
এহার পাণী খায়িতেঁ সব জনে ।
এ কারণে কৈলোঁ কালী দমনে ॥ ৩ ॥
পাইআঁ আনুমতী সঙ্কার থানে ।
দহে ঘাট কৈল কাহ্ন তখনে ॥
কৃষ্ণ লআঁ সঙ্গে চলিলা ঘর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৪ ॥

ইতি যমুনাখণ্ডান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ যমুনাখণ্ডঃ

রাধিকালাভলোভেন ভেজে স যমুনাতটং।
সা চ রাধাপি সঞ্চিন্ত্য সখী রম্যপরা যযৌ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যাই যমুনার পাণিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে ॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
জাএ গজগড়ি ছান্দে।
আলকেঁ শোভে বদন তাহার
যেহেন কলঙ্ক চান্দে ॥ ১ ॥
ধ্রু।
পাইল রাধা কালীদহ কূল
লইআঁ সখি সমাজে।
ঘাটত ভেটিল নান্দের পো
কাজ না বুয়িল লাজে ॥ ধ্রু ॥
হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপ নারীগণ
লাগিলা যমুনা তীরে।
কাহ্নাঞিঁর মুখ কমল দেখিআঁ
কেহো না ভরিল নীরে ॥

কাখের কলস নাম্বাঅ তোহ্মে ।
কথা চারি পাঁচ কহিব আহ্মে ॥ ৩ ॥
যার কান্ধে বসে দোষর মাথা ।
সেসি আহ্মা সমে কহিবে কথা ॥ ৪ ॥
অমূলে নেহ আইহনের রাণী ।
তোর বচনে জীএ চক্রপাণী ॥ ৫ ॥
তাম্বুল দিআঁ মোরে বোলসী ।
খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী ॥ ৬ ॥
এহা যমুনাত মো আধিকারী ।
আহ্মার বচন সুণ সুন্দরী ॥ ৭ ॥
তোর মোর আর বচন নাহীঁ ।
বুঝিল তোহ্মার মতী কাহ্নাঞিঁ ॥ ৮ ॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিনা ।
এহা নেহ মোর ধরহ বাণী ॥ ৯ ॥
গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী ।
মোর কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিনী ॥ ১০ ॥
হের যোল হাথ মোর পাটোল ।
এহা নেহ মোর ধরহ বোল ॥ ১১ ॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোহোর বাঁশী ।
এহা নেহ রাধা পাসত বসী ॥ ১২ ॥
তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটো ।
তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ ॥ ১৩ ॥
তোর পাটোলের সুণ কথা ।
সে মোহোর ঘৃত ভাণ্ডের নাথা ॥ ১৪ ॥
মাথার মুকুট জলে রতনে ।
এহা নেহ রাধা রাখহ সমানে ॥ ১৫ ॥

বাহিরেঁ ভিতরেঁ তোঁ কাহ্ন কাল।
মুকুট ধুয়িআঁ আগকিতেঁ (?) ভাল ॥ ১৬ ॥
ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে।
তাহাত মজিল মন আহ্মারে ॥ ১৭ ॥
মাহাকাল ফল আহ্মার তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে ॥ ১৮ ॥
রাধার নিঠুর সুণিআঁ বাণী।
মনত ভয় পাইল চক্রপাণী ॥ ১৯ ॥
রস রাখে রাধা না দিল আশে।
বাসলী বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ২০ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

বাহু তুলিলেঁ কেশ বন্ধন ছলে।
ঘন ঘন বিকাশিলেঁ বদন কমলে ॥
আঙ্গভঙ্গ কৈলেঁ কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।
এবেঁ আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে ॥ ১ ॥
কিসকে ঘুচায়িলেঁ রাধা নেতের আঞ্চল।
দেখায়িলেঁ কুচভার করায়িলেঁ বিকল ॥ ধ্রু ॥
যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে।
তরল করিলেঁ কেহ্নে নয়ন যুগলে ॥
আধ মুখ ঢাকিলেঁ সরুআ বসনে।
সে কারণে রাধা ধরিতেঁ নারোঁ মনে ॥ ২ ॥
যমুনা নদীর রাধা তুলিতেঁ পাণী।
কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলেঁ মধু রস বাণী ॥
তোহ্মার কারণে রাধা রাখোঁ মো গোকুল।
তোহ্মে জাণ কাজের আহ্মার আদিমূল ॥ ৩ ॥

বাউল হয়িলোঁ মো তোক্ষার দোষে।
তোরে করিতেঁ জুআএ মোর পরিতোষে॥
যমুনার তীরে থাকোঁ তোর পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

আউলাইল কুন্তল মোর মন্থর গমনে।
করযুগ তুলী তার করিলোঁ বন্ধনে॥
শ্রমের কারণে হাস্তা হৈল ঘন ঘনে।
গাঅ মোড়িএ কাহ্নাঞি আলস্য কারণে॥ ১॥
তোক্ষা দেখি যদি মোর বিচলিল মনে।
তবেঁ মোরে জাতেঁ না জুআএ এখনে॥ ধ্রু॥
পবনে চালিল মোর হৃদয় বসনে।
দৈবযোগে তাত তোর পড়িল নয়নে॥
লাজ ভএ হৈল মোর তরল নয়নে।
সত্বরেঁ ঢাকিলোঁ মুখ দেহের বসনে॥ ২॥
যমুনা নদীর আগে তুলিল পাণী।
এহো দোষ নহে মোর বুঝিলোঁ ধর বাণী॥
জীবার আন্তরে কাহ্নাঞি রাখহ গোকুল।
পাপ পামর তোর জাণোঁ আদিমূল॥ ৩॥
আপদ পাএ যাক না চিহ্নে আপণা।
এহা জাণী তেজ কাহ্নাঞি নাগরপণা॥
পাগল হৈলা কাহ্নাঞি নিজ মতিমোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

নিপীয় পরুষাং বাচং রাধায়া মধুসূদনঃ ।
বিধুরোঽভিদধৌ বৃদ্ধাং মাধুরীমদিদং বচঃ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধা সমে নেহা ভৈল তোহ্মার বিদিত ।
তবেঁ কেহ্নে রাধা বোলে মোরে বিপরীত ॥
মোএঁ নাহিঁ করোঁ তার ঠাঁয়ি কিছু দোষে ।
না জাণো নিঠুর রাধা বোলে কোণ রোষে ॥ ১ ॥
আহা ।
বোলহ রাধারে মোর পরাণ বড়ায়ি ।
সরস বচন দিআঁ জিআও বাহুড়িআঁ ॥ ধ্রু ॥
মনত গুণিলোঁ বড়ায়ি মোর বড় ভাগ ।
সব গোপী মেলি কৈল মোকে অনুরাগ ॥
হেনই সম্ভেদে রাধা কআঁ মন আগে ।
বিলস করিল রাধা আহ্মার ভাগে ॥ ২ ॥
পান খাইআঁ মোর মুখ খণ খাণী ।
আপণার মুখে দেহ যমুনার পাণী ॥
আজু আন কাম কাজ না করিবোঁ যতনে ।
দুলভ হয়িল তার সরস বচনে ॥ ৩ ॥
আপণেই জাণ বড়ায়ি আহ্মার হৃদয়ে ।
রাধিকার নাম সুণী যেহেন বুরএ ॥
যমুনার তীরে থাকোঁ তোর পতিআশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বৃদ্ধা বচনপণ্ডিতা ।
রাধামভিদধে বৃত্তং স্মারয়ন্তী পুরাভয়ং ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কভোঁ না কইল কাহ্নাঞিঁ তোর কিছু দোষে ।
আকারণে কেহ্নে রাধা কৈলেঁ তারে রোষে ॥
তোত লাগি কোণ কাম না করিল কাহ্নে ।
এবেঁ রাধা কেহ্নে কর তার আপমাণে ॥ ১ ॥
আহ্মার বচন শুন রাধা চন্দ্রাবলী ।
সরস বচন দিআঁ তোষ বনমালী ॥ ধ্রু ॥
কোহ্নো গোপী না বুইল তারে খর বাণী ।
তোহ্মে কেহ্নে তাহাত হয়িলা আগুআনী ॥
তে কারণে আসুখিল হৈল চক্রপাণী ।
আনেক বুইল মোরে আভিমান বাণী ॥ ২ ॥
জাণিলোঁ রাধা তোত কিছু নাহিঁ বুধী ।
হেনই মিলন হাথে কনক নিধী ॥
যে বচন বোলে কাহ্ন তাত পাত কান ।
এতেকেই মণে পরিতোষ পাএ কাহ্ন ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচনে রাধা না করিহ হেলা ।
যৌবন সাগরে তোর কাহ্নাঞি ভেলা ॥
না পরিহর রাধা কাহ্নের বচন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

আল বড়ায়ি ।
গোপী মেলী যমুনার তীরে ।
আইলাহোঁ নিবারেঁ এহা নীরে ॥ ল ॥
প্রথমতেঁ করিল বিরোধা ।
হেন না জাণিল বোলে রাধা ॥ ১ ॥

নাহিঁ চিহ্ন তোহ্মে চক্রপাণী ।
তেঁসি মোরে বোল হেন বাণী ॥ ধ্রু ॥
কাজ পড়িলেঁ দুষ্ট কাহ্নে ।
ইষ্ট মিত্র কেহো নাহিঁ চিহ্নে ॥
হেন দুরুজন সে কাহ্নাঞিঁ ।
মামী মাউসী তার ঠায়ি নাহীঁ ॥ ২ ॥
নাহিঁ বারে লোক সমাজে ।
নাহিঁ তার দুয়ি চৌখে লাজে ॥
যেহ্ন তেহ্ন লএ নিজ কাজে ।
হেন সে আজল দেবরাজে ॥ ৩ ॥
বড় দুষ্টমতী সে জে কাহ্ন ।
আপ্না ছাড়ী নাহিঁ জাণে আন ॥
তাহাক না দিহ রঙ্গ আশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধাবচনমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ কাতরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা ল ।
তোর মোর সুদৃঢ় নেহা ল ।
ভৈল একই পরাণ একই দেহা ॥
ল রাধা ।
কিছু নাহিঁ করোঁ আপরাধা ।
তভোঁ কোপ তোর এ বড় ধান্ধা ॥ ১ ॥

না বোল না বোল কৃষ্ণ বাণী।
তোর যৌবনের রস চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
আহ্মে তোর প্রিয় বনমালী।
তাবে না বুঝিলেঁ চন্দ্রাবলী ॥
শুণ শুণ রাধা চন্দ্রাবলী।
এবেঁ মোর দৈব বড় বলী ॥ ২ ॥
যে কারণে যমুনার জলে।
শুদ্ধ কৈল তাক জাণহ সকলে ॥
বুঝ ভাবী আপণ আন্তরে।
আজি কর এহা জল সফলে ॥ ৩ ॥
আধিকার জাণায়িলোঁ রাধা।
তোকে মরমেঁ না কৈলোঁ বিরোধা ॥
কান পাত করলোঁ মো উতরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥

তোহ্মার বোলে কেহো কাহ্নাঞিঁ
না বহিব পাণী।
উচিত নিফল হৈব তোর জল
ভাবি বুঝ চক্রপাণী ॥ ১ ॥
তোহ্মে পাণি নেহ সুন্দরি রাধা
যত পড়িহাসে মণে।
কমণ গুণে এহা পাণি নিব
সকল যুবতী গণে ॥ ২ ॥
আগো পাণি নিব মোর সকল সখিজন
জাইব শূন কলসে।

এহাক দেখিআঁ সকল লোকেঁ

মোক করিব উপহাসে ॥ ৩ ॥

লোকে উপহাস করিব তোহ্মাক

তাক আহ্মে ভালেঁ জাণী।

বিণি যাচিলেঁ কাহাকো না দিব

এনা এক ফুট পাণী ॥ ৪ ॥

আহ্মে সখি সব বহুত কাহ্নাঞিঁ

এক তোহ্মে এহা তীরে।

মাগু কিলেঁ তোহ্মা কিলায়িআঁ কাহ্নাঞিঁ

নীব যমুনার নীরে ॥ ৫ ॥

তোর সখিগণ সুন্দরি রাধা

কিছু করিতেঁ না পারে।

এ তোর যৌবন উন্নত রাধা

মারিতেঁ পারে আহ্মারে ॥ ৬ ॥

অবোল না বোল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ

হের ধরোঁ চরণে।

আবাল গোপাল না কর জঞ্জাল

পাণি নেউ সখিগণে ॥ ৭ ॥

নাগরী রাধা কান পাতিআঁ

সুণিআঁ এক বচনে।

সব সখিগণে পাণী ভরায়িআঁ

নগর যাহা আপণে ॥ ৮ ॥

পাণি ভরায়িআঁ ঘাটত উঠিআঁ

নিচল পাতিআঁ কানে।

সরূপেঁ সুন্দর দেব দামোদর

সুণিব তোর বচনে ॥ ৯ ॥

এ বোল সুণিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
আতি হরষিত মতী।
করিল সকল গোপ যুবতীক
জল নিতেঁ আনুমতী ॥ ১০ ॥
পাণি তুলিআঁ কাহ্নের পাশে
রাধা পাতিল কানে।
কিছু বা কহিল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
কপোলে কৈল চুম্বনে ॥ ১১ ॥
তখন রাধা রোষ করিআঁ
সত্বর গমনে জাএ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১২ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখর ॥

কাছের কলসিএঁ রাধা তুলিলেঁ পাণী।
মধু রসময় তোর বোল খাণী খাণী ॥
হৃদয়ে কাঞ্চুলী শোভে কানতে কুণ্ডলে।
আদিত্য জিণিআঁ উয়িল কিরণ মণ্ডলে ॥ ১ ॥
ধীরেঁ ধীরেঁ যাহা গোআলিনী সুণ মোর বোল।
রহিআঁ রহিআঁ দেহ বিরহের কোল ॥ ধ্রু ॥
আঙ্কা লয়িআঁ রাধা পাণি লয়িআঁ যাসি।
রোষে মন দিআঁ কেহ্নে মোরে না তরাসী ॥
কমণ কারণে রাধা না কাঢ়সি রাএ।
বিরহ আনলে মোর বিদগধ গাএ ॥ ২ ॥
রোষ পরিহর রাধা মোর বোল সুন।
রোষে বিনাসে দেহে এ সকল গুন ॥

আধিকার কৈল আহ্মে যমুনার ঘাটে ।
কলসি ভাঁগিবোঁ বোল না ধরিলেঁ বাটে ॥ ৩ ॥
পুরুব আপর কথা রাধা মণে গুন ।
এভোঁহো সুন্দরি রাধা মোর বোল সুন ॥
এ বোলেঁ উলটি রাধা চাহিল নয়নে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝে যাএ ।
তাহাক বারিআঁ বোল বুলিতেঁ জুআএ ॥
যেহ্ন তোহ্মে গোপ কথা করহ বিকাশ ।
বুঝিল তোহ্মার কাজে নাহিঁ কিছু ভাষ ॥ ১ ॥
পথত বারহ মন নান্দের নন্দন ।
কি কারণে ঝগড় করহ সব খন ॥ ধ্রু ॥
দুর্জ্জন সাসুড়ী মোর ঘরতে আছএ ।
অবোল বুলিতেঁ তাক নাহিঁ কিছু ভএ ॥
পুরুবেঁ যে কৈল তত জাণিআঁ আপুণী ।
ঘাটে বাটে হেন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥ ২ ॥
এখনে তেজহ কাহ্নাঞিঁ আরতী বচন ।
তোহ্মে কি না জান মন্দ ভাল সখিগণ ॥
কেহো যবেঁ বেকত করিহে এগা কাজ ।
আহ্মার খাঁখার তবেঁ তোহ্মে পাইবেঁ লাজ ॥ ৩ ॥
বোলাবুলি রাধিকা পাইল নিজ ঘর ।
ভয় মানী কাহ্নাঞিঁ তেজিল সে উত্তর ॥
আপণ আপণ ঘর গেলা সখিগণ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

রাধিকাবাচমাচম্য চতুরো মধুসূদনঃ।
জগাদ জরতীং গত্বা করুণং রভসাদিদং

বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কালীদহে দিল আহ্মে ঝাঁপে ল।
আল হের বড়ায়ি
জিলোঁ মোএঁ গোকুল আগে ল ॥
আর কৈলোঁ নানা যতনে।
আল হের বড়ায়ি
তভোঁ না থাকিলোঁ তার মণে ॥ ১ ॥
হরি হরি।
এত কালে রাধার কারণে ল।
আল হের বড়ায়ি
তভোঁ তোষ নাহিঁ তার মণে ল ॥ ধ্রু ॥
সব সখি মেলী গোআলিনী।
লআঁ গেলা যমুনার পাণী ॥
না দিঁলেক সরস বচনে।
তে কারণে পোড়ে মোর মণে ॥ ২ ॥
কিবা আছে রাধিকার মণে।
তাহাকেহো জাণহ আপণে ॥
আহ্মেত না কৈল কিছু দোষে।
মিছা রাধা কেহ্নে কৈল রোষে ॥ ৩ ॥
বোলহ রাধারে মোর বাণী।
সুখেঁ নেউ যমুনার পাণী ॥
সে পাণী সোধিলোঁ তার আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিপীয় বচনং সাধু জরতী মধুবিদ্বিষঃ।
রাধিকামধিকামর্ষ রাধিকামাহ ভারতীং ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এত কাল রাধা তোর গেল শিশু ভাবে।
তেঁসি না জাণিলি নিজ আপণ লাভে ॥
এবেঁ তোহ্মে আসি ভৈলা এ ভর যুবতা।
তভোঁ কি কারণে তোএঁ করসি বিমতা ॥ ১
সাগর রস নাগর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
তোর ভাগেঁ কাকুতী করএ তোর ঠাঁয়ি ॥ ধ্রু।
সুন্দর যুবক সমে যে হএ শৃঙ্গার।
সকল সংসার মাঝে সেই সুখ সার ॥
এহা বুঝী কাহ্ন তোরে মানায়িলোঁ যতনে।
কোন অবুধির বোলেঁ করসি বিমনে ॥ ২ ॥
কভোঁ না বুলিব আহ্মে তোর আনুচীত।
যেহো সখি দেখ তোর কেহো নহে হীত ॥
আপণ কাজক লাগি সবই বিকলী।
সহ্মোঞিঁ চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী ॥ ৩
আহ্মার বচন রাধা পরিভাব মণে।
যমুনাক যাইউ রাধা লয়িআঁ সখিগণে ॥
তথাঁ গিআঁ তোষ কাহ্নাঞিঁ সরস বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

জরতী বচসা রাধাং চলিতাং যমুনামনু।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সমাশ্বাস পুরঃসরং ॥

রামগিরারাগঃ ॥ প্রকাণ্ডক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী

একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

হরিষেঁ আইলা রাধা তোহ্মো এহা তীরে।
আজি সফল হৈব যমুনার নীরে ॥ ১ ॥
উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ।
শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখাএ ॥ ২ ॥
পুরুবেঁ আছিল এহো দহে নাগগণে।
এহাত নাহিতেঁ ভয় লাগে তে কারণে ॥ ৩ ॥
নাহিবারেঁ সখিগণ চাহে এহা জলে।
তবেঁ নাহিঁ নাহে ডরে পাণা লআঁ চলে ॥ ৪ ॥
কালীনাগ পাঠায়িল সাগরের পার।
এবেঁ মিছা ডর কর জলে যমুনার ॥ ৫ ॥
আহ্মার বচন সুন্দরী রাধা ধর।
আহ্মে আগেঁ পাম্বা তবেঁ জলের ভিতর ॥ ৬ ॥
কুবুধি তেজিআঁ যবেঁ পাম্ব এহা জলে।
তবেঁ আহ্মে পাম্বি লআঁ এ সখি সকলে ॥ ৭ ॥
জলত পাম্বিল কাহ্নাঞিঁ দেখে সখিগণে।
উনমত নহিহ মোর বিরহ বচনে ॥ ৮ ॥
আনুমতি দিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাম্বায়িল জলে।
পাছত করিআঁ রাধা আর গোপীকুলে ॥ ৯ ॥
জল কেরি করে কাহ্নাঞিঁ আপণার সুখে।
মনমথ ভাবেঁ দেখে সব গোপী মুখে ॥ ১০ ॥
কাহ্নাঞিঁক দেখি রাধা উল্লসিত মনে।
আর তাক দেখি থার নহে গোপীগণে ॥ ১১ ॥

সম্ভার জল কেলিত লাগিল মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ১২ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

জলে ডুবিল জনার্দ্দনে।
আল'
রাধার ছুয়িল জঘনে।
চমকিলী রাধা উঠিআঁ দেখিল কাহ্নে ॥ এ ॥
ঘন চালিআঁ বসনে।
আল
রাধিকা আড় নয়নে।
চাহিআঁ কাহ্নের মণে চিআইল মদনে ॥ ১ ॥
আল
পূরী চির মনোরথে।
জলকেলি কৈল কালীদহে জগন্নাথে ॥ ধ্রু ॥
কাহারো ধরিআঁ পাএ।
দূর জল লআঁ জাএ।
ডরেঁ সে গোআলিনী কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ বোলএ ॥
ডুবিআঁ কাহারো তনে।
গুপতেঁ ধরিল কাহ্নে।
ভাবেঁ সে নিচলে গোপী থাকিলী তখনে ॥ ২ ॥
কাহারো নিতম্বে হাথে।
রসে দিল জগন্নাথে।
উলটি কৃষ্ণের সেহো ধরিলেক হাথে ॥
কাহ্নাঞিঁ হাথ খসাইআঁ।

ডুবেঁ পদ্মবন গিআঁ।
গোপা ভাণ্ডী চির রহিলা মুখ তুলিআঁ ॥ ৩ ॥
উঠী বুইল বচনে।
ধরী বড়ায়ির চরণে।
রাধা চন্দ্রাবলী লআঁ সব গোপীগণে ॥
জলে রহি নিরাসে।
দেখি মণে মণে হাসে।
গাইল বাসলী বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভাঠিয়ালীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জলত ণাম্বিল কাহ্নাঞিঁ মোর পরতেখ।
এখনে কেমনে বড়ায়ি হয়িল আদেখ ॥
আকাশে উঠিল কিবা পসিল পাতালে।
কিবা মরি গেল কাহ্নাঞিঁ যমুনার জলে ॥ ১ ॥
বোলহ পরাণ বড়ায়ি সরূপেঁ আহ্মারে।
কমণ উপাএ পায়িব দেব দামোদরে ॥ ধ্রু ॥
ষোল সহস্র গোপী একলা দামোদরে।
ডুবিআঁ মাইলেন্ত কাহ্নাঞিঁ জলের ভিতরে ॥
হেন বুলিব সব লোকেঁ দুসহ উত্তরে।
তাহাক গুণিতেঁ ভৈল দগধ আন্তরে ॥ ২ ॥
সব গোপী মিলি চাহিআঁ বনমালী।
কথাঁহো না পায়িলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী।
সরূপেঁ লক্ষিএ বড়ায়ি কাহ্নের মরণ।
এতেকেঁ হারায়িল বুধী সব গোপীগণ ॥ ৩ ॥
জীয়ন্ত থাকিত যবেঁ নান্দের নন্দনে।
এত খনে আবসই হৈত দরসনে ॥

আপণেঞিঁ করহ সে বুধি পরকারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

আল রাধা
তোর মুখে শুণী হেন বাণী।
এহা জলে মৈল চক্রপাণী ॥ ল ॥
আল রাধা
বড় দুখ উপজিল মনে।
শরীরত হরিলোঁ চেতনে ॥ ১ ॥
আল রাধা
যাবত কেহো নাহিঁ স্থনে।
তাবত করি ঘর গমনে ॥ ধ্রু ॥
সখিসব নিষধ যতনে।
কেহো তার না কহিএ মরণে ॥
এ বারতা যবেঁ বাহিরাএ।
সব্ধার পরাণ তবেঁ জাএ ॥ ২ ॥
একইতি মাএর ছাওআল।
সুন্দর বাল গোপাল ॥
তোত লাগি যমুনাত মৈল।
এবেঁ তোর মণে সুখ ভৈল ॥ ৩ ॥
কালী সঙ্গে হয়িআঁ এক ঠায়ি।
ভাল মতেঁ চাহিব কাহ্নাঞিঁ ॥
তবেঁ তার পায়িব উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

সখী সখীবৃতা রাধা বৃদ্ধাবচনসংযতা।
জগামাগারমাগারং বহন্তী মানসং শুচঃ॥

———

মল্লাররাগঃ॥ রূপকং॥

রাধা ঘর গেলি দেখিআঁ কাহ্নে।
জলত হৈতেঁ উঠিল তখনে॥
গুপতেঁ রহিলা সে বৃন্দাবনে।
কেহো না জাণিল দৈব ঘটনে॥ ১॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ কইল কপটে।
রস ভুঞ্জিবারেঁ যমুনা তটে॥ ধ্রু॥
যবেঁ গেল রাতী এক পহর।
তবেঁ সে কাহ্নাঞি গেল নিজ ঘর॥
রাধার রূপ সোঁঅরী গোবিন্দে।
সকল রজনী না গেল নিন্দে॥ ২॥
তাম্বাচূড়া রাএ হৈল বিহাণ।
যমুনা তীরেঁ চলিলা কাহ্ন॥
কদম্ব গাছে চড়ী বনমালী।
রহিলা রাধার পন্থ নেহালী॥ ৩॥
মনে মনমথ সর আরতী।
রসিক কাহ্নাঞিঁ কইল যুগতী॥
রাধার করিবোঁ পাঞ্চ সঙ্গতী।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী গতী॥ ৪॥

———

অধিরজনিবিরামং রামরম্ভারিপূরু-
-রুরমভজত রাধা মাধবান্বেষণায় ।
অতনুমতনুবাণ ব্যূহদাহং বহন্তী
তটমনু যমুনায়াস্তূয়মানা সখীভিঃ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকং ॥

বড়ায়ির বচন ধরিআঁ রাধা মনে ।
ডাক দিআঁ সখিগণ আণায়িল তখনে ॥ ১ ॥
কাখেত কলসী করি বড়ায়ি তুলে ।
চলী ভৈলী চন্দ্রাবলী যমুনার কূলে ॥ ২ ॥
নাহিবার কাল নহে বড়ায়ি বিহাণে ।
তেঁ না নিল কেহো গোপী দুঅজ বসনে ॥ ৩ ।
চারী ভীত চাহি রাধা বুইল বচনে ।
কূলত কাপড় থুয়িআঁ জলে চাহি কাহ্নে ॥ ৪ ।
সব সখি বুইল রাধা ভাল বুয়িলেঁ কাজ ।
কেহোত পুরুষ নাহি এথাঁ কিসে লাজ ॥ ৫ ॥
হেন পরিভাবি রাধা লয়িআঁ গোপীকুলে ।
বসন তেজি নাম্বিলী যমুনার জলে ॥ ৬ ॥
রাধিকা চাহিল কাহ্ন আলোড়িআঁ জলে ।
তাক না পাইআঁ ভৈলী হৃদয়ে বিকলে ॥ ৭ ॥
সব সখি সম্বোধিআঁ রাধা বুইল বাণী ।
আহ্মাক মারিআঁ কথাঁ গেলা চক্রপাণী ॥ ৮ ॥
সখিসব মিলী রাধা বড়ায়ির পাএ ।
বুইল কাহ্ন পায়িব বড়ায়ি কমণ উপাএ ॥ ৯ ॥

তরু হৈতেঁ তখনে নাম্বিলা দামোদর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ১০ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা ।
গোপীর বসন হার লয়িআঁ দামোদর ।
উঠিলা গিআঁ কদম্ব তরুর উপর ॥
তথা থাকী ডাক দিআঁ বুইল বনমালী ।
কি চাহি বিকল হঅ সকল গোআলী ॥ ১ ॥
নিকট আইস মোর সব গোপীগণে ।
আজি কথা সুণ মোর মরণ জীবনে ॥ ধ্রু ॥
দেখি হরষিতা সব গোপ যুবতী ।
গাছের উপরে কাহ্নাঞিঁ উল্লসিত মতী ॥
হরিআঁ গোপীর হার আঅর বসনে ।
হাসো হাসে খলি খলি কাহ্নাঞিঁ গরুঅ মনে ॥ ২
কুলে পরিধান নাহিঁ দেখি গোপনারী ।
হৃদএঁ জাণিল তবেঁ নিলেক মুরারী ॥
তবেঁ বড় গল করী বুইল জগন্নাথে ।
তোহ্মার বসন হের আহ্মার হাথে ॥ ৩ ॥
যাবত না উঠিবেঁহে জলের ভিতর ।
তাবত বসন নাহিঁ দিব দামোদর ॥
এহা জাণী তড়াত উঠিআঁ নেহ বাস ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

অথ রাধা হরিং বীক্ষ্য তরোঃ শিখরগোচরং ।
বলনীত পরিধানভূষণং হ্রীযুতাবদৎ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জলেঁ চাহিবারেঁ তবেঁ নান্দের নন্দনে।
ঘাটত থুইল সঙ্গে হার বসনে ॥
সখিসব মেলিআঁ পান্ধিলান্ত জলে।
হার বসন কাহ্নাঞি লআঁ গেল বলে ॥ ১ ॥
আয়ি মোর লাজ নিলজ বনমালা।
জলে বিবসিনী ডাক পাড়েরে গোআলী ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
জলতে উঠিলী রাহী আধ করি তলে।
দক্ষিণ করেঁ ঢাকিআঁ কুচ যুগলে ॥
কাহ্নাক বুইল তোর মুখেঁ নাহিঁ লাজ।
বড়ার বহুক করসি হেন কাজ ॥ ২ ॥
দূরত থাকিআঁ বুইল জগন্নাথ।
তড়াত উঠিআঁ রাধা কর যোড়হাথ ॥
তড়ে হাথ যোড় করী বুয়িল চন্দ্রাবলী।
হার বসন দেহ দেব বনমালী ॥ ৩ ॥
রাধার চরিত্র দেখি দেব দামোদর।
নেত বসন দিল রাধার উপর ॥
হার লুকায়িআঁ রাধাক দিল বাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

স্বাধায়া বাচমাচম্য নিরন্তররসান্তরঃ।
তামেবোপহসন্ কৃষ্ণো জগাদ জরতীমিদং ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

আল বড়ায়ি
সাত পাঁচ সখিজন লআঁ ।
জলেত ণাম্বিলী লাঙ্গট হআঁ ॥ ল ॥
আল বড়ায়ি
নাহিঁ মণে রাধা গুরুজনে ।
হেন তিরী জিআএ আইহনে ॥ ল ॥ ১ ॥
আল বড়ায়ি
কেহ্নে রাধা হেন কাম করে ।
বিবসিনী ণাম্বএ নীরে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
ধরী তোহ্মে আহ্মার বচনে ।
নিষধ রাধাক যতনে ॥
আর বার হেন না করিহে ।
পুরুষের আখি নিবারিহে ॥ ২ ॥
দিল আহ্মে সহ্মারেঁ বসন ।
তভোঁ কেহ্নে রাধিকা বিমন ॥
তাহাকেত নাহিঁ পরকারে ।
না জাণো কি আর বোলে মোরে ॥ ৩ ॥
পুছ গিআঁ রাধাক যতনে ।
বাস পাআঁ রহিলছে কেহ্নে ॥
আহ্মাক না এড়ে কিবা আশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি যমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ যমুনাখণ্ডান্তর্গত হারখণ্ডঃ

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ জরতীমেবং রাধিকাধিমতী সতী ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে।
তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে ॥ ল ॥
অনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে।
হরিলেক হার মোর বাল গোপালে ॥ ল ॥ ১ ॥
বোল গিআঁ আল বড়ায়ি মোর ......

(ইহার পর ১৪৫—১৫১ পাতা নাই।)

তে কারণে আয়িলোঁ তোহ্মার থানে ॥ ৭ ॥
বারেঁ বারেঁ কাহ্নু সে কাম করে।
যে কামে হএ কুলের খাঁখারে ॥ ৮ ॥
আহ্মা বিগুতিল যেহেন কাহ্নে।
তেহ্ন বিগুতিল এ সখিগণে ॥ ৯ ॥
আপণ এহা দেখ বিদ্যমানে।
কাজ বুঝী এভোঁ বারহ কাহ্নে ॥ ১০ ॥
আহ্মারা মরিব শুণিলেঁ কাঁশে।
তোহ্মার হয়িবে সকল নাশে ॥ ১১ ॥

সব কথা বুয়িলোঁ তোহ্মার পাএ ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ :২ ॥

রাধাবচনমাচম্য গাঢ়ং দরভয়াতুরা ।
যশোদা রোষকলুষং রহসি প্রাহ কেশবং ॥

মল্লাররাগঃ ॥ যতিঃ ॥

গোকুল নগর মাঝেঁ বসোঁ চিরকাল ।
আহ্মা ভাল করী জাণে সকল গোআল ॥
ভাল পুত্র হৈলা তোহ্মে কুলের নন্দন ।
তোহ্মাত লাগিআঁ হয়িব আহ্মার মরণ ॥ ১ ॥
কুমতী তেজহ কাহ্নাঞিঁ বুয়িলোঁ তোহ্মারে ।
তোহ্মাতে লাগিআঁ কত সহিবোঁ সহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
বারেঁ বারেঁ যে কাম নিষধিএ আহ্মে ।
নিষেধ না শুণী সেসি করহ তোহ্মে ॥
বাছা সব বুলে কাহ্নাঞিঁ নানা থানে থানে ।
তোহ্মেত বুলহ পুতা রাধার কারণে ॥ ২ ॥
সব গোপী লআঁ রাধা রাজাক গোচরী ।
সহ্মে যবেঁ আসি মোক লই যাব ধরী ॥
তথাঁ কোণ বোলেঁ আহ্মে পায়িব নিস্তারে ।
এ যুগতী পুতা বোলহ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহীঁ ।
একই আখরে মো বুয়িলোঁ তোর ঠাই ॥

আহ্মার বচনে পুতা নেবারত মনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

——— ———

নিশম্য জননীবাচমচ্যুতশ্চ্যুতসম্পদঃ ।
রাধাদিবল্লবীদোষং ন্যবেদয়দয়ং রুদন্ ॥

————

বিভাষরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

সুণ মায় যশোদাঅ তোহ্মারে বুঝাওঁ ।
ভাগে পুণী জিলাহোঁ এথুনী মরিতাহোঁ ॥
কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে ।
দধির পসার তুলিআঁ দেঁতি মাথে ॥ ১ ॥
আঅর না জায়িব মা বাছা রাখিবারে ।
ষোল শত যুবতীএঁ আহ্মারে বল করে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে ।
কেলি কৈল রাধা পর পুরুষের সঙ্গে ॥
বুলিতেঁ চাহিলোঁ আসী রাধার দোষে ।
আগেঁ আসী দোষে রাধা মোরে সেই রোষে ॥ ২ ॥
তোহ্মার তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন ।
ধর্ম্ম ছাড়ী পাপত নাহিঁক মোর মন ॥
বেআকুলী হআঁ রাধা মদন বিকারে ।
ভুই কান্ধ ফুলায়িল বহায়িআঁ দধি ভারে ॥ ৩ ॥
গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কুলে ।
মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল করে ॥
সরূপেঁ কহিলোঁ মা তোহ্মার পাএ ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হেনয়ি সন্তেদে বুঢ়া মেলিলী আসিআঁ ।
রাধা লআঁ গেলী ঘর প্রবোধ করিআঁ ॥
তরাসিনী হআঁ বুইল আইহনের আগে ।
রাধা লআঁ আয়িলাহোঁ ঘর আজি বড় ভাগে ॥ ১ ॥
নানা পরকার করী সব জন ঠাই ।
রাধার গোপ্য রাখিল সুবুধী বড়ায়ি ॥ ধ্রু ॥
গরু নিবারিতেঁ নারে কাহ্নাঞিঁ ছাওআল ।
ছিফিলেক রাধা কবল দস হাটাল ॥
তরাসে পড়িলী রাধা কাঁটী বন মাঝে ।
খণ্ড খণ্ড দেহ দেখি ঘর না আইসে লাজে ॥ ২ ॥
আপণেই দেখ রাধার দেহ গতী ।
গাছে লাগি ছিণ্ডিল সকল গজমুতী ॥
তরাসেঁ নিরস ভৈল রাধার আধর ।
পরাণ রাখিলোঁ দিআঁ শীতল জল ॥ ৩ ॥
তোহ্মার থানত আর কহিবোঁ মো কী ।
তোহ্মার পুনে জিলী পদুমার ঝী ॥
সুণী আইহন পড়িলা বড়ায়ির চরণে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

ইতি যমুনাখণ্ডান্তর্গত হারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ বালখণ্ডঃ

—•—

রাধাকুচরিতং শ্রুত্বা প্রকুপ্য মধুসূদনঃ ।
জগাদ জরতীং তস্যাঃ করিষ্যনুচিতং ফলং ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

গোচরিল রাধা মোর মাএর চরণে ।
তে কারণে পায়িল আপমাণে ॥
বড়ায়ি ল ।
আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে ।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি ল ।
আহ্মার করিল রাধা বড়য়ি খাখার ।
আব সে করিবোঁ প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥
আপণে করিব আহ্মে তেহেন উপাএ ।
যেহ্ন রাধা পড়ে মোর পাত্র ॥
মরমেঁ হাণিবোঁ তারে মনমথ বাণে ।
নিবেদিলোঁ তোহ্মার চরণে ॥ ২ ॥
সব লোকেঁ হাসে যেহ্ন দিআঁ করতালী ।
তেহ্ন তারে করায়িবোঁ বিকলী ॥
আহ্মার মনত জাগে আতি বড় রোষে ।
তোহ্মে মোক নাহিঁ দিহ দোষে ॥ ৩ ॥
হেন মণে করে লওঁ রাধার পরাণে ।
নাহিঁ করোঁ তোহ্মার কারণে ॥

আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আহ্মার বচন শুণ কাহ্নাঞিঁ গোআল।
গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল ॥
হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া ॥ ১ ॥
শুণহ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মার বচনে।
রাধাক হাণ ফুলের পাঁচ বাণে ॥ ধ্রু ॥
পুরুবেঁ রাধাক দিলোঁ মো তোহ্মার তাম্বুলে।
কোণো পরকারেঁ না শুণিল মোর বোলে ॥
কোন কাম না কৈলে তোহ্মাত লাগিআঁ।
আপণা বোলায়িল সতী আহ্মাক মারিআঁ ॥ ২ ॥
বিলম্ব না কর কাহ্ন মোর বোল শুন।
ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুন ॥
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥ ৩ ॥
ত্রিজগতনাথ তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী ॥
উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণোঽনুমতিমাসাদ্য জরত্যাঃ কৃতমণ্ডনঃ।
পঞ্চবাণশরৈশ্চক্রে রাধিকামারণে মতিম ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ময়ূর পুছেঁ বান্ধিআঁ চুড়া
তাত কুসুমের মালা ।
চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট
যেহ্ন চাঁদ ষোল কলা ॥
কাজলেঁ উজল নয়ন যুগল
খঞ্জনকে উপহাসে ।
ঈষত হসিত ভুবন মোহন
যেহ্ন কমল বিকাসে ॥ ১ ॥
ফুলের ধনু হাথে করা কাহ্ন
গেলা বৃন্দাবন পাশে ।
রাধার বচন আনলেঁ দগধ
মনত করিআঁ রোষে ॥ ধ্রু ॥
হিরাএঁ জড়িত রতন কুণ্ডল
মণ্ডিত গণ্ড যুগলে ।
সিন্দূর লুলিত মুকুতা পাঁতা
সম দশন উজলে ॥
মনোহর হার কেয়ূর পহ্নী
আঙ্গদ যুগল হাথে ।
রতন কঙ্কন আতি বিতপন
পহ্নীল জগতনাথে ॥ ২ ॥
সকল শরীর চন্দনে লেপিল
নেত ধড়ী পরিধানে ।
তাহার উপর মণি বিরচিত
কিঙ্কিনী বান্ধিল কাঙ্কে ॥

কর্পূর বাসিত তাম্বুল বদনে
হাথে কনকের বাঁশী।
কদম তলাত কোমল পাতত
থাকিলা কাহ্নাঞিঁ বসী ॥ ৩ ॥
শীতল সমীর জন মনোহর
কোকিল পঞ্চম গাএ।
সব তরুগণ বিকাস কুসুম
ভ্রমর কাঢ়এ রাএ ॥
আতি রুস্ট হআঁ রহিলা কাহ্নাঞিঁ
রাধা মারিবার আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কাহ্নাঞিঁকে পথতে রাখিআঁ।
আল বড়ায়ি।
রাধার পাশক গিআঁ ॥ ল রাধা ॥
বুইল তোহ্মে কি কাম করহ।
আল।
এবেঁ কেহ্নে হাটক না জাহ ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥
দুধ দধি ঘরে রাখ কেহ্নে।
আল।
রাজপদ কি পাইল আইহনে ॥ ল রাধা ॥ ধ্রু ॥
ঝাঁট করী সাজহ পসারা।
দধি বিকে জাইউ মথুরা ॥

এসি আছে জীবার উপাএ।
তাহাক এড়িতেঁ না জুআএ ॥ ২ ॥
যত আছে তোর সখিগণে।
সঙ্গাক আণাহ এই খনে ॥
ঝাঁট যবেঁ হাটক জাইএ।
তবেঁ লাভেঁ পসার বিচিএ ॥ ৩ ॥
সত্বরেঁ চলহ এহা জাণী।
আন না করিহ মোর বাণী ॥
তোর সঙ্গে যাওঁ মো হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়ায়ির বচন শুণী রাধা চন্দ্রাবলী।
দধির পসার লআঁ মথুরা চলিলী ॥ ১ ॥
ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা।
হর শিরে শোভে যেহ্ন কনক মেখলা ॥ ২ ॥
শিশত সিন্দূর শোভে উয়ে যেন সূর।
নয়ন দেখিআঁ খঞ্জন াএ দূর ॥ ৩ ॥
নানা আভরণ রাধা পন্ধী সাবধানে।
পসার ঢাকিআঁ নৈল নেতের বসনে ॥ ৪ ॥
আগু বড়ায়ি জাএ পাছে জাএ রাধা।
মথুরাক জাইতেঁ কেহো না কৈল বিরোধা ॥ ৫ ॥
কথোদূর গিআঁ যমুনাত পার হআঁ।
বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ ॥ ৬ ॥
দেখিল কদম তলে বসে কাহ্নাঞিঁ।
ধীরেঁ বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাই ॥ ৭ ॥

তখন রহিল রাধা বৃন্দাবন পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আল কাহ্ন
অনেক করিআঁ যতনে।
রাধারে আণিলোঁ এহা থানে ॥ ধ্রু ॥
আল কাহ্ন
পুরুব যুগতি আনুমানে।
আজি রাখ আপণ মানে ॥ ধ্রু ॥ ১ ॥
আল কাহ্ন
আজি মোর ভৈল শুভ দিনে।
তোহ্মা সমে হৈল দরশনে ॥ ধ্রু ॥
কি কহিব রাধার কথা।
কহিতেঁ মনত লাগে বেথা ॥
তেহ্ন কৈল তোহ্মা খাঁখার।
যেহ্ন লাজ পায়িলেঁ আপার ॥ ২ ॥
কহিলোঁ মো তোহ্মাতে সরূপ।
ঝাঁট কর তার আনুরূপ ॥
জুড়িআঁ মদন পাঁচ বাণে।
আজি লঅ রাধার পরাণে ॥ ৩ ॥
রাধা যবেঁ বিরহেঁ বিকলী।
হআঁ চাহে তোহ্মা বনমালী ॥
তবেঁ বড় পাইএ হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মমাপি মতমেকান্তং জরতি ত্বন্নীরিতং।
অধুনা রাধিকামেতং প্রাতপাদয় মদ্‌বচঃ॥

—০—

রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

বোল রাধিকারেঁ বড়ায়ি আহ্মার বচনে।
তাহাক করিল আহ্মে আনেক যতনে॥
তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক ভালে।
তাহার মণ থীর নহে কোণ কালে॥ ১॥
আতি বড় কৈল রাধা আহ্মার খাঁখার।
এবেঁ পাঁচ বাণে প্রাণ লইবোঁ তাহার॥ ধ্রু॥
পুরুবেঁ তাহাক আহ্মে পাঠায়িল পান।
তাহাক পেলাআঁ মোর কৈল অপমান॥
আহ্মার কারণে তোহ্মা চড়েঁ মারিল।
সে কারণে রাধা মোক বড় দুখ দিল॥ ২॥
আর যত দিল মোরে নানাবিধ গালী।
তাহাক সহিল আহ্মে দেব বনমালী॥
যতন করিআঁ আহ্মে কান্ধে আপণার।
তার বোল পালিলোঁ বহিলোঁ দধি ভার॥ ৩॥
তাহার কারণে কালীদহে দিলোঁ ঝাঁপ।
সকল লোকের মণে লাগি গেল কাঁপ॥
তভোঁ না রহিলোঁ বড়ায়ি তাহার মণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে॥ ৪॥

—০—

দামদরস্য বচসা তরসা জরতী ততঃ।
রাধায়াঃ সবিধং গত্বা নিভৃতং নিজগাদ তাম্॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

তোহ্মার চরিতেঁ রাধা পাআঁ আপমানে।
আম্ভুখিল হআঁ মোক পাঠায়িল কাহ্নে ॥
হেন বুয়িল তাত লাগি কইলোঁ যত কাজ।
তাক আন করি পড়িলেঁ মুণ্ডে বাজ ॥ ১ ॥
এবেঁ সে জাণিলোঁ ভালেঁ রাধার বেভার।
মাঅক জাণাআঁ মোর করিল খাঁখার ॥ ধ্রু ॥
বিথর সহিলোঁ তার গালি বচনে।
ভার বহিল আহ্মে তাহার কারণে ॥
তভোঁ সুখ না ভৈল তাহার মণে।
কেমনে তোষিব আর হেন নারীজনে ॥ ২ ॥
এতেকেঁ লখিলোঁ রাধা কাহ্নাঞিঁর মণে।
বড় রোষ উপজিল তোহ্মার কারণে ॥
সরূপেঁ ফুলের ধনু জুড়িল পাঁচ বাণে।
হাণিআঁ লৈবেক রাধা তোহ্মার পরাণে ॥ ৩ ॥
পরাণ নাতিনী মোর ধরহ বচন।
আপণে আসিআঁ ধর কাহ্নের চরণ ॥
তবেঁ সে রাখিব কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার পরাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর
কেশপাশে নীল বিগুমানে। এআ।
সিসের সিন্দূর সূর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসএ মদনে ॥ এআ ॥ ১ ॥

সুণ বড়ায়ি ল

বোল গিআঁ গোবিন্দক বাতে। এআ।

তীন ভুবন বীর রাখএ যৌবন ধন

কি করিতেঁ পারে জগন্নাথে ॥ এআ ॥ ধ্রু ॥

নাসা বিনতানন্দন পাণ্ডু গণ্ডু পাশে কম্ল

বিম্ব ওষ্ঠ পুষ্প দন্ত সঙ্গে।

কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহু দণ্ড মনোহর

সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে ॥ ২ ॥

বলি বসে নাভী তলে পৃথু নিতম্ব যুগলে

মাঝ দেশে সিংহ বিদ্যমানে।

জঘনে বসে নৃপুরু আতিশয় রুচি গুরু

পদ নখ নক্ষত্রগণে ॥ ৩ ॥

হাথে ধরী ধনু বাণে কাহ্ন আসু বিদ্যমানে

তভোঁ তাকে নাহিঁ মোর ডরে।

বোল দূতী কাহ্ন পাশে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে

দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

জরতীমুখতঃ পীত্বা রাধাগর্ব্ববচো হরিঃ।
সবাণং ধনুরাকৃষ্য গত্বা স্বয়মুবাচ তাম্ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ

রাধা নিতী বিকণসি দধী।

তোর হৈবে কত না বুধী ॥ ১ ॥

কাহ্নাঞিঁ হওঁ মো গোআল জাতী।

মোর বুধী তোর খেউ মতী ॥ ২ ॥

রাধা ।
মাথাত গুলাল ফুলে ।
তোর নহে সে লাখেক মূলে ॥ ৩ ॥
বোলসি তোঁ তুতা বচনে ।
তাত না লাগে আহ্মার মনে ॥ ৪ ॥
হআঁ তোঁ গোআল ঝিআরা ।
তোহ্মে এত বড় আছিদরা ॥ ৫ ॥
নহোঁ কাহ্নু মো আছিদরী ।
বড় নিলজ তোহ্মো মুরারী ॥ ৬ ॥
রাধা তোর থীর নহে মণে ।
তোকে মন্দ বোলোঁ তে কারণে ॥ ৭ ॥
কংস বড় দুরুবারে ।
তার ভএ নিবারোঁ তোহ্মারে ॥ ৮ ॥
কংস মারিবোঁ পরাণে ।
তবেঁ সাধিবোঁ আপণ মাণে ॥ ৯ ॥
কালী খাইলেঁ তোহ্মে খীরে ।
আজি বোলসি বামন বীরে ॥ ১০ ॥
খাআঁ পূতনার খীরে ।
তার পরাণ হরিলোঁ শরীরে ॥ ১১ ॥
বধিলেঁ পূতনা নারী ।
তোহ্মে তিরীবধিআ মুরারী ॥ ১২ ॥
মারন্তাক যে না মারে ।
তার পাণী না লএ পীতরে ॥ ১৩ ॥
তোর মুখ নাহিঁ চাহী ।
তোহ্মে আতি পাপিআ কাহ্নাঞি ॥ ১৪ ॥

জুড়িআঁ এ পাঁচ বাণে।
আজি লইবোঁ তোর পরাণে ॥ ১৫ ॥
তোক্ষে না কর মোর নিরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৬ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং

আহ্মার বচন কাহ্নাঞি ধরহ মণে।
মতি নিবারহ তোহ্মে আশেষ যতনে ॥
আহ্মাক মারিআঁ তোহ্মে কথাঁ পাইবেঁ ঠাঞি।
মণত গুণিআঁ চাহ আপণে কাহ্নাঞিঁ ॥ ল ॥ ১ ॥
না যোড় না যোড় মদন পাঁচ বাণে।
আকারণে কাহ্নাঞি মোর লইবেঁ পরাণে ॥ ল ॥ ধ্রু
দশ চারি বরিষের হওঁ মো গোআলী।
হেন তিরী মারিতেঁ অযোগ বনমালী ॥
তোহ্মে যবেঁ হাণিবেঁ আহ্মাক পাঁচ বাণে।
কাটারত ভর করী তেজিবোঁ পরাণে ॥ ২ ॥
অবুধ কাহ্নাঞি তোঁ মোর বোল সুণ।
পরার বচনে তোঁ ধনুত না দেঁ গুণ ॥
তোহোর ধনুর বাণে মরণ আহ্মার।
এ পুণী কাহ্নাঞিঁ তোর বড়ই খাঁখার ॥ ৩ ॥
দেবাসুর নর যার নাহিঁ সহে টান।
তিরীর উপরে সে যোড়ে পাঁচ বাণ ॥
না জাণিআঁ রুখ বুইলোঁ তোহ্মার চরণে।
পুরিবোঁ তোহ্মার আশ না জুড়িহ বাণে ॥ ৪ ॥
গরঞ্জালী বুঢ়ী আছে তোহ্মার পাশে।
লোক ধরম কাহাঞি সব তোর নাশে ॥

আহ্মা মাইলেঁ তোর পাপেঁ নাহিঁক মুকতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গতী ॥ ৫ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

গুআ পান দিআঁ দূতী পাঠায়িলোঁ তোরে।
বিণি আপরাধেঁ তো মারিলি তাহারে ॥
কোণ কাম না কয়িলোঁ তোহ্মার আন্তরে।
সংসার ভরায়িলি তো আহ্মার খাঁখারে ॥ ১ ॥
মারিবোঁ জুড়িআঁ মদণ পাঁচ বাণে।
কংস নরপতি তোর রাখউ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
দেব আসুর যার না সহে টান।
হেন বাণে রাধা তোর লইবোঁ পরাণ ॥
যদি বা আছএ তোর পরাণের ভএ।
শরণ সাম্বাহ তবেঁ বড়ায়ির পাএ ॥ ২ ॥
আনেক কাকুতী করিলোঁ তোহোরে।
তভোঁ মোরে আশমান কৈলেঁ বারে বারে ॥
এতেকেঁ জাণিলোঁ তোর থার নহে মণে।
এবেঁ মোর হাথে তোর আবসি মরনে ॥ ৩ ॥
তোহ্মাক মারিবোঁ আর আইহন বীর।
আর কংস মারিতেঁ মন কৈলোঁ থীর ॥
তোহ্মার জীবার আর নাহিঁক উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধা বন্ধান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজত্রাণপরায়ণমিদং বচঃ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

স্থণ হে বড়ায়ি বোলোঁ তোহ্মার চরণে।
নিষধ কাহ্নাঞিঁকে মোক না জুড়িহে বাণে ॥
সব ঠাই তোহ্মে মোর নিস্তার কারণে।
এবেঁ তোত লাগি হএ আহ্মার মরণে ॥ ১ ॥
স্থণ হে বড়াই মোরে দয়া ধর মণে।
বারেক কাহ্নাঞিঁক বুলী রাখহ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে যে বড়ায়ি হুস কাহ্নাঞিঁর দূতী।
বারেক কাহ্নের মোর করাহ পিরিতী ॥
এবার রাখহ বড়ায়ি আহ্মার পরান।
লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাথ দান ॥ ২ ॥
একে মোরে রুঠ কাহ্ন তাতে রোষ তোর।
এতেকেঁ জাণিলোঁ নিস্তার নাহিঁ মোর ॥
কোপ ছাড়ী বোল কাহ্নে মোহোর আন্তরে।
যেহ্ন রক্ষা করে মোরে দেব দামোদরে ॥ ৩ ॥
আর কভোঁ না লজ্ঘিবোঁ তোহ্মার বচনে।
সে করিহ তবেঁ যেবা থাকে তোর মণে ॥
আহ্মা মাইলেঁ বড়ায়ি কি পুরিবেঁ কাহ্নের আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিপরীতমতির্বুদ্ধা জগাদ হরিমন্যথা।
অথ তদ্বচসংপ্রাপ্য রাধাং প্রাহ হরিঃ পুনঃ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল।
কংস মারিবারে আহ্মে আবতার কৈল ॥

মামা বধ করিবোঁ মো লিখিত করম।
তে কারণে গোপকুলে লভিল জরম ॥ ১ ॥
পসরিলহে মদন পাঁচ বাণে।
কে তোর রাখিবে রাখউ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
হের ফুলের ধনু ফুলের পাঁচ বাণ।
এহি ফুলেঁ আজি তোর লইবোঁ পরাণ ॥
আহ্মার খাঁখার কৈলেঁ সব জন থানে।
তে কারণে রাধা তোক যোড়োঁ পাঁচ বাণে ॥ ২ ॥
হেন পাঁচ বাণে কাহ্ন মারে পর তিরী।
আহ্মা না চিহ্নসি রাধা বড় আছিদরী ॥
পুরুবে দূতী মারিলি কমণ কারণে।
এবেঁ তোর ফল হের দেওঁ এহি বাণে ॥ ৩ ॥
বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান ॥
পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥ ৪ ॥

অথ কৃষ্ণকরাকৃষ্টশরাসনসমুদ্গতৈঃ।
শরৈঃ সম্ভিন্নহৃদয়া রাধাহ জরতীমিদং ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এথাত্রিওঁ রহিআঁ বড়ায়ি সজাইবোঁ ঘর।
এথাত্রিওঁ আণায়িবোঁ বড়ায়ি নান্দের সুন্দর ॥
এথাত্রিওঁ তা লয়ি মোঁ করিবোঁ শৃঙ্গার।
সফল করিবোঁ নব যৌবন ভার ॥ ১ ॥

কত সহিবোঁ এ বড়ায়ি ল ।
কুসুমশর বাণ কত সহিব ॥ ধ্রু ॥
এথাঞিঁ যমুনা বড়ায়ি এথাঞিঁ বৃন্দাবন ।
এথাঞিঁ আণাআ মোর নান্দের নন্দন ॥
এথাঞিঁ কাহ্নাঞিঁর মোঁ ধরিবোঁ নিচোলে ।
এথাঞিঁ কাহ্নাঞিঁকে দিবোঁ কুচ ভেড়ি কোলে ॥ ২ ॥
এ নব যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী ।
লাজ আঙ্কুশেঁ তাক নিবারিতেঁ নারী ॥
দুর্ব্বার মদন শর সহিতেঁ না পারী ।
বাহিরে না মারে ভিতরে পুড়ী মরী ॥ ৩ ॥
আদেখ বাণের ঘাঅ সহিতেঁ না পারী ।
হেন পাঁচ বাণে কাহ্নাঞিঁ মারে পর তিরী ॥
এহা বুলী মুরুছা গেলী মনমথ বাণে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ প্রকীর্ণকং ॥
বিচিত্র লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

পরিহাসেঁ বুইলোঁ তোকে প্রাণে মার রাধা ।
তাতে তোর মণে কেহ্নে নহিল বিরোধা ॥ ১ ॥
মুরুছা পড়িলি রাহী দেখিআঁ বড়ায়ি ।
বুলিতে লাগিলী কিছু কাহ্নাঞিঁর ঠাই ॥ ২ ॥
তোর বোলে কৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিনাশ ।
এবেঁ কেহ্নে বোলহ বুয়িলোঁ পরিহাস ॥ ৩ ॥
পুরুব যুগতি যত তোহ্মে আহ্মে কৈল ।
তে কারণে বড়ায়ি রাধিকা প্রাণে মায়িল ॥ ৪ ॥

বোল না ধরিল রাধা বুয়িলোঁ সেই রোষে।
সে বচন কেহ্নে তোর মণে পরিহাসে ॥ ৫ ॥
বিচার না করা কাহ্না কেহ্নে হেন কৈলেঁ।
তিরী বধ পাপেঁ আপণা মজায়িলেঁ ॥ ৬ ॥
বড়ায়ির বোলেঁ ভয় পাইল দামোদরে।
বুইল বড়ায়ি কর আহ্মার নিস্তারে ॥ ৭ ॥
বিনয়ে বুইল রাধা বড়ায়ির পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৮ ॥

ককুগুঞ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

শতেক ব্রাহ্মণ আর মারিলেঁ গোকুল।
যে পাপ সেহো নহে তিরী বধ তূল ॥
রাধা যেহ্ন সতী তাক জগতেঁ বাখানী।
হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল চক্রপাণী ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞি মোরে নাহি ছো।
তিরীবধিআ কাহ্নাঞিঁ ল
কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহি ছো ॥
মোরে নাহিঁ ছো কাহ্নাঞি বারাণসি যা।
আঘোর পাপেঁ তোর বেআপিল গা ॥ ধ্রু ॥
তিরী বধ কইলি কাহ্নাঞিঁ আপণ মণে।
আপযশ থাকিল তোর তীন ভুবনে ॥
আপণে গুণিআঁ চাহ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
কোণ আপরাধেঁ মাইলেঁ চন্দ্রাবলী রাহী ॥ ২
একেঁ তিরী বধ আরেঁ রাজা দুরুবার।
আপণ রাখিতেঁ কাহ্ন কর পরকার ॥

রাধাক মারিলেঁ কাহ্নাঞিঁ কাহার বচনে।
এবেঁ ঝাঁট পালাইআঁ চল বৃন্দাবনে॥ ৩॥
রাধা জিআইবারে কাহ্নাঞিঁ কর পরকার।
তবেঁসি হয়িব কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার নিস্তার॥
আহ্মেহো থাকিব কাহ্নাঞিঁ তবেঁ তোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

মো যবেঁ জাণিবোঁ রাধা তেজিব পরাণে।
তবেঁ কি যোড়োঁ বড়ায়ি ফুলের বাণে॥
সেহো কাম কৈলোঁ বড়ায়ি তোহ্মার বচনে।
এবেঁ দোষ মোকে তোহ্মে দেহ কি কারণে॥
রাধা জিআইতেঁ মোকে উপায় নাহীঁ।
সে কর যেমনে দোষ এড়াএ কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
জগতের ভালী রাধা এখনে মৈলী।
দিনে পুনমীর চাঁদ যেহ্ন আথ গেলী॥
কনক চম্পক সম তার দেহ যুতী।
মোকেঁ তিরী বধ দিআঁ রাধা গেলা কতী॥ ২॥
রাধা আপরাধ কৈল আহ্মার আপার।
তাক কেহো নাহিঁ জাণে করম আহ্মার॥
ফুলের ঘাএ হৈল রাধার মরণ।
সুণী তোক কি বুলিবে সব গোপগণ॥ ৩॥
তিরী কলা পাতি কিবা রাধা নিন্দ জাএ।
ফুলের ঘাএ কাহ্নো মরণ হএ॥
ছাড়িলোঁ মো দান ঘাট আর পরিহাসে।
তোলহ রাধাকে বড়ায়ি গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আছিদর কাহ্নাঞিঁ পথত কৈলেঁ বলে।
আপণার সুখে বসী কদমের তলে ॥
পরাণে মারিআঁ রাধা পাঁচশর বাণে।
এবেঁ কি বোলহ মো ছাড়িলোঁ সব দানে ॥ ১ ॥
কি কৈলা কি কৈলা কাহ্নাঞিঁ রাধাক মারিআঁ।
কতোদিন থাকিলেঁ মো দিতোঁ য মানাআঁ ॥ ধ্রু ॥
সব সখিগণ কাঁদে বুলা ত্রিদশের রাঅ।
কি কারণে রাধার হিআত দিলেঁ ঘাঅ ॥
তিল এক পাপ কাহ্নাঞিঁ নাহিঁ ক যে বংশে।
এবেঁ তিরী বধ তোর সপত পুরুষে ॥ ২ ॥
কেহ্নে তিরী বধ কৈলেঁ নান্দের নন্দনে।
আর তোর মুখ না দেখিব কোণ জনে ॥
যবেঁ তোহ্মে রাধাক জিআঅ এখনে।
তবেঁসি পাপ সাগরে তোহ্মার তরণে ॥ ৩ ॥
দূতীর বচনে রাধার নৈলোঁ পরাণ।
হেন মিছা বচন বোলহ কেহ্নে কাহ্ন ॥
রাধাক মাইলেঁ তোহ্মে আপণার সুখে।
আহ্মার মনত দিলেঁ আতি বড় দুখে ॥ ৪ ॥
এবেঁ যাতব না কর রাধার জীবনে।
তাবত বান্ধিআঁ তোকে রাখিলোঁ মো কাহ্নে ॥
শতেক ব্রহ্মবধ নহে যার তুলে।
হেন তিরী বধ কাহ্নাঞিঁ সঙ্গে তোর বুলে ॥ ৫ ॥
আর তোক কিবা কাহ্নাঞিঁ বুলিব বচনে।
রাজা কংস জাণিলেঁ হারায়িবি জীবনে ॥

বান্ধিল কাহ্নাঞিঁকে বুঢ়া এহি বচনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৬ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে ।
হাথ ভরিলোঁ কিবা পুরিণ কলসে ॥
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে ।
মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি মোর লাভে বন্ধন সার ।
আছুক লাভ মোর মূলত আফার ॥ ধ্রু ॥
না পাইল চুম কোল না পাইল শৃঙ্গার ।
রাধার কারণে ভৈল এতেক খাঁখার ॥
শুণিআঁ বা কি বুলিব মোরে সব জনে ।
আজি আহ্মে গোকুলক জাইব কেন মনে ॥ ২ ॥
তোঞঁ বুয়িলী বড়ায়ি রাধা মোরে দিল গালী ।
তে কারণে পরাণে মাইলোঁ চন্দ্রাবলী ॥
ত্রিদশের আধিপতী নামে শ্রীকাহ্ন ।
তোহ্মাত লাগিআঁ সহে এত আপমান ॥ ৩ ॥
যে বচন বোলোঁ মোঞঁ তাত নাহিঁ বাধা ।
জিআইআঁ দিবোঁ মো চন্দ্রাবলী রাধা ॥
বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ঘুচাইল বন্ধন তোর সুন বনমালী ।
ঝাঁট করী জিআঅ গোআলী চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥

যাবত আইহন বাঁর এহা নাহিঁ শুনে।
তাবত উপায় কর রাধার জীবনে ॥ ২ ॥
বিহাণ আইলাহোঁ হৈল দুঅজ পহর।
সে কর যেমনে রাধা জিআঁ জাএ ঘর ॥ ৩ ॥
মণের সন্তাপেঁ তোক বুলিলোঁ বচনে।
তাক না চিন্তিলেঁ মাইলেঁ রাধাক পরাণে ॥ ৪ ॥
আছিদর কাহ্নাঞিঁ তিরীক প্রাণে মাইলেঁ।
সকল সংসার জুড়ী কলঙ্ক রাখিলেঁ ॥ ৫ ॥
দুরুবার কংস নরপতি আছে পাটে।
তাক না মানি হেন কাম কৈলেঁ বাটে ॥ ৬ ॥
যত আপরাধ তোর কৈল চন্দ্রাবলী।
সব মরষিআঁ তাক জিঅ বনমালী ॥ ৭ ॥
সহজেঁ হৈব তোর চন্দ্রাবলী বসে।
জিআঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

হতাং কুসুমবাণেন রাধিকাং রসসাধিকাং।
বিলোক্য পুরতঃ কৃষ্ণো বিললাপ নিরন্তরং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দূতীর বচন ফলে মারিলোঁ তোহ্মারে।
কিসক তিরী বধ তোঁ দিলি আহ্মারে ॥
মাএর আগে কৈলি আহ্মার খাঁখার।
সব মরষিল রাধা জিঅ একবার ॥ ১ ॥
মাহানিন্দ যাসি কেহ্নে স্থণ হে গোআলী।
চিআইআঁ সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ধ্রু ॥

বারেক সুন্দরি রাধা সুণ মোর বোল।
মিনতী করিআঁ বোলোঁ গাঅখানী তোল ॥
ছাড়িলোঁ মো মাহাদাণ তেজিলোঁ মো বাটে।
উঠ দধি বিচ নিআঁ মথুরার হাটে ॥ ২ ॥
কিবা না করিল আহ্মে তোহ্মার আন্তরে।
আহ্মাক হেলিলেঁ তোহ্মে সব পরকারে ॥
উপজিল রোষ মোক মাইলোঁ ফুল বাণে।
মো কেহ্নে জাণিবোঁ রাধা তেজিবেঁ পরাণে ॥ ৩ ॥
মুখ তুলী চাহ মোর পালাউক পাপ।
আঅর খণ্ডুক মোর বিরহ সন্তাপ ॥
আহ্মার জীবন রহে তোহ্মার জীবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কাচের কলসী রাধা পাণি তোলসি ল
পঅর বাজে তোর নূপুর।
বতনে জড়িত তোর দুই বাহু শঙ্খ ল
শিশে তোর শোভএ সিন্দূর ॥ ১ ॥
আল বালী হরি হরি যে
কেমণে মৈলিসি গোআলী ॥ ধ্রু ॥
পাট পরিধান তোর নেতের আঁচল ল
মাণিকেঁ খঞ্চিল দুই পাশে।
বারেক জিঅ রাধা রতি ভুঞ্জ সুখে ল
পাছে তোক নিবোঁক বিলাসে ॥ ২ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ রাধা তোহ্মে মরিবেঁ ল
ভবেঁ কি মো হাণে পাঁচ বাণে।

উঠ উঠ আল রাধা দধি বিকে জাঅ ল
আহ্মে তোর ছাড়িল দানে ॥ ৩ ॥
শঙ্খ চক্র গদা করে গরুড় বাহন ল
আহ্মে দেব সারঙ্গধরে।
কাহ্নের বিলাপ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ল
পাআঁ দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

বারেক জিঅ তোঁ গোআলী। রাধা ল।
আর না বুলিবোঁ ধামালী ॥
এবার মুখের পেলা কালী। রাধা ল।
পরিহার বোলে বনমালী ॥ ১ ॥
কাহ্নেরেঁ তিরীবধ দিআঁ। রাধা ল।
কোণ পুরী জাইবেঁ পালাইআঁ ॥ ধ্রু ॥
দহে পেলোঁ সে ফুলের বাণ।
যে বাণে তেজিলি তোঁ পরাণ ॥
বারেক রাখহ মোর মান।
হয়িএ আহ্মে তোর প্রিয় কাহ্ন ॥ ২ ॥
হের মোঁ করিলোঁ যোড়হাথে।
এবেঁ মোরে তুলী চাহ মাথে ॥
উঠী কর সময় বাত।
বিকল না কর জগন্নাথ ॥ ৩ ॥
আহ্মে বীর ভুবনে বিশাল।
গোকুলত বাল গোপাল ॥
উঠী বৈশ আহ্মার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

সিন্ধোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন
যুসিএ জগত জনে ল।
বালি।
ত্রিদশ ঈশ্বর করায়িলেঁ ভারী
সাধিলেঁ আপন মানে ল ॥ ১ ॥
বালী জাগতে জাগতে
সুন্দরি রাধে মুখ তুলী চাহ মোরে ল ॥ ধ্রু ॥
মুখ তুলী আহ্মা যবেঁ না দেখিবেঁ
তবেঁ মো মরিবোঁ পরাণে।
যাইবোঁ বারাণসী কিবা গোদাবরী
করিবোঁ তনু তেআগে ॥ ২ ॥
সাগর সঙ্গমে শরীর তেআগিবোঁ
রাধে তোহ্মার কারণে ল।
তোর চুখ দেখি সুন্দরি রাধে ল
ধরিতেঁ না পারোঁ পরাণে ॥ ৩ ॥
আনল শরণ কিবা করিবোঁ
যদি না দিবেঁ বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ
দেবী বাসলী চরণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার।
বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার ॥
ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।
ধীরেঁ ধীরেঁ গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥

মরিআঁ জিলী রাধা-গোকুল সমাজে।
তিরী বধে উদ্ধার পাইল দেবরাজে॥ ধ্রু।
তালের বিণিঞঁ রাধাক বিচি কাহ্নু।
নির্ম্মল যমুনা জল করায়িল পান॥
জিআঁ উঠিলী রাধা পরম হরিষে।
সখিজন হুলাহুলী পাড়ে চৌদিশে॥ ২॥
রাধা বস করি কাহ্নু গেলা বৃন্দাবনে।
তার পাছে গেলা রাধা বিকলা মদনে॥
বৃন্দাবনে ভ্রমর কোকিল কাঢ়ে রাএ।
বিকসিত কুসুম দক্ষিণ বহে বাএ॥ ৩॥
আচম্বিত লুকাইলা কাহ্নাঞিঁ বৃন্দাবনে।
নব কিশলয়গণে রচিআঁ শয়নে॥
তার মাঝোঁ বসিআঁ থাকিলা নারায়ণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে॥ ৪॥

পঠমঞ্জরীরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

রাধাক মারিআঁ পুণী জিআইল কাহ্নে।
কৌতুক মণে কাহ্নু লুকায়িলা বনে॥
বড়ায়ি লইআঁ তাক চাহে বৃন্দাবনে।
রাধা হেন বুলিআঁ বচনে॥ ১॥
এথাঁ ছিলা কাহ্নু কথাঁ গেলা এখনে।
সরূপেঁ কহিআঁ বড়ায়ি রাখ পরাণে॥ ধ্রু॥
থানে থানে বন বিচারিআঁ বড়ায়ি।
কুঞ্জের মাঝে দেখিল কাহ্নাঞিঁ॥
কাহ্নের থানত রাধা চন্দ্রাবলী রাণী।
বড়ায়িক বুইল হেন মধুরস বাণী॥ ২॥

কাহ্নাঞিঁ কিছু তোর দয়া নাহিঁ মনে ।
নাগরী রাধাক এবেঁ তেজসি কেহ্নে ॥ ধ্রু ॥
রাধা মাধব দুঈ করি এক ঠাই ।
আতি দূর গিআঁ রহিলা বড়ায়ি ॥
কাহ্ন রূপবতী রাধা দেখি নিজ পাশে ।
কাহ্নের মনত উপজিল রসে ॥ ৩ ॥
হরি দৃঢ় আলিঙ্গন রাধার দেহা ।
যেহ্ন নিকষত শোভে কনক রেহা ॥ ধ্রু ॥
চুম্বন করিতেঁ দন্ত দিল থানে থানে ।
ঘন তন জঘনে কৈল নখ দানে ॥
রাধার সুণিআঁ কাহ্ন কণ্ঠ কূজনে ।
দ্বিগুণ মদন বেগেঁ করে নিধুবনে ॥ ৪ ॥
রাধার আধর মধু তারপিল* কাহ্নে ।
চান্দের পীয়ুষ ধারা রাহুএঁ যেহ্নে ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন করে আতি সবেঁ গাঢ় সুরতী ।
রাধাএঁ করিল তবেঁ বড়ঈ কাকুতী ॥
এড় এড় কৃষ্ণ হঅ খাণিএক তোহ্মো থীর ।
আতিশয় বেগেঁ পাছে বুক লএ চীর ॥ ৫ ॥
সহজেঁ সুরতী ভুঞ্জ দেব গদাধর ।
নিশাশ এড়িতেঁ মোকে দেহ অবসর ॥ ধ্রু ॥
আহ্মে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে ।
গাঢ় রমিল কাহ্নে মরদিআঁ স্তনে ॥
কপট কোপ করী রাধা নাগরী গোআলী ।
বলে উঠিআঁ উপরেঁ তলে কৈল হরী ॥ ৬ ॥

*'তারপিল' কাটিয়া 'তাপিল' করা আছে।

উপরে নাগরী রাধা তলে নান্দোবালা।
মেঘত উপরে যেহ্ন শোভে শশিকলা॥ ধ্রু
যেহ্ন রতি পরকার করিল কাহ্নে।
রাধাএঁ করিল এবেঁ তেহেন চুগুণে॥
কাহ্নের উপরে শোভে সুন্দরী গোআলী।
নীল মেঘে যেহ্ন পড়এ বিজুলী॥ ৭॥
চঞ্চল নূপুর ঘন কিঙ্কিণী বাজে।
মনমথ বসে রাধা তেজিল লাজে॥ ধ্রু॥
সুরত সুখে কাহ্ন মুকুলিত নয়নে।
তখণে হোঁযিল রাধা মাধবের মনে॥
আতি চিত্র বসন পহ্নিআঁ বনমালী।
খাণিএক কাহ্নের বুকত সুতিলী॥ ৮॥
নিচলে রহিলা রাধা সুরতি আরাসে।
শক্রের ধনু যেহ্ন উয়িল আকাশে॥ ধ্রু॥
হেন সম্ভেদে আসিআঁ বড়ায়ি।
বুইল রাধাকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ॥
সত্বরে রাধা লইআঁ যাইউ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর॥ ৯॥
তখনে রাধাক দিল মেলানী।
নাচিতেঁ গাইতেঁ বুলে চক্রপাণী॥ ধ্রু॥

ইতি বালখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

অথ বংশীখণ্ডঃ

অনঙ্গসঙ্গরে রাধা ভঙ্গং প্রাপ্য কুরঙ্গদৃক্‌ ।
আলসাকুলভাবজ্ঞাং জরতী সহিতা যযৌ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়ায়ি লয়িআঁ রাহা গেলা সেই থানে ।
সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে ॥ ১ ॥
ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে ।
তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে ॥ ২ ॥
খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ ।
তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ ॥ ৩ ॥
আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞিঁ ।
পতিদিনে নানা ছান্দে বাএ সেহি ঠাই ॥ ৪ ॥
তা দেখিআঁ না ভুলিলী আইহনের রাণী ।
সৃজি কাহ্নাঞিঁ তবেঁ মোহন বাঁশী ॥ ৫ ॥
সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম ।
সুবর্ণের সাম্বা হিরার বান্ধিল কাম ॥ ৬ ॥
হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞিঁ তাহাত ওঁকার ।
বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার ॥ ৭ ॥
যমুনার ঘাটে রাধা বাঁশী নাদ সুণী ।
জল লআঁ ঘর আয়িলী আইনের রাণী ॥ ৮ ॥

বৃন্দাবনে বাঁশী বাএ নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৯

নিপীয় বংশীনিনাদং রাধা কংসভয়াতুরা।
বৈদিতুস্বাদকস্তথ্যা জগাদ জরতীমিদং ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে।
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥ ২ ।
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং স্মরজরতুরাতুরা ।
যমুনাতীরমাগত্য রাধাহ জরতীমিদং ॥

শ্রীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

সুসর বাঁশীর নাদ সুণী আইলোঁ
• মো যমুনা তীরে ।
শোভন কলসা করে ধরিআঁ
পসিলোঁ যমুনা নীরে ॥
বড়ায়ি ল ।
বাঁশীর নাদ না শুণী এবেঁ
কাহ্নু গেলা কিবা দূরে ।
প্রাণ বেআকুল ভৈল এবেঁ
কিমনে জায়িবোঁ ঘরে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি ল ।
তোহ্মে কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে ।
কাল কাহ্নাঞিঁ চাঁচর কেশে
• কুসুম শোভিত মাথে ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি মো আন না জাণো
এত দুখ কহিবোঁ কাএ ।
কাহ্নের ভাবেঁ চিত্ত বেআকুল
লাজে মোঁ না কান্দো রাএ ॥
যমুনা তীরে কদমের তলে
কাহ্নু মোরে দিলে কোলে ।
তাহা সুঁঅরিআঁ বিকলী ভৈলোঁ
কাহ্নু বিসরিল ভোলে ॥ ২ ॥

চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্ব ডালে বসী কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষ বাণ ঘাএ॥
চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিণি মোর এবেঁ এক খন
এক কল যুগ ভাএ॥ ৩॥
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে।
তা বিণি সকল অন্তর দহে
যেন বেআপিল বীষে॥
এবেঁ আণিআঁ দেহ নান্দের নন্দন
পুরত আহ্মার আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল (বড়ু) চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

শ্রীরাগঃ॥ যতিঃ॥

এবেঁ বড় নয়নে মো না দেখোঁ সুন্দরী।
কথাঁ গেলেঁ পায়িব আহ্মে শ্রীকৃষ্ণ হরী॥
হেনক উপায় মোক বোল চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মো তোহ্মাক আণি দিবোঁ বনমালী॥ ১॥
যত কিছু বুয়িলেঁ মোর পরাণ নাতিনী।
বড় দুখ উপজিল মণে তাক সুণী॥ ধ্রু॥
যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার।
ঘড়িআল কুম্ভীর তাহাত আপার॥

শকতিএঁ পার হয়িলা চন্দ্রাবলী রাণী।
তথাঁ বা কেমনে পায়িব দেব চক্রপাণী ॥ ২ ॥
সেহি বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর।
বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর ॥
তাহার আগত রাধা এড়ায়ি কেমনে।
হেনক উপায় তোক্ষে কহ মোর থানে ॥ ৩ ॥
ভরিল যমুনাত তোক্ষা কৈল পার।
তোক্ষা হেতু কান্ধে বহিল দধি ভার ॥
তভোঁ তোর ভাল মতেঁ না পুরিল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং

আইস ল বড়ায়ি মোর রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ না পারোঁ মদন পাঁচ বাণ ॥
সরস বসন্ত ঋতু কোকিল রাএ।
অধিক বিরহ শিখে হৃদএ জলএ ॥ ১ ॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি বোলহ এখন।
সে বুধি করিলেঁ রহে আক্ষার জীবন ॥ ধ্রু
কে বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশীতল।
আক্ষার মনত ভাএ যেহেন গরল ॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।
ঘাঅত উপরে ঘাআ বাঁশীর সান ॥ ২ ॥
নানা তরু লতা বন ঘোর আন্ধকার।
বৃন্দাবন চল বড়ায়ি ত্রিভুবনে সার ॥
ধরণ না জাএ বড়ায়ি আক্ষার যৌবন।
প্রাণ রাখ আণি দেহ নান্দের নন্দন ॥ ৩ ॥

আহ্মার বচন শুণ তোহ্মো বড়ি মা ।
না জাণ কেমণ করে আহ্মার গা ॥
বিণি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪

রামগিরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী ।
আল বড়ায়ি ।
সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ সব সখিজনে
কেহো নান্দে কাহ্নাঞিঁকে আণী ॥ ১ ॥
আল বড়ায়ি চাহা চাহা ।
কোণ দিগেঁ মোহারী বাজে ॥ ধ্রু ॥
রূপস দেখিএ যথাঁ নানা ফুল ফল গড়া
সেই সে কাহ্নাঞিঁর দেশ ।
নান্দের নন্দন কাহ্ন
সোঁঅরিতেঁ পাঞ্জর শেষ ॥ ২ ॥
কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন ।
আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লঞাঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ ॥ ৩ ॥
তোহ্মার আগত সতোঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি
তোর বোল না করিবোঁ আনে ।
আণিআঁ কাহ্নাঞিঁ দেহ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ
বন্দিআঁ বাসলী চরণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

উত্তম গোআল কুলে আহ্মার জরম ।
তোহ্মাকে জুগত নহে এ সব করম ॥
দুচারিণী যার মা তার হেন গতী ।
সেসি পর পুরুষের বাঞ্ছএ সুরতী ॥ ১ ॥
সুণহ নাতিনী তোক কিছু নাহিঁ বুধী ।
কথাঁ গিআঁ পাইব আহ্মে কাহ্নাঞিঁর সুধী ॥ ধ্রু ॥
এ সব কামত যেবা উপসন্ন হএ ।
পাপ বেআপিত সে ধরম করে খএ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ থাক আইহনের রাণী ।
লোকেঁ ভণি সুণে তোর এ সব কাহিণী ॥ ২ ॥
শিশু হয়িতেঁ জাণো তোর মাএর চরীত ।
তার ঝিউ হআঁ তোর কেহ্নে হেন চীত ॥
পুরুবে যে কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে ।
এবেঁ তোর মন তাক বেকত করিতেঁ ॥ ৩ ॥
সুণহ সুন্দরি তোহ্মে আইহনের দাসী ।
এ সব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী ॥
হেন কাম করিলেঁ নাসিবোঁ তোর পাশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ ।
মাহলী মালতী ফুল গাথিবোঁ ।
দুত্তা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ ॥

খাট পালঙ্কি গঢ়ায়িবোঁ।
আল সুবর্ণে মঢ়ায়িবোঁ।
কাহ্নাঞিঁ লইআঁ রতিএঁ পোহাইবোঁ ॥
এবেঁ শুণিআঁ বাঁশীর ধুনী।
আল মরিবোঁ জালী আগুনী।
কাহ্নের সকল দোস খণ্ডিবোঁ আপুণী ॥ ১ ॥
তোরে মো না এড়িবোঁ দূতী ল।
বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউ সমতী ল ॥ ধ্রু
মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাহলী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতী তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ ॥
মো জে কস্তুরী কপুর খাইবোঁ।
কিশলয় শয়ন বিছাইবোঁ।
কাহ্নু আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ ॥ ২
তার বাঁশীর শবদ শুণী।
পরাণ জাএ মোর শুণী।
সুণ তোঁ দূতী আণি দেহ চক্রপাণী ॥
দেবের বর যদি পাওঁ।
এখনে তবে পাখি হওঁ।
আপণে উড়িআঁ কাহ্নের ঠায়ি জাওঁ ॥ ৩ ॥
সে গোবিন্দ গোপ নন্দনে।
মোর কুচযুগের চন্দনে।
সব সখি লআঁ তার করিবোঁ বন্দনে ॥
আন বড়ায়ি কাহ্নু মোর থানে।
সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবনে।
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

ধানুষী রাগঃ ॥ একতালী ॥

আল রাধা।
কিসক মরিতেঁ চাহ তোহ্মে।
চাহিআঁ কাহ্নাঞিঁ আণি দিব আহ্মে ॥ ধ্রু ॥
বুঝাইআঁ বুলিবোঁ তারে বাণী।
যেহ্ন সে আইসে চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥ ১ ॥
আল রাধা।
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ আণিবোঁ।
তোর সঙ্গে সুরতী করায়িবোঁ ॥ ধ্রু ॥ প্র ॥
যত দুখ দেখিলোঁ তোহ্মারে।
একেঁ একেঁ কহিবোঁ কাহ্নেরে ॥
আবসি সোঙরি তোর নেহে।
কাহ্নাঞিঁ আসিব কুঞ্জ গেহে ॥ ২ ॥
যত কিছু বসে তোর মনে।
নিবেদিহ কাহ্নের থানে ॥
তবেঁ তোক না ছাড়িব কাহ্নে।
সরূপেঁ বুইলোঁ তোর থানে ॥ ৩ ॥
হেন বোলে মাঝা বৃন্দাবনে।
কাহ্নাঞিঁ বাঁশীত দিল মনে ॥
সুখী রাধা পাইল হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

— ০ —

বংশীনিনাদতরলা তরলাক্ষলোচনা।
জগাদ রুচিরং রাধা ভারতীং জরতীং প্রতি

দেশরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়ায়ি ।

হাথে ভাণ্ড মাথে করী চান্দ
চন্দন চর্চ্চিত গাএ ।
যমুনার তীরে কদমের তলে
কে না বাঁশী বোলাএ ॥ ১ ॥

রাধা

পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া
মাথে ঘোড়াচুলা ।
ধুলাএ ধুসর নীল কলেবর
সেই সে নান্দের বালা ॥ ২ ॥

তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ
তোর সঙ্গে নিতি আসী ।
গোকুলত থাকে বাছাক রাখে
কথা পাইলে হেন বাঁশী ॥ ৩ ॥

রাধা তোএঁ মুগধী (আবালী) গোআলী
না জাণ কাহ্নের শুধী ।
তোহোর আন্তরে চতুর কাহ্নাঞিঁ
পাতএ আশেষ বুধী ॥ ৪ ॥

আতি মনোহর বাজাএ সুসর
সুণিআঁ পরাণ জাএ ।
কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি
কেমণে তাক বাজাএ ॥ ৫ ॥

বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ
সপত সর বাজাএ।
নাগর শেখর নান্দের সুন্দর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৬ ॥

এতাং শ্রুত্বা রূপসরোহংসী বংশীকথানথ।
জগাদ রাধা মধুরাং ভারতীং জরতীং প্রতি

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

ঘরেত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞিঁ
কোণ দিগেঁ সার পাঁসারে।
বাঁশীর শবদেঁ চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি
জাইবোঁ তার আনুসারে ॥ ১ ॥
দুখ বাঁশীর শবদেঁ গো বড়ায়ি।
ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবন পসিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
বাঁশী বাএ সুললিত ছান্দে।
হার কঙ্কন বড়ায়ি সব তেআগিবোঁ
সুণী তাক বুক কেবা বান্ধে ॥ ২ ॥
চলি জাইতেঁ চাহোঁ বড়ায়ি পাঅ নাহিঁ চলে
হারায়িলোঁ সখিজন সঙ্গে।
এবেঁ বাঁশী নাদ সুণী দেহ কাহ্ন আণী
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী চরণে ॥ ৩ ॥

রাধয়া প্রেরিতা বৃন্ধা হরেরন্বেষণং প্রতি।
ইদং জগাদ বচনং রাধিকাধাধিকাতরা ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

খনে বসী থাকে কাহ্নাঞিঁ যুমনার তীরে।
গেণ্ডুআ খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে ॥ ১
কথাঁ গিআঁ চন্দ্রাবলী চাহিব কাহ্নাঞিঁ।
সরূপ করিআঁ বোল আহ্মার ঠাই ॥ ধ্রু ॥
খণে বৃন্দাবনে খনে বাঁশী বোলায়িতেঁ।
নিশ্চল বোলহ লাগ পাইব কেন মতেঁ ॥ ২
তাহার উদ্দেশে কত বেড়ায়িব আগে।
বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোক্ষে ॥ ৩ ॥
কাকুতী করিআঁ বোলোঁ খেমা কর মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে।
এবেঁ কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে
প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে।
এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞিঁ দরশন নাঁদে।
আহ্মা উপেখিআঁ গেলা নান্দের নন্দন।
তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ ॥ ধ্রু
আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ।
কেলি কৈল যেই বৃন্দাবনত পসিআঁ ॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ সমে বিবিধ বিধানে।
এবেঁ লআ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে ॥

বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী।
কাহ্ন বিণি মোর রূপ যৌবনে কী ॥
এরূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
মন্দ পবন বহে কালিনী নই তীরে।
কাহ্নাঞিঁ সোঁঅরী মোর চিত নহে থীরে ॥
এবেঁ আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দনে।
গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যবেঁ আহ্মা দিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাঠায়িলে তাম্বুল।
তখন কি বুঝিআঁ না কৈলেঁ আণুকূল ॥ ১ ॥
পুনরপি কান্ধে বহিলেঁ দধি ভার।
তবেঁ কেহ্নে না পালিলে বচন তাহার ॥ ২ ॥
যখন শরত রৌদে ধরিলেক ছাতী।
তখন বোলায়িলেঁ রাধা আপণাক সতী ॥ ৩ ॥
তোহ্মা সমে করিব যমুনা জলে কেলী।
হেন বুঝী কালীয় দলিল বনমালী ॥ ৪ ॥
নানা ফুল আরোপিল নির্ম্মিল বৃন্দাবন।
তোহ্মার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন ॥ ৫ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ এত কৈল দামোদরে।
তভোঁ তাক দোষ দেসি তোঞঁ বারে বারে ॥ ৬ ॥
এখন বোলহ রাধা আহ্মার মরন।
এবেঁ কথাঁ পাইব আহ্মে নান্দের নন্দন ॥ ৭ ॥
মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৮ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণা ॥ ১ ॥
রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি।
সুণিআঁ বাঁশীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।
তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ ॥ ২ ॥
সেইত বাঁশীর নাদ সুণিআঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ।
বিনি জলে চড়াইলোঁ চাউল ॥ ৩ ॥
যমুনার তীরে কদম তরু তলে
তহি বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে।
তাক আণিআঁ বড়ায়ি রাখহ পরাণ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আজি ভাল না শুনো মো তোহ্মার বচন।
আপণার গুণ কহ আউলাআঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
আপণার সুখে কাহ্নাঞিঁ ভ্রমে বৃন্দাবনে।
লাজ না বাস বুলিতেঁ হেন বচনে ॥ ধ্রু ॥

তাহাক আণিতেঁ তোহ্মে নাম্বায়িলেঁ আম্বলে।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ রস দিলেঁ নিমঝোলে ॥ ২ ॥
চল চাহা গিআঁ রাধা বৃন্দাবন পাশে।
তথাঁ কাহ্নাঞিঁ (বসে) গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

নিধায় কলসং কুক্ষৌ বৃদ্ধয়া সহ রাধিকা।
জগাম যমুনাতীরং কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকম্ ॥

কাখেত কলসী বড়ায়ি জাও ধীরে ধীরে।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ বড়ায়ি যমুনার তীরে ॥
বাঁশী নাদ সুণী কাহ্ন দেখিতে না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিঞাঁ লুকাওঁ ॥ ল ॥ ১ ॥
চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক তীরে।
বাঁশীর শবদে প্রাণ কেহ্ন জাল করে ল ॥ ধ্রু ॥
শীতল মনোহর বাঁশী কে না বাএ।
ডালত বসিঞাঁ যেহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥
উল্লসিত হইলো বড়ায়ি তার নাদ সুণী।
না পায়িঞাঁ কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি তেজিবোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
যমুনার তীরে বড়াই কদমের তলে।
পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহিত মঙ্গলে ॥
মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে।
তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে ॥ ৩ ॥
এবে মঙ্গল চাহাঞাঁ দেখিলোঁ বড়ায়ি।
কাহ্নাঞি পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী ॥

এখণ বড়ায়ি মোরে বোলহ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাবনে।
কথাহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে॥
আজি সুন্দরী রাধা চলি জায়ি ঘর।
এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর॥ ১ ॥
এখন আর কিছু উপায় নাহী।
কালী পরভাতে আসি চাহিব কাহ্নাঞি॥ ধ্রু ॥
বিহাণ আইলাতোঁ হৈল সাঝ উপসন।
গোঠে হৈতেঁ ঘর আজি আসিআঁ আইহন॥
তোহ্মাক না দেখিআঁ রোষিব আহ্মারে।
না জাণো আয়র কিবা করএ আহ্মারে॥ ২ ॥
কোপছলেঁ পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে।
এখন পায়িবাক তাক না কর যতনে॥
বিরহেঁ বিকল হআঁ তোহ্মার থানে।
আপণে মেলিব আসি নাগর কাহ্নে॥ ৩ ॥
আহ্মাত আধিক তোর কে করিবে হিত।
সব খন তোর কাজে জাগে মোর চিত॥
হেন বুলী বড়ায়ি লয়িআঁ গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

প্রথম পহরে গোআল গেলা নিন্দ।
আচম্বিত বাঁশী ধুআ করিল গোবিন্দ॥

উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।
বিরহেঁ বিকলী হআঁ গোআলিনী কান্দে ॥ ১ ॥
শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ হে।
অনাথী নারীক সঙ্গে নে ॥ ধ্রু ॥
দুঅজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন।
নাছে, গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন ॥
চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে।
কথাঁহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর রাতী কোকিল রএ।
বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ ॥
এভোঁ নাইল সেত নান্দের পূত।
কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত ॥ ৩ ॥
চৌঠ পহরে গুণিআঁ পাঁচ সাতে।
বিরহেঁ মুরুছা গেলী রাধিকা প্রভাতে ॥
মুখ জল দিআঁ বড়ায়ি করায়িল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

অথ রাধাং পুরো বীক্ষ্য স্মরজ্বরভরাতুরাং।
চতুরা জরতী প্রাহ যমুনা গমনং প্রতি ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥
লগনী ॥

সুণহ সুন্দরী রাধা বচন আহ্মার।
যমুনাক যাই ছলে পাণী আণিবার ॥ ১ ॥

তোহ্মার বচনে যমুনাক আহ্মে জাইব।
তথাঁ গেলেঁ কেমনে কাহ্নাঞিঁর লাগ পাইব ॥ ২ ॥
তথাঁ বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে।
যমুনার তীরে সব খন থাকে কাহ্নে ॥ ৩ ॥
তার বাঁশী নিলেঁ হিত কি হয়িব মোর।
সরূপ করিআঁ কহ পাএ ধোরোঁ তোর ॥ ৪ ॥
বাঁশীত লাগিআঁ তোকে নান্দের নন্দন।
আপুণা বুলিব আনী কাকুতী বচন ॥ ৫ ॥
কদমের তলে যবেঁ কাহ্ন থাকে বসী।
তবেঁ তার কেনমতেঁ চোরায়িব বাঁশী ॥ ৬ ॥
নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আহ্মি।
তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুহ্মি ॥ ৭ ॥
কেহো যবেঁ বাঁশী হাথে দেখিব আহ্মারে।
তবেঁ তাক সম্বোধিব কমণ উত্তরে ॥ ৮ ॥
বাঁশীগুটি থুইহ তোহ্মে কলসে ভীতর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ৯ ॥

গত্বা রাধাযুতা বৃদ্ধা মাধবং যামুনেতটে
নিদ্রালুং বিদধে মন্ত্রৈ র্বংশাপহরণাশয়া

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যমুনার তীরে কদম তরু তলে
বাঅ বহে সুশীতলে।
তথাঁ বশিআঁ সে দেবরাজ
পুরিল বাঁশীত শরে ॥

নিদ্রাহো আসিআঁ চাপিল কাহ্নে
তেঁসি না গেলা ঘরে ।
নব কিশলয় শয়নে সুতিল
বাঁশীত দিআঁ শিআরে ॥ ১ ॥

আল ।
কাহ্ন নিন্দ গেলা হেলে ।
দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ
বাঁশী হারায়িল ভোলে ॥ ধ্রু ॥

সকল সখিগনে যমুনাক গেলা
আণিবারেঁ পাণী ।
কদম তলাত নিন্দ গেল কৃষ্ণ
দেখিল আইহন রাণী ॥
ধীরে ধীরে তার নিকট গিআঁ
বাঁশী চোরায়িআঁ সত্বরে ।
কাখের কুম্ভত ভিতর থুয়িআঁ
রাধা লড়িলা ঘরে ॥ ২ ॥

ঘরত গিআঁ সে চন্দ্রাবলী
ভূমিত থুয়িআঁ কলসী ।
উল্লসিত মনে বাহির করিআঁ
পুণি পুণি চাহে বাঁশী ॥
পাছে লুকায়িল রাধিকা বাঁশী
যথাঁ নাহিঁ জাএ আনে ।
মনত গুণিআঁ সার কৈল
আর নাহিঁ দিব কাহ্নে ॥ ৩ ॥

নিদ্রা ভাঙ্গিআঁ সত্বর হয়িআঁ
কাহ্নাঞিঁ তুলীল গাএ ।

চারি পাশ চাহী বাঁশী না পায়িআঁ
কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ ॥
বেআকুল হয়ি বড়ায়ি দেখিআঁ
বিলপিলা শ্রীনিবাসে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আনেক যতন করি আলেচিআঁ কাজে।
বাঁশী নির্ম্মিল আহ্মে গোকুল সমাজে ॥
শোভে রতন জড়িত বাঁশী আহ্মারে।
নাদে মোগে জাএ সকল সংসারে ॥ ল ॥ ১ ॥
বাঁশী হারায়িলোঁ বড়ায়ি ল
আল গোকুলে আসিআঁ।
হা কান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ ॥ ধ্রু ॥
এবেঁ কে না নীল মোহন বাঁশে।
দুঈ তার ঝারা পাট থোপ দুই পাশে ॥
মাণিকে খঞ্চিল তথি সোনার পাতা।
সুরপতী জাণে মোর বাঁশীর বারতা ॥ ২ ॥
বাঁশী হারায়িআঁ কাহ্ন মনে খেদ করে।
তাহাক চাহিআঁ কাহ্ন বুলে ঘরে ঘরে ॥
মাথাত হাথ দিআঁ কান্দন্তি গদাধরে।
তাহাক শুণিআঁ রাধা পায়িল বড় ডরে ॥ ৩ ॥
মণত গুণিআঁ পাছে দেন চক্রপাণী।
দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী ॥

তবেঁ সব কহিলান্ত বড়ায়ির থানে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

না কান্দ না কান্দ কাহ্নাঞিঁ সুণহ বচনে ।
কাতর কিকে হয় কমল লোচনে ॥
আযাত্রাঞঁ গোকুল কইলেঁ গমনে ।
শিয়রত বাঁশী হারায়িল তে কারণে ॥ ১ ॥
সুণহ সুণহ কাহ্ন না কর আতোষে ।
আহ্মে সব কহিআঁ দিব বাঁশীর উদ্দেশে ॥ ধ্রু
আহ্মার বচনে তোহ্মে কর অবধান ।
গোপীকুলের তোহ্মে কৈলেঁ আপমান ॥
তে কারণে এবেঁ আহ্মে করি আনুমান ।
তেঁ সহ্মে চোরায়িল বাঁশী তোর কাহ্ন ॥ ২ ॥
বাঁশীর উদ্দেশ তোক কহিল মুরারী ।
গোপী মাঝেঁ বাঁশী তোর কেহো কৈল চুরী ।
ষোল শত যুবতীক কর যোড় হাথ ।
তবেঁ বাঁশী পায়িবেঁ শুন জগন্নাথ ॥ ৩ ॥
যোড় হাথে কাকুতী কৈল বনমালী ।
তা দেখিআঁ ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী ॥
বুঝিআঁ রাধাক বাঁশী মাঙ্গিল কাহ্নে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহ্মার বাঁশীর শবদেঁ ল ।
আল হের রাধা

খণ্ডএ সকল আপদে।
আল রাধে জার ধ্বনী সরগ দুআরে ॥ ল ॥ ১ ॥
মোর বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দাণে।
আল হের রাধা
বারেক রাখহ সমানে ল ॥ ধ্রু ॥
বাঁশী পাইল হর গৌরী বরে।
দেখিতেঁ আতি মনোহরে।
যার নাদেঁ গোকুল রহে ॥ ২ ॥
সুণ তোঁ আইহনের গোআলী।
আকুল না কর বনমালী ॥
বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে।
হের তোর ধরিলোঁ আঁচলে ॥ ৩ ॥
সুণী কি বুলিহে বাপ নান্দে।
বাঁশী হারায়িলোঁ মো নিন্দে ॥
বাঁশী দিআঁ পুর মোর আশ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো
বিকে জাইতেঁ মথুরা নগরী।
আঞ্চলে ধরিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ রহাএ গো
বোলে তোঞঁ বাঁশী কৈলী চুরী ॥ ১ ॥

আল হের না জাণো বাঁশীর শুধী ।
আল ল বড়ায়ি ।
ছাওআল কাহ্নাঞিঁ বল করে ॥ধ্রু॥
তেজিলোঁ মো তার চীর নূপুর কঙ্কন বড়ায়ি
তেজিলোঁ মো সব আভরণে ।
বারে বারে কাহ্নাঞিঁ মোকে ধিকাধিক বোলে গো
যত কিছু তোহ্মার কারণে ॥ ২ ॥
গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ
কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ ।
তবেঁ বা মোঞঁ কাহ্নের ঝগড় এড়াওঁ
কিবা মরোঁ খরল খায়িআঁ ॥ ৩ ॥
আহ্মার আন্তরে বড়ায়ি বোলহ কাহ্নেরে গো
চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে ।
না কর ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো
গাইল বাসলী বরে ॥ ৪ ॥

রাধিকাবাচমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
উবাচ কাতরঃ কৃষ্ণঃ বংশোৎপাদনহেতবে ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী

মাঞঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল ।
না করিহ গোঠ সঘনে ॥
সেহো বোল না শুণিল কানে ল ।
আল হের বড়ায়ি হে ।
তোঁ মোর বাঁশী নিল আনে ॥ হে ॥ :

হরি হরি।
কে না পরাণে দুখ দিল।
আল হের।
বিরহ বিনোদ বাঁশী নিল হে॥ ধ্রু॥
মোর বাঁশী ত্রিভুবনে জাণী।
খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী॥
বাঁশী নিআঁ রাধা নাহিঁ মানে।
সে নিল জাণো আনুমানে॥ ২॥
বাঁশী হারাইল বনমালী।
সুণী বাপ মাএঁ দিব গালী॥
তাক ধন দিব চক্রপাণী।
যে মোর বাঁশী দিব আনী॥৩॥
নাহিঁ করোঁ কিছু আপরাধা।
বাঁশী নিআঁ প্রাণে মারে রাধা॥
বোল তারে দেউ মোর বাঁশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
অথ রাধা নিরাবাধা পুনঃ প্রাহ গদাধরং।

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা
জগতে বিদিত তোরে।
তার পুত্র হআঁ দেব দামোদর
মিছা চুরী দোষ মোরে॥ ১॥

এথাঞিঁ শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ
সুতিআঁ আছিলোঁ আহ্মি।
পাণী নিবারেঁ আসিআঁ সে
বাঁশী নিলেহেঁ তুহ্মি ॥ ২ ॥
বড়ার ঝিআরী বড়ার বৌহারী
আহ্মে আইহনের রাণী।
আহ্মে বাঁশী তোর চোরায়িল কাহ্নাঞিঁ
মুখে আন হেন বাণী ॥ ৩ ॥
আহ্মে সে তোহ্মার সকল বেভার
রাধা জাণোঁ ভাল মতেঁ।
তেঁসি পুছি আহ্মে তোহ্মার থানে
বাঁশী নিলেঁ কোণ ভিতে ॥ ৪ ॥
মিছা বোল তেজ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
সত্য কর পরমাণে।
আহ্মে যত বড় মন্দ লোক কাহ্ন
তাক সখিজন জাণে ॥ ৫ ॥
না বোল না বোল নাগরী রাধা
মোরে হেন দুষ্ট বাণী।
এথাঞিঁ আহ্মার তোহ্মে নিহ্নে বাঁশী
সকল লোকে ভালেঁ জাণী ॥ ৬ ॥
তেজিআঁ সংশয় কর পরতর
কাহ্নাঞিঁ মোর বচনে।
কোণ কাজেঁ তোর বাঁশী হরিআঁ
আমান করিব আহ্মে ॥ ৭ ॥
যত আলঙ্কার বহুমূল সার
সব রাধা মোর নে।

সুবর্ণে জড়িত হিরাএঁ রচিত
বাঁশীগুটি মোরে দে ॥ ৮ ॥
নাহিঁ বোলোঁ তোরে কপট উত্তরে
সত্য বুয়িলোঁ দামোদরে।
মোএঁ নাহিঁ নেওঁ তোঁহ্মার বাঁশী
ঝগড় না কর মোরে ॥ ৯ ॥
নটকী গোআলী ছিনারী পামরী
সত্যে ভাষ নাহিঁ তোরে।
তোএঁ নিলী বাঁশী গাইল চণ্ডীদাস
দেবী বাসলীর বরে ॥ ১০ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কোণ আসুভ খনে পাত্র বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ ॥
শুন কলসী লই সখি আগে জাএ।
বাএঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ ॥১॥
বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি।
আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ ॥ধ্রু॥
কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী ॥
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ ॥২॥
ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি দহতে পেলায়িবোঁ।
যোগিনী রূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ ॥
আনল কুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ।
কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাইআঁ মরিবোঁ ॥৩॥

বোলওঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ করিআঁ করুণে।
লোটাআঁ ভূমিত ধরী তোহ্মার চরণে॥
কিসক কাহ্নাঞিঁ মোক দেহ হেন দোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥৭॥

আহেররাগঃ॥ একতালী॥

কিসক নাগরী রাধা যোড়সি কান্দনে।
তিরী কলা পাতি ভাণ্ডিবারেঁ চাহ কাহ্নে॥
সপ্ত লাখের মোর চুরী করি বাঁশী।
না জাণো বাঁশীর সুধী আপণে বোলসী॥১॥
আপণা চিহ্নিআঁ বাঁশী দেহ মোরে আণী।
যবেঁ তোর পরাণ না লৈব চক্রপাণী॥ধ্রু॥
সব আভরণ তোর কাঢ়িআঁ লইবোঁ।
বাঁশীত লাগিআঁ তোক বান্ধিআঁ রাখিবোঁ॥
জীবার আশ যবেঁ আছএ তোহ্মার।
ঝাঁট করী বাঁশীগুটী দিআর আহ্মার॥২॥
বাঁশী পায়িলেঁ কিছু না বুলিব গদাধর।
আপণার সুখে রাধা জাইহ তোহ্মে ঘর॥
যবেঁ বা না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আহ্মারে।
এখনী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে॥৩॥
আপণা চিহ্নিআঁ (রাধা) বাঁশী দেহ মোরে।
নহে পাঁচ আবথা করিব আহ্মে তোহ্মারে॥
এহা সুণী বড়ায়িতে উপজিল হাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥৪॥

দেশবরাড়ীরাগ ॥ আঠতালা ॥

হারায়িল তোহ্মার বাঁশী তেঁসি বড়ায়িতে হাসী
মোর বোল সুণ চক্রপাণী ।
বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সত্বর করে
হেন ছুঠ বড়ায়ির বাণী ॥ ১ ॥
কিকে কাকুতী করসি চল কাহ্নাঞিঁ
বড়ায়ি নিলে বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
বুঢ়ী বড় আছিদরী ভাণ্ডে তোহ্মা মায়া করী
তার মন বুঝিতেঁ না পারী ।
ছুঠ মন মিঠ দেখে আন্নু সম পর দেখে
চাহা বাঁশী তাহাক মুরারী ॥ ২ ॥
দেখি তোহ্মা আসুখ মোর মণে বড় ছুখ
মো কেহ্নে হরিবোঁ তোর বাঁশী ।
তোহ্মেঞিঁ বড় সিআন আপণে গুণিআঁ যান
বড়ায়ি পরক বিনাসী ॥ ৩ ॥
আহ্মার বোল পরমান তাক না করিহ আন
চল তোহ্মে বড়ায়ির পাশে ।
বাঁশীর তত্ব কহিল আহ্মে দোষ এড়ায়িল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

তোঁ বড়ায়িক দেসি দোষে বড়ায়ি তোহ্মাক দোষে
সব মোর করমের ফল ।
ছুহাঁর কপট হাসী চোরাআঁ আহ্মার বাঁশী
রাধা মোক না কর বিকল ॥ ১ ॥

কেহ্নে আমান করসী।
আহ্মে জাণী তোহ্মে নিলেঁ বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
তোরে বোলোঁ চন্দ্রাবলী আকুল মো বনমালী
তোহ্মে কৈল চুরী মোর বাঁশী।
কথাঁ নিআঁ বাঁশী এড়ি মিছাএঁ দোষসি বুঢ়ী
হৃদয়ত ভয় না মানসী ॥ ২ ॥
কহ তোঁ আহ্মার থানে কিবা আছে তোর মনেঁ
দুখ দেহ মোরে কি কারণে।
বাঁশী দেহ একবার মাণিবোঁ উপকার
এহাত না কর তোহ্মে আনে ॥ ৩ ॥
দৈবেঁ মোক নিন্দ পাইল তোহ্মে এথাঁ বাঁশী নিল
বাঁশী দেহ না কর নিরাশ।
দেবী বাসলী চরণ করী শিরে বন্দন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ভাদর মাসের তিথি চতুথীর রাতী।
জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী ॥
পূণ্ন কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
তে কারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ॥ ১ ॥
জাণি মেণ আল বড়ায়ি কাহ্নের কাঁহিণী।
কলঙ্ক থুয়িল মোর বাঁশী চুরণী ॥ ধ্রু ॥
গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ ॥
খণ্ড বিচনীর কিবা পাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ।
তে কারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ ॥ ২ ॥

চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ তুয়ি আখী॥
যবেঁ মো চুরী কৈলোঁ হঞাঁ নারী সতী।
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী॥ ৩
এখণে আছিল বাঁশী তোহ্মার এই ঠাএ।
আগু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাএ।
আহ্মে বাঁশী নাহিঁ নীএ শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ॥ ৪॥

রাধে বৃদ্ধাং ভৃশং মুগ্ধাং বিদৃশ্য কৃতকৈতবাং।
বঞ্চনং কুরুষে গম্যে সর্ব্বং তদ্বিদিতং মম॥

রামগিরীরাগঃ॥ একতালী॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

গাই রাখিতেঁ নিন্দ গেলোঁ বাঁশী মাথে।
সে না বাঁশী আল রাধা নিলী কোণ ভিতে॥ ১॥
নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িঞাঁ দোষসি আহ্মারে॥ ২॥
এথাঞিঁ আছিল বাঁশী সন্ধার বিদিতে।
সে না বাঁশী রাধা মোর নিলেঁ কোণ ভিতে॥ ৩॥
বিচারিআঁ চাহ মোর দধির পসারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে॥ ৪॥
না বোল না বোল রাধা হেন ছুঠ বাণী।
তোহ্মে বাঁশী চোরায়িলেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী॥ ৫॥
চান্দ সুরুজ মোর আছে তুয়ি সাখী।
আহ্মা মিছা দোষ কাহ্ন খাইবি তুই আখী॥ ৬॥

সপ্ত লাখের মোর বাঁশী করী চুরী ।
আহ্মো গালী দেহ মোরে রাধিকা নাগরী ॥ ৭ ॥
ঘৃত দুধ নঠ মোর ঘোলের পসার ।
গোহারী করিবোঁ রাজা কংসের দুআর ॥ ৮ ॥
তোর কংশাসুরক নাহিঁক মোর ডরে ।
হের ধরিলোঁ বলে তোহোর আঞ্চলে ॥ ৯ ॥
মিছা চুরী দোষ দিআঁ জাইতেঁ দেহ বাধা ।
আজী কৌণ আথান্তর করিবেক রাধা ॥ ১০ ॥
বিণি বাঁশী দিলেঁ তোর নাহিক গমনে ।
এহা বুঝী কর মোরে বাঁশীগুটি দানে ॥ ১১ ॥
সতোঁ নাহিঁ নেওঁ বাঁশী তোর গদাধর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ১২ ॥

নিপীয় রাধাবচনং নিষেধপরুষাক্ষরং ।
বংশীমুদ্দিশ্য কংসারি র্বিললাপ নিরন্তরং

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সুন্ধ সুবর্ণ্নে শোভিত আহ্মার বাঁশী
নাল বিন্ধিল তার বাহিরে ।
অ প্রাণ ।
সুণিআঁ কি বুলিহে বলভদ্র ভাই
বাঁশী হারায়িলোঁ মো শিঅরে ॥ ১ ॥
অ প্রাণ ধরণ না জাএ সুন্দরি রাধে ।
কে না নিল মোহন বাঁশী ॥ ধ্রু ॥
ঋগ যজু সাম আথর্ব্ব
চারী বেদ গাএ গো বাঁশীর সরে ।

সুণী সব দেবগণে কি বুলিহে আহ্মারে
কে না নীল বাঁশী সিঅরে ॥ ২ ॥
হার কেয়ূর রাধা সব মোর নে।
বাঁশীগুটি আণী মোক দে ॥
বনমালা আভরণ তাহা তোক দিবোঁ।
যে বোলসি তাহাক করিবোঁ ॥ ৩ ॥
তোহ্মে মোর বাঁশী নিলেঁ সুন্দরি রাধা
মোর মনে হেন পড়িহাহে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনাক আইলোঁ নীতেঁ পাণী। আল।
তোর বাঁশী সুধিহো না জাণী ॥ কাহ্নাঞিঁ হে ॥
হআঁ তোহ্মে দেব চক্রপাণী। আলি।
কেহ্নে বোল হেন দুস্ট বাণী ॥ ল কাহ্নাঞিঁ হে ॥ ১ ॥
শিঅরে হারায়িআঁ তোহ্মে বাঁশী।
মিছা কেহ্নে আহ্মারে দোষসি ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
হয়িল মোর এতেক বএসে।
কেহো নাহিঁ দিল চুরী দোষে ॥
সব লোক মোরে ভালেঁ জাণে।
চুরিণী হয়িলাহোঁ তোর থানে ॥ ২ ॥
আতি রতি বেআকুল হআঁ।
কমণ তিরীক বাঁশী দিআঁ ॥
সাধিলেহেঁ আপণার কাজে।
আহ্মা কেহ্নে দোষ দেবরাজে ॥ ৩ ॥

সরূপেঁ বুয়িলোঁ মো কাহ্নাঞিঁ ।
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ পাই ॥
যাক দিলেঁ চল তার পাশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কহ্রাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণহ আইহন দাসী তোঁ মোর চোরায়িলি বাঁশী
তেঁসি তোর পাছে বেড়ায়িএ ।
বাঁশীগুটী দেহ যবেঁ বড় পুন পাহ তবেঁ
বাঁশী পাইলেঁ সুখেঁ ঘর জাইএ ॥ ১ ॥
সুণহ নটক কাহ্ন কেহ্নে কর আপমান
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ নীএ ।
বাঁশী যবেঁ পাইএ তবেঁ ঘসি ঘাটিএ
চারি চীর করি বা পোড়াইএ ॥ ২ ॥
সগ্‌র্গ মর্ত্ত্য পাতালে চিন্তিআঁ চাহিলোঁ মনে
তোঁ মোর নিআঁছিস বাঁশী ।
উচিতেঁ গরুঅ মনে তোঞঁ মুচুকে হাসী
তাক দেহ আইহনের দাসী ॥ ৩ ॥
পান্তরে হারাআঁ বাঁশী মোর থানে খোজসি
এহা না সহে মোর পরাণে ।
হেন যবেঁ বোলে আন কাটোঁ তার নাক কান
তোহ্মা তেজোঁ ভাগিনা কারণে ॥ ৪ ॥
বাপ বসুল মোর মাঅ দৈবকী ল
সব দেবেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে ।
গোআলার ঝি তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী ল
ধিক বোল্ল মোক কি কারণে ॥ ৫ ॥

আহ্মেত আইহন দাসী আহ্মাতে চাহসি বাঁশী
সুণী তোক রোষিব কাঁশে ।
তোহ্মে কাহ্ন বারেঁ বারেঁ ধিক বোল মোর থানে
ফল পাইবেঁ আপণার দোষে ॥ ৬ ॥
না বোল নিঠুর বাণী আহ্মে দেব চক্রপাণী
দেহ মোরে বাঁশীর আশে ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

নিরাসসবনেনাহং রাধায়া বিকলীকৃতঃ ।
বংশলাভায় বৃদ্ধে ত্বমুপায়ং বদ সংপ্রতি ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥

ষোল শত রাধার সঙ্গিণী । আল ।
তার থান চলহ আপুণী ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥
একেঁ একেঁ কর যোড়হাথে । আল ।
তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
কত কান্দ নেতে মোছ লোহে । আল ।
আন্তর পোড়এ মোর নেহে ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
আহ্মে হরি ত্রিভুবনে জাণী । আল ।
আহ্মা লআঁ পুরাণ বাখানী ॥ ল বড়ায়ি ॥
ত্রিদশগণের আহ্মে নাথ । আল ।
কেমণে করিব যোড়হাথ ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥
এত বড় মোর আপমাণে । আল ।
সুণি কি বুলিব দেবগণে ॥ ল বড়ায়ি ॥ ধ্রু ॥

সুণ তোহ্মে নান্দের কুমার।
নিজ কাজে বিকল সংসার ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥
যোড়হাথে বুলিহ বচনে।
সুখী হইব রাধার মণে ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ৩ ॥
কেহ্নে তোঞেঁ কাজ না বুঝসি।
তণ্ডী কয়িলেঁ না পাইবেঁ বাঁশী ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
যোড় হাথ করিলেঁ বড়ায়ি।
তবেঁ কি দিবেক বাঁশী রাহী ॥
পাছে জনি লোক উপহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
হের গিআঁ তোহ্মার বচনে।
হাথ যোড় করে দেব কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥

প্রমুক্তকাকুবচনং কৃতসংঘতলং পুরঃ।
বিলোক্য মাধবং বৃদ্ধা রাধিকামিদমাদধে ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে।
ঝরে তার পাণী নয়নে গো ॥
কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে।
কত তার দেখিবোঁ দুখে গো ॥ ১ ॥
বাঁশীর শোকেঁ চক্রপাণী।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ আনী ॥ ধ্রু ॥
যোড় হাথ কৈল দেব কাহ্নে।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ দাণে।

নাহিঁ পিন্ধে উত্তম বসনে।
শরীরে দুবল ভৈল কাহ্নে ॥ ২ ॥
মোর বোল সুণ অবগাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর রাহী ॥
দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে।
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে ॥ ৩ ॥
যেবা রাধা আছে তোর মণে।
কাহ্নাঞিঁকে বোল সে আপণে ॥
তাক করিব কাহ্নাঞিঁ হরিষে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বৃন্দাবচনমাকর্ণ্য রাধা প্রাহ গদাধরং।
সাদরং সপ্রবন্ধঞ্চ পঞ্চবাণশরাতুরা ॥

শৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বুলিতেঁ নারিএ তোর চরিতে।
খণেকেঁ তোর হএ আন চিতে ॥
এবেঁ করিলেঁ তোহ্মে যোড় হাথ।
কাজ বুঝিআঁ দেব জগন্নাথ ॥ ১ ॥
সরূপেঁ বোলহ বড়ায়ির থানে।
মোর বোল না করিবেঁ কি আনে ॥ ধ্রু ॥
আহ্মাক এড়িআঁ গেলা বৃন্দাবনে।
বাঁশী বাজায়িলেঁ তোহ্মে থানে থানে ॥
তাক শুণী ভৈলোঁ বেআকুলী।
তোর বিরহে প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥

এভোঁ কাহ্নাঞিঁ থীর কর মন ।
কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোর বচন ॥
তবেঁ মেলিবেক বাঁশী তোহ্মারে ।
সরূপেঁ তোক বুইলোঁ দামোদরে ॥ ৩ ॥
কভোঁ কি না দিবে আহ্মাক দুখে ।
এহা বোল আপণ মুখে ॥
তবেঁ কহিবোঁ মো বাঁশী উদ্দেশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ ।
বংশীলাভত্বরাবেশাজ্জগাদ জরতীমিদং ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

মন দিআঁ স্থণ বড়ায়ি বচন আহ্মার
সরূপ কহিবোঁ তোর থানে । বড়ায়ি গো ।
যে বচন বুইল রাধা তোহ্মার গোচরে
তাক মোঞঁ না কয়িবোঁ আনে ॥ বড়ায়ি গো ॥ ১ ॥
পরাণ বড়ায়ি তোহ্মে বোলহ রাধারে ।
বাঁশী দিআঁ জীআউক মোরে ॥ ধ্রু ॥
যত কিছু করিলোঁ মোঞঁ রাধার আতোষে ।
তার ফল পাইলোঁ নিজ দোষে ॥
মণে গুণিআঁ এবেঁ কৈলোঁ মোঞঁ সার ॥
না লঙ্ঘিব বচন রাধার ॥ ২ ॥
তোহ্মে জাণহ বড়ায়ি মোহোর বেভার ।
অবিচল বচন আহ্মার ॥

এহা সরূপ জাণী বুঝাহ রাধারে ।
বাঁশীগুটি দেউক আহ্মারে ॥ ৩ ॥
আহ্মার চরিত্র বিদিত তোর থানে ।
আর তাক কেহো নাহিঁ জাণে ॥
রাধার বচন আহ্মে পালিব আবসে ।
বসলী (শিরে) বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
মধুরং মাধবং প্রাহ রাধিবাধিমতী সতী ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ বিচিত্র ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ

কাহ্নাঞিঁ তোর কথা শুণী বড়ায়ির মুখে ।
কহিতেঁ না পারোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে ॥ ১ ॥
তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী ।
তে কারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী ॥ ২ ॥
রাধা ।
বিরহে আকুলী ভৈলা আপণার দোষে ।
আহ্মার বাঁশী তোঁ চোরায়িলি রোষে ॥ ৩ ॥
আহ্মার খাঁখার যবেঁ না করহ তোহ্মে ।
তবেঁ কি বিরহ দুখ তোক দিএ আহ্মে ॥ ৪ ॥
কাহ্নাঞিঁ ।
যে কারণে খাঁখার তোহ্মার মোঞঁ কৈলোঁ ।
তে কারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ ॥ ৫ ॥
আর কভোঁ চঞ্চল না করিহ মনে ।
মোক রোষ না করিহ কাহারো বচনে ॥ ৬ ॥

তোক প্রতি মোর মণে নাহিঁ কিছু রোষে।
এহা তত্ব করী জাণী দেহ মোরে বাঁশে ॥ ৭ ॥
বাঁশী দিআঁ কর মোর মন সোআথ।
সহজেঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ ॥ ৮ ॥
বিরহেঁ আকুলী যবেঁ চাহোঁ মো তোহ্মারে।
তখন আসিহ তোহ্মে আতি অবিচারে ॥ ৯ ॥
হের ভাল মতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞিঁ বাঁশী।
আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী ॥ ১০ ॥
সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী।
আর তোর অহিত না করে বনমালী ॥ ১১ ॥
হেন মতেঁ বাঁশী পাআঁ হরষিত মণে।
কালী নই তীরে হৈতেঁ ঘর গেলা কাহ্নে ॥ ১২ ॥
পাছে রাধিকা লআঁ বড়ায়ি গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর ॥ ১৩ ॥

ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ রাধাবিরহঃ

-*-

ইত্থং কৃষ্ণগতপ্রাণা কথঞ্চিন্নিজসদ্মনি।
নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্ম্মণি
হরিণীহারিনয়না চিরায় বিরহে হরেঃ।
জগাদ জরতীমেবং রাধা পঞ্চশরাতুরা ॥

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

দূতী চিরকাল ভৈল।
তভোঁ বনমালী নাইল।
তাক মো পায়িবোঁ কত কালে ॥ বড়ায়ি গো ॥ ১ ॥
সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন।
চিত্তে না পড়এ আন।
তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে ॥ ২ ॥
আইল চৈত মাস।
কি মোর বসতী আশ।
নিফল যৌবন ভারে ॥ ৩ ॥
বিরহে আন্তর জলে।
সুতিলোঁ কদম তলে।
আধিক আন্তর মোর পোড়ে ॥ ৪ ॥
পরিধান নেত লাসী।
হাথত মোহন বাঁশী।
সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে ॥ ৫ ॥

সুতিলোঁ সখির বোলে।
সজল নলিনী দলে।
তাত হৈতেঁ আনল শীতলে ॥ ৬ ॥
ডালী ভরী ফুল পানে।
মোরে পাঠায়িল কাহ্নে।
তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে ॥ ৭ ॥
তাম্বুল না লৈলোঁ করে।
তোক মাইলোঁ চড়ে।
তেঁসি কাহ্ন আসুখিল মোরে ॥ ৮ ॥
দূতী ধরোঁ তোর পাএ।
হের মোর প্রাণ জাএ।
কহ মোরে জীবন উপাএ ॥ ৯ ॥
বহে প্রভাত সমএ।
মলয় শিয়ল বাএ।
বৃন্দাবনে কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥ ১০ ॥
সাগর সঙ্গম গিআঁ।
গাএর মাঁস কাটিআঁ।
আপণা মগর ভোজ দিআঁ ॥ ১১ ॥
এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ।
হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ।
আর তার না পায়িবোঁ লাগ ॥ ১২ ॥
কিবা পুরুব জরমে।
খণ্ডব্রত কইল আহ্মে।
তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িলোঁ ॥ ১৩ ॥
আণি দেহ বনমালী।
বন্দিআঁ দেবী বাসলী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদম তলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥ ১ ॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে ॥ ধ্রু॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুতিজ পহরে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহালিলোঁ তাহার বদনে।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ ৩ ॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতি রস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

সপনে দেখিলো মো কাহ্ন। আগ বড়ায়ি।
চিত্তে মোর না পড়ে আন ॥ কি হরি হরি ॥
হাণিল মদন পাঁচ বাণে। আগ বড়ায়ি।
তেঁ মোর দগধ পরাণে। কি হরি হরি ॥ ১ ॥

মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী। আগ বড়ায়ি।
আণিআর বমমালী ॥ধ্রু॥
দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে।
না জাণো মো কেহ্ন করে গাএ ॥
ঝাঁট করী কাহ্নাঞিঁ আনাওঁ।
রতী সুখেঁ রজনী পোহাওঁ ॥ ২ ॥
এ মোর বাহুর বলএ।
সব খন খসিআঁ পড়এ ॥
অনমীষ নয়ন করিআঁ।
বিকলী মো তার বাট চাহিআঁ ॥ ৩ ॥
এবেঁ মোর সংপুন বএসে।
কিকে কাহ্ন করে আমরিষে ॥
ঝাঁট করী আন কাহ্ন পাশে।
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকথা ॥

কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে।
সে তাম্বুল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে ॥
এবেঁ ঘুস ঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥১ ॥
পাগলী রাধা গোআলিনী গো।
কথাঁ পাব নান্দো যশোদার পো ॥ ধ্রু ॥
গন্ধ চন্দন রাধা দিলোঁ তোর গাএ।
সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ ॥
এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর।
কাহ্ন দূর গেল বৃন্দাবনের পার ॥ ২ ॥

বিথর বুয়িলোঁ তোরে কাহ্নের আন্তরে ।
তবেঁ বাম করেঁ চড় মায়িলি মোহোরে ॥
এবেঁ কাহ্নের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ ।
তাহাক করিব আহ্মে কমণ উপাএ ॥ ৩ ॥
আনেক কাকুতী করি তোক গোআলিনী ।
আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী ॥
এবেঁ নিবারিআঁ থাক আপণার মন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার ।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজ মুকুতার হার ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ সিসের সিন্দূর ।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥ ১ ॥
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণ দান ।
আপণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন ॥ ধ্রু ॥
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর ।
যোগিনী রূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর ॥
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে ।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥ ২ ॥
কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতী সিধী ।
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥
এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার ।
আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্ন একবার ॥ ৩ ॥
মাথে শম্ভু সম খোঁপা শিসতে সিন্দূর ।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদুর ॥

অনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

কাল কাহ্নাঞিঁ কঠিন তার আন্তর ল
বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর থানে।
তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ
গেল বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
নিবারিআঁ থাক নিজ মনে।
আপণা রাখিআঁ কাহ্নু এবেঁ গেলা নিজ থান
তাক পাইব কেনমনে ॥ ধ্রু ॥
তোর চরিত্র ভাবিআঁ আন্তর দগধ হআঁ
ভাল মন্দ কিছু না মানিআঁ।
প্রতিজ্ঞা করিআঁ কাহ্নে গেল মাঝ বৃন্দাবনে
তোর নেহে তিনাঞ্জলী দিআঁ ॥ ২ ॥
কমণ সুধিএঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাইবোঁ
আপণেঞিঁ বোল সুবদনী।
আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুরারী
তবেঁ তাক আণো গোআলিনী ॥ ৩ ॥
নটক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে
কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ নারোঁ মনমথ বাণ ॥ ১ ॥

কথাঁ সে মনমথ কথাঁ সে বাণ।
কোমণ বাণেঁ লএ পরাণ ॥ ২ ॥
বসন্ত কালে কোকিল রাএ।
মণে মনমথ সে বাণ তাএ ॥ ৩ ॥
আহ্মার বোল সাবধান হয়।
বাহির চন্দ্র কিরণে সোঅ ॥ ৪ ॥
কি সুতিব আহ্মে চন্দ্র কিরণে।
অধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে ॥ ৫ ॥
মোর বোল তোঁ মণে পরিভায়।
সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ ॥ ৬ ॥
পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে।
আহ্মা নিআঁ যাহ সেই বৃন্দাবনে ॥ ৭ ॥
বাঘ ভালুকে আতি গহনে।
কেমণে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে ॥ ৮ ॥
বাঘ ভালুকে বা আহ্মাক খাউ।
কাহ্নাঞি্ঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ ॥ ৯ ॥
যমুনা বহে খরতর ধার।
কেমতেঁ তাহাত হইবেঁ পার ॥ ১০ ॥
যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনা তরঙ্গে।
তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে ॥ ১১ ॥
পরিহর রাধা কাহ্নের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকথা ॥ দণ্ডকঃ

শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল।
প্রাণনাথ কাহ্নাঞি্ঁর উদ্দেশে চল ॥ ১ ॥

কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়া চুলে।
এহি চিহ্নে কাহ্নাঞিঁকে চাইহ গোকুলে॥ ২॥
সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ।
করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ॥ ৩॥
কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে।
ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে॥ ৪॥
নেত ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাম্বাএ।
চরণে নূপুর রুণুঝুণু কাঢ়ে রাএ॥ ৫॥
কপুর বাসিত বড়ায়ি নেহ গুআ পান।
শকতি করিআঁ চাহিআঁ আন কাহ্ন॥ ৬॥
আগেত চাইহ বড়ায়ি বসুলের ঘরে।
আবাল চরিত্র কাহ্ন মায়া বড় করে॥ ৭॥
তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে।
মায়া পাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দ ভোলে॥ ৮॥
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার কূলে।
বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন জাএ সে গোকুলে॥ ৯॥
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে।
শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনা নিকটে॥ ১০॥
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ ভাল মতে।
তরুগণে চড়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে॥ ১১॥
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।
তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে॥ ১২॥
তথাতে চাহিআঁ না পাহ যবেঁ কাহ্ন।
তবেঁস চাইহ বড়ায়ি গোপগণ থান॥ ১৩॥
তথাঁহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে।
গোপীগণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে॥ ১৪॥

তথাঁহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথী কূলে ॥ ১৫ ॥
তথাঁহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে ॥ ১৬ ॥
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে।
তবেঁস পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে ॥ ১৭ ॥
তবেঁ সুধি পাইবেঁ যথাঁ বসে জগন্নাথে।
আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে ॥ ১৮ ॥
তোর বোলেঁ কাহ্নু মোর আসিবেক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৯ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

মোএঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বুঢ়ী ল
বেড়ায়িতেঁ মোতে বল নাহীঁ।
মোএঁ যে বোলোঁ উত্তর তাত আনুমতি কর
আপণেঞিঁ চাহ ত কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
রাধা ল।
না হেলিহ বচন আহ্মারে।
যে পথেঁ উদ্দেশ পাহ সে পথেঁ আপণে যাহা
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ মেলিব তোহ্মারে ॥ধ্রু॥
চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে কাহ্নুর লাগ পাহ
তবেঁ তাক বুলিহ বিনএ।
আআর বোলোঁ উপাএ ধরিহ তাহার পাএ
তবেঁ তোকে হয়িবে সদএ ॥ ২ ॥
কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুরী
নানা গিরী কন্দর বনে।

বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে ॥ ৩ ॥
চল তোঁ মথুরা পুরী তথাঁ তোকে পাইবে হরী
না ছাড়িহ রাধা তার পাশে ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥

দধি দুধে সজাইআঁ চুকে ।
সুণ বড়ায়ি ল ।
জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে ॥ নাএ ॥
আল হের ।
না বিকাএ যদি দুধ তথাঁ ।
সুণ বড়ায়ি ল ।
তভোঁ কাহ্নাঞিঁ সমে হৈবে কথা ॥ নাএ ॥ ১ ॥
আল হের ।
মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে ।
সুণ বড়ায়ি ল ।
সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবারে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
পিন্ধিব উল পুষ্পের হার ।
কণ্ণত কুণ্ডল হিরার ধার ॥
পিন্ধিআঁ আমূল পাটোলে ।
কাহ্নাঞিঁ দেখি পড়ি গেলোঁ ভোলে ॥ ২ ॥
যেই খনে কাহ্নাঞিঁ দেখিবোঁ ।
তখনেই তাক না এড়িবোঁ ॥

যোগী যোগ চিন্তে যেহ্ন মনে ।
কাহ্নাঞিঁ ছাড়ী না জাণো মো আনে ॥ ৩ ॥
না শুণিলোঁ তোহ্মার বচনে ।
না খাইলোঁ কাহ্নের গুআ পানে ॥
যত কৈল সব মতিমোষে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যেনা দিগেঁ গেলা চক্রপাণী । আল বড়ায়ি গো ।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী ॥ আল ॥
এবেঁ মোর মণের পোড়নী । আল বড়ায়ি গো ।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী ॥ আল ॥ ১ ॥
কমণ উদ্দেশে মো জাইবোঁ । আল বড়ায়ি গো ।
কথাঁ না সুন্দর কাহ্ন পাইবোঁ ॥ আল ॥ ধ্রু ॥
মুকুলিল আম্ব সাহারে ।
মধু লোভেঁ ভ্রমর গুজরে ॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ ॥ ২ ॥
দেব অসুর নরগণে ।
বস হএ মনমথ বাণে ॥
না বসএ তথাঁ কি মদনে ।
যে দিগেঁ বসে নারায়ণে ॥ ৩ ॥
পীন কঠিন উচ তনে ।
কাহ্নাঞিঁ পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে ।
তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে ।
তা দেখিতেঁ প্রাণ জাএব মোরে ॥ ৪ ॥

না শুণিলোঁ কাহ্নাঞিঁর বোলে।
না নয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে॥
যত কৈলোঁ সব মতিমোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৫॥

ধানুষীরাগঃ॥ যতিঃ॥

তোকে তত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী।
যোড় হাথ করী বনমালী॥
তাত বড় পাইল আপমান।
তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্ন॥ ১॥
এবেঁ তোর বিরহ পোড়নী। আল।
কথাঁ গিআঁ পাইব চক্রপাণী॥ ধ্রু॥
তোর সখিজন হেন চাহে।
কাহ্নাঞিঁ তেজুক তোহোর নেহে॥
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ বৃন্দাবনে।
কেলি করে সেহি গোপীগণে॥ ২॥
ষোলহ সহস্র গোপী লয়িআঁ।
বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ॥
নানা রসে বসে বনমালী।
তোহ্মাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী॥ ৩॥
আইস রাধা যাই বৃন্দাবনে।
তবেঁ তার পাব দরশনে॥
তবেঁ তোরে কাহ্ন বা সম্ভাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

অশরীরশরৈঃ কৃশিতাঙ্গলতা
বিততাধিযুতা গতসাত্ততিঃ
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি হরে-
রভিমন্যুজনী জরতীমবদৎ ॥

ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আক্ষা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো
কত দুখ কহিব কাঁহিণী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নন্দন কাহ্নু যশোদর পোআল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ২ ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতিবোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে ॥ ৩ ॥

এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বঙ্গালরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হরি হরি।
আসুখ না কর তোহ্মে শুন গোআলী।
নিকট মেলিব তোর প্রিয় বনমালী ॥
হরি হরি।
মলিন না কর রাধা চান্দ সম মুখ।
তোর দেহ গতি দেখি মোতে লাগে দুখ ॥ ১
হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে।
আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহ্নে ॥ ধ্রু।
আইস মোর সঙ্গে রাধা যাই বৃন্দাবনে।
চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে ॥
বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে।
আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে ॥ ২ ॥
কেমনে বেড়াএ কাহ্ন কিবা রূপ ধরে।
একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ আহ্মারে ॥
আবসে জাণিব কেহো যথাঁ বসে কাহ্নে।
পুছিতেঁ পুছিতেঁ তার পাব দরশনে ॥ ৩ ॥
কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে।
গরু রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে ॥

সব ঠাই চাহিআঁ আণিব শ্রীনিবাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

ময়ূর পুছে বান্ধি চূড়া   কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল মেঘ ছটা   গন্ধ চন্দনের ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা ॥ ১ ॥
দূতা দে
তোহ্মো কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জায়িতেঁ।   আল।
এ বাটে জায়িতেঁ   গায়িতেঁ নান্দের পোঅ
হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ ॥ ধ্রু ॥
নির্ম্মল কমল বঅনে   নীল উতপল নয়নে
রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে।
মাণিক দশন যুতী   গিএ শোভে গজমুতী
জীএ রাহি তার দরশনে ॥ ২ ॥
চন্দন চর্চ্চিত গাএ   ঘাঘর মগর পাএ
হেন বেশ হেন দরশনে।
নেত পরিধান লাসী   হাথে মৌহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে ॥ ৩ ॥
মোঞঁ ত আভাগিনী রাহী   তেঁসি হারায়িলোঁ কাহ্নাঞিঁ
এবেঁ তাক চাহি বন দেশে।
তথাঁত পাইব সুধী   বড়ায়ি তোহ্মার বুধী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান ।
তোহ্মার থানত মো না বুলিবোঁ আন ॥
আবসি আইসে কাহ্ন কদমের তলে ।
হাথত লগুড় করী রাখএ গোকুলে ॥ ১ ॥
চল চল গোআলিনী যমুনার কূলে ।
আবসী পাইবী তথাঁ বাল গোপালে ॥ ধ্রু ॥
কিবা রাতী কিবা দীন মাঝা বৃন্দাবনে ।
নানা ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে ॥
গোপ যুবতী সমে করে নিধুবন ।
তথাঁ গেলেঁ রাধা তার পাইব দরশন ॥ ২ ॥
শুভযাত্রা করি রাধা কর মনোবল ।
তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব সফল ॥
আহ্মে জাণি কাহ্নাঞিঁর চরিত্র সকল ।
ছাড়িতেঁ না পারে সে তো কদমের তল ॥ ৩ ॥
পরতয় কর রাধা আহ্মার বচনে ।
সত্য বচন ছাড়ী না বোলোঁ মো আনে ॥
কদম তলাক জাইউ চিত্তের হরিষে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কদম তরু তল গিআঁ ।
কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ ॥ আল রাধা ॥
আগর চন্দন আঙ্গে মাখী ।
কাজলে রঞ্জিল দুঈ আখী ॥ ল ॥ ১ ॥

হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে ।
চলি গেলি রাধিকা হরিষে ॥ ধ্রু ॥
ফুলে জড়া বান্ধি কেশপাশে ।
পরিধান কর নেত বাসে ॥
ভৃঙ্গার ভরিআঁ নৈল জলে ।
বাটা ভরী কর্পূর তাম্বুলে ॥ ২ ॥
তরু দল চালএ পবনে ।
কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে ॥
না দেখিআঁ ছাড়এ নিশাসে ।
বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে ॥ ৩ ॥
হেন মতেঁ কতোখন রহী ।
কদম তলাত রাধা রাহী ॥
না পাইল কাহ্নাঞিঁ দৈবদোষে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কদম্বস্য তলে স্থিত্বা রাধা তত্র চিরক্ষণং ।
মনোজশিখিসন্তপ্তা বিললাপ নিরন্তরং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে ।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে ॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ
তভোঁ বিরহ না টুটে ।

মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে ॥ ১ ॥

আল ।

দহে পৈস্থ কাল দূতী ।

উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আণিল
নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ধ্রু ॥

তবেঁ বুঝিলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের
সমে নেহা বাঢ়ায়িআঁ ।
এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি
নিকট মেলিল আসিআঁ ॥

দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ
দুগুণ পোড়নি সারে ।
আর তার মুখ দেখিতেঁ না পাইলোঁ
করম ফল আহ্মারে ॥ ২ ॥

সব খন মোরে নান্দের নন্দন
চুম্বন করে কপোলে ।
হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে
মো দুখমতীর হেলে ॥

একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ
আরে কে না জালে ফুকে ।
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ
এ শাল থাকিল বুকে ॥ ৩ ॥

কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি
কি মোর বসন্তী বাসে ।
আন পাণী মোকে একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে ॥

মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী ।
একসরী ঝুরোঁ মো কদম তলে বসী ॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ১ ॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে ।
সব খন মন ঝুরে কাহ্ণাঞিঁ দেখিতেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে ।
কোকিল কুহলে বসী সহকার ডালে ॥
মোঞঁ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত ।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত ॥ ২ ॥
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর ।
তভোঁ না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর ॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ ।
কাহ্ণাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ ॥ ৩ ॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ ।
বিকসিত ফুল গন্ধ বহু দূর জাএ ॥
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

কহ্নুরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে
ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ।
এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞঁ সেজা বিছাইআঁ
কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ ॥ ১ ॥
আল পরাণের বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ মোকে আণিআঁ দে ॥ ধ্রু ॥
বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি
এহাত কেমনে হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচ কুম্ভ ভেলা করী
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার ॥ ২ ॥
এহিত বৃন্দাবন বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে
মণে পড়ে কাহ্নাঞিঁর নেহে।
এবেঁ থীর নহে (চিত) এ বড়ায়ি কোণ পরকারে
মরি জাইব কাহ্নের বিরহে ॥ ৩ ॥
এহি বৃন্দাবনে এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল
না পাইল কাহ্নের উদ্দেশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ এ বড়ায়ি
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধামাধবমন্বিষ্য পরিশ্রান্তা বনান্তরে ।
জগাদ জরতীং রাধা স্মরজ্বরভরাতুরা ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল ।
আল হের বড়ায়ি ।
মোঞঁ দুখমতী তাক না শুণিল ॥ হরি হরি ॥
এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল ।
আল হের বড়ায়ি ।
সে কারণে আহ্মে এত দুখ পাইল ॥ হরি হরি ॥ ১ ॥
এবেঁ হৈল মোহোর আরতী ।
আল হের বড়ায়ি ।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গে সুরতী ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ কাহ্ন চাহিলে সুরতী ।
মো তবেঁ আছিলো শিশুমতী ॥
এবেঁ মোঞঁ ভৈলোঁ ভর যুবতী ।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কাহ্ন গেলা কতী ॥ ২ ॥
সংপুন শশধর বদনে ।
কমল লোচন পাপ বিমোচনে ॥
সে কাহ্নাঞিঁ দিআঁ মোক দুখ আতী ।
রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী ॥ ৩ ॥
কি না বিধি লিখিত কপালে ।
মোরে দয়া না কয়ে বাল গোপালে ॥
না পায়িলোঁ মো কাহ্নের উদ্দেশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

সংপ্রহৃষ্টোঽস্থ গোবিন্দো রমমাণো ময়া সহ।
সবিধন্তস্থ জরতি প্রণামে গন্তুমুচ্যতাম্॥

ককুরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ
আল আলিছিল নান্দের নন্দন।
বাহুলতা পাশেঁ বান্ধিআঁ এ
দিলোঁ মোঞঁ দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ১॥
কি হরি হরি গোবিন্দ এ
আল প্রাণ নৈল বাঁশীর নাদে॥ ধ্রু॥
নানা আভরণগণে শোভক এ
নীল জলদ সম দেহা।
সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ
ভাবি ভাবি তাহার নেহা॥ ২॥
নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ
থাকিলোঁ মো কাহ্ন কোলে স্তুতী।
হেন সম্ভেদে মো জাগিলোঁ এ
নিফলে পোহাইল রাতী॥ ৩॥
সে নারীর সফল জীবন এ
জারে কাহ্ন সুরতীএঁ তোষে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ এ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

মালবরাগঃ॥ প্রকীর্ণকঃ॥ চিত্রকঃ॥ লগনী॥ রূপকং॥ দণ্ডকঃ॥

সুণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর।
বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর॥ ১॥

হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর।
তথাঁ গিআঁ চাহা তাক কিছু নাহিঁ ডর ॥ ২ ॥
মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহিঁ কিছু বুধী।
হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী ॥ ৩ ॥
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন।
তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন ॥ ৪ ॥
রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন।
তথাঁ হেন রাধিকারে বুইল বচন ॥ ৫ ॥
আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহিতেঁ আপুণী।
তবেঁসি মেলিব তোকে দেব চক্রপাণী ॥ ৬ ॥
বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিত মতী।
একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী ॥ ৭ ॥
দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী।
মদনে মুরুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ৮ ॥
মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ততিখনে।
অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে ॥ ৯ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ১০ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকথা ॥

বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী ॥ ১ ॥
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদন মুরুতী ॥ ২ ॥
আর যত দুখ দিলোঁ কদমের তলে।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জাণিলোঁ ভোলে ॥ ৩

বাঁরে বাঁরে তোক যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে ।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব গদাধরে ॥ ৪ ॥
যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ ॥ ৫ ॥
আর দুখ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ ভার ।
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার ॥ ৬ ॥
না শুণিলোঁ তোর বোল লআঁ জাইতেঁ পাণী ।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী ॥ ৭ ॥
অনাথী নারীক কত থাকে আভিমান ।
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ ॥ ৮ ॥
নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৯ ॥

ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে ।
আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে ॥
যমুনাত পার কৈলোঁ নিলোঁ দধি ভার ।
ততোঁ তোষিতেঁ নারিলোঁ মন তোহ্মার ॥ ১ ॥
যৌবন গরবেঁ রাধা বড় দিলেঁ দুখ ।
চাহিতেঁ না ফুরে আর তোহ্মার মুখ ॥ ধ্রু ॥
বড়ার বহুআরী তোহ্মে আইহনের রাণী ।
কোণ লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী ॥
কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ ।
ভার বহায়িআঁ ভাণ্ডায়িলেঁ দেবরাজ ॥ ২ ॥
চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী ।
ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী ॥

কিসক করহ রাধা আহ্মারে যতন।
না পাত জঞ্জাল এবেঁ জাওঁ বৃন্দাবন ॥ ৩ ॥
ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন।
এতেকেঁ নিবারিলোঁ রাধা তোহ্মাতেঁ মন ॥
এহা তত্ত্ব জাণী কর ঘরকে গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

বিভাষককৃরাগঃ ॥ একতালী ॥

নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
ত্রিভুবনে গোসাঞিঁ তোহ্মে আধিকারী ॥
নরসিংহ রূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারী।
কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী ॥ ১ ॥
আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন।
জায়িতেঁ-নে মোরে আপণ ভুবন ॥ ধ্রু ॥
নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ।
বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্ন ॥
তোহ্মাক চাহিআঁ ভৈল পাঞ্জর শেষ।
এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ ॥ ২ ॥
তোহ্মা বিণি মোর রূপ যৌবন নিফল।
হেন ভাবি আইলোঁ মোঞেঁ কদমের তল ॥
বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোহ্মার কারণে।
তবেঁ মোকে নাহি দিলেঁ তোহ্মে দরশনে ॥ ৩ ॥
মোর রূপ যৌবনে পড়িলাহা ভোলে।
দূতা দিআঁ পাঠায়িলেঁ কর্পূর তাম্বুলে ॥
দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কালে।
আন্তর পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে ॥ ৪ ॥

যোড় হাথ করী গোসাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
আমার সকল দোষ খণ্ডহ বিদূরে ॥
নিকট বসিতেঁ মোক দেহ আনুমতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গতী ॥ ৫ ॥

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিকট না আইস লোক বুলিব অবোল।
দূর থাকি বোল রাধা সুণ মোর বোল ॥
এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহেঁ জার ॥ ১ ॥
কমণ ঝগড় রাধা পাতসি তোঁ।
পর নারী হরণ না করোঁ মো ॥ ধ্রু ॥
উতপতি ভৈল তোর উত্তম কুলে।
আহ্মে ত ভাগিনা তোর দেব সমতুলে ॥
সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সঙ্গে কেলি।
মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী ॥ ২ ॥
দূতা দিঞাঁ পাঠায়িলোঁ গলার গজমুতী।
তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি সতী ॥
এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ৩ ॥
বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর।
মায় জসোদা পুষিলেক দিঞাঁ খীর ॥
তে কারণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিঞাঁ বাসলী ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

গুণ বুঝি মধুকর পরিহর বন।
আইস বন মাঝেঁ বিকচ নলীন ॥
তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত।
নাগর জনের হেন (না হএ) উচীত ॥ ১ ॥
তোহ্মারে দেখিঞাঁ মোরে পাঞ্চশরে মারে।
নিদয় হৃদয় (কাহ্ন) দয়া কর মোরে ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী।
এক তোহ্মা গতী পুছিঞাঁ চাহা দূতী ॥
বড় পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী।
আইলোঁ তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী ॥ ২ ॥
কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন।
একবার কর দেব আহ্মার সমান ॥
তোহ্মার সমান মোএঁ রাধা চন্দ্রাবলী।
কর রতী অনুমতী পৃয় বনমালী ॥ ৩ ॥
নিফল না কর রাধা আহ্মার যৌবন।
যাচক জনের কাহ্ন করহ তোষণ ॥
আলিঙ্গন দিঞাঁ রাখ আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই ॥
মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞাঁ আহ্মে ব্রহ্ম গেআন ॥ ১ ॥

দূর আনুসর সুন্দরি রাহী।
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী ॥ ধ্রু ॥
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগ বাট ॥ ২ ॥
গেআন বাণে ছেদিলোঁ মদন বাণ।
তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন ॥
এবে দেহে মোর নাহি বিকার।
অসার দেখীলো সব সংসার ॥ ৩ ॥
রাধাক বুলিল নিঠুর বাণী।
নাগর বর দেব চক্রপাণী ॥
ধেআনে থাকিল নিচল মনে।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

চিরায় মধুরং পীত্বা রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ।
জগাদ জগতাং রম্যা বচনং করুণান্বিতং ॥

বঙ্গালবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আতি দুখিনী বালী ল।
আল
লবলী দল কোঅলী ল।
আল
মদন বাণে পরাণে আকুলী ল ॥
বিরহে না মার মোরে ল।

আল
চরণে ধরোঁ তোরে ল।
আল
তিরি বধ পাপ নাহিক ডর তোহ্মারে ল ॥ ১ ॥
কাহ্নু কিকে কর আসম্মতী ল।
আল
মাথ তুলিঞাঁ দেখহ আহ্মার গতী ল ॥ ধ্রু ॥
যাবত আছে পরাণে ল।
তাবত দেহ বচনে ল।
আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে ল ॥
যবে দরশন ভৈল।
তবে কেহ্নে না তেজিল।
এবেঁ তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল ॥ ২ ॥
কাহ্নু তোহ্মার নেহাত লাগি ল।
সকল রজনী জাগিল।
তোহ্মাক না পাইল মোঞেঁ ত বড় আভাগী ল ॥
এবে পায়িলোঁ দরশনে ল।
আর জরমের পুনে ল।
দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল ॥ ৩ ॥
দেখী মোর দেহ গতী ল।
নিঠুর তোহ্মার মতি ল।
বুঝিতেঁ নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল ॥
এভোঁ দয়া ধর মোরে ল।
জীঞোঁ মোঁ সঙ্গমে তোরে ল।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ল ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥

রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম

আহ্মার শুণ তোহ্মে কথা ।

সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল

তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা ॥ ১ ॥

রাধা ল

আহ্মে চিত্ত নেবারিল তোরে ।

বাপ বসুল মাঅ দৈবকী হৈল মোরে ॥ ধ্রু ॥

উত্তম কুলত মোর জরম ভৈল ল

আহ্মা লঞাঁ নাহি পরদারে ।

* * * * * *

আহ্মে দেব ত্রিভুবনে সারে ॥ ২ ॥

আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল

যুগেঁ যুগে অবতার করী ল ।

অসুর মারিঞাঁ ধরণী পাতিল

সব পাপ করম নেবারী ॥ ৩ ॥

এভয়োঁ নিলজী রাহী ছাড় মোর আশে ল

সব গোপ নাহী জাণে ।

চল তোহ্মে নিজ বাস গাইল বড়ু চণ্ডীদাস

বন্দিঞাঁ বাসলী চরণে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নানা তপ ফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী ।

আরে

কেহ্নে সর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী ॥ ল ॥

ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস
তেজহ আহ্মার আস।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিঞাঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কহুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

আহে কাহ্নাঞিঁ।
আছিলোঁ মোঁ শিশুমতী না জাণিলোঁ রঙ্গ রতী
এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ।
আহোনিশি একমতী তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী
এবেঁ কৃষ্ণ করহ আদেশ ॥ ১ ॥
আহে রাধা।
বাপ বসুল মোর গোকুলে আহ্মার ঘর
গোপ লোকেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে।
সুণিলেঁ পাইব লাজ তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ
মোর পাশ আইস অকারণে ॥ ২ ॥
ছার তিরী বামা জাতী নানা দোষেঁ উতপতী
তাক কোপ রহে কত খনে।
তোহ্মার বিরহে মোর আকুল পরাণ হে
নিঠুর বোলহ কি কারণে ॥ ৩ ॥
সুণ ল সুন্দরী সতী বুঝিলোঁ তোহ্মার মতী
সুণ পাপ পুণ্যের উত্তর।
পুণ্য কইলেঁ স্বগ্গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ
পাপেঁ হএ নরকের ফল ॥ ৪ ॥
দৈবকীর পুত্র তোহ্মে বসুল কুমার হে
তোহ্মে দেব কংশের আরী।

গোপীর বালেন্দু (?) হরী আহ্মে বিরহিণী নারী
তোহ্মা বিণি বঞ্চিতেঁ না পারী ॥ ৫ ॥
তোরে বোলোঁ চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
কেহ্নে বোল হেন পাপ বাণী ।
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল
তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী ॥ ৬ ॥
না বৌল মোরে নিরাস একবার নেহ পাশ
তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস ।
আনেক জরম পুনে ভজিলোঁ তোর চরণে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৭ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার ।
লাজে পিঠ দিআঁ মো বহিলোঁ দধি ভার ॥
দুসহ মদন বাণে বড় দুখ পাইল ।
রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল ॥ ১ ॥
বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে ।
যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা না চিহ্নিলেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ ।
হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর ।
তভোঁ মোর বচনে না দিলেঁ উত্তর ॥ ২ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলোঁ মাহাদানী ।
তবেঁ বোলাইলেঁ সতী আইহনের রাণী ॥
এবেঁ কেহ্নে গোআলিনী হেন তোর মতী ।
তোহ্মে রতীএঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী ॥ ৩ ॥

নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দূর।
জুনি সুধি পাএ রাধা রাজা কংশাসুর ॥
আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞি।
আপণে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞিঁ ॥
সকল সংপুন্ন মোর যৌবন সাজে।
তাহাক তেজিতেঁ না জুআএ দেবরাজে ॥ ১ ॥
বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী।
সিতা রামে দুঃখ পাইল সুণ চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী।
রাতী দিনে একলী কদম তলে বসী ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ।
তবেঁ তিরী বধ লাগে কাহ্নাঞি তোহ্মাএ ॥ ২
মদনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ।
অকোপ হআঁ মোর আবথা দেখ ॥
একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৩ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ ক্রীড়া

যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ
ভাণ্ডিআঁ পাঠাইলি মোরে
এবেঁসি মোর টুটিল সেনেহ
মন জাএ তোহ্মারে ॥ ধ্রু ॥ ১ ॥

আল ।

চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা

মো পরিহরিলোঁ তোরে।

বাপ নন্দঘোষ মাঅ যশোদা

তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে ॥ ধ্রু ॥

সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ

জুড়িএ আগুন তাপে।

পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ

জুড়িএ কাহার বাপে ॥ ২ ॥

যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ

তোর সুরতির আশে।

বোল দিআঁ মোক ভার বহায়িলেঁ

দেখি লোক উপহাসে ॥ ৩ ॥

এতেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী তোতে নিবারিলোঁ মন

ছাড় তোঁ আহ্মার আশে।

বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ

গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

ললিতরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

সরস বসন্ত কালে।

কোকিলের কোলাহলে।

এ নঅ যৌবন কাহ্নাঞিঁ প্রাণ বে ॥

এবেঁ তোহ্মার বিরহে।

মোর আকুল দেহে।

আহ্মাকে তেজিতেঁ তোর উচিত নহে ॥ ১ ॥

নহোঁগ নহোঁগ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মাউলানী ।
তোর মোর নেহ দেব লোকেঁ ভালেঁ জাণী ॥ ধ্রু
আছিলোঁ মো শিশুমতী ।
না বুঝিলোঁ সুরতী ।
তে কারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী ॥
এবেঁ মো ভর যুবতী ।
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী ।
এহা বুঝা মোর বোলে কর আনুমতী ॥ ২ ॥
সাগর সঙ্গম জলে ।
তেজিবোঁ মো কলেবরে ।
এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে ॥
এহা জাণী গদাধর ।
একবার দয়া কর ।
নহে তিরী বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৩ ॥
যত কৈলোঁ সংযম ।
করিলোঁ ব্রত নিয়ম ।
নঠ হএ কাহ্ন মোর সে সব ধরম ॥
এহি শপথ করোঁ ।
কভোঁ যবেঁ তোহ্মা হরোঁ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥৪॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী ।
তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালী ॥
এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে বাঞ্ছহ রতী ।
পরিহরি আপণার আইহন পতী ॥ ১ ॥

এবেঁ কেহ্নে রাধা পাতসি মায়া মোহো।
এহাত না ভুলে আর নান্দের পোহো ॥ধ্রু॥
যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী।
পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী।
আসুর মারিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীর ভার।
পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার ॥ ২ ॥
যতন না কর রাধা আইহনের রাণী।
পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী ॥
ব্রহ্মাণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্ম্মল কাএ।
তোক দেখি আরবার মন না জাএ ॥ ৩ ॥
আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধেআন।
আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্ন ॥
এহা বুঝী গোআলিনী ছাড় মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মৈনাক মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ।
আপণেঐ গুণ কাহ্নাঞিঁ আপণ হৃদএ ॥
এ তীন ভুবনে তোহ্মার আধিকার।
তোর আগেঁ গোপনারী হএ কোণ কাজ ॥ ১ ॥
না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন।
তাহার উচিত ফল দিলেক মদন ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন তোর নেহে আপণাক বড় মানোঁ।
তোত উপজিব রোষ তাক না জাণোঁ ॥
পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।
তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদক আহ্মে ॥ ২ ॥

শরণ পসিলোঁ কাহ্ন চরণে তোহ্মারে।
যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে॥
সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী।
তোর বিরহ সন্তাপ সহিতেঁ না পারী॥ ৩॥
একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার।
তোর পরসাদেঁ ঘুচে বিরহ আন্ধার॥
তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

দেশাগরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে।
শুণী মোরে মনমথ মারে॥
তিরী বধ ভয় না মানসি।
কেহ্নে মিছা মাউলানা ঘোসসি॥ নাএ॥ ১॥
আল হের মোরে দয়া না করহ কেহ্নে।
কাহ্নাঞিঁ ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে॥ নাএ॥ ধ্রু
দুখ দিআঁ সত্য বোলোঁ শিরে দেউঁ হাথ।
তোহ্মে মোর প্রাণ জগন্নাথ॥
জিআত আড় নয়নে চাহী।
বিরহের জালাএ মরে রাহী॥ ২॥
তিলেক যৌবন নাহিঁ টুটে।
তোহ্মা বিণী বুক মোর ফুটে॥
এহা জাণী দয়া ধর মণে।
আহ্মা লআঁ জাহ কুঞ্জবনে॥ ৩॥
তোহ্মা চিন্তি ঝুরোঁ আহোনিশী।
তভোঁ কেহ্নে দয়া না করসী॥

মোরে না মারিহ শ্রীনিবাসে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধা ল ।

মথুরা জাইতেঁ যমুনা পথে
দধির পসার লঞা ।
আনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ
গেলাহা মোক দুখ দিঞা ॥ ১ ॥

আল ।

ছিনারী পামরী নাগরী রাধা
কিকে পাতসি মায়া ।
তোহ্মো সবে জাণ আহ্মো তোর প্রিয়
তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া ॥ ধ্রু ॥

পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে
দূতীর হাথত দিআঁ ।
বোল না ধরিলেঁ তাম্বুল পেলাইলেঁ
বাম চরণে টালিআঁ ॥ ২ ॥

যেহেন প্রকারেঁ বড়ায়িক মাইলেঁ
তিরী বধ হৈত মোরে ।
যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মো
তেঁসি জীবন তাহারে ॥ ৩ ॥

যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে
তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে ।
এহা বুলী কাহ্নাঞিঁ নিবর হাসিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজপ্রাণপরিত্রাণকরং বচঃ॥

কোড়ারাগঃ॥ ক্রীড়া॥

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী॥ আল॥ ১॥
মোরে কি না ভয়িঞাঁ গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোজো মোঁ নান্দের পোএ॥ ধ্রু॥
নিশি সপন দেখিলোঁ কাহ্নু কোলে করি সুয়িলো
চিআয়িঞাঁ চাহো নাহিক বাল গোপালে।
এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসার
আনল সরণ হৈবে দূতারে॥ ২॥
যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞা পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আনি দেহ যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে
তাক না তেজিবোঁ আর জনমে॥ ৩॥
নেহ আমুল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আণি দেহ কাহ্নে।
ধরোঁ দূতা তোর পাএ হের মোর প্রাণ যাএ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী চরণে॥ ৪॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

যখণ কাহ্নাঞিঁ তোরে পাঠাইলে পানে।
তবেঁ তারে বুলিলি বচন আনচানে॥

এবেঁ মোক বোলসি কাহ্নাঞিঁ আণিবারে।
বুঢ় বয়সত বড় দুখ দিলে মোরে॥ ১॥
এবেঁ বলহীন আহ্মে চলিতে না পারী।
কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী॥ ধ্রু॥
এড় ঘর যাঞোঁ মোঞেঁ শকতি না কর।
কথাঁ গিঞাঁ পায়িবোঁ নিঠুর গদাধর॥
মোঞেঁ ভালেঁ জাণ তোক নিঠুর ভৈল কাহ্ন।
এ জরমে নাইসে আর তোহ্মার থান॥ ২॥
পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান॥
নানা রঙ্গে রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে।
বাশলী সিরে বন্দা গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৩॥

রামকিরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

শিশুকালে আহ্মে মতি ভোলে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের তাম্বূলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে।
বিনয় বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে॥ ১
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে॥ ল॥ ধ্রু॥
সব খন চিন্তিআঁ মুরারী।
পরাণ ধরিতেঁ না পারী।
রহিল যৌবনে আহ্মে কেমনে মন নেবারী॥

মোঞে সে দগধ কপালী ।
নাম মোর চন্দ্রাবলী ।
আন মোর নাহি গতী ছাড়িআঁ প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥
সোঁ তোলোঁ যমুনাত পাণী ।
পরিহাস কৈল চক্রপাণী ।
মতিমোহেঁ যশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিণী ॥
কাহ্ন না চিহ্নিলোঁ খাইলোঁ আখী ।
চান্দ সুরুজ দুয়ি সাখী ।
এ রূপ যৌবন কাহ্নেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী ॥ ৩ ॥
বাঁশী বাজায়িল যবেঁ কাহ্নে ।
কোকিল কৈল পালি গানে ।
আগুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণ পবনে ॥
এবেঁ লাজ থুইআঁ এক পাশে ।
শরণ ভৈলোঁ শ্রীনিবাসে ।
আণি দেহ এবে কাহ্নাঞি গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥ ১৮.

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী ।
পাছু না গুণিলী আছিদরী ॥
বড় রোষ তার মনে জাগে ।
এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে ॥ ১ ॥
এবেঁ তোহ্মে মোরে বোল বুধী ।
মোঞেঁ ভৈলোঁ এহাত মুগধী ॥ ধ্রু ॥
কাকুতী করিল কাহ্ন তোরে ।
মোক পাঠায়িল বারে বারে ॥

তভোঁ তার না কৈলেঁ সমানে।
তে কারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে॥ ২॥
বন্ধুজন করাআঁ বিমনে।
ছন্দে বন্দে তোষিবে কমনে॥
আতি বড় সিআন সে কাহ্নে।
তাক ভাণ্ডী কাহার পরাণে॥ ৩॥
তোহ্মে মোর পরাণ নাতিনী।
তোর দুখ না সহে পরাণী॥
কথাঁ পাইব কাহ্নের উদ্দেশে।
গাইল বড় চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

জরতীবচনং শ্রুত্বা মনোজশরকাতরা।
সখীগণমুবাচেদং মাধবপ্রাপ্তিবাঞ্ছয়া॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ প্রকীর্ণক॥ লগনী॥
দণ্ডকঃ॥ ক্রীড়া॥

বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা
কি পুছহ মোরে বুধী।
আহ্মার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞিঁ
আপণেঞিঁ কর শুধী॥ ল বড়ায়ি॥ ১॥
রাধার বচন শুণী বড়ায়ি
বুইল মনত গুণী।
তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন
তবেঁ পাইব চক্রপাণী॥ ল রাধা॥ ২॥

দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল
না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে।
হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী
আসিআঁ দিল দরশনে॥ ল রাধা॥ ৩॥
করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে
রাধা পুছে যোড় হাথে।
নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন
কথাঁ বসে জগন্নাথে॥ ল মুনী॥ ৪॥
কি মোর জীবন যৌবন নারদ
কি মোর এ ধন বাসে।
কাহ্ন বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ
ভ্রমিবোঁ সকল দেশে॥ ৫॥
রাধার বচন শুণী মাহামুনী
বসিলা যোগ ধেআনে।
জাণিল কদম তলাত বসিআঁ
আছেন্ত নাগর কাহ্নে॥ ৬॥
নারদ বুইল কদম তল
চল বৃন্দাবন মাঝে।
কুসুম সেজাত বসিআঁ আছে
তথাঁ পাইবেঁ দেবরাজে॥ ৭॥
নারদের বোল বেদ সমতুল
মনে ধরী চন্দ্রাবলী।
চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত
বৃন্দাবনে বনমালী॥ ৮॥
কৃষ্ণের বদন দূরে দেখি রাধা
মরুছা পাইল তখনে।

ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি
রাধার কইল চেতনে ॥ ৯ ॥
চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ
ধরিল আতি যতনে ।
বুলিতেঁ নারোঁ বচন বড়ায়ি
না চলে মোর চরণে ॥ ১০ ॥
এবেঁ কি করিবোঁ পরাণ নাতিনী
বোল হরষিত মণে ।
তোহ্মার আন্তরে প্রাণ উপেখিআঁ
করিবোঁ তাক যতনে ॥ ১১ ॥
মণে পরিভাবী মোরে দয়া করী
বড়ায়ি চল আপণে ।
ভাল মতেঁ মোর দুখ কথা কহ
নিদুখ কাহ্ন চরণে ॥ ১২ ॥
এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল
গিআঁ কাহ্নের পাশে ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ১৩ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তনের উপর হারে ।
আল
মানএ যেহেন ভারে ।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে ॥

সরস চন্দন পঙ্কে ।

আল

দেহে বিষম শঙ্কে ।

দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ১ ॥

আল

তোর বিরহ দহনে ।

দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ ধ্রু ॥

কুসুম শর হুতাশে ।

তপত দীর্ঘ নিশাসে ।

সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে ॥

ক্ষেপে সজল নয়নে ।

দশ দিশে খনে খনে ।

নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে ॥ ২ ॥

দেখি পল্লব শয়নে ।

আঙ্গার রাশি সমানে ।

মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥

বাম করতে বদনে ।

দিআঁ গগনে নয়নে ।

তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥

খনে হাসে খনে রোষে ।

খনে কাঁপএ তরাসে ।

খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে ॥

চলিতেঁ তোহ্মার পাশে ।

নারে মদনের রোষে ।

বাসলী চরণ বন্দী গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥
করে মনসিজ শর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥
আল কাহ্নাঞিঁ ল
রাধা বিরহ দহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শরণে ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনী দল সংনাহা করে ॥
সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে ॥ ২ ॥
নয়ন শলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুএঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার ॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদন রূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ ॥ ৩ ॥
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে ॥ ৪ ॥
বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥
দয়া করী এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৫ ॥

অধুনাপি কিন্নু সদয়ং হৃদয়ে
কুরুষে (মনো)হত্ব রমণীকরণে।
গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে
সুতনোস্তনোতি মদনঃ কদনম্।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক
লগনী ॥

কাহ্নাঞিঁক বুইল বাড়ায়ি বচন মধুরে।
চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে ॥ ১ ॥
লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে।
সংপূর্ন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে ॥ ২ ॥
বিলম্ব না কর সুণ সুন্দর মুরারী।
রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই।
হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি ॥ ৪ ॥
বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই।
রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞিঁ ॥ ৫ ॥
চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী।
ঈসত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী ॥ ৬ ॥
বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী।
পাসে আসী বৈসু বোলোঁ মধুরস বাণী ॥ ৭ ॥
কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে।
সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে ॥ ৮ ॥
রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

মাধবস্য নিদেশেন মুদিতায়াঃ প্রমোদিতা ।
রাধায়া জরতী চক্রে বেশং জনমনোহরং ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ এতকালী ॥

আল রাধা

শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা
সিসত সিন্দূর নব সূরে ॥ ১ ॥
গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচ যুগল উপরে ।
হআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুঈ ধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে ॥ ২ ॥
পহ্রাইল হরিষ মণে কণ্ঠত ভূষণগণে
দেখি আভিসার সুশোভনে ।
মিলি হেমকরগণে বান্ধিল আতি যতনে
যেন কম্বু রতনক রতনে ॥ ৩ ॥
মণি কিরণ উজলে আঙ্গদ ভুজ যুগলে
পহ্রায়িল আতি কুতূহলে ।
বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী
রতন কঙ্কণ কর মুলে ॥ ৪ ॥
রতি রণে জয়ধুনী করএ কিঙ্কিণী
তাক গান্থি বান্ধিল মাঝে ।
কনক মল্ল তোর আর পাসলী নিকর
জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে ॥ ৫ ॥
কর্পূর কস্তূরী যোগে আঅর তাম্বুল রাগে
গন্ধ রাংগে রচিল বদনে ॥ ৬ ॥

আতি রূপসী স্বভাবে লাস বেস করী
রতিভাবে রাধা গেল কাহ্নের পাশে ।
রাধাক দেখিঞাঁ কাহ্নে উতরল ভৈলা মনে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

রাধিকাং মনসিজজ্বরাতুরাং
মণ্ডনদ্বিগুণরামণীয়কাং ।
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো হরি-
র্বর্ণমেবমুপচক্রমে ততঃ ॥

কোড়াদেশরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ভুজযুগে ধরী কাহ্নে ।
আল কৈল আলিঙ্গনে ।
রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞিঁক আতি জতনে ॥
কাহ্ন করিল চুম্বনে ।
কপোল যুগ নয়নে ।
ললাট আধর রতন যুগল নয়ানে ॥ ১ ॥
আল কাহ্ন করিল সুরতী ।
পুরী মনোরথ রাধার পিরিতী ॥ ধ্রু ॥
যুড়ী রসনে রসনে ।
কৈল মুখ মধু পানে ।
রাধা না জাণিল আপণ পর তখণে ॥
তার দসনের সনে ।
কাহ্ন চাপিল দশনে ।
ইঙ্গিতকারেঁ হারিল রাধা কাহ্নের বচনে ॥ ২ ॥

দৃঢ় করি দুয়ি তনে ।
নখ দিল ঘন ঘনে ।
পীযূষে সেচিল কাহ্ন রাধার রমণে ॥
রাধাঞে কৈল কুজনে ।
মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে ।
উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে ॥ ৩ ॥
আতি চির আনুবন্ধে ।
রতি কৈল নানা বন্ধে ।
কভো কেহো না কৈল যেন রস প্রবন্ধে ॥
ভৈল মুকুল নয়নে ।
সুখী ভৈল দুই জনে ।
(গায়িল) বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

শ্রীরামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে '
রতি সুখ ভুঞ্জিঞাঁ রাধা গোআলিনী ।
চরণতি ধরী বুইল সুণ চক্রপাণী ॥
তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতী ।
এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্ন তোহ্মাতে ভকতী ॥ ১ ॥
উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি জাওঁ নিন্দ ॥ ধ্রু ॥
হেন সুণি তাত কাহ্নাঞি আনুমতি দিল ।
নব কিশলয়ত শয্যা রচিল ॥
নিজ উরুতলে তাক নিশ্চলে রাখিল ।
তখণ কাহ্নাঞি কিছু মনে চিন্তিল ॥ ২ ॥

হেন সম্ভেদে দেখি শীতল বহে বাএ।
ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ॥
কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ।
রাধার নয়নে গিঞাঁ নিন্দ কৈল বাস॥ ৩॥
রাধাক এড়িঞাঁ জায়িতেঁ কাহ্ন কৈল মন।
বড়ায়ির পাণে কাহ্ন করিল গমন॥
বড়ায়িক সম্বোধিঞাঁ বুলিল বচনে।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলি গণে॥ ৪॥

কেদাররাগঃ॥ একতালী॥

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে।
এবেঁ মেলাণী দেহ আহ্মারে॥
সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে।
রাধা লঞাঁ ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে॥ ১॥
তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি।
কৈলো মোএঁ রাধার সঙ্গে ল॥ ধ্রু॥
আর বচনেক বোলোঁ সুণ ল বড়ায়ি
ধরিঞাঁ তোর করে।
তাক রাখিহ যতনে আপণ আন্তরে
জাইব আহ্মে মথুরা নগরে॥ ২॥
নিন্দ ছল করি থাক রাধার পাশে
বড়ায়িক বুলিল যতনে।
ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু
কাঢ়ি (গেলা) মথুরা নগরক কাহ্নে॥ ৩

কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী
কাহ্নাঞিঁ না দেখিল পাশে।
বড়ায়িক চিআইঞাঁ বুইল বচন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভায়িঠালীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এইত কদম তলে আছিলা বাল গোপালে
তার উরে দিলো মো সিয়রে।
আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে
নিন্দত এড়িঞাঁ গেল মোরে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো
কাহ্নের বিরহ ভারে জিয়ন্তে মরিলোঁ ল।
আণি দেহ শ্রীমধুসূদনে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি এক মনে চিন্তো মোঞেঁ সব খণে
সে কাহ্ন পায়িব কত খণে।
চরণে পড়োঁ দুতী আণী দেহ প্রাণপতী
তার মোর হউ দরশনে ॥ ২ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িঞাঁ পালাইবে কাহ্ন
তবে কেহ্নে কাল ঘুম যাইবোঁ।
এ রূপ যৌবন ভার কাহ্ন বিণি আসর
তা লাগি গরল মোঞেঁ খায়িবোঁ ॥ ৩ ॥
হের মোঁ কাকুতি করোঁ দুতী তোর পাএ (ধরোঁ)
এহোবার পুর মোর আশে।
চল দূতী তার থানে আণ শ্রীমধুসূদনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

এখণ কদম তলে আছিলা কাহ্নাঞি ল
তোর সঙ্গে রতি কুতূহলে।
রাধা ল
তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী
এবেঁ কথাঁ পাইব গোপালে ॥ ১ ॥
রাধা ল
কিমনে পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশে।
না জাণো সে গেল কোণ দিশে ॥ ধ্রু ॥
প্রবোধ বচন কত বুঝাএঁা তাহারে
অণিএঁা মেলাইলো তোর থানে।
এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা
শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে ॥ ২ ॥
বিষম পুরুষ জাতী কপট পুরিত মতী
নানা বোলে সে তিরিক রঙ্গে।
হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লএঁা
কাহ্ন রতি ভুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে ॥ ৩ ॥
এবেঁ তোএঁ এথানে থাক মো গিএঁা চাহোঁ তাক
যবেঁ পাএঁা তার দরসনে।
তবেঁ তোক আণি দিবোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
(বন্দিএঁা) বাসলী চরণে ॥ ৪

একাকিনী পরিভ্রম্য বনং শ্রমভরাতুরা।
রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধ্বা মধুসূদনং ॥
বচনেন তবানেন বৃদ্ধে ব্যাকুলমানসা।
জাতাস্মি জগদালোক্য শূন্যমেতদ্বচঃ শৃণু ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি ।
এখণে আসিবে মোর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ॥
তে কারণে আহ্মে গিআঁ তাক না চাহিলোঁ ।
আপণার দোষে মোএঁ উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ১ ॥
কেমনে বঞ্চিমো মোএঁ একসরী কুঞ্জে ।
কা লআঁ কথা কাহ্নাঞিঁ রতি সুখ ভুঞ্জে ॥ ধ্রু ॥
দুয়জ পহরে মোঁ চিন্তিলোঁ একসরী ।
আহ্মাক তেজিআঁ আজি কথাঁ গেলা হরী ॥
কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী ।
যা লআঁ সুখরতি ভুঁজয়ে মুরারী ॥ ২ ॥
তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ ।
কাহ্নের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে ॥
চিন্তিআঁ চাহিলোঁ কিছু নাহিক উপায়ে ।
কাহ্ন কাহ্ন করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ ॥ ৩ ॥
চারি পহর দিন পুরিল সকল ।
কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ কদম্বের তল ॥
এবেঁ কেহ্নে মনে রহে আহ্মার জীবন ।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

তার সুভদিন ভৈল সেসি পুনমতী ।
যে নারীক লআঁ কাহ্ন ভুঁজে সুখরতী ॥ ১
ভাল আহ্মুমান তোঁ করিলি রাহী ।
এবে ভাল মতে চাহি সুন্দর কাহ্নাঞী ॥ ধ্রু

কদমের তলে খণে যমুনার কুলে।
শিশু লঞাঁ বাটে হাটে হরিষে বুলে ॥ ২ ॥
যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বুলিবোঁ তারে।
ভাল মতেঁ গোআলিনি শিখাহ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার তীতে।
বকুল তলাত চাহা চাহা একচীতে ॥
নিকুঞ্জত চাহা আর যমুনার তীরে।
আর চাহা বড় বড় গাছের উপরে ॥ ১ ॥
লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু করী।
গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল ॥ ধ্রু ॥
আওর চাহিহ যথাঁ বসে শিশুগণে।
ছাওআল হঞাঁ কাহ্ন রহে খণে খণে ॥
চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে।
সাবধান হঞাঁ চাহ যেহ্ন পাহ লাগে ॥ ২ ॥
এবার পায়িলে বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে।
খাণিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে ॥
য়েবার আণিঞাঁ দিলে কাহ্ন মোর ঠায়ি।
তোক আর কভোঁ দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি ॥ ৩ ॥
হর আর্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে।
য়েতেকে যাণিল নারী যেহেন শরীরে ॥
হেন বুঝায়িঞাঁ কাহ্ন আণ মোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দা গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

হেন রাধিকার বচনে ।
চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে ॥ ল ॥
আল বড়ায়ি ।
সুণিঞাঁ রাধার আরতী ।
কাহাকেহো না কৈল সংহতী ॥ ল ॥ ১ ॥
আল বড়ায়ি ।
মনে ধরী রাধার বচনে ।
কাহ্নাঞিক চাহে বনে বনে ॥ ধ্রু ॥
যমুনাত না পাঞাঁ গোপালে ।
পুন গেলী বকুলের তলে ॥
তথাঁ না পাইঞাঁ গদাধরে ।
চাহিলেক গাছের উপরে ॥ ২ ॥
চাহিঞাঁ না পায়িল বনমালী ।
শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী ॥
একশরী বনের ভিতরে ।
ভঞেঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে ॥ ৩ ॥
বাহুড়িঞাঁ বড়ায়ির থানে ।
বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে ॥
বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভায়িঠালীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

হরি হরি ।
আয়াসেঁ কাহ্নের উরে
শুতিলোঁ দিঞাঁ শিয়রে

প্রাণের বড়ায়ি ল
দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল
কাহ্নাঞিঁর দরশন
যেহেন ভৈল সপন
প্রাণ বড়ায়ি ল
যাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে ॥ ল ॥ ১ ॥
কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞি
উদ্দেশ বোল বড়ায়ি। ল।
প্রাণ বড়ায়ি ল
তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই ॥ ধ্রু ॥
নানাবিধ দুখ পায়িলোঁ
য়ার বিরহে পূড়িলোঁ
সে কাহ্নে নান্দে যাইতে মোরে।
কোণ আদিবস ভৈল
কিবা আপরাধ কৈল
যবেঁ কাহ্নাঞি রোষিল আহ্মারে ॥ ২ ॥
সোঞঁরী কাহ্নের বাণী
না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলো সুখ আসেস
দিনে দিনে তনু ষেষ
ভাবিঞাঁ সে কাহ্নের নেহে ॥ ৩ ॥
বিধি বিপরিত ভৈল
আহ্মা ছাড়ি কাহ্ন গেল
বিরহে মো জিবোঁ কত দিশে

বোল বড়ায়ি উপদেশে
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে।
বিলম্ব করিতেঁ আর লাগে বড় ডরে ॥
উতরলী নহ রাধা মন কর থীর।
যা য়ানাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর ॥ ১ ॥
পাছে কাহ্নায়িক আণী দিবোঁ তোর থানে।
করিব আপণ কাজ না জাণিব আনে ॥ ধ্রু ॥
বড় কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী।
চিরকাল সুখ ভুঞ্জে সেসি সিআণী ॥
আহ্মার বচন ধর থীর করা মনে।
ঝাঁট ঘর গেলেঁ দোষ না দিব আইহনে ॥ ২ ॥
মুখ চুম্বী বোলোঁ রাধা মোর বোল ধর।
ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব আনুখর ॥
আরতি না কর দুখে বোধিল আন্তর।
আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর ॥ ৩ ॥
হেন স প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর।
রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর ॥
সব সখিগণ সমে করিআঁ সংহতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গতী ॥ ৪ ॥

নিনায় কতিচিৎ কালান্ কথঞ্চিৎ কৃষ্ণতৃষ্ণয়া।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ।

ফুটিল কদম ফুল ভরে নোআইল ডাল ।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ ।
নিদয় হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ ॥ ১ ॥
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল ।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল ॥ ধ্রু ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দূর ।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর ॥
কাহ্ন বিণী সব খন প্োড়এ পরাণী ।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥ ২ ॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে ।
কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে ॥
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ ॥ ৩ ॥
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

চতুরে চতুরো মাসান্ রাধে মুদিরমেদুরান্ ।
গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচন ॥

শ্রীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ ।
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ ।
মোর প্রাণাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ ॥ ১ ॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ ।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ॥ ধ্রু ॥
শ্রাবন মাসে ঘন ঘন বরিষে ।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥
কত না সহিব রে কুসুম শর জালা ।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা ॥ ২ ॥
ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে ।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক ॥ ৩ ॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী ।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী ॥
তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥ ৪ ॥

মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং ।
রাধে কৃষ্ণোঽচিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

হাথে চান্দ মানী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী ।
আইহনক পীঠ দিলো লাজে তিনাঞ্জলী ॥

আশোআশ দিআঁ তোক্ষে হৈলা এক ভীতে।
কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে ॥ ১ ॥
জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞিঁ।
আছুক পরস রস দরশন নাহিঁ ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল।
কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল ॥
পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল।
তে কারণে মোর মনোরথ না পুরিল ॥ ২ ॥
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর ডাল যেন তখনে পালাইল ॥
দিনে দিনে তনু শেষ মদন তরাসে।
কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে ॥ ৩
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে।
কেমতেঁ পাওঁ এবেঁ শ্রীমধুসূদনে ॥
কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ।
ততঃ কিং গমনাশক্তা যতোঽহং রাধিকেঽধুনা ॥

আহেররাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥ লগনী ॥
দণ্ডকঃ ॥

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আহ্মার ধর
রতন মুদড়ী পিন্ধ হাথে।
হের মোঁ করোঁ কাকুতী তোর চরণে ভকতী
আণিআঁ দিআর জগন্নাথে ॥ ১ ॥

আল রাধে ।

নিলজী নিকুপেঁ থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক
পাপমতী না বাসসি লাজে ।
বুইল তাক একবার তোষ মন রাধার
বোল পালী গেলা দেবরাজে ॥ ২ ॥

আল বড়ায়ি ।

না বোল বড়ায়ি হেন আতি নিঠুর বচন
এ তোহ্মার বএসের দোষে ।
আলিসের পরসাদেঁ দুখ সুখ নাহিঁ জাণ
তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে ॥ ৩ ॥
আনুখর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর
ঠাঁঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ ।
উপদেশ বোল তোহ্মে কথাঁ কাহ্ন পাইব আহ্মে
চাহিআঁ আণিআঁ দিবোঁ মো ॥ ৪ ॥
এ বোলে পাইলোঁ সুখ চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ
আজি মোর ভৈল শুভদিনে ।
যথাঁ যথাঁ বুলে কাহ্ন চাহ বড়ায়ি সেই থান
তবেঁ তার পাইব দরশনে ॥ ৫ ॥
শুণহ নাতিনী রাহী হাঁঠীবাক বল নাহিঁ
কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী ।
মণে কৈলোঁ আনুমান তোকে উপেখিআঁ কাহ্ন
গেলা দূর মথুরা নগরী ॥ ৬ ॥
তোর যুগতীএঁ বুঢ়ী আহ্মাক নিন্দতে ছাড়ী
মথুরাক গেলা প্রাণেশ্বরে ।
চরণে ধরোঁ তোহ্মার কাহ্ন দেহ একবার
নহে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৭ ॥

জাইবোঁ মধুরা নগর মোর আগে সত্য কর
আর কভোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে ।
বারে বারে দুখ পাইলোঁ ভাগে পরাণে না মৈয়িলোঁ
সরূপ কহিলোঁ তোহ্মারে ॥ ৮ ॥
হের শির কর যোগে সত্য করোঁ তোর আগে
তোক দুখ না দিবোঁ মো আর ।
যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সেসি কালে
তার থান জাহ একবার ॥ ৯ ॥
নাতিনী তোর বচনে হের মোঁ করিলোঁ গমনে
মথুরা কাহ্নের উদ্দেশে ।
লাগ পাইলেঁ তার থানে করিবোঁ বড় যতনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনং ।
জগাদ বিরহে মগ্না রাধা তে শরণং গতা ॥
ইতি শ্রোত্রশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ ।
রাধিকামন্যুনিঃশেষং নাগরঃ পরমাক্ষরম্ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা ।
নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে ।
আল ।
তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে ॥
এখো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মণে ।
কেমনে বাঢ়ায়িব পা জাণহ আপণে ॥ ১

আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে।
রাধাত লাগিআঁ কাহ্ন কিবা নাহিঁ করে॥ ধ্রু॥
হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।
আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে॥
তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক রাহী।
আর তার মুখ নাঁ দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ॥ ২॥
বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাহীঁ।
তোহ্মার বিদিত যত বুইল রাহী॥
চরণে ধরিআঁ বোলোঁ চল তোহ্মে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর॥ ৩॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ কুড়ুক্কঃ॥ ১৫

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত॥
আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী॥ ১॥
আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে॥ ধ্রু॥
মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ।
পাছে কলি কাহ্নাঞিঁ বিরহ দুখ পাইবেঁ॥
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাক রখহিতেঁ তোহ্মে আদবাহ কেহ্নে॥ ২॥
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী॥
যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট॥ ৩॥

রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোক্ষে থাকিলা আসি মথুরা নগরে ॥
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোক্ষারে।
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুণী তারে ॥
যত দুখ দিল মোরে তোক্ষার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে ॥ ১ ।
আগ বড়ায়ি বাহুড়া যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী ॥ ধ্রু ॥
কাটিল ঘাঅত লেম্বু রস দেহ কত।
তোক্ষার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত ॥
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচন তাপ না সহে মুরারী ॥ ২ ॥
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ॥

(ইহার পর পুঁথি খণ্ডিত।)

পরিশিষ্ট

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের

ভাষা-টীকা

জন্মখণ্ড

পৃথু ভারব্যথামিত্যাদি শ্লোক—পৃথিবী তাঁহার গুরুভারজনিত বেদনার কথা দেবগণকে কহিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহারা (দেবগণ) কংসধ্বংসে মনোনিবেশ করিলেন।

[দৃপ্ত রাজবেশধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সৈন্যরূপ গুরুভার।]

যথা ভাগবতে,—

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মানং শরণং যযৌ॥
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত॥
ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম স ত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥
তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ॥

১০।১।১৭-২০

১। **সব**—প্রাকৃত 'সব্ব'। **দেবেঁ**—'এ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। মাগধী ভাষায় (পুং-নপুংসক উভয় লিঙ্গেই) অকারান্ত শব্দের উত্তর 'সু' প্রত্যয়ের স্থানে ইকার বা একার হয় এবং পক্ষে সু প্রত্যয়ের লোপ হয়; 'অত ইদেতৌ লুক্‌চ,' বররুচি—১১।১০। বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় ক্রমে বচন-নির্ব্বিশেষে এই 'এ' প্রচলিত হইয়া থাকিবে। 'ঁ' চন্দ্রবিন্দু আনুনাসিক

উচ্চারণের দ্যোতক এবং আনুনাসিক উচ্চারণ পশ্চিম-রাঢ়ের অন্যতম বিশেষত্ব। উহার স্বার্থকতা—স্বরের কোমলতা ও দীর্ঘতা-সম্পাদনে। হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী প্রভৃতি প্রাকৃতসম্ভব ভাষাসমূহে আনুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। **মেলি**—প্রাকৃত 'মিলিঅ' 'মেলিঅ'। শৌরসেনী ভাষায় 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের স্থানে 'ইঅ' আদেশ হয়; 'ক্ত্বা ইঅঃ', বররুচি—১২।৯। মিলিয়া, মিলিত হইয়া। **পাতিল**—সংস্কৃত 'ক্ত' প্রত্যয়, শৌরসেনী 'দ', মাগধী 'ড' বা 'ল' হইতে বঙ্গভাষায় অতীত-চিহ্ন লকারের উৎপত্তি অনুমান অযুক্ত নহে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিপ্রায়ও তাহাই।[১] বাঙ্গালা √পাত, স্থাপনে। **সভা পাতিল**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

আছন্ত রাঘব যেবে দিব্য সভা পাতি।

সভা স্থাপিত করিলেন। সভা করা-ই রীতিসিদ্ধ। অধুনা সভা-সমিতির অধিবেশন খুব সচরাচর। 'খেলাঘর পাতা', 'ঘর-সংসার পাতা' এবং 'পাত পাতা', 'কান পাতা' প্রভৃতি তুলনীয়। স্ত্রীলোকদের 'আড়িপাতা' অভ্যাস আছে। ভগবৎপ্রদত্ত দণ্ড-পুরস্কার আমরা 'মাথা পাতিয়া' লইতে বাধ্য। ইত্যাদি ইত্যাদি। **আকাশে**—সপ্তমীর চিহ্ন একার সংস্কৃত তথা প্রাকৃতের অনুরূপ। **কংসের**—ষষ্ঠীর উত্তর এই 'এর' প্রত্যয় প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক 'কেরক' শব্দের বিকারে উৎপন্ন। ভোজরাজ কংস, মথুরাদেশের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা উগ্রসেনের পুত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। **হএ**—বাঙ্গালা √হ; এই 'এ' প্রত্যয় প্রাকৃত 'হসএ', 'করএ', 'পঢ়এ' প্রভৃতির ন্যায় (বররুচি—৭।৫ ও সিদ্ধহেম-চন্দ্র—৮।৩।১৪৫)। হয়।

২। **ইহার**—কুমারপালচরিতে 'এআণ' (এতেষাম্) ৫।১৪। চৈতন্য-ভাগবতে ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'ইহান' (ইঁহার)। কংসের। **কমণ**—অপভ্রংশ ভাষায় 'কমণ',[২] 'কমন',[৩] 'কবন'[৪] [ম=ব], 'কউণ' [ব=উ], 'কওন',[৩] 'কঞোন',[৩] 'কৌন'[৫] প্রভৃতি। কোন্, কি। **উপাএ**—প্রাকৃতে

১ বাঙ্গালা ভাষা, ১ম ভাগ, ১৩৫ পৃ°।
২ পিঙ্গল, ২।২৬, ২।১৬৭।
৩ বিদ্যাপতি।
৪ চাঁদকবি ও তুলসীদাস।
৫ তুলসীদাস।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর তৃতীয়ার একবচনে একারের আদেশ হয়। অপভ্রংশ ভাষায় তিন লিঙ্গেই তৃতীয়ার একবচনে 'এং' প্রত্যয়ের বিধান আছে ; 'ত্রিষ্বেং টঃ', মার্কণ্ডেয়কবীন্দ্র—১৭৷১৭। অপভ্রংশের এই তৃতীয়ান্ত 'এং' প্রত্যয় এবং বাঙ্গালা তৃতীয়ার চিহ্ন 'এঁ' বা 'এ', মরাঠী 'এঁ', মৈথিলী 'এ' মূলতঃ এক ও অভিন্ন। প্রাচীন বাঙ্গালাতে যেরূপ অন্তস্থ য়-কারের প্রয়োগ অল্পই পরিদৃষ্ট হয়, পক্ষান্তরে সেইরূপ পদমধ্যে ও পদান্তে স্বরবর্ণের প্রয়োগ বহু স্থলে দেখা যায়। **সম্ভোই**—রাঢ়ের গ্রাম্য 'সম্মাই', 'সমাই'। প্রাচীন সাহিত্যে,—

সম্বাএ বোল হরি পাপ জাউক নাশ।

—কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ড (পুথি)

সমাইরে হইলা কৃপা প্রভু আহ্মারে নৈরাশ।

—সাধ্যভাবচন্দ্রিকা (পুথি)

কামরূপের ভাষায় 'তা-সম্বাক' (তাহাদের সকলকে), 'তা-সম্বার' (তাহাদের সকলের) পদের প্রয়োগ আছে। সকলে। **চিন্তিঅঁ।**—রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন পুথিতে 'চিন্তিঞা', 'হাসিঞা', 'লঞা' ইত্যাকার পাঠ অধিক। **বুঁয়িল**—বলিলেন (বিচরণ করিলেন নহে)। **ব্রহ্মার**—ষষ্ঠীর চিহ্ন 'র' প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক 'কেরক' শব্দের বিকারে উৎপন্ন। **ঠাএ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত 'ঠাঅ' শব্দের উত্তর সপ্তমীর 'এ' প্রত্যয়। বেঙ্গল এসিয়াটিক্ সোসাইটির সংস্করণ প্রাকৃতপৈঙ্গলের ১৩৬ পৃষ্ঠায় এই শব্দ পাওয়া গিয়াছে। স্থানে, নিকটে।

সব দেবেঁ মোঁল ......ব্রহ্মার ঠাএ—কংস কর্ত্তৃক সৃষ্টি নাশ হয় দেখিয়া দেবতাগণ মিলিত হইয়া স্বর্গে সভা আহ্বান করিলেন এবং কি উপায়ে এই পরম শত্রুর নিপাত হয়, সকলে চিন্তা করিয়া, ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিলেন।

৩। **ব্রহ্মা**—সংস্কৃত 'ব্রহ্মন্' শব্দ ; ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত শব্দ প্রথমার একবচনে সংস্কৃতেরই অনুরূপ। সৃষ্টিকর্ত্তা। **সব দেব**—দেবতা সকলকে। **লঅঁ।**—লইয়া। **গেলান্তি**—'অন্তি' প্রত্যয়ের একবচনে প্রয়োগ। মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

এহি বুলি বায়ু উঠি গৈলন্ত সত্বর।

হেন যুক্তি করি ক্ষীরোদধি তীরে
গৈলন্ত দেবতাগণ।

অসমীয়া 'লৈলন্ত', 'ভৈলন্ত', 'দিলন্ত' এবং ওড়িয়া 'হোন্তি', 'বোলন্তি', 'করন্তি' প্রভৃতি পদ তুলনীয়। গেলেন, গমন করিলেন। **সাগরে**—ক্ষীরোদসাগরে। **স্তুতীএঁ**—'এঁ' করণ কারকের চিহ্ন। উপাএ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। স্তুতি দ্বারা বা স্তবে। **তুষিল**--পরিতৃপ্ত করিলেন, প্রসন্ন করিলেন। **হরি**—এখানে হরি শব্দে ক্ষীরোদশায়ী রূপ বুঝিতে হইবে। সর্ব্বভূতাধিষ্ঠিত, সর্ব্বান্তর্য্যামী এই তৃতীয় পুরুষাবতারই পালনকর্ত্তা। **ভিতরে**—অপভ্রংশ প্রাকৃত 'ভিত্তরি', পিঙ্গল—২।১৯৫; রাঢ়ের গ্রাম্য 'ভিত্‌রি'। মধ্যে।

৪। **তোহ্মে**—প্রাকৃত 'তুম্‌হে' (প্রথমার বহুবচন); ওড়িয়া 'তুম্ভে'। তুমি বা আপনি। **নান রূপেঁ**—ভিন্ন ভিন্ন অবতারে এবং বিবিধ উপায়ে। **কইলেঁ**—আনুনাসিক স্বর সম্ভ্রমের চিহ্ন। করিলেন। **আসুরের**—কামরূপী (প্রাচীন অসমীয়া) আতি, আতিশয়, আলকা, আসুখ প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। অসুরের। **খএ**—প্রাকৃতে পদের আদিস্থিত ক্ষকারের স্থানে প্রায়ই 'খ' হয়। 'এ' প্রত্যয় প্রথমার ন্যায়। ক্ষয়, ধ্বংস। **তোহ্মার**—কুমারপাল-চরিতে 'তুম্‌হার' (যুষ্মদীয়), ৮।৭৪। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর 'ঈয়' প্রত্যয় স্থানে 'ডার' আদেশ হয়; 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ', সিদ্ধ-হেমচন্দ্র—৮।৪।৪৩৪। প্রাকৃত 'ম্‌হ' স্থানে বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধারণতঃ 'হ্ম' পরিদৃষ্ট হয়। প্রাকৃতপৈঙ্গলে 'তুহ্মাণ', (বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৪৬)। বস্তুতঃ এরূপ বর্ণবিন্যাস বঙ্গীয় উচ্চারণের অনুকূল নহে। **লীলাএ**—হরিদাসকৃত জৈমিনিভারতে,—

সেই সব বাণ দৈত্য লীলাএ কাটিল।—(পুথি)

লীলা দ্বারা, লীলায়। ভগবানের ক্রীড়া বা কার্য্যাবলীকে লীলা কহে। **তোহ্মার লীলাএ** ইত্যাদি—আপনার(ই) চেষ্টায় কংসের বিনাশ-সাধন সঙ্গত হয়। **তোহ্মে নানা রূপে** … … **বধ হএ**—দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুতির অংশবিশেষ।

৫। **হেন**—অপভ্রংশ প্রাকৃত 'হিন্নি', 'হেন্ন' (এবং, অনেন), পিঙ্গল—২।১৭২। এই প্রকার। **শুণী**—প্রাকৃত √শুণ (শ্রু); ওড়িয়া শুণি। ইকার স্থানে ঈকার এবং ঈকার স্থানে ইকার প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে; উকার ও ঊকার সম্বন্ধেও ঐরূপ। সম্ভবতঃ উহা সুরের অনুরোধে।[১] শুনিয়া। **ঈসত**—প্রাকৃতে সর্ব্বত্র শকার ও ষকার স্থানে 'স' হয়; 'শষোঃ সঃ', বররুচি—২।৪৩। ঈষৎ। **হাসিআঁ**—প্রাকৃত 'হসিঊণ', শৌরসেনী 'হসিঅ'। হাসিয়া। **ততিখণে**—বিদ্যাপতির পদাবলীতে 'ততিখনে'; মাধবদেব-কৃত আদিকাণ্ডে 'তেতিখণে'। তৎক্ষণাৎ। **ধল**—প্রাকৃত 'ধঅল'। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

নাহিক আঁখির তারা ধল দুই ডিম্বা।

ধবল। **কাল**—'কালং তমিস্রম্', দেশীনামমালা। ইউরোপীয় জিপ্‌সীদিগের ভাষায় *kaulo.* কৃষ্ণবর্ণ। **দুই**—অপভ্রংশ প্রাকৃত, পিঙ্গল—১।৩৫, ১।৪৭। **ধল কাল দুই কেশ** ইত্যাদি—ভাগবতে,—

ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্য মার্গঃ
কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥—২।৭।২৬

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ অসুরাবতার রাজাদিগের সেনা দ্বারা বিমর্দ্দিত পৃথিবীর ক্লেশ হরণের নিমিত্ত শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশস্বরূপে রাম-কৃষ্ণরূপ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মহিমাব্যঞ্জক নানা কার্য্য করিলেন।—পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ।

[স্বামিকৃত টীকার তাৎপর্য্য,—প্রথমতঃ শুভ্র কেশ বয়োজন্য নহে; দ্বিতীয়তঃ ভূভার হরণ ভগবানের পক্ষে অতি তুচ্ছ ব্যাপার, কেশ শব্দে তাহাই সূচিত হইয়াছে; তৃতীয়তঃ সিত কৃষ্ণ বিশেষণ বর্ণবোধক।]

১ জহি দীহো বিঅ বণ্ণো
লহু জীহা পঢ়ই হোই সো বি লহু।
বণ্ণো বি তুরিঅ পঢ়িও
দোতিণ্ণি বি একু জাণেহু॥ প্রাকৃতপৈঙ্গল—১।৮

পুনশ্চ মহাভারতীয় বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়ে,—

স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত্ত একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্।
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ॥
তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥

নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশযুগল উৎপাটন করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল। শুভ্র কেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণ কেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব বলে।—৺কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ।

কাশীদাসের কথায়,—

তোমা সভা প্রীতি হেতু আমিহ জন্মিব।
দ্বাপরে ক্ষিতির ভার নিঃশেষ করিব॥
এত বলি দুই কেশ দিলেন মহেশে।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই হৈলা রাম হৃষীকেশে॥—(দ্রৌপদীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত)

পৃষ্ঠাঙ্ক—২

৬। **এঁহি**—অপভ্রংশ প্রাকৃত 'এহ', 'এহি', 'এহী', 'এহু', 'এহ্'। এই, এই-ই। **হৈবে**—উদ্ভূত হইবেন। **বসুলের**—অন্ত্যর্থে 'ল' প্রত্যয় কি? বসুদেবের। **ঘরে**—প্রাকৃতপৈঙ্গলে,—

ঘরে বিত্ত জগ্গা মহী তাসু সগ্গা॥ ২।৫৩।

গৃহে। **হলী**—শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ হলধর। **বনমালী**—শ্রীকৃষ্ণ। **দৈবকী**—দেবকের কন্যা, বসুদেবের পত্নী এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতা। •

৭। **তাহার**—প্রাকৃত ত (তদ্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে 'তাণং', 'তাণ'; এই 'তাণ' হইতে 'তাঁর' এবং স্বরের বল-বৃদ্ধি হেতু তাহাণ তথা তাঁহার হওয়া সম্ভব। পরে আনুনাসিকের চিহ্ন চন্দ্রবিন্দুটি বিলীন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার প্রদেশবিশেষে 'তান', 'তানার' শব্দ প্রচলিত। বাঙ্গালা ও অসমীয়া প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহার অর্থে 'তান', 'তাহান' শব্দের প্রয়োগ আছে। প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন 'ণ'র এই রকারে পরিণতি প্রায়শঃ সর্ব্বনাম শব্দে দেখা যায়। এখানে

তাহার শব্দে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়কেই বুঝাইতেছে। **হাথে**—প্রাকৃত 'হত্থ', পিঙ্গল—১।১৮২, ১।২০৭। **কংশাসুরের**—স্বজনাদি সহ কংসাসুরের। **বর**—প্রার্থনীয় বিষয়, অভীষ্ট বস্তু। **পাআঁ**—রাঢ়ের অধিকাংশ প্রাচীন পুথিতে 'পাঞা'। পাইয়া। **গেলা**—গমন করিলেন। **বাসে**—স্বস্থানে, স্বর্গে।

৮। **উপেখিআঁ**—প্রাকৃত 'উপ্‌পেক্‌খিঅ'। পদাবলীতে,—

প্রাণ কাঁদে চাহিতে মধুর মূরতি দেখি।
চণ্ডীদাস রহে তথা সে রূপ উপেখি॥

মাধব কন্দলি-কৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

কি কারণে হৈব মই রাক্ষসর ভক্ষী।
মাসেক থাকিবো মই স্বামীক উপেক্ষি॥

ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, অপেক্ষা করিয়া। **রহিলা**—রহিলেন। **সময় উপেখিআঁ** ইত্যাদি—দেবগণ সেই শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। **বড়ু**—'বড়্‌ডো মহান্', দেশীনামমালা; 'বড়' (মহৎ), প্রাকৃতপৈঙ্গল—২।১৯৩; সংস্কৃত 'বর'। 'বড়ু', বড়ুয়া এই শব্দেরই রূপভেদ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পুরুষ। পদাবলীতে,—

একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধু।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে
লাগিল কালিয়া প্রেম মধু॥

পুনশ্চ— বড়ুয়ার ঝিয়ারী বড় নাম ধরি
তাহে বড়ুয়ার বৌ।

* * * *

কাহার কথায় কার কি বা হয়
বড়ু চণ্ডীদাসে বলে॥

ক্রমে শব্দটি মর্য্যাদাজ্ঞাপক বংশগত উপাধিরূপে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে[১] লিখিয়াছেন,—'তিনি (চণ্ডীদাস)

১ বঙ্গভাষার ইতিহাস, ১২ পৃ°।

জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড়ু তাঁহার উপাধি ছিল।' পশ্চিমরাঢ়ে গোয়ালা, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতির মধ্যেও 'বড়ু' পদবী প্রচলিত এবং কোথাও কোথাও উহার উচ্চারণ 'বরু'। অসমীয়া 'বরুবা' শব্দ তুলনীয়। ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের আদিকবি চণ্ডীদাস ঠাকুর" শীর্ষক প্রবন্ধে[১] বলিয়াছেন,—'মহাত্মা চণ্ডীদাসের উপনাম বড়ু। বড়ু শব্দের প্রকৃত অর্থ (১) পূজারী ব্রাহ্মণ, (২) অবিবাহিত।' 'বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু' অভিধানে বড়ু শব্দের পরিচায়ক অর্থ ধৃত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, ব্রহ্মচারিবাচক সংস্কৃত 'বটু' শব্দেরই অপভ্রংশে বড়ু হইয়াছে। **গণ**—অনুচর, উপাসক। **বাসলী গণ**—নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী বিশালাক্ষী (বাসলী) দেবীর অনুরক্ত অনুচর।

১। **আয়িলা**—আইলা, আসিলেন। **সুমতি**—সুমন্ত্রণা। **আগক**—'ক' দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। প্রাকৃত নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত 'কএ' প্রত্যয় উহার মূলে। মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

নিবেক রামক বিদূরক নিশাচর।

আনিয়োক কন্যা গৈয়া সভাক আতাই।

ঘুনুচা কীর্ত্তনে,—

লক্ষ্মীর আগক কহে করি কৃতাঞ্জলি।

অগ্রে, সম্মুখে। **নারদ**—ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি জ্ঞানী ভক্তগণের অন্যতম এবং লীলাবিস্তারকার্য্যে প্রধান সহায়। **মুনী**—প্রাকৃত 'সু', 'ভিস্' এবং 'সুপ্' প্রত্যয় পরে থাকিলে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর (বিকল্পে) দীর্ঘ হয়; 'সুভিস্সুপ্সু দীর্ঘঃ', বররুচি—৫।১৮। মুনি; "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥" গীতা—২।৫৬। যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, সুখে যাঁর স্পৃহা নাই, যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধপরিশূন্য হইয়াছেন, এরূপ স্থিরমতি ব্যক্তিই মুনি বলিয়া কথিত।

১ নব্যভারত,—১৩০১, আশ্বিন-কার্ত্তিক

পাকিল—রাঢ়ে 'পাক্‌ল' ; 'ভরিল', 'কাটিল', 'ভুখিল' প্রভৃতি পদ তুলনীয়। এই 'ল'-প্রত্যয়ান্ত পদসমূহ সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের ন্যায় ক্রিয়া ও বিশেষণ উভয়ধর্ম্মাক্রান্ত। পক্ক। **দাঢ়ী**—সংস্কৃত 'দাঢ়িকা', মরাঠী 'দাঢ়ী'। শ্মশ্রু। **মাথা**—প্রাকৃত 'মথঅ' ; কুমারপালচরিতে 'মথা', ৮।৩৮। মস্তক। **বামন শরীর**—ক্ষুদ্র কলেবর। **মাকড়**—প্রাকৃত 'মক্‌কড়'। **মাকড় বেশ**—মূর্ত্তি মর্কটসদৃশ।

নাচএ—প্রাকৃত 'নচ্চএ'। নাচেন, নৃত্য করিতে লাগিলেন। **গতী**—গতি, প্রকার। **বিকৃত বদন**—মুখভঙ্গি অস্বাভাবিক। **উমত মতী**—হৃদয় (মতি) উন্মত্ত, চিত্ত বিভ্রান্ত। **ধ্রু**—সংস্কৃত 'ধ্রুবক', 'ধ্রুবা'। ধুআ (ধুয়া), গীতাঙ্গবিশেষ। The chorus of a song.

২। **খণে খণে**—প্রাকৃত। ক্ষণে ক্ষণে। **হাসে**—প্রাকৃত 'হসএ', (হসতি) কুমারপাল-চরিত—৫।৭১। **বিণি** (বিনি, বিনু, বিনে)—অপভ্রংশ প্রাকৃত 'বিণা', 'বিণু'। বিনা, ব্যতিরেকে। **খোড়**—'খোড়-খোরৌ তু খঞ্জকে', হেমচন্দ্র। ভগ্নপদ, খঞ্জ। **খোণেকেঁ**—মুহূর্ত্তেকে, তৎক্ষণাৎ। **কান**—সংস্কৃত 'কাণ', মৈথিলী 'কান'। কানা বা কাণা, অন্ধ। **খণে হএ খোড়** ইত্যাদি—ক্ষণে খঞ্জের অনুকরণ করেন, আবার তখনই অন্ধের অভিনয় করিতে থাকেন। **পরকার**—প্রকার। **করে**—প্রাকৃত 'করএ', সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৩।৪৫। **অঙ্গভঙ্গ**—অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা মনোভাব ব্যক্তীকরণ। **তাক**—অপভ্রংশ প্রাকৃত 'তা' (তৎ), পিঙ্গল—১।১১৩, ১।১৯৬। 'ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। বিশারদকৃত বিরাটপর্ব্বে,—

গুরু উপদেশে আমি রথ বাহিবাক।
শিখিয়াছো যেমত দেখিবা তুমি তাক ॥

তা, তাহা। **রঙ্গ**—বিদ্যাপতিতে,—

চৌরী পিরিতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ।

আনন্দ, সুখ।

৩। **লাম্ফ**—প্রাচীন অসমীয়াতে 'লাম্ফ' শব্দের প্রয়োগ আছে। লাফ, লম্ফ। **খণেকেঁ**—'খোণেকেঁ'রই রূপভেদ। **ভূমিত**—'ত' সপ্তমীর চিহ্ন।

উহা সর্ব্বাদি শব্দের উত্তর সপ্তমীতে প্রযুক্ত পালি 'ত্র' বা প্রাকৃত 'ত্থ' প্রত্যয়ের রূপান্তর। ভূমিতে। **রহে**—অবস্থান করেন। **চিতরে**—চিত্ হইয়া, উত্তান ভাবে। **উঠিআঁ**—অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর 'ইআঁ' প্রত্যয় অধুনা প্রচলিত 'ইয়া'র সমান। উঠিয়া। **বোলে**—বলেন; **আনচান**—যশোহরের প্রাদেশিক 'আনথানা'; হিন্দী 'আনথান'। অসম্বদ্ধ বাক্য, অপ্রাসঙ্গিক উক্তি। **মিছাই**—প্রাকৃত 'মিচ্ছা'। নিরর্থক। **মাথাএ**—'এ' তৃতীয়ার চিহ্ন। মস্তক দ্বারা। **পাড়এ**—পাতিত করেন। **সান**—সংস্কৃত 'স্বান' (√স্বন্, শব্দ করা)। (১) বংশীধ্বনি পূর্ব্বক কামাচার অনুজ্ঞা বা আমন্ত্রণ; (২) হস্তাদি সঞ্চালন সহকারে আহ্বান-চেষ্টা; (৩) হর্ষামর্ষাদির অভিব্যঞ্জক সঙ্কেত-ভেদ। এখানে পশ্চাল্লিখিত অর্থই গ্রাহ্য। **মিছাই মাথাএ পাড়এ সান**—অকারণ অসহিষ্ণুতা-জ্ঞাপক ঘন ঘন শিরোনমন করিতে লাগিলেন।

মেলে—বাহির করেন, বিস্তার করেন। **জীহা**—প্রাকৃত রূপ। জিহ্বা। **আগ**—প্রাকৃত 'অগ্‌গ'। অগ্রভাগ। **রাঅ**—সংস্কৃত 'রাব'। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'রাও'। রব। **কাঢ়ে**—চাঁদকবির বীরগাথাতে,—

দোউ দীন দীনং কঢ্ঢী বঙ্কি অসিসং।

(উভয় পক্ষ হইতেই বক্র অসি নিষ্কাসিত করিয়া সেনাগণ ধাবিত হইল।)

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

সিংহ শার্দ্দূল রা কাঢ়ে উচ্চস্বরে।

কাঢ়া শব্দের মৌলিক অর্থ বলপূর্ব্বক টানিয়া বাহিরে আনা। **রাঅ কাঢ়ে**—শব্দ করেন। **বোকা**—'বোক্কড়ো ছাগঃ', দেশীনামমালা। ছাগল। **মেলে ঘন ঘন …… বোকা ছাগ**—(কামপীড়িত) যুবা পশুর ন্যায় ঘন ঘন জিহ্বাগ্র বিস্তার করিতে এবং অনুরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন। **কংসেত**—'ত' ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

আপনকার মহলত নাইগে উতরিল গিয়া।

প্রাচীন অসমীয়াতে,—

কহে শুক মুনি নৃপতিত বিদ্যমান।

উপজিল—√উপজ। উপজাত হইল, উৎপন্ন হইল। **হাস**—হাসি, হাস্য। **বন্দী**—বন্দিয়া, বন্দনা করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩

১। **কোণ**—মরাঠী 'কোণ'; ওড়িয়া 'কণ'। কোন্, কি। **সুখেঁ**—সুখে। **কংশ**—মনবোধকৃত হরিবংশে,—

কথি লএ কংশ পটকলহ মোহি।

মাগধী প্রাকৃতে ষ-কার ও স-কার স্থানে 'শ' হয়, 'ষসোঃ শঃ', বররুচি—১১।৩। **তোর**—প্রাকৃতপৈঙ্গলে 'তোহর' (তব, যুষ্মাকম্) ২।২৪; 'তোকর' পাঠও আছে। হকার বা ককারের লোপে তোর। **নাহিঁ**—প্রাকৃত 'নাহিং' (নহি); অপভ্রংশ ভাষায় নাঁহি। **জাণ**—প্রাকৃত √জাণ, জানা। **এবেঁ**—আর্ষপ্রাকৃত 'এবহিং'[১]। এক্ষণে, এখন। **তোঁ**—প্রাকৃত 'তুমং' পদের দেশীয় রূপ 'তোম্', 'তোঁ', 'তুম্'। তুমি। **আপণার**—প্রাকৃতে আত্মন্ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'অপ্পাণাণ'; মৃচ্ছকটিকে আপনার অর্থে 'অপ্পণো কেরিকং'। **হৈবেক**—প্রাচীন সাহিত্যে ক্রিয়াপদের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় বিরল নহে। পশ্চিম-রাঢ়ের কথিত ভাষায় বর্ত্তমানেও এই রীতি অনুসৃত হয়; যথা—'হবেক্', 'যাবেক্', 'খাবেক্' ইত্যাদি। হইবেন, জন্মিবেন। **যে হৈবেক** ইত্যাদি—যিনি দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান হইবেন বা যিনি দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মিবেন। **সেসি**—সংস্কৃতে যেরূপ 'হি' ব্যবহৃত হয়, শৌরসেনী, ঢক্কী, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি রীতিতে সেইরূপ 'সি'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন অসমীয়াতে,—

সিসি ধন্য সিসি শুদ্ধ সেহিসে পণ্ডিত।

(কীর্ত্তনঘোষা)

---

১ 'দাণিং এণ্হিং এত্তহে এবাহিং ইদানীমঃ।' ডা° হোরন্‌লী-সম্পাদিত প্রাকৃতলক্ষণের সি, ডি, পরিশিষ্ট।

কবিশেখরকৃত গোপাল-বিজয়ে,—

যাকে যার অভিরুচি সেসি তারে ভায়।

সেই (সেই-ই), তিনিই। **যম**—অন্তক।

কহিলোঁ—পরবর্ত্তী রূপ 'কহিলাঙ', 'কহিলাঞ', 'কহিলুঁ', 'কহিল' প্রভৃতি। প্রাচীন অসমীয়া 'কহিলোঁ', 'কহিলোঁহো'। কহিলাম। **মোঁই** —প্রথমার একবচনে 'ই' প্রত্যয় মাগধীর অনুরূপ (প্রা° প্র° ১১।১০)। বিদ্যাপতিতে 'মোহী', 'মোঞে', 'মোয়ে'। আমি। **গুণী**—গণি, গণনা করিয়া। **জীবন উপাএ**—জীবন রক্ষার উপায়। **কোণ সুখেঁ কংশ** … …**কর জীবন উপাএ**—নারদের উক্তি।

২। **হৈল**—হইল। **সচকীত** (সচকিত)—ভীত, কম্পিত। **মান্ত্রি** —মন্ত্রী। **পাত্র**—অমাত্য, সচিব। **চিন্তির**—চিন্তিল, চিন্তা করিল। **হীত**—হিত, মঙ্গল। **হন্তেঁ**—প্রাকৃত 'হিংতো' (পঞ্চমীর বহুবচনের চিহ্ন ; 'হিংতোভ্যসঃ', চণ্ড—১৮)। আর্যপ্রাকৃত ও অৰ্দ্ধমাগধীতে পঞ্চমীর একবচনেও 'হিংতো' হয় ; যথা – 'দেবাহিংতো' (দেবাৎ), 'তুমাহিংতো' (ত্বৎ)। অপভ্রংশে 'হোংতও', 'হোংতউ'। চাঁদকবির প্রসিদ্ধ গ্রন্থে,—

কেতীক দূর অজমের হূংত।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

কৌশল্যা জননী পিতৃ অযোধ্যার পতি।
দুই হন্তো কৈকয়ীত করিলোঁ ভকতি॥

প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'হন্তে' ও 'হনে'র প্রয়োগ অল্প নহে। হইতে। **গব্‌র্ভ**—সন্তান। **হএ**—হয়, হইতে লাগিল। **মানুষ**—লোক, অনুচর। **মারিবাক**—শূন্যপুরাণে,—

দেবতা দেহারা **ন** ছিল পূজিবাক দেহ।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

মারিবাক লাগি মোক পাঠাইলেক বন।

মারিবা পদের উত্তর নিমিত্তার্থে 'ক' প্রত্যয়। মৈথিলীতেও ঐরূপ; ওড়িয়াতে 'কু'। মারিতে, মারিবার নিমিত্ত। **তাএ**—হরিদাসকৃত জৈমিনি-ভারতে,—

নয় বান দিয়া দৈত্য বিন্ধিল রাজাএ।
বক্রুবাহু এক সত বান মারে তাএ ॥—(পুথি)

তাহাকে বা তাহাদিগকে।

৩। **তবেঁ**—তখন। **আপণে**—কুমারপালচরিতে 'অপ্পণো' (স্বয়ম্)। **তত্ব**—তথ্য। **থানে**—স্থানে, সমীপে। **দৈবকীএঁ**—'এঁ' প্রত্যয় কর্তৃকারকের চিহ্ন। **ধরিব**—প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের স্থানে উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অবিরল। ধরিবেন, ধারণ করিবেন। **পাপ**—পাপের প্রতিমূর্ত্তি। **দুঠ্ঠ**—প্রাকৃত 'দুট্ঠ'। দুষ্কৃত, ক্রূর। **কংসে**—'এ' প্রথমার চিহ্ন। **তাক সবই**—সে সমুদায়কেই, তাঁহাদের সকলকেই। **মারিব**—প্রথম পুরুষের ক্রিয়া। মারিবে, নষ্ট করিবে। **এবেঁ দৈবকীএঁ ... সবই মারিব** এখন (হইতে) দেবকী যে সকল সন্তান প্রসব করিবেন, পাপিষ্ঠ ক্রূর কংস সে সমস্তই (একে একে) নষ্ট করিবে।

৪। **আঠম**—আদ্য অকারের স্থানে 'আ' আদেশ বাঙ্গালা ভাষার একতম বিশেষত্ব। অষ্টম। **হৈব**—হইবেন। **আঠম গবর্ভে হৈব** ইত্যাদি—দেবদেব নারায়ণ (দেবকীর) অষ্টম গর্ভজাত সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। **দিব**—দিবেন। **তোহ্মাক**—তোমাকে, তোমায়। **তখণে**—প্রাকৃত 'তক্খণ'; ওড়িয়া 'তক্ষণে'। তৎক্ষণ, সেই সময়ে। **উপদেশেঁ**—'এঁ' প্রত্যয় তৃতীয়ার চিহ্ন। উপদেশ দ্বারা। **হয়িব**—হইবে।

১। **একেঁ একেঁ**—এক এক করিয়া। **মাইল**—মারিল, নষ্ট করিল **ছয়**—পিঙ্গলে 'ছঅ' (ষট্) ২।৪৩।

২। **সেহি**—সেই। **অবসরে**—দুই ঘটনার মধ্যবর্ত্তী সময়, সুযোগে **দুয়ি**—দুই। **নিয়োজিল**—সমাবেশিত করিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৪

৩। **মায়িল**—মারিল, নষ্ট করিল। **কংশাসুরে**-কংসাসুর। **তাক**—তাহা। **সুঁঅরী**—শৌরসেনী প্রাকৃত 'সুমরিঅ'। স্মরণ করিয়া। **কাঁপে**--প্রাকৃত 'কম্পএ' (কম্পতে) পিঙ্গল ২।৫৯। কাঁপিতে লাগিলেন। **বড়**—অপভ্রংশ প্রাকৃত। অত্যন্ত। **ডর**–প্রাকৃত রূপ। ভয়।

৫। **মাএর**-মা'র, মাতার। **করিআঁ**—শৌরসেনী প্রাকৃত 'করিঅ'। **রোহিণী**—বসুদেবের অপরা পত্নী, বলরামের মাতা। **গব্‌র্ভে**—গর্ভে। **গিআঁ**—শৌরসেনী প্রাকৃত 'গমিঅ'।

দৈবকী উদরে গেল ·· ··· রোহিণী গব্‌র্ভ গিআঁ–যিনি শুক্ল কেশরূপে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং বলের আধিক্যবশতঃ যিনি (পশ্চাৎ) বলভদ্র নামে বিখ্যাত হন,[১] তিনিই মাতার গর্ভপাত উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া রোহিণীর উদরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

[দেবকীর ছয় পুত্র হইল। কংস তাহাদের সকলকেই একে একে বধ করিল। সপ্তম গর্ভে অনন্তদেবের আবির্ভাব হইল। তখন বিশ্বাত্মা ভগবান্‌ যোগমায়াকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্‌।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্‌।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥

—ভাগবত, ১০।২।৭-৯।

হে দেবি, হে ভদ্রে! (তুমি) গোপ ও গোসমূহে অলঙ্কৃত ব্রজে গমন কর। বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণী নন্দগোকুলে আছেন, (বসুদেবের) অন্যান্য ভার্য্যাও

---

১ গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ॥—ভাগবত, ১০।২।১৩

কংস-ভয়ে ভীত হইয়া অলক্ষিত স্থানে বাস করিতেছেন। দেবকীর জঠরে যে গর্ভ রহিয়াছে, উহা আমার শেষাখ্য ধাম। তুমি সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে সন্নিবেশিত কর। হে কল্যাণি! তাহার পর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্র হইয়া জন্মিব এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে।

যোগমায়া ভগবানের আদেশমত দেবকীর গর্ভ লইয়া রোহিণীতে স্থাপন করিলেন। লোকে জানিল, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল। ভগবান্‌ও বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। ইহার পর দেবকী বসুদেব কর্তৃক অর্পিত অচ্যুতাংশ মন দ্বারা ধারণ করিলেন। ইহাই বলভদ্রের 'মাএর গর্ভপাত ছল' এবং দেবকীর উদরে ভগবানের আবির্ভাব।]

৬। **শঙ্খ**—পাঞ্চজন্য। **চক্র**—সুদর্শন। **গদা**—কৌমোদকী। **শারঙ্গ** (সারঙ্গ)—পদ্ম (অনেকার্থ কোস); বিদ্যাপতিতে,—

সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ
কেলি করথি মধুপানে॥

ভাগবতে সারঙ্গ শব্দের পরিবর্ত্তে পদ্ম আছে; যথা,—

উপসংহর বিশ্বাত্মন্ অদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥—(১০।৩।৩০)

যে কৃষ্ণ রহিল ইত্যাদি—যিনি দেবকীর উদরে কৃষ্ণবর্ণ কেশরূপে রহিলেন, তিনি শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী (বিষ্ণু); অথবা যিনি দেবকী-জঠরে রহিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ; শঙ্খচক্রাদি তাঁহার প্রহরণ।

[গোস্বামিশাস্ত্রের অভিপ্রায়,—যিনি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেব। আর যিনি জন্মাদিরহিত হইয়াও নন্দরাজ-মহিষী যশোদার গর্ভ উপলক্ষ্য করিয়া যোগমায়ার সহিত জাত হন, তিনিই দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কল্যাণ-গুণের আকর ভগবান্ স্বয়ং। বসুদেব পুত্র সহ নন্দব্রজে উপনীত হইলে, দেবকী-নন্দন নন্দ-নন্দনে বিলীন হন এবং বসুদেব যশোদার কন্যারূপিণী যোগমায়াকে লইয়া মথুরায় ফিরিয়া আসেন।]

৭। **তাহাক**—'ক' বিভক্তি চিহ্ন। তাহা, তাঁহাকে। **জাণী**—জানিয়া, জ্ঞান করিয়া। **আবেক্ষণ** (অবেক্ষণ)—অবধান, প্রতিজাগরণ। **তাহাকে আষ্টম .... কংশ মহাবীর**—দেবকী যে গর্ভ ধারণ করিলেন, তাহা অষ্টম গর্ভ বোধে অথবা যিনি দেবকীর উদরে রহিলেন, তাঁহাকে অষ্টম গর্ভের সন্তান জানিয়া মহাবীর কংস প্রতিজাগরণার্থ লোক স্থাপিত করিল (অর্থাৎ রক্ষী পুরুষ নিয়োজিত করিল)।

৮। **ধরল**—ধারণ করিলেন। **আনুরূপ**—অনুরূপ। **সুপুরুষ গব্ভ** ইত্যাদি—দেবকী মহাপুরুষের আবির্ভাব-লক্ষণান্বিত গর্ভের অনুরূপ গর্ভ ধারণ করিলেন ; অর্থাৎ গর্ভে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে যেরূপ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, দেবকী সেইরূপ লক্ষণযুক্ত গর্ভ ধরিলেন। **বাঢ় গেল**—বাড়িয়া গেল, বর্দ্ধিত হইল।

১। **বিজয় বেলা**—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির মহানিশায় রোহিণী-চন্দ্রযোগে বিজয় বেলা হয় ; যথা,—

> ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী লোকে রোহিণ্যর্ক্ষযুতা যদি।
> মহানিশায়াং মধ্যস্থে ত্রিপাদে শশিসঙ্গমে।
> বিজয়া সাষ্টমী জ্ঞেয়া যোগজ্ঞানপ্রবেশিকা ॥*—নির্ণয়মালা।

ভগবান্ ভবিষ্যোত্তরে বলিয়াছেন,—

> সিংহরাশিগতে সূর্য্যে গগনে জলদাগমে।
> মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং কৃষ্ণপক্ষেঽর্দ্ধরাত্রকে ॥
> শশাঙ্কে বৃষরাশিস্থে প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতে।
> বসুদেবেন দেবক্যামহং জাতো জনাঃ স্বয়ম্ ॥—হরিভক্তিবিলাস, ১৫।১৩৭

বেলা শব্দ কালবাচী। বিজয়-বেলা ও জয়ন্তী-যোগ অভিন্ন। **ভাদর**—বৈশাখাদিক্রমে পঞ্চম মাস, ভাদ্র। **নিশি**—পদ্য ও গীতাদিতে। রাত্রি।

* কাশীনিবাসী প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী স্বর্গীয় বাপুদেব শাস্ত্রীর পৌত্র শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া দিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আন্ধকার—অন্ধকার। **ঘন**—মেঘ। **বারি**—জল। **বরিষে**—প্রাকৃত-পৈঙ্গলে 'বরীসএ' (বর্ষতি), ১।১৮৮। বর্ষণ করিতেছে। **নিশি আন্ধকার** ইত্যাদি—ঘনান্ধকার রজনীতে (কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে) এবং বারিবর্ষণকালে, এরূপ অর্থও হয়। অন্ধকার রাত্রিতে বৃষ্টিপতন অবস্থাভেদে প্রীতিপ্রদ। **হরী**—'মুনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ২)। হরি, শ্রীকৃষ্ণ। **ধরী**—শৌরসেনী প্রাকৃত 'ধরিঅ', পিঙ্গলে 'ধরি' (ধৃত্বা), ১।৯৭, ১।৯৯। ধরিয়া।

রোহিণী আষ্টমী তিথিন—রোহিণীযুক্ত অষ্টমী তিথিতে। **জরম**—রাঢ়ের গ্রাম্য 'জরম্'। কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথিতে,—

কোন মূর্ত্তি দেব তুমি **জর্ম্ম** কাহার ঘরে।

হরিদাসকৃত জৈমিনি-ভারতে,—

এহ জর্ম্মে কৈল তাহা পার্থের কুমার।—(পুথি)

জরম লভিল—জন্ম গ্রহণ করিলেন, ভূমিষ্ঠ হইলেন। **কাহ্নাঞিঁ**—কানাই, শ্রীকৃষ্ণ।

বিজয় নাম বেলাতে … … জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ—বিজয়-বেলা অর্থাৎ ভাদ্র মাসের রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথি, অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে মেঘগণ (মন্দ মন্দ) বারি বর্ষণ করিতেছে, এইরূপ (সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন) শুভক্ষণে ভগবান্ হরি শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মহস্তে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন। অথবা রোহিণীযুক্ত ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে বিজয় নামক শুভ বেলায়—যে কালে জন্ম হইলে বা যাত্রাদি করিলে সর্ব্বত্র বিজয় সঙ্ঘটন হয়, ইত্যাদি।

২। **জাণিল**—জানিলেন। **নিন্দে**—নিদ্রায়। **গোকুল**—মথুরার দুই তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। **ভৈল**—হইল। **কণ্যা**—কন্যা। **সেই খনে**—তন্মুহূর্ত্তে। **ভোলেঁ**—প্রাকৃত 'বিব্ভল' বা 'ভিব্ভল' হইতে 'ভোল' হওয়া সম্ভব। বিহ্বলতাবশতঃ। **নিন্দ ভোলেঁ**—ঘুমের ঘোরে, নিদ্রার আবেশে। **যশোদাএঁ**—'দৈবকীএঁ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৩)। **তাক**—তাহা। **দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ … … তাক না জাণিল**—বসুদেব তখন ভগবৎকৃপায় অবগত হইলেন, গোকুলস্থ জনগণ নিদ্রায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে এবং (যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারে জন্মগ্রহণ করিলেন),

সেই সময়ে যশোদার এক কন্যা প্রসূত হইল। পুত্র অথবা কন্যা উৎপন্ন হইল, (শ্রান্তিজনিত) নিদ্রার আবেশে যশোদা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৫

৩। **চলিলা**—চলিলেন। **কাহ্ন**—প্রাকৃত 'কণ্হ' শব্দ। শ্রীকৃষ্ণকে। **করি**—শৌরসেনী প্রাকৃত 'করিঅ'; পিঙ্গলে 'করি' (কৃত্বা) ১।৯৭, ১।৯৯। **পহরী**—বিদ্যাপতিতে; শূন্যপুরাণে 'পহরি'। প্রহরী, রক্ষী। **বাটত**—'বট্টা পন্থাঃ', দেশীনামমালা; 'ত' সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন। পথে। **থাহা**—কান্নুভট্টকৃত চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে,—

ভব নদী গহন গম্ভীর বেগে বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝ ন থাহী॥

তুলসীদাসকৃত বালকাণ্ডে,—

পৈরত থকে থাহ জনু পাঈ।
(সন্তরণক্লিষ্ট ব্যক্তির তলস্পর্শের ন্যায়)

বনমালী দাসের জয়দেব-চরিতে,—

প্রেমের বন্যা উঠে থাহা নাহি যায়।

থই বা থাই, নদ্যাদির তলপ্রদেশ, জলনিম্নস্থ ভূমি। **কাহ্ন দেখি বাটত** ইত্যাদি—যমুনা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পথে থাই দিল—অর্থাৎ তাহার গভীর ও স্ফীত জলরাশি কমাইয়া পদব্রজে গমনের উপযোগী করিয়া দিল। **নান্দের**—গোপরাজ নন্দের। **ঘর**—'গৃহে ঘরোঽপতৌ', বররুচি—৪।৩২; প্রাকৃত-পৈঙ্গলে,—

ঘর লগ্গই অগ্গি জলই ধহ ধহ।—১।১৯০

ঘরে, গৃহে।

৪। **আণিল**—আনিলেন, আনয়ন করিলেন। **বালী**—বিদ্যাপতিতে 'বালি', 'বারি'। বালিকা, শিশুকন্যা। **রাএ**—একার বিভক্তি-চিহ্ন। রব, ক্রন্দনশব্দ। **পহরী**—প্রহরী। **চিআইল**—জাগাইল, সচেতন করিল। **জাণায়িল**—জানাইল, জ্ঞাপন করিল।

৫। **শিলাপাটে**—শিলাপট্টোপরি, প্রস্তরখণ্ডে। **আছাড়িআ**।—উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক সবেগে আঘাত করিয়া। **বুলিলে**—ময়নামতীর গানে,—

তা দেখিয়া মৈনামতী বুলিল বচন।

বলিলেক, বলিলেন। **আকাসে**—আকাশে, শূন্যে। **নান্দোঘরে**—নন্দগৃহে। **বালা**—প্রাকৃতপৈঙ্গলে 'বালা' (বালকঃ) ২।১৪৭। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

ছাওনির তলে চলিয়াছে লক্ষীন্দর বালা।

চৈতন্যভাগবতে,—

বিজয় করিল যেন নন্দঘোষের বালা।—(মধ্য, ২৩শ অ°)

'বাল' অপেক্ষা 'বালা' শব্দ অধিকতর মাধুর্য্যব্যঞ্জক; অর্থ—বালক। **বাঢ়ে**—বাড়িতেছেন, বর্দ্ধিত হইতেছেন। **তোহ্মা**—কর্ম্মকারক। দ্বিজ ভবানীকৃত লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়ে,—

কন্যা-রত্ন দিব তোহ্মা প্রতিজ্ঞা যে মোর।

তোমাকে, তোমায়। **বধিবারে**—বধ করিবার নিমিত্ত। **কৃত্যা**—বিষ্ণুপুরাণে,—

ত্বর্য্যতাং ত্বর্য্যতাং হে হে সদ্যো দৈত্যপুরোহিতাঃ।

কৃত্যাং তস্য বিনাশায় উৎপাদয়ত মা চিরাৎ॥ ১।১৮।৯

আভিচারিক ব্যাপারবিশেষ। **কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে**—কৃষ্ণকে বধ করিতে উপায় স্থির করিল।

৬। **পূতনাক**—বকাসুরের ভগ্নী পূতনা, কামচারিণী বালঘাতিনী রাক্ষসী-বিশেষ। 'ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। **সংহারল**—সংহার করিলেন। **তনপান ছলে** ইত্যাদি—পূতনা তীক্ষ্ণবিষ-পূরিত সদ্যঃ প্রাণনাশক স্তন শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রদান করে। কৃষ্ণ স্তন্যপান উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে নিহত করেন। **পাছে**—প্রাকৃত 'পচ্ছা'। পশ্চাৎ। **তার পাছে**—তার পরে। **যমল আর্জুন**—যক্ষরাজ কুবেরের পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব। ইহারা ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব ও যৌবন-মদের জীবন্ত মূর্ত্তি। গর্ব্বান্ধতাবশতঃ ভ্রাতৃদ্বয় দেবর্ষি নারদ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং যথাকালে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শরূপ প্রসাদ লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করে। **পাঠায়িল**—'পাঠায়িল'

এই ক্রিয়ার কর্ত্তা অবশ্য কংস; কিন্তু কংস যমলার্জ্জুনকে গোকুলে প্রেরণ করে, এরূপ কথা আমরা কোথাও পাই নাই। **তাহাক**—তাহাদিগকে। **ভাঙ্গীল**—ভগ্ন করিলেন।

[ভক্তির প্রথম অবস্থায় কাম বড়ই অনিষ্টকারী। তাই ভক্তবৎসল ভগবান্ কামের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি পূতনাকে বধ করিয়া নিজ জনের রক্ষাবিধান করিলেন। যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন প্রসঙ্গে ব্রজের মদাদিজনিত মলদোষ নিবারিত হইল।]

৭। **কেশি**—অসুরাধম কেশী কংসপ্রেরণায় ব্রজে আসিয়া নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করে। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরূপী দৈত্যসমীপে উপস্থিত হইলে, দুরাচার তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন ভগবান্ স্বীয় বিশাল বাহু উহার মুখবিবরে প্রবেশিত করিয়া দেন। দুষ্ট রুদ্ধশ্বাস হইয়া প্রাণত্যাগ করে। **আসুর**—অসুর। **আনন্তর**—অনন্তর। **তা সব**—তাহাদের সকলকে। **হেনমতেঁ**—এই প্রকারে। **বাঢ়িলা**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। **দামোদর**—একদা যশোদা বালক পুত্র শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন এবং নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া গাভীবন্ধনের রজ্জু (দাম) দ্বারা তনয়ের উদর উদূখলের সহিত বন্ধন করেন। সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ লোকে দামোদর নামে প্রসিদ্ধ। **বর**—আশীর্ব্বাদ, ইচ্ছা। **বাসলী বরে**—বিশালাক্ষী দেবীর নিয়োগে।

১। **নীল**—বাল্মীকীয় রামায়ণে লক্ষ্মণের 'নীল-কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজম্' ইত্যাকার বর্ণনা আছে। কুমারসম্ভবে পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিলেন, প্রণামকালে তাঁহার অবনত মস্তক হইতে 'নীলালক-মধ্যশোভি' নবকর্ণিকার ভূতলে পতিত হইল (৩।৬২)। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

সিংহবৎ স্কন্ধ কেশ নীল আকুঞ্চিত।

শির চক্রাকৃতি নীল আকুঞ্চিত কেশ।

উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। **কুটিল**—কুঞ্চিত। **ঘন**—(প্রা), নিবিড়। **মৃদু**—কোমল। **তাত**—প্রা° 'তও' (তত্র)। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পরম গৌরবে আনি সিংহাসন দিলা॥
দশরথ নৃপতি বসিলা গৈয়া তাত।

তাহাতে। **পুছ**—প্রাকৃত 'পুংছ'; তুলসীদাসে 'পূঁছ'। পুচ্ছ। **সুবেশ**—সুদৃশ্য। **তিলকেঁ**—সানুনাসিক একার তৃতীয়ার চিহ্ন। **আতি**—অতি, অতিশয়। **দুঈ**—দুই। **লঘু**—খাট, হ্রস্ব।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৬

বোলেঁ—বাক্যে। **বনমালী**—বাঙ্গালায় প্রথমার একবচনে ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতেরই অনুরূপ। **আবতার কারি**—অবতার গ্রহণ করিয়া, অপ্রপঞ্চ ধাম হইতে প্রপঞ্চধামে অবতীর্ণ হইয়া। **ধরণীত**—পৃথিবীতে। **কেলী**—কেলি, ক্রীড়া।

২। **সুরেখ**—বিদ্যাপতিতে,—

ভঁউহ সুরেখলি আঁখি।

জগন্নাথদাসকৃত ওড়িয়া ভাগবতে,—

সুবর্ণ মুকুট সুরেক।
যাহার উত্তম মস্তক॥—২।৩

সুন্দর রেখাযুক্ত, সরল; শোভন। **সুপুট**—সুগঠিত। **নাসা**—নাক, নাসিকা। **কামাণ**—বিদ্যাপতিতে,—

ভৌহ কমান ধএল তসু আগ।
তীখ কটখ মদন শর লাগ॥

প্রাচীন সাহিত্যে তুলাদণ্ড অর্থে কামান শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। ধনু। পারসিক 'কমান' শব্দ তুলনীয়। **ভ্রূহি**—কর্তৃকারকে 'হি' প্রত্যয় মাগধীর অনুরূপ। **আধর**—অধর। **যেহ্ন**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

চতুর্দ্দোল সিংহাসন যেহ্ন রবির কিরণ।

জগন্নাথদাসের ওড়িয়া ভাগবতে,—

বিজুলী নীল মেঘে যেহ্নে।

যেন। **যমজ**—জোড়া, যুগ্ম। **পোঁআর**—বিদ্যাপতিতে,—

অধর সুরঙ্গ জনি নিরস পবার।

তুলক পরসে **পবার** পবল ভেল।

গোবিন্দদাসে,—

অধর পওার দশন মণি মোতি।

পলা, প্রবাল। **কন্নযুগ**—'কন্ন' প্রাকৃত রূপ। কর্ণযুগল। **জাল**—জাল শব্দ 'সংস্কৃতসম' পর্য্যায়ের অন্তর্গত। 'জালং পাশঃ' (ডা° হোরন্‌লী-সম্পাদিত প্রাকৃতলক্ষণ, পৃ° ২)। **কন্নযুগ শোভে** ইত্যাদি—দুই কর্ণ কুণ্ডলীকৃত বরুণ-পাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

৩। **জানুত**—জানুতে। **লূলে**—দুলিতেছে। **ভুজযুগ করিকর** ইত্যাদি—হস্তিশুণ্ডাকৃতি বাহুযুগল জানুদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। **করঙ্গুলাবন্দ**—করাঙ্গুলিবৃন্দ। বিদ্যাপতিতে পদাঙ্গুলি অর্থে 'পাঙ্গুর' শব্দের প্রয়োগ আছে। **মাল**—প্রাকৃত 'মল্লং'। মালা। **মরকত পাট**—মণি-নির্ম্মিত ফলক। ঔজ্জ্বল্য ও কাঠিন্য হেতু বক্ষঃস্থল মরকত-পাটের সহিত তুলিত হইয়াছে। **ক্ষীণ মধ্য**—কটিদেশ অস্থূল। **রামরম্ভা**—রামকদলী। **জংঘ**—জঙ্ঘা।

৪। **পান্তী**—প্রাকৃত 'পন্তি', 'পংতি', সিদ্ধহেমচন্দ্রে 'পংতী' ৮।১।২৫। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

চম্পার পাকরি সম অঙ্গুলির পাশ্তি।

পঙ্‌ক্তি। **সজল জলদ রুচি**—জলভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় শ্যামশোভা। **জিণি**—অপভ্রংশ প্রাকৃত। পিঙ্গল ১।১২৮। জিনিয়া, জয় করিয়া। **কান্তী**—প্রাকৃত পৈঙ্গলে 'কাংতী'। কান্তি, লাবণ্য। **বতীস**—অপভ্রংশ প্রাকৃত। বত্রিশ। **বতীস রাজলক্ষণ** ... ... **আতি মহাবীর**—ইনি দ্বাত্রিংশৎ রাজলক্ষণযুক্ত এবং কংসকে বধ করিতে হইবে বলিয়া প্রভূত বলশালী। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু ও জানু, এই পঞ্চাবয়ব দীর্ঘ; ত্বক্, কেশ, রোম, দন্ত ও অঙ্গুলিপর্ব্ব, এই পাঁচ সূক্ষ্ম; নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ, এই সপ্তপ্রদেশ রক্তবর্ণ; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা,

কটি ও মুখ, এই ছয় অঙ্গ উন্নত ; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন, এই ত্রিতয় হ্রস্ব ; কটি, ললাট ও বক্ষঃস্থল, এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি গভীর ; যাঁহাতে অনন্যসাধারণ উল্লিখিত বত্রিশ প্রকার লক্ষণ বর্ত্তমান, তিনিই মহাপুরুষ-পদ-বাচ্য। সামুদ্রকে,—

> পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
> ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥

৫। **বাঁশী**—বংশী একটি সাধারণ সংজ্ঞা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগে,—

> অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকম্।
> ততঃ সার্দ্ধাঙ্গুলাদ্‌যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্।
> শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সাতু বংশিকা।
> নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ॥—১৩৫৬

পরস্পরের ব্যবধান ও প্রত্যেকের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুল, এইরূপ অষ্ট স্বরছিদ্রসমন্বিত, স্বরছিদ্র হইতে দেড় অঙ্গুলি অন্তর অঙ্গুলিপরিমিত মুখ-রন্ধ্রবিশিষ্ট এবং যথাক্রমে অঙ্গুলিচতুষ্টয় ও অঙ্গুলিত্রয়-পরিমিত শিরোভাগ ও নিম্নদেশযুক্ত শুষির যন্ত্রকে বংশী বলে—অর্থাৎ (সার্দ্ধ) সপ্তদশ অঙ্গুলি-পরিমিত এবং নবরন্ধ্রযুক্ত যন্ত্রবিশেষের নাম বংশী। **নিতি নিতি**—নিত্য, প্রত্যহ। **বাছা**—প্রাকৃত 'বচ্ছ'। কৃষ্ণদাসকৃত শ্রীকৃষ্ণবিলাসে,—

> গাই বাছা বিকল না দেখি তোর মুখ।

বাছা রাখে—গো-বৎসচারণ করে। **গিআঁ**—যাইয়া। **বৃন্দাবন**—মথুরাসমীপস্থ বনবিশেষ।

১। **কাহ্নাঞি রস সম্ভোগ কারণে**—কৃষ্ণের রতিবিলাসের নিমিত্ত। **লক্ষীক**—লক্ষ্মীকে। **বুলিল**—ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

> এত শুনি মৈনামতী বুলিল বচন।

বলিলেন। **আল**—'অল্লা অব্বা অম্মা য অম্বাএ' (অল্লা অব্বা চ

অম্বা। জননীত্যর্থঃ॥), দেশীনামমালা। অন্যত্র দেখা যাইবে, 'হলা', 'হলে' হইতেও 'আল' হইয়াছে। **রাধা**—একদা শ্রীকৃষ্ণ গোলোকস্থ সুরম্য বৃন্দাবনের মণিময় পীঠে সমাসীন আছেন; এই অবস্থায় তাঁহার রমণেচ্ছা হইল। ইচ্ছাময় স্বয়ং দুই রূপে প্রকটিত হইলেন। দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধারূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়াকে অভিনব রূপ-যৌবন-সম্পন্না ও কামাতুরা দেখিয়া রমণোৎসুক হইলেন। হরিপ্রিয়াও পতিকে রতি-অভিলাষী দর্শন করিয়া তৎপ্রতি ধাবমানা হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'রাধা' নামে কীর্ত্তন করেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণবক্ষে নিরন্তর অবস্থান করেন এবং তাঁহার প্রাণ সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। **আল রাধা**—মাতঃ রাধে! **পৃথিবীত**—পৃথিবীতে। **কর আবতার**—অবতার গ্রহণ কর, অবতীর্ণ হও। **থির**—প্রাকৃত। স্থির। **হউ**—প্রাকৃত 'হোউ' (ভবতু)। হউক। **আল রাধা**—কীর্ত্তনীয় পদের মধ্যে মধ্যে 'আখর' দিবার রীতি আছে। ইহা 'আগো মা', 'মা আমার' প্রভৃতির ন্যায় সেইরূপ আখর।

তে কারণে—সেই জন্য। **পদুমা উদরে** এবং **সাগরের ঘরে**—ব্রহ্মবৈবর্ত্তের উক্তি অনুসারে রাধা বৃষভানু বৈশ্যের পত্নী কলাবতীর বায়ুগর্ভে উৎপন্না হন। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, কীর্ত্তিদা রাধার জননী। মতান্তরে বৃষভানু মহামায়ার আরাধনা করিয়া যমুনাস্থ কমল-বনে একটি মায়াময় ডিম্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই ডিম্বেই রাধার উদ্ভব। পদ্মমধ্যে প্রাপ্তি হেতু কি পদুমাউদরে রাধার জন্ম কল্পনা করা হইয়াছে? অপর লক্ষ্মী সমুদ্রোত্থিতা। তাই কি সাগরের ঘরে তাঁহার জন্ম সূচিত হইল? **ল**—'আল' এই শব্দেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৭

২। **তীন**—প্রাকৃত 'তিণ্ণি' (প্রা° প্র°, কু° চ°, ক° ম°); পিঙ্গলে 'তীণি' (ত্রি, ত্রীণি), 'তিণ্ণ'; মরাঠী ও হিন্দী 'তীন'। **দোহনী**—দোহনকারিণী। **তীন ভুবন জন** ইত্যাদি—ত্রিভুবন-জন-মোহকারিণী এবং রতিরস-সম্ভোগ-

প্রবৃত্তিদায়িনী। **কোঁঅলী**—কোমলাঙ্গী। **শিরীষ কুসুম কোঁঅলী**—বিদ্যাপতিতে,—

সিরিসি কুসুম কোমল ও ধনি—

শিরিষ কুসুম তনি　　　　অতি সুকুমার ধনি—

শিরীষ ফুল অতিশয় সুকুমার ও মনোহর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিরীষ পুষ্পসদৃশ। **অদভুত**—অদ্ভুত, বিস্ময়োৎপাদক। **কনক পুতলী**—স্বর্ণপ্রতিমা।

৩। **বাঢ়ে**—বর্দ্ধিত হয়। **তনু লীলা**—লীলা প্রকটনার্থ ধৃত দেহ। **পুরিল**—পূর্ণ হইল। **যেহেন**—বিদ্যাপতিতে,—

তত কএ দেখিয় জেহন তুয় ভাগ।

মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

রথ খন গতি করে যেহেন পবন।

যেমন। **দিনে দিনে বাঢ়ে** ইত্যাদি—চন্দ্র যেমন কলায় কলায় বাড়িয়া পূর্ণ হইল, রাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তেমনই করিয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল অর্থাৎ রাধা শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। কুমারসম্ভবে,—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥—১।২৫

দৈবে—কর্ত্তৃকারক। দেবগণের প্রার্থনাতেই রাধা বৃন্দাবনে আবির্ভূতা হন। **নপুংসক**—পুরুষত্বহীন। পূর্ব্বজন্মে আয়ান (আইহন) লক্ষ্মীকে পাইবার প্রত্যাশায় কঠোর তপস্যা করেন। নারায়ণের বরে তাঁহার লক্ষ্মীলাভ হইলেও লক্ষ্মীর আদেশে তিনি নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হন। **আইহন**—প্রাকৃত 'অহিমন্নূ', 'অহিবন্নূ'; সংস্কৃত 'অভিমন্যু', পরবর্ত্তী শ্লোক দ্রষ্টব্য (পৃ° ৮); ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, দক্ষিণ-বিভাগে,—

কুতুকাদভিমন্যুবেশিনং হরিমাক্রশ্য গিরা প্রগল্ভয়া।
বিদিতাকৃতিরাকুলঃ ক্ষণাদজনি স্বিন্নতনুঃ স রক্তকঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে 'রায়াণ'। ইনি বৃন্দাবনবাসী জনৈক গোপ এবং যশোদার ভ্রাতা। **রাণী**—পালি ও প্রাকৃত 'আণা' (আজ্ঞা) শব্দের ন্যায়। মরাঠী 'রাণী'; হিন্দী 'রানী'। প্রিয়া, পত্নী। **দৈবে কৈল কাহ্ন মনে** ইত্যাদি—দেবতারা কৃষ্ণের মনোভাব অবগত হইয়া রাধাকে নপুংসক আয়ানের পত্নী করিলেন।

৪। **মাঅক**—প্রাকৃত 'মাআ'; 'ক' বিভক্তিচিহ্ন। মাতাকে। **বড়ায়ি**—'বড় আয়ি', দ্রুত উচ্চারণে 'বড়ায়ি'। প্রাচীন বাঙ্গালা ও অসমীয়া 'আই' এবং মরাঠী 'আঈ' শব্দ মাতৃবাচক। রাঢ়ের প্রদেশবিশেষে মাতামহী অর্থে 'আই মা' বা সংক্ষেপে 'আই' শব্দের প্রচলন আছে। মাতামহী বা তৎপর্য্যায়ের স্ত্রীলোক। তুল'—'আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতী' (পৃ' ১৩)। কেহ কেহ বড়াইকে বৃন্দা দেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। **দেহ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত। দাও। **এহার**—প্রাকৃত 'এআণ' (এতেষাম্) কুমারপালচরিত ৫।১৪ এবং সিদ্ধহেমচন্দ্র ৮।৩।৮১ সূত্র ও টীকা। ইঁহার, রাধার। **পাশে**—পার্শ্বে, নিকটে।

১। **ঝাঁট**—প্রাকৃত 'ঝটি'। অসমীয়া রামায়ণে,—

বানরে ভালুকে দেখি রিঙ্গ দিল ঝাণ্ট।

ঝটিতি। **আল** এবং **ল বড়ায়ি**—এগুলি পদ-মধ্যবর্ত্তী 'আখর'। **চাহি**—√চা (চাহ্). প্রার্থনা করা। **লৈল**—লইলেন। **বুঢ়ীঅ মাই**—প্রাকৃত 'বুড্ঢী', বৃদ্ধা এবং 'মাই', মাতা। বুড়ো মা, পিতামহী বা মাতামহী। **পিসী**—প্রাকৃত 'পিউসিআ', 'পিউচ্ছা' (পিতৃষ্বসা)। **আইহনের মাঅ ... ... রাধার বড়ায়ি**—আয়ানের মাতা (আয়ান-কথিত বাক্য) মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া সত্বর পদ্মার নিকট যাইয়া তাহার (আয়ান ঘোষের মা'র) পিসী এবং সম্পর্কে রাধার বড় আই বৃদ্ধাকে চাহিয়া লইলেন।*

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী পদের 'পদুমা উদর' এবং 'সাগরের ঘর' সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছিলাম না। আলোচ্য পদে পদুমা শব্দে কাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। পরমশ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় উহার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান করিয়া দিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি লিখিয়া পাঠাইয়া-

২। **নিয়োজিলী**—নিযুক্তা হইলেন বা নিযুক্ত করিলেন। **হাট**—ক্রয়-বিক্রয়স্থান। **রাখিবারে**—রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত। **শেত**—ময়নামতীর গানে; যবদ্বীপীয় কবি-ভাষায় শ্বেত অর্থে 'শেত' শব্দের ব্যবহার আছে। শুক্লবর্ণ। **চামর**—হিমালয় প্রদেশের গোজাতীয় চমর পশুর পুচ্ছলোম-নির্ম্মিত ব্যজনভেদ। **ভাঙ্গিল**-বিশেষণ-পদ। ভগ্ন, ডোবা। **ভ্রূহি চুন রেখ** ইত্যাদি—ভ্রূ দেখিতে চূণের রেখার মত (শুভ্র)। **কোটর**—(বৃক্ষ) গহ্বর। **বাটুল**—প্রাকৃত 'বট্টুল' (বর্ত্তুল)। মৃণ্ময় গুলিকা। **আখি**—পালি ও প্রাকৃত 'অক্‌খি'। চক্ষু, অক্ষি। **কোটর বাটুল** ইত্যাদি—দুই চক্ষু বৃক্ষগহ্বরান্তর্গত গুলিকাবৎ।

৩। **খীন**—প্রাকৃত 'খীণ'। শুষ্ক। **কপোল খীনে**—গাল তোবড়ান। **মাহা পুট নাশা** ইত্যাদি—বিশাল নাসাপুট ভগ্নপৃষ্ঠ (অর্থাৎ অসৌষ্ঠব নাসিকার মধ্যভাগ নিম্ন), হনূ উন্নত এবং গণ্ডদেশ বিশীর্ণ।

বিকট দন্ত—দন্তমূল (মাঢ়ী) ক্ষয়িত হওয়ায় দন্ত বৃহৎ ও বীভৎসাকার ধারণ করিয়াছে। **কপট বাণী**—বাক্য ছলপূর্ণ। **ওঠ**—প্রাকৃত 'ওট্‌ঠ'। ওষ্ঠ। **আধর**—অধর। **উঠক**—প্রাকৃত 'উট্‌ঠ'। 'ক' বিভক্তিচিহ্ন। উষ্ট্রকে। **ওঠ আধর উঠক জিণী**—ওষ্ঠাধর উটকে পরাজয় করে অর্থাৎ ঠোঁট দুইখানি অতিরিক্ত মাত্রায় ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

৪। **কাঠী**—প্রাকৃত 'কট্‌ঠ' (কাষ্ঠ)। ক্ষুদ্রার্থে ই বা ঈ প্রত্যয়। **কাঠী সম বাহু যুগলে**—বাহুদ্বয় অস্থি-চর্ম্মসার। **নাভি মূলে দুঈ কুচ লুলে**—স্তন দুইটি নাভিমূল পর্য্যন্ত লম্বিত। **কুটিল গমন**—গতি পদের

ছেন,—"বৃষভানুর মাতার নাম পদ্মাবতী ......। পদুমা শব্দটি বোধ হয়, দুইটি পদে দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;—'তে কারণে......সাগরের ঘরে'—সেই কারণে সাগর-নিলয়ে পদ্মকোষমধ্যে রাধিকার জন্ম হইল। লক্ষ্মী সাগরসম্ভবা, পদ্মালয়া, দুই ভাবই এই ব্যাখ্যায় ঠিক রহিল। 'আইহনের মাঅ গুণী মনে ...... তার পিসী রাধার বড়ায়ি'—আয়ানের মাতা মনে বিচার করিয়া, শীঘ্র বৃষভানুর মাতা পদ্মাবতীর নিকট গিয়া" ইত্যাদি।

অস্থিরতাজ্ঞাপক। **ঘন কাশে**—শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ জন্য পুনঃ পুনঃ (খুক্ খুক্) শব্দ করাও অতিবৃদ্ধত্বেরই পরিচায়ক।

অভিমন্যুজনন্যাহং ইত্যাদি শ্লোক,—

বড়াইর উক্তি,—

রাধে! আমি অভিমন্যুজননী কর্ত্তৃক তোমার রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছি; সুতরাং সহর্ষমনে আমার সহিত মথুরায় চল।

রাধার প্রত্যুক্তি,—

তুমি বৃদ্ধা এবং মধুর ব্যবহারে সুনিপুণা, সৌভাগ্যক্রমে তুমি আমার রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছ; অতএব এস, মথুরায় যাই।

জন্মখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

তাম্বূলখণ্ড

পৃষ্ঠাঙ্ক—৯

১। **দুধেঁ**—প্রা° 'দুদ্ধ'। 'এঁ' তৃতীয়ার চিহ্ন। অপভ্রংশ ভাষায় তৃতীয়ার একবচনে 'এং' প্রত্যয় হয়; 'এংটা', ক্রমদীশ্বর—প্রা° অপ°, সূ° ২৪। বাঙ্গালার তৃতীয়ান্ত 'এঁ' বা 'এ' প্রত্যয় এই 'এং' এরই রূপান্তর। **পসার**—বিক্রেয় দ্রব্য-সম্ভার, দোকান। **সজাআঁ**—সাজাইয়া, সজ্জিত করিয়া। **নেত বাস**—'নেত' প্রাচীন সাহিত্যের একটি চিহ্নিত শব্দ; শূন্যপুরাণে,—

সুনার কলসি নিল নেতের বসন।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে,—

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

ঝাপিয়া বদন অঙ্গ নেতের অঞ্চলে।

হরিভক্তিবিলাসে,—

পদ্মরাগৈঃ পটৈর্নেত্রৈর্মণ্ডিতং চর্চ্চিতং শুভৈঃ।—১৫।২৯১।

সংস্কৃত 'নেত্র' অর্থে অংশুক; 'স্যাজ্জটাংশুকয়োর্নেত্রং',—অমর। ময়ূরকণ্ঠী রঙ্গের এক জাতীয় রেশমী কাপড়, ক্ষৌম বস্ত্রভেদ। **ওহাড়ন**—'ওহাড়ণী পিহাণীএ', দেশীনামমালা। আবরণ, আচ্ছাদন।

জাএ—যায়। **সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী**—রাধা। **মথুরা নগরী**—কংসের রাজধানী, আগ্রাপ্রদেশস্থ স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পুরী।

২। **সমে**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সীতা সমে রাঘবর বিবাহ করাওঁ।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরকৃত ভীষ্মপর্ব্বে,—

ভীষ্ম সমে অর্জ্জুনের হৈল মহারণ।

বিদ্যাপতিতে 'সঞে', 'সঞো', চৈতন্যভাগবতে 'সনে'। সহিত।

রস পরিহাসে—রসালাপ করিতে করিতে। **আগু**—আগে, অগ্রে। **গেলি**—গেলেন, গমন করিলেন। **সত্বর গমনে**—দ্রুতপদে। **করী**—করিয়া। **যতনে**—আদর, সম্মান। **না করী যতনে**—গ্রাহ্য না করিয়া।

৩। **বকুল তলাত**—বকুল বৃক্ষতলে। **গোআলী**—'গোঅলা দুগ্ধ-বিক্কইনী', দেশীনামমালা। দুগ্ধবিক্রয়কর্ত্রী, রাধা। **নেহালী**—নিরীক্ষণ করিয়া। **বসিলী**—মনবোধকৃত হরিবংশে 'বৈসলি'। বসিলেন। **বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে**—মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। মাথায় হাত দেওয়া হতাশের লক্ষণ। **চলিলী**—হিন্দী ও মরাঠীর ন্যায় প্রাচীন বাঙ্গালাতে লিঙ্গভেদে ক্রিয়াপদের রূপভেদ হইতে দেখা যায়। 'নিয়োজিলী', 'গেলি', 'বসিলী' প্রভৃতি পদ তুলনীয়। চলিলেন। **আন**—প্রা' 'অণ্ণ', 'অন্ন'। অন্য।

৪। **গুণিআঁ**—গণিয়া, ভাবিয়া। **মাঝে**—পিঙ্গলে 'মজ্ঝ', 'মজ্ঝে', 'মঝে'। মধ্যে। **তরাস**—ত্রাস, ভয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১০

১। **হারাআঁ**—হারাইয়া। **বুলে**—আর্য প্রা' 'বোলএ'। শূন্য-পুরাণে,—

পলাইতে নারে হংস বুলে স্থন্য ভরে।

প্রা' √বোল, পরিক্রমে। বিচরণ করিতে লাগিলেন। **রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি** ইত্যাদি—পথিমধ্যে রাধাকে হারাইয়া, বড়ায়ি তাঁহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। **ভাল মনে**—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়। ভালমতে, উত্তমরূপে। **ভাল মনে পথক** ইত্যাদি—একে বৃদ্ধা, তাহাতে আবার রাধার জন্য অত্যধিক উৎকণ্ঠা; দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছিলেন না। **নাতিনী**—প্রা' 'নত্তী' (নপ্ত্রী)। দৌহিত্রী। **মোহে**—মমত্ববুদ্ধিজনিত দুঃখে। **বিমরিষে**—বিতর্ক করিতে লাগিলেন। **করেঁ**—চৈতন্যভাগবতাদিতে; বিদ্যাপতিতে 'করঊ'। করি।

জাওঁ—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে 'যাওঁ'; চৈতন্যভাগবতে 'যাঙ'। যাই, গমন করি। **দিশে**—দিকে।

হারাইল—হারাইলেন। **মাঝ**—প্রা° 'মজ্ঝ'। **জাণএ**—প্রাকৃত-পৈঙ্গল, ১।১৮৮। জানেন। **যার**—প্রাকৃত জ (যদ্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে 'জাণং', 'জাণ'; এই 'জাণ' হইতে 'যাঁর' তথা 'যার' হইয়া থাকিবে। **যেহেন**—চৈতন্যভাগবতে,—'শক্তিহত লক্ষ্মণ যেহেন রাম কোলে', মধ্য°, ৪র্থ অ°। **ঘটন**—বিধিনির্ব্বন্ধ। **সে**—অপ° প্রা° 'সো' (তৎ) পিঙ্গল ১।৯, ১।১৭০। তাহা। **দৈবে সে জাণএ** ইত্যাদি—যাহার যেরূপ বিধিনির্ব্বন্ধ, তাহা দেবতারাই জানেন।

২। **মনেত**—'ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **গুণেত** (গুণত)—গণনা করেন বা করিতে লাগিলেন। **আধিক**—অধিক। **কথাঁ**—কোথা। **পাওঁ**—অসমীয়া রামায়ণাদিতে; বিদ্যাপতিতে 'পাও'; চৈতন্যভাগবতে 'পাঙ'। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাপ্রদেশে বর্ত্তমানেও 'করোঁ', 'জাওঁ', 'পাওঁ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ প্রচলিত। পাই, প্রাপ্ত হই। **মোএঁ**—তুল° 'মোঁই' (পৃ°৩); অসমীয়া 'মই'; হিন্দী 'মৈঁ'। আমি। **উদ্দেশ**—সন্ধান, সংবাদ। **এক-সরী**—একেশ্বরী, একাকিনী। **হৈলোঁ**—পরবর্ত্তী রূপ 'হইলুঁ', 'হইলাঙ'; অসমীয়া 'হলোঁ'; ওড়িয়া 'হোইলুঁ', 'হেলুঁ' (বহুবচনে)। হইলাম। **এড়িআঁ**—ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া। **জীবোঁ**—বাঁচিব। **কেনমনে**—চৈতন্যভাগবত, আদি°, ৫ম ও ৮ম অ°। কি প্রকারে, কেমন করিয়া। **মনেত গুণেত বড়ায়ি··· ···আজি জীবোঁ কেনমনে**—অত্যধিক ত্রাস হেতু বড়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কোথা গিয়া রাধার সন্ধান পাই? এই ঘোর বনে আমি একাকিনী (হইলাম); রাধা-বিরহিত হইয়া আজ কেমন করিয়া বাঁচিব?

৩। **কথো**—প্রা° 'কত্তো' (কিয়ৎ)। কত। **চরে**—আহার অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। **গাই**—প্রা° 'গাঈ' (গোঃ)। গাভী। **তাক দেখি বড়ায়ির** ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া বড়াইর মনে হর্ষোদয় হইল। **এহা**—এই। **রাখোআল**—বাসুদেব আচার্য্যকৃত স্বর্গারোহণ পর্ব্বে,—

অটবীর পক্ষী কান্দে বনে রাখোআল।

কর্ম্মকারক। গবাদি-পশুরক্ষক। **পুছোঁ**—প্রা° √পুচ্ছ (প্রচ্ছ), প্রশ্ন করা। জিজ্ঞাসা করি।

৪। **তথাঞিঁ**—তথায়। **লগুড়**—পাঁচনী, পশুতাড়ন-যষ্টি। **নাতিআ**—প্রা° 'নত্তিঅ' (নপ্তৃক), 'ণত্তিঅ'। নাতি, পৌত্র বা দৌহিত্র। **মেলিলী**—স্ত্রীলিঙ্গে। মিলিতা হইলেন।

১। **আচম্বিত**—হঠাৎ, অকস্মাৎ। **বুঢ়ী**—কর্ম্মকারক। বড়াইকে। **পুছন্তি**—অন্তি প্রত্যয়ের একবচনে প্রয়োগ। জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রশ্ন করিলেন। **দেবরাজে**—কর্ত্তৃকারক। শ্রীকৃষ্ণ।

২। **কথাঁ হৈতেঁ**—কোথা হইতে। **একলী**—প্রাকৃতপৈঙ্গলে 'ইকলি', 'একলি' ২।১৯৩। একাকিনী। **বুলসি**—প্রাকৃতের অনুরূপ। বিচরণ করিতেছ, ভ্রমণ করিতেছ। **কেহ্নে**—সঞ্জয়কৃত বিরাটপর্ব্বে। কেন, কি নিমিত্ত।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১১

৩। **গোঠ**—প্রা° 'গোট্‌ঠ' (গোষ্ঠ)। গোচারণ-ভূমি। **আসি**—আসিতেছি। **আহ্মি**—মৃ°ক°এ ; কু°চ°এ 'অম্হি' ৫।৩৭। শূন্যপুরাণে,—

উল্লূক তুহ্মার খুড়া আহ্মি তুহ্মার পিতা।

আমি। **গোআলিনী**—দুগ্ধবিক্রয়কর্ত্রী। **আগুত**—অগ্রে। **মোর**—সিদ্ধহেমচন্দ্রে 'মহার' (৮।৪।৪৩৪ সূত্রের টীকা)। এই 'মহার' হইতে 'মোহর', 'মোহোর', 'মোর' হওয়া বিচিত্র নহে। **সুন্দরি**—সুন্দরী।

৪। **পাছে পাছে**—পশ্চাৎ পশ্চাৎ। **জাইতেঁ**—যাইতে। **হারাইল**—হারাইলাম। **পুতা**—শৌরসেনী 'পুত্ত'। অনিলপুরাণে,—

আমার সত্ত্য পালিহ পুতা বিভা করিয় হেমন্তের সুতা
আমি গিয়া হব তোমার পো।

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

গোধূলাতে গৈলি পুতা পানী আনিবাক।

'অবতু বো গিরিসুতা মাএ বলে পঢ় পুতা' ইত্যাদি বাক্য বোধ হয়, অনেকেরই

সুপরিচিত। সস্নেহ আহ্বানে; পুত্র বা বৎস। **কহিআঁ**—বলিয়া। **তুহ্মি**—উত্তরচরিতে। শূন্যপুরাণে,—

কুথা থাকি আইলেক **তুহ্মি** কুথা তুহ্মার ঘর।

তুমি।

৫। **বুল**—ভ্রমণ কর। **নাতিনিখানী**—'খানি' আদরে; মাধবদেব-কৃত আদিকাণ্ডে, 'রাজা বোলে যজ্ঞভূমে পালোঁ কন্যাখানি'। **তাক**—তাহাকে। **কহ** – অপভ্রংশ প্রাকৃত; পিঙ্গল ২।১৬৬। কও, বল'। **তত্ব বাণী**—সঠিক কথা, যথার্থ ব্যাপার।

৬। **কেহেন**—বিদ্যাপতিতে। তুল° 'কৈসন', 'কৈছন'। কেমন। **আহ্মার**—কুমারপালচরিতে 'অম্হার' (অস্মদীয়) ৮।৭৪। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর 'ঈয়' প্রত্যয় স্থানে 'ডার' আদেশ হয়; 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ', সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৪।৪৩৪। প্রাকৃতপৈঙ্গলে 'অহ্মাণ' (বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, পৃ° ৩৪৬)। আমার। **থানত**—স্থানে। **কহিআর**—কহ, বল'। তুল° 'বিদ্যাপতি কবি গাবিআরে' (বিদ্যাপতি কবি গাহে বা গাহিল)। **সরূপ**—স্বরূপ, সত্য, যথার্থ।

৭। **বিকে**—বিক্রয়ে, বিক্রয়ার্থ। **হারাইলোঁ**—হারাইলাম। **ত্রৈলোক্য সুন্দরী**—ত্রিভুবনসুন্দরী (রাধাকে)।

৮। **চন্দ্রাবলী**—গ্রন্থের সর্ব্বত্রই চন্দ্রাবলী শব্দে রাধা লক্ষিত হইয়াছেন। **কোঁঅলী**—কোমলাঙ্গী। **পাতলী**—প্রা° 'পত্তল', পত্রসদৃশ। স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্রত্যয়।

বিদ্যাপতিতে,—

একে গোরি **পাতরি**   তাহে দুখ কাতরি

অরু দুখ বিরহক জালা।

তন্বী, কৃশাঙ্গী। **সুন**—বিদ্যাপতিতে। শুন।

৯। **কহিবোঁ**—চৈ°ভা°এ 'কহিমু'। কহিব, বলিব। **তবেঁ**—তাহা হইলে। **কাজ**—প্রা° 'কজ্জ'। **বোলেঁ**—'বোলোঁ' হইবে কি? বলি'। **তাত**—তাহাতে, তদ্বিষয়ে। **কর**—প্রা° পৈ° ১।১৮১, ২।১৬০, ২।২১০। **সত**—সত্য। **সরূপ কহিবোঁ তবেঁ ...... তাত কর সত**—তোমায় যাহা

(যে কাজ) বলি', তদ্বিষয়ে সত্য কর ; তাহা হইলে মথুরার পথ যথার্থ বলিয়া দিব।

১০। **বোলা**—প্রা° 'বোল'। বাক্য, কথা। **বোলোঁ**—চৈ°ভা°এ। বলি'। **তোক**—তোমাকে ; তোমার। **যবেঁ**—যদি। **বোলা এক বোলোঁ** ইত্যাদি—তোমায় এক কথা বলি', যদি গ্রহণযোগ্য মনে কর ; অথবা এক কথা বলি', যদি তোমার মনে লয়। **করিবোঁ**—প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'করিমু', 'করিবু' পদের ব্যবহার অধিক। ওড়িয়া 'করিবুঁ'। করিব।

১১। **দুঅজ**—প্রা° 'দুইজ্জ'। কবিকঙ্কণে 'দোয়জ'। দ্বিতীয়। **বোলত**—'ত' ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত ; তুল°—

মোত পরে আউর মুরুখ নাই।—ডাকচরিত্র (অসমীয়া)

বাক্যের, কথার। **আহ্মে**—প্রা° 'অম্হে' (প্রথমার বহুবচনে)। আমি। **করিব**—বাঙ্গালা ভবিষ্যতের চিহ্ন ব-কারের মূলে কেহ কেহ প্রাকৃত 'এব্ব', 'ইব্ব' (স° তব্য) প্রত্যয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। **আন**—অন্যথা, অন্যমত।

১২। **সত্যেঁ সত্যেঁ করিবোঁ** ইত্যাদি—আমি সত্য কহিতেছি, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব। **তাক**—প্রাকৃত-পৈঙ্গল—২।১৪৯। পদাবলীতে,—

সো রস-গুণ-নিধি তাক জীবন বধি

কি সিধি সাধিলি বালা।—(জগদানন্দ)

স্বপ্নাধ্যায়ে,—

সুবর্ণ রতজ যদি পাএ দরশন।

বহু ভালো হএ তাক বাড়ে ধনে জন॥—(পুথি)

তাহার। **বধওঁ**—বধ করি। **বাহ্মণ**—কর্পূরমঞ্জরীতে 'বম্হণ' ; কুমারপালচরিতে 'বম্হাণ' ; সিদ্ধহেমচন্দ্রে 'বাম্হণ' ; শূন্যপুরাণে 'বাম্ভন'। ব্রাহ্মণ। **যবেঁ আন করোঁ** ইত্যাদি—যদি তাহার অন্যথা করি, তাহা হইলে ব্রহ্মঘাতী হই অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হই।

১৩। **বুলিব**—বলিব। **যবেঁ**—যখন। **তবেঁ**—তখন। **ভালমতেঁ**—উত্তমরূপে।

ক্ক—১২

১। **কেশ পাশেঁ**—সিঁথাতে, সীমন্তে। **সুরঙ্গ**—হিঙ্গুলজাত উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। **সিন্দুর**—সিন্দূর। **সজল জলদে**—জলপূর্ণ মেঘের বর্ণ গাঢ় নীল; কাল মেঘে। **উইল**—বিদ্যাপতিতে 'উয়ল', 'উয়ল', 'উগল'। উদিত হইল। **সূর**—প্রা°। **নব সূর**—নবোদিত সূর্য্য, বালার্ক। **বিমল**—সুন্দর। **চান্দ**—প্রা°, 'চন্দ'। চন্দ্র। **লাখ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত; প্রা° 'লক্‌খ'। **যোজন**—চারি ক্রোশ পরিমাণ। **তুঈ লাখ যোজনে**—বহু দূরে। **মণী**—মণি। **আনুপামা**—অনুপমা। **মুনি মন মোহিনীর মণী**—মুনিমনোমোহনকারিণীগণের শ্রেষ্ঠা। **পদুমিনী**—পদ্মিনী, চতুর্ব্বিধ স্ত্রীর মধ্যে সুলক্ষণা উত্তমা স্ত্রী; যথা,—

ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা
অবিরলকুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচনসুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা
সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥—(রতিমঞ্জরী)

২। **ললিত**—সুন্দর। **আলক**—সং 'অলক'। অলকা, ললাটভূষণ, কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ। **পাঁতি**—প্রা° 'পংতি'। পঙ্‌ক্তি। **কাঁতি**—প্রা°পৈ°এ 'কংতি' ২।১৩১। কান্তি, শোভা। **তমালকলিকাকুল**—নবোদ্গত তমাল-পল্লব। **আলস লোচন**—ঈষন্নিমীলিতনেত্র। **উজল**—প্রা° 'উজ্জল'। **পসি**—প্রবেশ করিয়া। **করে**—প্রা° 'করএ'। **উতপল**—উৎপল, পদ্ম।

৩। **শঙ্খত**—'ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত; তুল°—

কহে শুক মুনি নৃপতিত বিদ্যমান।

শঙ্খের। **পসিলা**—প্রবেশ করিল। **আভিমান**—অভিমান, দুঃখ, ক্ষোভ বা ক্রোধ। **পাকা**—প্রা° 'পক্‌ক'। পক্ক। **বিদরে**—বিদীর্ণ হয়।

৪। **মাঝা**—কটিদেশ। **খিনী**—বিদ্যাপতিতে,—

সিংহ জিনি মাঝা খীনি তনু অতি কোমলিনি।

ক্ষীণ। **মত্ত**—গর্ব্বিত। **জিণী**—জিনিয়া, পরাভব করিয়া। **চলএ বিলম্বে**—মন্থরগতিতে গমন করে। **নহুলী**—বিদ্যাপতিতে,—

কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা।—(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

কবিকঙ্কণে,—

কিবা যুবা **নহলী** যৌবন।

নবীন, নূতন।

১। **সুনী**—শূন্যপুরাণে 'সুনি' (পৃ° ১০)। শুনিয়া। **ধরিবাক**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সরযুক সিন্ধু জল **আনিবাক** গৈলা।

বাহুবলে **জিনিবাক** পারে ত্রিজগত।

মৈথিলী 'করিবাক', ওড়িয়া 'করিবাকু' প্রভৃতি পদ তুল°। ধরিতে, ধরিবারে। **পারেঁ**—মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

আমিতো যাইবাক **পারেঁ** শতেক যোজন।

চৈতন্যভাগবতে,—

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না **পারেঁ**।—(মধ্যখণ্ড, ৩য় অ°)

পারি। **পরাণী**—প্রাণ। **বড়ায়ি ল**—বড়াই লো, বড়াই গো। 'ল' সম্বোধনসূচক 'আল' (হলা) শব্দেরই রূপভেদ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৩

দারুন—দারুণ, ক্রূর। **কুসুমশর**—কাম, কন্দর্প। **সুদৃঢ় সন্ধানে**—অব্যর্থ শরযোজনা দ্বারা। **আতিশয়**—অতিশয়। **মন**—হৃদয়। **হানে**—বিদ্ধ করিতেছে, আঘাত করিতেছে। রাঢ়ে কাটা অর্থে 'হানা' শব্দের প্রয়োগ কচিৎ শুনা যায়।

পরাণ আধিক—প্রাণাধিক। **মো**—আমি। **তোহ্মারে**—তোমাকে, তোমায়। **রাধিকা**—রাধিকাকে। **মানাআঁ**—সম্মত করিয়া, বশীভূত করিয়া।

২। **তাত**—প্রা° 'তত্ত'। তাহাতে। **পীএ**—পান করিতেছে। **সুসর**—সুস্বর, সুমধুর স্বর। **পঞ্চম শর**—পঞ্চম স্বরে। **গাএ**—গান করিতেছে। **পিকগণে**—'পিক' শব্দ যাবনিক; 'নেম-সত-পিক-কোকিল-তামরসা এতে ভবন্তি যাবনিকাঃ শব্দাঃ' (শবরস্বামিকৃত মীমাংসাশ্লোক-

বার্ত্তিক টীকা)। **থীর**—প্রা° 'থির'। স্থির। **কুসুমিত তরুগণ ... ... থীর নহে মনে**—(একে) বসন্তকাল, বৃক্ষসমূহ পুষ্পিত, তাহাতে (আবার) ভ্রমরেরা মধুপানে রত এবং কোকিলকুল সুমধুর স্বরে গান করিতেছে ; তাই আমার মন (একান্ত) অস্থির।

৩। **আতিশয়**—বাঙ্গালা ভাষায় পদের আদিস্থিত অকারের স্থানে এই আকার আদেশ লক্ষণীয়। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

কেকয় নৃপতি আতিশয় বুদ্ধিমন্ত।

মদন বিকার—কামপীড়াজনিত দৈহিক ও মানসিক ভাবান্তর। **থানক**—নিমিত্তার্থ চতুর্থীর 'ক' প্রত্যয় দ্বিতীয়াতে প্রযুক্ত ; 'গত্যর্থকর্ম্মণি দ্বিতীয়া-চতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি', পাণিনি—২।৩।১২। মাধবকন্দলিকৃত অরণ্য-কাণ্ডে,—'ঋষির থানক গেলোঁ'। স্থানে। **ভাগে**—ভাগ্যে। **তোহ্মাত লাগে**—তোমায় যুক্ত হয়। **এ থানক আইলা ... ... তোহ্মাত লাগে**—বড়াই, তুমি আমার সৌভাগ্যক্রমে এখানে আসিয়াছ ; (এখন) কাজের ভার তোমার উপর।

৪। **আহ্মে দেব** ইত্যাদি—আমি সংসারের সার দেবতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতা। **পুর**—পূর্ণ কর।

১। **চিন্তবোঁ**—চিন্তা করিব। **পরাণ শকতী**—প্রাণপণে। **আন্তরে**—মাধবকন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

হাহা রাম মোহর বল্লভ প্রাণেশ্বর।
আমার অন্তরে প্রভু গৈলা যমঘর॥

নিমিত্ত, জন্য। **তাক**—তাহাকে, তাহার প্রতি। **করিবোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

শোণিতে করিবোঁ আজি নদী ভয়ঙ্কর॥

করিব। **শকতী**—শক্তি, প্রভাব। **আয়র**—প্রাকৃত 'অবর', অসমীয়া ও ওড়িয়া 'আবর'। অপর, আর। **মানায়িবোঁ**—সম্মত করিব। **করী**—করিয়া। **আশেষ**—অশেষ, বিবিধ। **যুগতী**—যুক্তি। **তোহ্মার**

আন্তরে … … **আশেষ যুগতী**—তোমার জন্য তাহাকে জোর করিব অর্থাৎ তাহার প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করিব, আর বিবিধ উপায়ে তাহাকে বশে আনিব।

বোলহ—'হ' অনুজ্ঞা মধ্যম পুরুষের বিভক্তি। বল'। **তথাঁ**—প্রা° 'তত্থ'। তথায়। **গেলেঁ**—যাইলে। **সাধিবোঁ**—সাধন করিব। **হরিষে**—সহর্ষে।

২। **জাণিএ**—জানি, অবগত আছি। **প্রবন্ধ**—উপায়, কৌশল। **এতেকেঁ**—নিমিত্তার্থে 'কে' প্রত্যয়। এততে, এই হেতু। **নেহাবন্ধ**—স্নেহবন্ধন। **তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ**—তোমার ও তার (রাধার) মধ্যে প্রীতি সংঘটন হইবে অর্থাৎ সে তোমার অনুরাগিণী হইবে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৪

দিবাক—দিতে, দিবারে।

৩। **আযোড যোড়ন**—অঘটন ঘটনা। **করিবাক**—মাধবদেব-কৃত আদিকাণ্ডে,—

রামায়ণ করিবাক ভৈলা তান মতি।

করিতে। **ভৈলী**—স্ত্রীলিঙ্গে। **আযোড় যোড়ন** … … **সীতা সতী নারী**—(১) আমি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারি; সে রাধিকা কি সীতার সদৃশ সতী নারী হইল? (২) আমি অঘটন ঘটনা করিতে পারি; সে রাধিকা কি, (যে) সীতার ন্যায় সতী সাধ্বী হইল, তাহাকেও বশে আনিতে পারি। **হাথত**—হাতে। **কিছু**—প্রাচীন সাহিত্যে,—

ধর্ম্মভয় লোকভয় কিছু না আচরে।—(গুরুদক্ষিণার পুথি)

হরিতে মজিয়া মন কিছু না স্তুনএ।—(ভক্তিযোগের পুথি)

'কিছো' শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। **ফুল**—প্রা° ও স° 'ফুল্ল'। **পান**—প্রা° 'পণ্ণ'; স° 'পর্ণ'; হি° ও ম° 'পান'। তাম্বূল। **তাক**—'ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। তাহা। **জাই**—প্রা° √জা, গমনে। গমন করি।

৪। **বোল**—ক্রিয়াপদ। বল'। **কাহ্নাইঁ**—কৃষ্ণ। **সন্দেশ**—

আহিরী শব্দ (কণ্ হমালা)। দুগ্ধবিকারজাত মিষ্টান্নভেদ ; এখানে উপহার অর্থে প্রযুক্ত।

১। **চিন্তিআঁ**—চিন্তা করিয়া। **মণে**—পিঙ্গল ১।১৭৬। মনে, মনোমধ্যে। **হৃদয়ে রাখিহ**—মনে রাখিও। **ভৈলোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

ন রহিল বংশ মোর ভৈলোঁ ধৰ্ম্মহীন।

হইলাম। **উদগমতী**-প্রা° 'উদগ্গমই'। উদগ্রমতি, উৎকণ্ঠিতচিত্ত। **ভালমতেঁ**—উত্তমরূপে। **রাধার কারণে … তার থান গতী**—বড়াই! আমি রাধাকে পাইতে উৎকণ্ঠ, তাহার অবস্থিতি ও গতিবিধির কথা আমায় সবিস্তারে বল।

তাম্বুল—তাম্বুল। **লইআঁ**—লইয়া। **যাহা**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

মোহোর বচন　　　　সার জানি তুমি
উলটি লঙ্কাক যাহা।

যাও। **আছে**—প্রা° 'অত্থি', 'অচ্ছি' ; প্রা° পৈ°এ,—

পরিফুল্লিঅ কেসু ণআ বণ আছে।— ২।১৪৪।

সে—মাগধী 'শে'।

২। **চাম্পা**—প্রা° 'চম্পঅ'। চাঁপা, চম্পক। **নাগেশর**—নাগেশ্বর ফুল, নাগকেশর। **নেআলী** (নেআরী)—নবমল্লিকা বা বসন্তমল্লিকা। **মাহ্লী**—স° 'মল্লী'। মল্লিকা। **ভরি**—পূর্ণ করিয়া। **ডালী**—বংশাদি-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাত্রভেদ। **পিন্ধিলে**—পরিধান করিলে। **তবেঁসি**—তাহার পর-ই, তখন-ই। **কহিহ**—প্রাচীন সাহিত্যের অনুজ্ঞাসূচক এই 'হ' প্রত্যয় আধুনিক সাহিত্যে 'ও'। বলিও। **আদিমূল**—শঙ্করদেবকৃত অনাদি-পাতনে,—

জয় জগন্নাথ জগতর আদি মূল।

আগাগোড়া, আদ্যন্ত।

৩। **যোড় হাথ করী**—বদ্ধাঞ্জলি হইয়া। **তাক**—তাহাকে। **বুলিহ**—বলিও। **আহ্মাকে**—আমায়। **পাঠায়িলে**—পাঠাইল।

বাসিত—সুগন্ধীকৃত। **খাহ**—খাও। **আনুকূল**—অনুকূল। **কাহ্নাঞি'র বচনে** ইত্যাদি—কানাইর কথার অনুকূল উত্তর দাও।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৫

৪। **সিসতে**—সিঁথাতে, শীর্ষে। **বাহুত**—বাহুতে। **বলয়া**—অপভ্রংশ প্রা° 'বলআ'। বাহুভূষণ। **পাএত**—পদে। **চলিতেঁ চলিতেঁ**—প্রতিপদবিক্ষেপে। **রুণুঝূণু**—ধ্বন্যাত্মক শব্দ। **বাজে**—ধ্বনিত হয়। **সুণী**—শুনিয়া। **মোহো গেলা**—মুগ্ধ হইলেন, হতচেতন হইলেন। হর্ষ, বিশ্লেষ, ভয় এবং বিষাদ হেতু হৃন্মূঢ়তাকে মোহ বলে। ভূমিতে পতন, শূন্যেন্দ্রিয়তা, ভ্রম এবং নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি তাহার অনুভাব। **দেবরাজে**—শ্রীকৃষ্ণ।

৫। **মরমের হীত**—একান্ত হিতৈষিণী, প্রাণের বন্ধু। **চীত**—চিত্ত। **আহ্মার বচনে** ইত্যাদি—আমার কথায় অভিনিবেশ কর। **আনুমতী**—অনুমতি, সম্মতি প্রদান। **হরিষ বদনে**—হাসি মুখে, সহর্ষে।

১। **আল** এবং **ল বড়ায়ি**—পদমধ্যবর্ত্তী 'আখর'। **বন্দিআঁ**—বন্দনা করিয়া। **দেবগণে**—দেবতা সকলকে।

মনে ধরি—মনোমধ্যে গ্রহণ করিয়া। **চলি গৈল**—গমন করিল, যাত্রা করিল।

২। **আঅর**—অপর, আর। **গান্থিআঁ**—গাঁথিয়া, গ্রথিত করিয়া। **নৈল**—লইল। **সজাইল**—সাজাইল, সজ্জিত করিল। **আনেক**—অনেক, বহু। **মাথে**—মস্তকোপরি। **করপূর**—তামিল 'করপ্পু'; প্রা° 'কপ্পূর'। কর্পূর।

৩। **চারি**—প্রা° 'চত্তারি'; পিঙ্গলে 'চারি', ১।১৪৮। **চাহী**—চাহিয়া, অন্বেষণ করিয়া। **নেহেঁ**—স্নেহে, সাদরে। **ঘন ঘন**—পুনঃ পুনঃ। **কৈল**—করিল।

৪। **আছহ**—আছ। **পুছিআঁ**—জিজ্ঞাসা করিয়া। **কাহিণী**—ও° 'কাহাণি'; হি° 'কহাণি'; আধুনিক বা° বর্ণবিন্যাস 'কাহিনী'। বৃত্তান্ত, সংবাদ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৬

বসিলান্ত—বসিল।

১। **আহ্মা**—প্রা° 'অম্হ' (মাম্), কু° চ°—৫।৩৮। আমায়, আমাকে। **এড়ি**—ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া। **কেনমতেঁ**—কি প্রকারে। **আহ্মা এড়ি** ইত্যাদি—আমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিলে ?

২। **পুনে**—বিদ্যাপতিতে,—

ফেরি আওলি তুহু পূরুবক পুণে।—(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

পুণ্যে, পুণ্যবশে। পুনরায় ; এবং এখানে তাহাই সমীচীন মনে হয়। **আজি**—প্রা° 'অজ্জ'। অদ্য। **পাইলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

নিশাকালে পাইলোঁ গৈয়া সরযুর তীর॥

চৈ° ভা°এ 'পাইলোঁ', 'পাইলাঙ'। পাইলাম।

৩। **এতেক**—প্রা° 'এত্তিঅ'। শূন্যপুরাণে,—

এতক বচন দুহি পাত্রে জে বলিল।

এত।

৪। **কহওঁ**—বিদ্যাপতিতে,—

সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে।—(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সীতার জন্মর কথা কহোঁ আত পরে।

সম্প্রতি প্রভু রাঘবর কথা কওঁ॥

কহি, বলি'। **যবে**—যদি। **হওসি**—প্রা° 'হবসি', 'হোসি' (ভবসি)। হইস্, হও। **সদয়**—কৃপাবিশিষ্ট, প্রসন্ন। **মোকে**—আমাকে। **দিআর**—দাও। 'কহিআর' শব্দ তুলনীয় (পৃ° ১১)। **আভয়**—অভয়।

৫। **উত্তর**—চৈতন্যভাগবতে,—

মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর।—(মধ্য°, ৭ম অ°)

কথা, অভিপ্রায়। **নাহিঁ**—প্রা° 'নাহিং' (নহি) ; ম° ও হি° 'নাহীঁ' ; ও° 'নাহিঁ'। নাই।

৬। **বুলিতেঁ**—বলিতে। **লাগিলী**—স্ত্রীলিঙ্গে।

ভরাআঁ—পূর্ণ করিয়া। **পাঠাআঁ**—পাঠাইয়া। **আনে**—অন্যথা **কর্পুর**—কর্পূর।

অঙ্ক—১৭

৪। **যবেঁ**—যদি। **নেহে**—স্নেহ, অনুরাগ। **তবেঁ**—তাহা হইলে। **যবেঁ রাধা না করিবে** ইত্যাদি—রাধা, যদি তুমি প্রেম না কর, তাহা হইলে তোমার জীবন সংশয় হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী না হইলে তোমার প্রাণে বাঁচা ভার হইবে। **বুলিআঁ**—বলিয়া।

১। **আওর**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে 'আউর'। আর। **আহোনিশি**—অহনিশ, দিবারাত্র। **দহে**—পোড়ে, দগ্ধ হয়। **এড়িলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আজিসে সীতাত আমি এরিলোঁ প্রত্যাশা।

ত্যাগ করিলাম। **না জাণো**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

কিবা মোক বুজাস নজানো কিবা মই।

মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

স্বপনে গিয়ানে মই আন কিছো নজানওঁ—

জানি না। **ভইলোঁ**—হইলাম। **ভইলোঁ তোর সরণে**—তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমার শরণ লইলাম।

না বোল না বোল—কাতরোক্তি, বলিও না। **নিরাস**—নিরাশ-বাক্য। **আপণে**—প্রাং 'আপ্‌পাণো'(আত্মা, আত্মানঃ)। স্বয়ং। **চিন্ত**—চিন্তা কর। **উপাএ**—প্রতীকারের পথ। **রাধার বচন**—রাধিকার অনুকূল প্রত্যুত্তর। **পাইলেঁ**—পাইলে। **কাহ্নাইর প্রাণ জাএ**—কৃষ্ণের প্রাণ বিয়োগ হয় অর্থাৎ আমি প্রাণে মরি।

২। **হেলা**—অবহেলা, অবজ্ঞা। **দুসহ**—প্রা°। দুঃসহ। **তোহ্মেসি**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

তুমিসি ঈশ্বর সুরাসুরে করে সেব।

অন্তত তুমিসে থাকা ন থাকয় কেব॥

তুমি-সে, তুমি-ই। **ভেলা**—ভেলক, কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত প্লব। **বনমালী**—বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত শব্দ প্রথমার একবচনে সংস্কৃতেরই অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণ। **ভয়িলা**—হইলাম। **যানি**- জানিয়া। **করহ**—প্রা° পৈ°এ 'করহ' (কুরুষ্ব) ১।১২৬।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৮

৩। **বিথর**—প্রা° 'বিত্থর'। বিস্তর। **দেখিলেঁ**—দর্শন করিলে। **শুণিলেঁ**—শ্রবণ করিলে। **বএসে**—বয়ঃক্রম। **প্রকার**—কৌশল। **আশেষে বিশেষে**—অশেষ-বিশেষে, বিলক্ষণরূপে। **মিনতী**—ও° 'মিনতি'; ম° 'মিনতী'; স° 'বিনতি'। সানুনয় প্রার্থনা। **খণ্ডুক**—খণ্ডিত হউক। **বিমতী**—বিদ্যাপতিতে,—

বিমতি বুঝিঅ জএো ন জাএব পাস।

বিরুদ্ধমতি, অসম্মতি।

৪। **যাহা**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

এবেঁা তই লখাই দেশক চলি যাহা।

যাও। **তাম্বুলে**—'এ' তৃতীয়ার চিহ্ন। তাম্বূল দ্বারা। **হাথেত**—'ত' (তস্) তৃতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। **ধরিআঁ**—প্রা° পৈ°এ 'ধরিঅ' (ধৃত্বা) ১।১৫৮। **হাথেত ধরিআঁ**—সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা সহকারে। **আন**—আনয়ন কর। **বচনে**—'এ' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। **পুরুক**—পূর্ণ হউক।

কৃষ্ণেন রসতৃষ্ণেন ইত্যাদি শ্লোক—রসতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সবস্ত্র সোপকরণ তাম্বূল বৃদ্ধা রাধাকে পুনরায় অর্পণ করিল।

১। **কথা খানি খানি** ইত্যাদি—বড়াই রাধার পার্শ্বে বসিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, এই কথা একটু একটু করিয়া কহিল। **তাম্বুল**—তাম্বূল। **দিআঁ**—দিয়া। **রাধাক**—রাধাকে। **বিমুখ বদনে**—মুখ ফিরাইয়া, বিপরীতমুখী হইয়া। **হাসে**—প্রা° 'হসএ' (হসতি)। হাসিতে লাগিল। **ল বড়ায়ি**—পদ-মধ্যবর্ত্তী 'আখর'।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৯

২। **কহির**—মাধবকন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

কহির গন্ধর্ব্ব আসি ভৈলা বনদেশ।

কোথাকার। তুল° 'কোথার গোসাঞি আইলা মানুষ-ভিতরে', চৈ°ভা°। **কপুর**—প্রা° 'কপ্পূর'। কপ্পর। **নেত**—ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

পড়ুনায় পিন্ধে কাপড় তলে বান্ধে নেত।

চৈতন্যভাগবতে,—

পট্ট-নেত শুক্ল নীল সুপীত বসন। (মধ্য°, ৯ম অ°)

ভক্তিরত্নাকরে 'নেতবস্ত্রকৃতোষ্ণীশো'। সূক্ষ্ম বস্ত্রভেদ। **পাটোল**—তেলেগু ও তামিল 'পট্টু' (রেশম)। বিদ্যাপতিতে,—

আধ পটোর আধ মুজ ডোরা।

নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

বিচিত্র ব্যাঘ্রের ছড়া দক্ষিণ কটিতে বেড়া
বামকটি সুরঙ্গ পাটলা॥—(পুথি)

রেশমী কাপড়। **কে**—প্রা°। **পাঠাইলে**—পাঠাইলেক, পাঠাইল। **মোর**—মোরে, আমাকে। **ল বড়ায়ি**—সম্বোধনে।

৩। **কহোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

প্রসিদ্ধ কাহিনী কহোঁ বীর কেশরীর॥

লোচনদাসকৃত চৈতন্যমঙ্গলে—

পাঁচালি-প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত॥

কহি, বলি'। **আবথা**—প্রা° 'অবথা'। অবস্থা, দুর্দ্দশা। **জরেঁ**—প্রা° 'জর'। 'এঁ' তৃতীয়ার চিহ্ন। **তেহেঁ**—অসমীয়া 'তেওঁ'। বিদ্যাপতিতে,—

স্মৃতি রহল তঁহি কিছু ন অলাপি।

তিনি, সে। **জরিলা**—জীর্ণ হইলেন। **বেথাঁ**—ব্যথা। **বিরহ জরেঁ তেহেঁ** ইত্যাদি—তিনি বিরহ-জ্বরে জর্জ্জরিত, তোমায় ব্যথা জানাইয়া পাঠাইলেন।

৪। **এ**—প্রা° পৈ°এ 'এ' (এতৎ) ২।৮৮। এই। **সুণিআঁ**—শ্রবণ করিয়া। **নাগরী**—রসিকা, বিদগ্ধা। **হাণএ সকল গাএ**—সর্ব্বাঙ্গে করাঘাত করিতে লাগিলেন। 'তালএ' পাঠও হইতে পারে। **পেলাইল**—প্রা° √পেল্ল, ক্ষেপণে। মাধবকন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আপনার শরে তাক কাটিয়া পেলাইল।

(দূরে) নিক্ষেপ করিলেন। **পাএ**—প্রা° 'পাঅ'। একার তৃতীয়ার চিহ্ন।

৫। **রাধাক**—রাধাকে। **বুইল**—বলিল। **কাম**—প্রা° 'কম্ম'। কর্ম্ম। **করিএ**—করিও। **দরশনে**—দর্শনার্থ। **জীএ**—জীবিত আছেন। **নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন** ইত্যাদি—জগৎপূজ্য নন্দনন্দন তোমার দর্শন আশাতে জীবন ধারণ করিতেছেন।

৬। **সামী**—পালি ও প্রা°। স্বামী। **দেহা**—অপ° প্রা°। দেহ। **গরু**—প্রাকৃত 'গোণ' শব্দ; ক্রমদীশ্বরের 'অতা স্বমোরুদ্বা'* এই সূত্রানুসারে উহা অপভ্রংশ ভাষায় প্রথমার একবচনে 'গোণু' হয়। 'গোণু' হইতে 'গোরু' তথা 'গরু' হইয়া থাকিবে। **তা সমে**—তাহার সহিত। **কি**—প্রা°। **নেহা**—প্রা° 'ণেহ'।• স্নেহ, প্রীতি। **নান্দের ঘরের গরু রাখোআল** ইত্যাদি—নন্দগৃহে যে গো-বৎসাদির রক্ষক, তাহার সহিত আমার আবার প্রীতি কি?

৭। **পাপ বিমোচনে**—পাপ হইতে মুক্ত করে, দুষ্কৃতির ক্ষয় হয়। **দেখিল**—দেখিলে। **মুকতী**—মুক্তি। **সনে**—সঙ্গে, সহিত। **বাঢ়াইলেঁ**—বাড়াইলে, বর্দ্ধিত করিলে। **বিষ্ণু পুরে**—বৈকুণ্ঠে। **স্থিতী**—স্থিতি, বসতি।

* সংক্ষিপ্তসার, প্রা° অপ°, সূ° ২২

পৃষ্ঠাঙ্ক—২০

৮। **জাউ**—যাউক। **দহেঁ**—প্রা° 'দ্রহ' (হ্রদ)। সানুনাসিক একার সপ্তমীর চিহ্ন। নদ্যাদির গর্ভস্থ গভীর খাত। **পসু**—প্রবেশ করুক। **পতী**—প্রাকৃতে 'সু', 'ভিস্' এবং 'সুপ্' প্রত্যয় পরে থাকিলে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর (বিকল্পে) দীর্ঘ হয়; 'সুভিস্সুপ্সু দীর্ঘঃ', বররুচি—৫।১৮। পতি। **নেহাএঁ**—'এঁ' তৃতীয়ার চিহ্ন। প্রীতিদ্বারা। **যাহার**—প্রাকৃত 'জ' (যদ্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে 'জাণং', 'জাণ'; এই 'জাণ' হইতে 'যাঁর' এবং স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু যাহাণ তথা যাহার হওয়া সম্ভব। পশ্চাৎ অনুনাসিকের চিহ্ন বিলীন হইয়া গিয়াছে। **ধিক জাউ নারীর** ... ... **বিষ্ণু পুরে স্থিতী**—সে নারীর জীবনে ধিক্, তাহার পতি জলে প্রবেশ করুক, পরপুরুষের প্রীতিদ্বারা যে নারীর বৈকুণ্ঠ-বাস হয়।

৯। **নাগর শেখর**—রসিকচূড়ামণি (শ্রীকৃষ্ণ)। **নান্দের সুন্দর**—নন্দনন্দন। **উপেখিল**—উপেক্ষা করিল, অগ্রাহ্য করিল। **মতি-মোষে**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কিসক তোমার ভৈল হেন বুদ্ধি মোস।

মতি, বুদ্ধি এবং মোষে (সং √ মুষ, ছেদনে), নাশে অর্থাৎ বুদ্ধি-ভ্রংশ-হেতু।

১। **কোমল**—'সংস্কৃতসম' শব্দ। **জাণোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে 'জানোঁ'। জানি। **আহ্মার কোমল দেহে** ইত্যাদি—দূতি, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সুকুমার অর্থাৎ আমি বালিকা, পরপুরুষের সহিত প্রণয় কিরূপ, তাহা অবগত নাহি। **আল**—সখী-সম্বোধনে। **হের**—পশ্চিমরাঢ়ে 'হের' শব্দ কথার একটা মাত্রা। কামতা-বিহারী ভাষায় কোন বিষয়ে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে 'হ্যার' শব্দ ব্যবহৃত হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু ত্রিপুরা অঞ্চলে এখানে অর্থে 'এ্যার' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন[১]। এই-এখানে, এ-দিকে। **করিলোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করিলোঁ বিস্তর।

দুর্ব্বাসা ঋষিক পাই করিলোঁ ভকতি।

---

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৩য় সংস্করণ), পৃ° ২৫৯।

পরবর্ত্তী রূপ 'করিলুঁ', 'করিলাঙ', 'করিল' প্রভৃতি। করিলাম। **সরূপেঁ তোরে কহিলোঁ ...... যৌবন মোএঁ বঞ্চিলোঁ**—তোমায় যথার্থ বলিলাম, ওগো, এই তোমার সম্মুখে শপথ করিলাম, যৌবনের প্রারম্ভ আমি অমনই অতিবাহিত করিলাম।

নাএ—প্রাচীন অসমীয়াতে,—

প্রাণবান্ধব মধবএ
দয়াশীল দৈবকীনন্দন নাএ।
তুমি দেব দীনবন্ধু কেবলে করুণাসিন্ধু
করো তযু চরণে বন্দন নাএ॥—(কীর্ত্তন ঘোষা)
রাম রাঘব রঘুপতিএ
তুমি দেব অগতির গতি নাএ।

কথার মাত্রা, সম্বোধনসূচক শব্দ। **আবালী**—বালিকা। 'অকুমারী', 'অঘোর', 'অমন্দ' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। **নহোঁ**—নহি। **আবালী রাধা নহোঁ** ইত্যাদি—আমি রাধা বালিকা, সুরত-কেলির যোগ্যা নহি।

২। **করু**—করুক। **ক্ষেমা করু কাহ্ন মণে**—কানাই মনে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করুক। **ণিরকারণে**—নিষ্কর্ষণে। **যবেঁ না মরিবে** ইত্যাদি—যাবৎ রসনিষ্কর্ষণ ব্যাপারে রাধার মৃত্যু-ঘটনা না হয়—অর্থাৎ যত দিন রাধা রতিক্রীড়ার যোগ্যা না হয়।

৩। **বুঝোঁ**—বুঝি। **রঙ্গ ধামালী**—কেলি-কৌতুক। **সুরতী কেলী**—রতিক্রীড়া। **বাহুড়িআঁ**—ফিরিয়া। **চল**—যাও, গমন কর। **নিষধ**—নিষেধ কর, নিবারণ কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২১

জৈসাণে—অসমীয়া 'যৈসানি'। যখন। **রতি**—কাম-কেলি। **জাণবোঁ**—জানিব। **তেসাণে**—অস° 'তৈসানি'। তখন। **আণিবোঁ**—আনয়ন করিব। **সুরতী সম্ভোগে**—রতি-সুখাস্বাদনে। **রাতী**—প্রা° 'রত্তী'। রাত্রি। **পোহাইবোঁ**—যাপন করিব।

৪। **আজলী**—নেকী, অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক। **বিকলী**—বিবশা। **পর কাজে তোঁ বিকলী**—তুমি পরকার্য্য-সাধনে তৎপরা। **তেঁসি**—তাই, সেই কারণে। **বুঝসি**—বিদ্যাপতিতে,—

ন বুঝসি অবুঝ গোআরী
ভজি রহু দেব মুরারী
নহি গারী লো।

বুঝিতেছ, বুঝিতেছিস্। **ছাড়ু**—ছাড়ুক, ত্যাগ করুক।

নিপীয় রাধাবচনমিত্যাদি শ্লোক—শ্রীরাধিকার বচনামৃত পান করিয়া বচনচতুরা বৃদ্ধা দ্রুতপদে আসিয়া মধুসূদনকে নিবেদন করিল।

১। **লবলীদল কোঁমল**—নোয়াড়ি তৃণের পত্রসম সুকুমার। **সহে**—প্রা॰ 'সহএ'। সহ্য হয়। **পতিযোগ**—যোগ্য, উপযুক্ত। **তার পতিযোগ নহে** ইত্যাদি—আমার (নবীন) যৌবন তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) যোগ্য নহে।

আছিদরী—অচ্ছিদ্রা, চতুরা। 'তোঁদড়' বা 'চোঁদড়' শব্দ তুলনীয়। **ল**—সম্বোধন-সূচক অব্যয়। মিথিলার উত্তরে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে 'লো' শব্দ প্রযুক্ত হয়। **বুলিবোঁ**—বলিব। **চক্রপাণী**—চক্রপাণি, বাসুদেব।

২। **আণিলেঁ**—আনয়ন করিলে। **পরাক লাগিআঁ**—পশ্চিমরাঢ়ে 'পরকে লেগে'। পরের নিমিত্ত। **হারাইবে নাক কানে**—নাসিকা কর্ণ ছেদন অপমানের চরম। **দিলে**—দিলেক, দিল। **আহ্মারে**—আমায়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২২

৩। **জাণিলেঁ**—জানিলে। **পাঠাইবোঁ**—পাঠাইব। **আনাইবোঁ**—আনাইব। **তোষিব**—তুষ্ট করিব। **তাহাক**—তাহাকে। **সংপূন্ন**—কর্পূরমঞ্জরীতে 'সংপুণ্ণ'। পূর্ণ।

৪। **কাকুতী**—'ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে'। কাকুক্তি, কাতরোক্তি। **লঅ**—লও, গ্রহণ কর। **গালী**—বিদ্যাপতিতে,—

কাঁদন মাথী হসি দএ গারী।

গালি। **বোধাহ**—বুঝাও, প্রবোধিত কর। তুল° 'বাক্যে বোধিলে শান্ত করি' (জগন্নাথদাসের ও° ভা°)। **আবুধ**— ডাকচরিত্রে,—

সিয়া পাতে খায় দুধ।
বলে ডাক সে বড় অবুধ॥

চৈতন্যভাগবতে,—

মিশ্র বোলে তুমি ত অবুধ বিপ্রসুতা।

অবোধ, অল্পবুদ্ধি। **বুলি**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

এহি বুলি রামক করিলা প্রদক্ষিণ।

বলিয়া।

১। **দেখিলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মরণ কালত রাম নেদেখিলোঁ তোক।

চৈ° ভা°এ 'দেখিলাঙ'। দেখিলাম। **সপনে**—স্বপ্নে। **সিআঁ**—বনমালী দাসের জয়দেবচরিতে,—

সেই ভাগ্যবন্ত ধন্য যে দেখিল সিঞা।

আসিয়া। **বেধিল**—বিদ্ধ করিল, শরাঘাত করিল। **বুইলোঁ**—বলিলাম। **না জীবোঁ**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

ইবার নিজীবো মইঁ জানকীর হেতু।

বাঁচিব না।

২। **ঝরএ**—ক্ষরিত হয়। **বচন ঝরএ তার** ইত্যাদি—তাহার বচন অমৃতধারাকারে নিঃসৃত হয় অর্থাৎ তাহার বাক্যে অমৃত ক্ষরে। **লোভ**—লোভনীয়। **তাক বড় লোভ আহ্মার**—তাহা আমার অত্যন্ত স্পৃহণীয়।

৩। **দেখ**—প্রা° 'দেক্‌খ' (পশ্য)। **জত**—প্রা° 'জেত্তিঅ' (যাবৎ); পিঙ্গলে 'জত' ১।৪০। **জর**—প্রা°। জ্বর। **এত**—প্রা° 'এত্তিঅ' (ইয়ৎ, এতাবৎ)। **দুখ**—প্রা° 'দুক্‌খ'। **মরোঁ**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

বাঙ্কে অবিহনে হেরা মরোঁ প্রাণ ফুটি।

মরি, মরিতেছি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৩

৪। **বারেক**—বারৈক, একবার। **করাহ**—করাও।

রাধানিহিতচিত্তস্য ইত্যাদি শ্লোক—রাধাগতচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বচনে বৃদ্ধা শ্রীরাধার নিকট সত্বর গমন করিয়া সাদরে এই কথা বলিল।

১। **নিশিত**—রাত্রে। **জগন্নাথ**—শ্রীকৃষ্ণ। **বুক**—সং 'বুক্‌ক'। বক্ষঃ। **তনে**—প্রা° 'থণ', 'থণ'। ময়নামতীর গানে,—

আবের কাঞ্চুলি নহে তুই তন ঢাকিমু।

মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

চক্রবাক যুগল তোমার তুই তন॥

একার বিভক্তিচিহ্ন। স্তন। **পরসি**—স্পর্শ করিয়া।

নারেবড়—প্রাচীন সাহিত্যে 'নয়বড়', 'নাবড়', 'নৈবড়'। উহারা নটবর শব্দেরই রূপান্তর মনে হয়। ধৃষ্ট, শঠ। **কাহ্নাআঁ**—অনাদরে 'আ' প্রত্যয়। কৃষ্ণ। **ভাল**—প্রা° 'ভল্ল' (ভদ্র); ও° 'ভল'। বিদ্যাপতিতে,—

সজনি ভল কএ পেখল ন ভেলি।

উত্তম। **জীএ**—বাঁচে। **জাণাইলোঁ**—জানাইলাম।

২। **তোহ্মেত**—'ত' অবধারণে। তুমি ত। **আবুধী**—মাধব-কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

হেন সে আবুধি তই মিছা কর গ্রহ।

বুদ্ধিহীনা। **পুরুষবধী**—পুরুষঘাতিনী। **পাআঁ**—পাইয়া। **আচেতনে**—অচেতন, বিগতচৈতন্য। **সরূপেঁ জীএ** ইত্যাদি—তোমার আলিঙ্গন পাইলে কানাই যথার্থই বাঁচে। অথবা যথার্থ বলিতেছি, কানাই তোমার আলিঙ্গন পাইলে বাঁচে।

৩। **কিসক**—প্রা° 'কিস'। 'ক' নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত প্রাকৃত 'কএ' প্রত্যয়েরই রূপভেদ। রাঢ়ে 'কিস্‌কে'; ও° 'কিসকু'। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

মোহোর রাজ্যত বৃষ্টি কিসক নকরে।

ছাৱালত রণ হারি কিসক পলাস।

কেন, কি নিমিত্ত। **নিফল**—নিষ্ফল। **রঙ্গ**—আনন্দ-বিলাস, ক্রীড়া-কৌতুক।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৪

৪। **রাখহ**—'হ' অনুজ্ঞায়। **আপনার কর পাপ** ইত্যাদি—পাপ-রূপ দুস্তর সাগর হইতে আপনার উদ্ধার সাধন কর—অর্থাৎ কানাইর জীবন-নাশজনিত পাপ হইতে আপনাকে মুক্ত কর। **বচনেক**—বচনৈক। **বচনেক দেহ** ইত্যাদি—একটিমাত্র অনুকূল বাক্যে কানাইকে আশা দাও।

১। **এত কালে**—এই শেষ দশায়। **বুলিবে**—বলিবে। **আদি আন্ত**—আদ্যন্ত। **এখো**—এক, একটিও। **বোল**—বাক্য। **বোলসি**—বিদ্যাপতিতে,—

গুপুতহি বোলসি মোহি বড়ি লাজ ॥

বলিতেছিস্, বলিতেছ। **মারিবোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মারিবোঁ ভরত আজি জীয়ন্তে নযায়।

মারিব। **জাণাআঁ**—জানাইয়া। **গোআল**—প্রা°। গোপ, আয়ান।

দারুণী—বিবেকহীনা, অল্পবুদ্ধি। **লাজ**—লজ্জা। **তোর বাপেত** ইত্যাদি—বাঁকুড়ার প্রাদেশিক 'তোর বাপে লাজ নাই!'

২। **হেনক**—স্বার্থে 'ক'। এই প্রকার। তুল° 'সাত তাল উচ্চ মঞ্চ জেনক আকাশ' (শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস)। **উত্তর**—ময়নামতীর গানে,—

ক্রোধ করি দ্বিজবর বুলিল উত্তর।

কথা। **সামী দুরুবার** ইত্যাদি—আমার স্বামী দুর্দ্ধর্ষ এবং আমিও স্বাধীনা নহি। **জাণোঁ**—জানিতাম। **মতী**—মতি, বুদ্ধি। **আসিবোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সত্বরে আসিবোঁ মই বনবাস তরি ॥

আসিব। **সংহতী**—সঙ্গে, সাথে।

৩। **এবেঁসি**—এখন-ই। **হেন বাণী**—এরূপ কুৎসিত কথা। **আবসি**—অবশ্য, নিশ্চয়।

৪। **গুআ**—ও° 'গুআ'; অস° ও হি° 'গুবা'। শব্দটি অধুনা শিষ্টসমাজ হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছে। গুবাক। **খাহা**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

তিরী চোর পাপিষ্ঠ হারির আউঠা খাহা।
গলে শিলা বান্ধি দুষ্ট মরিবাক যাহা॥

খাও। **চিহ্নিআঁ**—চিনিয়া। **থান**—প্রা° 'থাণ'। **বড়ায়িক**—বড়াইকে। **চড়ে**—প্রা° 'চবিড়'। একার বিভক্তিচিহ্ন। চপেটাঘাত।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৫

১। **কোপেঁ**—ক্রোধের উত্তেজনায়। **কভোঁ**—কখনও, কদাপি। **হাথে**—হস্তদ্বারা। **ছুইল**—প্রা° √ ছিব (স্পৃশ্)। স্পর্শ করিল। **গালিহো**—গালিও, তিরস্কার-বাক্যও। **সাসুড়ী**—শাশুড়ী, শ্বশ্রূ। **আহ্মী**—ম° 'আম্হী'। আমি। **বএসে**—বয়সে। **খাইবোঁ**—খাইব। **বিস**—প্রা°। বিষ। **জাইব**—যাইব। **ল**—সম্বোধনসূচক 'আল', 'আলো' প্রভৃতি শব্দের রূপভেদ। মিথিলার উত্তরে পুং-স্ত্রী উভয় লিঙ্গেই প্রযুক্ত হয়। বিদ্যাপতিতে,—

মাধব বুঝ সবে অবধারি লো।

আলো শিব শম্ভু তুমী শিব শম্ভু
তুমি যে বধিলো পচ বানে॥

প্রাচীন পদে,—

ওলো বন্ধু তুমি রে সুজন।
তোমার পিরীতে দিব জাতি কুল মান॥
(জয়রাম দাস)

ওহে, হে।

না থাকিব তোর থানে ইত্যাদি—(ফলিতার্থ) কানাই, আমি তোমার ত্রিসীমায় থাকিব না, তোমার জন্য আমি দেশত্যাগিনী হইব।

২। **চিন্তিলোঁ**—চিন্তা করিলাম। **তবেঁহো**—তবে-ও, তাই। **বুইলেঁ**—বলিল। **দেহত**—দেহে। **পীত**—পিত্তনাড়ী থাকাতেই ঘৃণা, লজ্জা, ধিক্কার প্রভৃতি বোধ হইয়া থাকে। **তোহ্মার দেহত** ইত্যাদি—কানাই, তোমার শরীরে কি 'ঘেন্নাপিত্তির' লেশ মাত্র নাই?

৩। **কার্জে**—কার্য্যে। **গেলোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

বলর গর্ব্বত পূর্ব্বকালে মই
গৈলোঁ দণ্ডকার বন॥

গেলাম, গমন করিলাম।

৪। **গরল বচন**—বিষতুল্য বাক্য, কটু কথা। **শুণিআঁ**—শুনিয়া। **করিব**—করিবে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৬

১। **আপরাধ**—অপরাধ, দোষ। **মারিআঁ**—আঘাত করিয়া। **সাধীল**—সাধিল, সাধন করিল। **আপণ**—প্রা° 'অপ্‌পণো' (আত্মনঃ)। স্বকীয়।

যে না—প্রা° 'জে' (যে) এবং 'না' নিশ্চয়ে।

২। **হনুমন্তা**—প্রা° 'হণুমন্ত'। হনূমান্। **তেহেন**—বিদ্যাপতিতে,—

যেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ।

তেমন, সেইরূপ। **দূতা**—দূতী। **ভাঁগিল**—ভগ্ন। তুল° 'খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়' (প°ক°ত°)। **পুনী**—পুনঃ। **যোড়াইতেঁ**—জোড়া দিতে, সংযোজিত করিতে। **শকতা**—সমর্থা। **শুঁচী**—ছুঁচ, সূচী। **বাটিআ**—স° 'বট' (রজ্জু)। শণ অথবা পাট-নির্ম্মিত দড়ি। **বহাএ**—চালায়, প্রবেশ করায়। **খাএ**—খায়।

৩। **পাঠাইলোঁ**—পাঠাইলাম। পুথিতে 'পাঠাইবোঁ'। **কীষে**—প্রা°

'কিস'। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে 'কীষ্', 'কীস্'। কেন, কি নিমিত্ত। **তুলী**—তুলিয়া। **খাইলোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

রাক্ষসে সহিতে যজ্ঞ চয় করি
অনেক ঋষিক খাইলোঁ ॥

বীষে—বিষ। **খাইলে**—প্রথম পুরুষের ক্রিয়া। **পরসাদ**—প্রসাদ, আদর। **অসংঘট**—অঘটনীয়। **সংঘট**—ঘটনা। **করাএ**—করায়।

৪। **মেলাইবোঁ**—মিলিত করিব।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৭

বড়ায়িক—বড়াইকে। **খীর**—প্রা°। ক্ষীর। **যোগাইবোঁ**—সরবরাহ করিব। **ঘরত**—ঘরে। **রাখিআঁ**—রক্ষা করিয়া, আশ্রয় দিয়া। **করিআঁ**—শৌরসেনী প্রা° 'করিঅ'। চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়ে 'করিঅ', 'করিআ'। করিয়া। **তোষে**—সন্তোষ বিধান। **খণ্ডাইবোঁ**—খণ্ডন করিব, ক্ষালন করিব।

১। **করিলোঁ**—নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

প্রণাম করিলোঁ আমি ধরিয়া চরণ।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

করিলোঁ সুদৃঢ় চিত্তে রামকেসে সেব।

কৃ° রা°এ 'করিলাঙ'। করিলাম। **যতনে**—প্রযত্ন। **বুলিলোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

আপুনি চলিবোঁ রামক নেদিবোঁ
বুলিলোঁ দৃঢ় বচন।

বলিলাম। **তাহাত**—তাহাতে। **মুগধী**—বিদ্যাপতিতে 'মুগধিনী'। মুগ্ধা, সরলস্বভাবা। **না পাতিল কানে**—কান দিল না, মনোযোগ করিল না।

মাইল—মারিলেক, মারিল। **আপমান**—অপমান। **কাহার**—প্রা°

কিং (কিম্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে 'কাণং', 'কাণ'; এই 'কাণ' হইতে কার তথা কাহার হওয়া সম্ভব।

২। **বীর দাপ**—প্রা° 'দপ্প'। বীরদর্প, আস্ফালন-বাক্য। **সোঁঅরিতেঁ**—বিদ্যাপতিতে 'সুমরইত'। স্মরণ করিতে। **এখোহি**—এক-ও, একজনকেও। **মাঅ**—প্রা° 'মাআ' (মাতৃ)। **বাপ**—'বপ্পো ... পিতেত্যন্যে'—দেশীনামমালা। **এখোহি না রাখিলেক** ইত্যাদি—তোমার পিতা মাতা কাহাকেও বাকী রাখিল না অর্থাৎ তাহাদিগকেও যত পারিল, মন্দ বলিল। **গরজিলী**—স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয়। গর্জ্জিয়া উঠিল।

৩। **হাণে কুলে**—এ হেন বংশে (?)। **পাটাবুকী**—প্রা° পৈ°এ 'পত্থর বিত্থর হিঅলা' (প্রস্তরবিস্তৃত-হৃদয়ঃ) ১।১৬৬। পাটার ন্যায় বিস্তৃত বুক যে স্ত্রীর, নির্ভীকা। 'ডাকা-বুকা' শব্দ তুলনীয়। **তিরী**—ও° 'স্তিরী' বা 'তিরী'। স্ত্রীলোক। **পালটি**—প্রা° 'পল্লট্টি' (পুনরাবৃত্য)। বিদ্যাপতিতে 'হৃদয়ে বুঝাএল পলটি নিহারি', 'পলটি বৈসাওল কনক কটোরা'। ফিরিয়া। **দেখোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তোমার প্রসাদে দেখোঁ আমিও রামক ॥

সুন্দরাকাণ্ডে,—

মুখ তুলি মাত সরস বদনী
দেখোঁ মই চন্দ্রোদয়।

দেখি, দেখিব।

৪। **বিকে**—বিক্রয়ার্থ। **মথুরাক**—কবি শঙ্করকৃত গুরুদক্ষিণাতে,—

গুরু দক্ষিনা দিয়া আমি মথুরাকে জাব।—(পুথি)

'ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন।[১] সংস্কৃত ভাষাতেও গত্যর্থ ধাতুর প্রাপ্ত্যর্থে কর্ম্ম-সংজ্ঞার ব্যবস্থা আছে। কেহ কেহ এই 'ক' প্রত্যয় সপ্তমীর অর্থে প্রযুক্ত মনে করেন। **দিতেঁ**—দিবার নিমিত্ত। **তবেঁসি**—তবেই, তা হ'লেই। **পালাএ**—পলায়ন করে, অন্তর্হিত হয়। **গাএ**—গায়, গান করে।

১। বিভক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্পাদকীয় উক্তি-মধ্যে দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৮

১। **বসী**—বসিয়া, অবস্থিতি করিয়া। **দান ছলেঁ**—শুল্ক (মাশুল) সংগ্রহের ভাণ করিয়া। **রাখিবোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে 'রাখিবোঁ যজ্ঞ তোমার'। আগ্‌লাইব, রক্ষা করিব। **লুড়িআঁ**—লুটিয়া, লুণ্ঠন করিয়া। **কাঢ়ী**—প্রা॰ 'কড্‌ঢিঅ' (কর্ষিত্বা)। মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যা-কাণ্ডে,—

মহেশর হাতর ত্রিশূল কাঢ়ি লৈবোঁ ॥

ছিনাইয়া, বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া। **লৈবোঁ**—লইব। **সাতেসরী**—অসমীয়া রামায়ণে,—

গ্রীবাত তোহোর দিব সাতেসরি হার।

ঘোষা কীর্ত্তনে,—

কণ্ঠে লড়ে সাতসরি লম্বলাসে কাঢ়ে ভরি
আগ বাঢ়ি পাছে গুচি যান্ত।

সপ্তকণ্ঠী। **হার**—তৎসম শব্দ।

বাটেত—পদটিতে দুইবার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। পথে। **সৃজিআঁ**—নির্ম্মাণ করিয়া। **সাধিব**—প্রতিষ্ঠাপিত করিব। **বাটেত সৃজিআঁ দান** ইত্যাদি—পথে মাশুল গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাকে অপমানিত করিয়া, তোমার আমার সম্ভ্রম বজায় করিব।

২। **ধরিহ**—ধরিও, গ্রহণ করিও। **হআঁ**—হইয়া। **সংহতী**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তোমার সঙ্গতি হৈবোঁ মোর এহি সার।

সাথী। **চলি জাইহ**—চ'লে যেও, গমন করিও। **আহ্মাক**—আমাকে। **তোষিহ রাধার মনে**—রাধার মনস্তুষ্টি করিও।

৩। **ছাড়াইবোঁ**—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিব। **কাঞ্চুলী**—প্রা॰ 'কঞ্চু-লিআ'। কাঁচুলী, বক্ষাবরণভেদ। **চীর**—বিদীর্ণ, ছিন্ন। **দিবোঁ**—দিব। **যাইবোঁ**—যাইব।

৪। **পাছেত**—এখানেও দুই বার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। পরে। **হাণিআঁ**—প্রা° পৈ°এ 'হনিঅ' (হত্বা) ২।১৬৫। আঘাত করিয়া।

রহিবোঁ—রহিব, অবস্থান করিব। **ধরি**—প্রা° পৈ° ১১৭, ১১৯। **করিহলি**—করিও।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৯

আধায় সাদরং চিত্তে ইত্যাদি শ্লোক—দামোদরের বাসনা সাদরে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া কপট-কুশলা বৃদ্ধা মধুর বচনে রাধাকে বলিল।

১। **বিমতী**—কুমতি, কুবুদ্ধি। **তেজিআঁ**—ত্যাগ করিয়া। **জাই**—যাই। **তেঁউ**—তাই, সেই জন্য। **গো**—দেশী প্রা°। সম্বোধনসূচক অব্যয়। **সব গোপী লআঁ রাধা** ইত্যাদি—ওগো রাধা, গোপীদিগের সহিত যুক্তি পরামর্শ করিয়া, তাই (শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে গমন করিয়াছেন এবং পথ বিঘ্নশূন্য বলিয়া) মনের উল্লাসে মথুরা যাইতেছি। অথবা ওগো রাধা, কানাই গৃহে গমন করিয়াছেন, গোপীদের সহিত বিচার-বিতর্কে পথ বিঘ্নশূন্য সাব্যস্ত হইয়াছে, সেইজন্য ইত্যাদি।

২। **সখিগণ**—সখীগণ।

৩। **বিকলিআঁ**—মৃচ্ছকটিকে 'বিক্কিণিঅ', 'বিক্রণিঅ'। বিক্রয় করিয়া। **ঘরক**—ঘরে, গৃহে। **ঝাঁটে**—অসমীয়া রামায়ণে,—

ঝাণ্টে গুচি যাওঁ আমি আনো বনান্তর।

ঝটিতি, শীঘ্র।

৪। **হেন মতে**—এইরূপে। **কৌড়ী**—প্রা° 'কবড্ড' (কপর্দ্দক); চর্য্যাপদে 'কবড়ী'। কড়ী, বিক্রয়লব্ধ অর্থ। **আণিআঁ**—আনিয়া। **দেএ**—দেয়।

কালক্ষেপাসহঃ শুচি ইত্যাদি শ্লোক—রাধা-বিরহে মনোজশরকাতর মাধব কালক্ষেপে অসহমান হইয়া বৃদ্ধা-সমীপে গমন করত বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩০

১। **আশোআশে**—আশ্বাসে। **চৌখে**—চক্ষে। **নিন্দ**—প্রা° 'ণিদ্দা', 'ণেদ্দা'। চর্য্যাপদে 'নিংদ', 'নিদ'। নিদ্রা। **ভাণ্ডহ**—ভাঁড়াইতেছ,

প্রতারণা করিতেছ। **বচন আহ্মারে** ইত্যাদি—আমায় কথা দিয়া কেন ভাঁড়াইতেছ? **এভোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

এভোঁ তই লখাই দেশক চলি যাহা ॥

এখনও। **করাইলেঁ**—করাইলে।

মাহাদাণী—'দানী' শব্দে যে শুল্ক বা মাশুল আদায় করে। প্রধান (মাহা) শুল্কসংগ্রাহক। **আহ্মে**—চর্য্যাপদে 'অহ্মে' (বহুবচনের পদ); টীকায় 'আহ্মে'।

১। **কালি**—প্রা° 'কল্ল' (কল্য); মৈ° 'কাল্হি'; ওঁ° ও অস° 'কালি'। **বড়য়ি**—বিদ্যাপতিতে 'এ বড়ি সাহস তোর' (কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)। অতি। **বিহাণী**—দেশী প্রা° 'বিহাণ'। প্রত্যূষ। **সোঁঅরিহ**—স্মরণ করিও, মনে রাখিও। **সুত**—শয়ন কর। **চলিহ**—যাইও।

৩। **অন্তরে**—হৃদয়ে। **বাঢ়এ**—বাড়িতেছে, বর্দ্ধিত হইতেছে। **রহিতেঁ**—থাকিতে। **যতেক**—প্রা° 'জেত্তিঅ', 'জেত্তক'।

৪। **খর শীতল**—তীব্র ও স্নিগ্ধ। 'নরম-গরম', 'মিঠে-কড়া' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। **গঞ্জিহ**—ভর্ৎসনা করিও, তিরস্কার করিও।

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য ইত্যাদি শ্লোক—কপট-পটু বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যু-জননীকে রাধার মথুরা গমনের কথা বলিল।

১। **সাঁঝ**—প্রা° 'সঞ্ঝা', 'সংঝা'। সন্ধ্যা। **সমএ**—প্রা° 'সমঅ' শব্দের উত্তর সপ্তমীর এ প্রত্যয়। **মাএ**—মাতাকে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩১

নঠ—আর্ষ প্রা° 'ণট্ঠ'। নষ্ট। **হএ**—হইতেছে। **জুআএ**—যোগ্য হয়।

সহি—প্রা° 'সহী' শব্দ। সখী।

২। **ভাবিআঁ**—ভাবিয়া। **করী**—চর্য্যাপদে 'করী', 'করি'। **বিণী**—বিনা। **বিকীএঁ**—বিক্রয় দ্বারা, বিক্রয়ে। **বিণী বিকীএঁ হএ** ইত্যাদি—দধি দুগ্ধাদি বিক্রয় বিনা কি গোয়ালার ধন হয়? **চাহী**—প্রার্থনা

করি। **নিতে**—লইতে। **চাহোঁ**—চৈ° ভা° এ 'চাহোঁ', 'চাঙ'। চাই, ইচ্ছা করি। **রাহী**—বিদ্যাপতিতে 'রাহি', 'রাহী'। রাধা।

৩। **আপুণী**—স্বয়ং। **সংহতি**—সঙ্গে। **তাহারে**—তাহার। তুল° 'তোরে বোলে দূতী তেজল নিজ গেহ', 'জতনে আনল কাহ্ন তোরে দোষে গেল' (বিদ্যাপতি)। **কেহো**—কেহ। **বহু**—প্রা° 'বহূ'। মানভূম অঞ্চলে 'বহু' শব্দ প্রচলিত। বউ, বধূ। **ঝি**—প্রা° 'ধীআ'; পা° 'ধিতা', 'ধী'। দুহিতা। **লইআঁ**—চর্য্যাপদে। লইয়া। **রাধাহো**—রাধাকেও।

৪। **রাধিকাক প্রতী**—'প্রতি' শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় এবং 'ক' ষষ্ঠীর চিহ্ন। রাধিকার প্রতি। **হেন মতেঁ আইহন মাএর** ইত্যাদি—এইরূপে বড়াই রাধার প্রতি আয়ানের মা'র (মথুরার হাটে যাইবার) অনুমতি আনিয়া দিল। **গতী**—শূন্যপুরাণে 'সঙ্গে চারি সঅ গতি'। ধর্ম্মানুচর, সেবক।

১। **ঘোলেঁ**—'ঘোল' অর্থে মথিত দধি বা তক্র। 'এঁ' তৃতীয়ার চিহ্ন। **সাজিআঁ**—সজ্জিত করিয়া। **লাস বেশ**—প্রা° 'লাস' (লাস্য)। মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

> লাস বেশ করি নর নারী সমুদাই।
> রাম আসিবার শুনি আথে বেথে যাই॥

কৃত্তিবাসে,—

> নাশে বেশে রামের কাছে থাকিহ তপোবন।

বিলাস-বেশ। **করে**—চর্য্যাপদে 'করেই' (করোতি)।

বড়ায়ির—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

> এই লিখন দিস তোর বরাইর বরাবর।

২। **আনত**—অবনত। **আধ**—প্রা° 'অদ্ধ'। অর্দ্ধ। **আনত কপাল তার** ইত্যাদি—তাহার অবনত ললাট অষ্টমীর চন্দ্রকে পরাজিত করে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩২

মহুল—প্রা° 'মহুঅ'; হি° ও ও° 'মহুআ'। আরণ্য তরুবিশেষ। উহার পুষ্প হেমবর্ণ ও বর্ত্তুলাকার। **কপোল যুগল তার** ইত্যাদি—তাহার গণ্ডদ্বয় (নবপ্রস্ফুটিত) মধূকবৎ অর্থাৎ মহুআ ফুলের ন্যায় সুগোল ও গৌরবর্ণ। **বন্ধুলী**—দুপহরিআ ফুল, রক্তবর্ণ পুষ্পভেদ। **তুল**—প্রা° 'তুল্ল'। তুল্য।

৩। **পয়োভার**—মাধবকন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে 'তনভার'। পয়োধর।

৪। **থল কমল**—স্থলপদ্ম। 'থল' প্রা° রূপ।

তাম্বূলখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

দানখণ্ড

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৩

অত্রান্তরে তত্র ইত্যাদি—ইত্যবসরে যমুনা-তটের সমীপবর্ত্তী পথে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধিকার মধুর অধরোষ্ঠ-পানে সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধার সহিত কথোপকথন করিলেন।

১। **বিরোধে**—অবরোধ করে। **না**—প্রশ্নে। **যাসি**—সং 'যাসি'; প্রাং 'জাসি'। চর্য্যাপদে,—

আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ।

বিদ্যাপতিতে,—

পুনু চলি আবসি পুনু চলি জাসি।

যাইতেছ। **যমুনার ঘাটে নিকটে** ইত্যাদি—যমুনার ঘাটের নিকটে থাকিয়া কৃষ্ণ পথ রোধ করেন এবং বড়াইকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—গোপ-বধূদের লইয়া কোথায় যাও?

ছাওয়াল—প্রাচীন সাহিত্যে 'ছাওয়াল' শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বঙ্গের প্রদেশবিশেষে উহা অদ্যাপি প্রচলিত। অসং 'ছৱাল'। শিশু। **বিরোধসি**—অবরোধ করিতেছ। **কিকে**—মাধবকন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বিচনির বাবে মেরু টলিবন্ত কিক॥

নিমিত্তার্থে 'কে' প্রত্যয়। কেন, কি নিমিত্ত।

৩। **করসি**—কৃং চং ৩।৫৬, ৮।৪৭; বিদ্যাপতিতে,—

জানসি তব কাহে করসি পুছারি।

কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।

করিতেছ। **একে একেঁ**—প্রত্যেকে। **আপোঙষ**—কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীতে,[১]—

তণ্ডুল কারণে ধান্য গোপতে আপসে ॥

ধান্য আপসিতে শব্দ শবদ উঠিল।

(১১শ স্ক°, ৯ম অ°)

কণ্ডিত, দণ্ডাহত। **হৈবোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

দুখর সহায় হৈবোঁ যোগাইবোহোঁ ফল।

হইব। **জাইবেঁ**—যাইবে। **মার**—মারা, বিনষ্ট। **মোএঁ আপোঙষ হৈবোঁ** ইত্যাদি—আমায় প্রহার দিবে এবং তোমায়ও মারিয়া ফেলিবে।

৪। **পড়িআঁ**—পড়িয়া, পতিত হইয়া। **ছাড়**—প্রা° √ছড্ড্, মোচনে। ত্যাগ কর। **পতি**—প্রতি, পক্ষে। **যোগ**—যোগ্য।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৪

১। **সিশের**—সিঁথার, শীর্ষের। **লাসে**—শোভা পায়। **চিহ্নসি**—চিনিতেছ, জানিতেছ। **তোঞিঁ**—অস° 'তই'। তুমি। **সিশের সিন্দূর তোর লাসে** ইত্যাদি—তোমার ললাটে সিন্দূর শোভা পাইতেছে, মস্তকে কেশ সুবিন্যস্ত রহিয়াছে (অর্থাৎ তুমি বালিকা নহ); আমি গোপীগণের প্রিয়, আমায় তুমি চিন না !

পরমাণে—প্রমাণসিদ্ধ। **আন**—সরহপাদকৃত চর্য্যাপদে 'অন উপায়ে পার ণ জাই'। **ভানে** (ভাণ)—জ্ঞান। **দান আহ্মার পরমাণে** ইত্যাদি—রাধা, আমার দান প্রমাণানুমোদিত, মনে অন্য ধারণা করিও না—অর্থাৎ আমার দানের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইও না।

২। **তোএঁ**—চর্য্যাপদে 'তোএ'। তুমি। **যাসী**—যাইতেছ। **ধাআঁ ধাআঁ**—ধাইয়া, ধাবিত হইয়া। **পালাসী**—মৃচ্ছকটিকে 'পলাঅশি', 'পলাশি'। পলায়ন করিতেছ। **ঘৃত দুধ লআঁ** ইত্যাদি—ঘৃত দুগ্ধাদি লইয়া

১ বঙ্গবাসী সংস্করণ।

ত্বরিতপদে মথুরা পলাইতেছ। **ছাড়ি**—চর্য্যাপদে 'চ্ছাড়ী'। **জাইবি**—যাইবে।

৩। **সুচিত্রক**—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

সুচিত্র বেণী দুলিছে জনি
কপিলা চামর পারা।

সুন্দর, সুদৃশ্য। **বাএ**—বায়ুতে। **হালে**—চৈ° ভা°এ। কাঁপে, কম্পিত হয়। **তা**—কাহ্নুপাদকৃত চর্য্যাপদে, 'তা দেখি কাহ্নু বিমন ভাইলা'। তাহা। **টলে**—বিচলিত হয়। **ডাকর**—'টিগ্‌ঘরো থেরে' (টিগ্‌ঘরো স্থবিরঃ), দেশী নামমালা। নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

দিগল ডাঙ্গর খোপা কাটিতে না পাইল চোপা
করিতে না পাইলু বিড়ম্বন।—(পুথি)

আধুনিক বা° 'ডাগর'। বৃহৎ। **ডালিম**—প্রা°। দাড়িম্ব। **নান্দসুত**—নন্দসুত, শ্রীকৃষ্ণ। **কাহ্নাঞিকে**—'কে' চতুর্থীবিহিত প্রা° 'কএ' প্রত্যয়েরই রূপভেদ। **রুচে**—রুচিকর হয়, স্পৃহণীয় হয়।

৪। **সুঝি**—বা° √ শুজ (স° শুধ্), পরিশোধে। নারায়ণ দেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

কালি জত বিড়ম্বিনু তোরে সেহি **সুঝাইল** মোরে
ধিক জাউক আমার জীবনে।—(পুথি)

শঙ্কর দেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

তোমার গুণক আমি **সুজিতে** নপারি॥

মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

তসু উপকার নপারিবো **শুজিবাক**।

পরিশোধ করিয়া। **মোর না কর**—আমায় করিও না।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া আধিমতী কৃশাঙ্গী রাধা কাঁপিতে কাঁপিতে বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৫

১। **বড়ায়ি**—রাধাকৃষ্ণ-মিলনের সহায় বৃন্দাবনস্থ বৃদ্ধা রমণী। কেহ কেহ ইহাঁকে যোগমায়া বলেন (৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। **এগার**—পা° ও প্রা° 'এগারহ'। **নলিনী দল কোঁঅলী**—তুল° 'নবনীদল কোঁমল আহ্মার দেহে' (পৃ° ২১)। **দেখি**—চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, ৭ ও ৪২ সংখ্যক পদে। **হারাএ**—হারায়, খোয়ায়।

মোকে—'কে' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। উহা প্রাকৃত নিমিত্তার্থ 'কএ' প্রত্যয়ের রূপান্তর। **মাঙ্গে**—মাগে, প্রার্থনা বা যাচ্ঞা করে। **পরসিলেঁ**—স্পর্শ করিলে। **তেজিবোঁ**—ত্যাগ করিব।

২। **বাটে**—চর্য্যাপদে 'বাটএ'। **আহ্মাকে**—নিমিত্তার্থ চতুর্থীর 'কে' (প্রা° কএ) প্রত্যয় দ্বিতীয়াতে প্রযুক্ত হইয়াছে। **পরিহাস করে দান ছলে**—মাশুল গ্রহণের নামে রহস্য করে। **ভাঁগিতেঁ**—ভগ্ন করিতে, ছিন্ন করিতে। **কাঞ্চুলী ভাঁগিতেঁ** ইত্যাদি—বলপূর্ব্বক বক্ষাবরণ উন্মোচন করিতে চায়।

৩। **ছাড়ী**—শান্তিপাদকৃত চর্য্যাপদে 'বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলে থেউ সংকেলিউ'। ত্যাগ করিয়া। **কেহ্নে**—রাজেন্দ্র দাসের আদিপর্ব্বে,—

অধর্ম্ম কর্ম্মেত কেহ্নে মোর অভিরুচি।

ব্রাহ্মণীর প্রতি কেহ্নে মোর গৈল চিত্ত॥

কেন। **বোলএ**—প্রা° √বোল্ল, কথনে। বলে'। **ধামালী**—প্রাচীন সাহিত্যে ক্রীড়ার্থে 'ধামালি' শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক। বিদ্যাপতিতে 'ধমারি'; মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে 'ধেমালি'। কৃত্তিবাসী রামায়ণে,—

আমা সনে রাবণ তোর কিসের ঢামালি।

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

রাধা কানুর ধামালী দেখিয়া সব সখী।

নয়নে বসন দিয়া ঘন হাস্যমুখী॥

দুঃখী শ্যামদাসকৃত গোবিন্দমঙ্গলে,—

রাখাল হইয়া জান এতেক ঢামালি ॥

রঙ্গরস, পরিহাস-বাক্য। **খঁনে**—প্রা° 'খণে'।

৪। **সুণ**—প্রা° 'সুণু' (শৃণু)। শুন। **নিষধহ**—নিবারণ কর। **তেজুক**—ত্যাগ করুক। **পতিআশে**—প্রত্যাশা।

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে রাধিকার উক্তি শ্রবণ করিয়া চতুর সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এই কথা বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৬

১। **সমুখে**—সম্মুখে। **পুছোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

স্বয়ম্প্রভা বোলন্ত তোমাত পুছোঁ কায।

বসসি—থাক', অবস্থিতি কর। **ঘর**—পশ্চিমরাঢ়ে নিবাস অর্থে প্রচলিত। **কোমণ**—'কমণ' এই শব্দেরই রূপভেদ (১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। কোন্।

২। **থাকোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মাজ করি গলে বান্ধি থাকোঁ রাতি গোট ॥

এভো বনে গৈয়া থাকোঁ রামর লগতে ॥

থাকি, অবস্থিতি করি। **জাতী**—জাতি। **পুছহ**—জিজ্ঞাসা করিতেছ। **কিকে**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

চল যাওঁ শয্যাক পুছস আব কিক।

কেন, কি নিমিত্ত। নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত এই 'কে' এবং প্রাকৃতের 'কএ' প্রত্যয় অভিন্ন। **ষোল**—প্রা° 'সোলহ'।

৩। **ওলাহা**—কৃত্তিবাসী যোগাদ্যার বন্দনাতে,—

ওলাও পসরা শঙ্খ দেখিব কেমন।—(পুথি)

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কি দেখি গোরস আগু ওলাহ সম্মুখে।

দুঃখী শ্যামদাসকৃত গোবিন্দমঙ্গলে,—

পসরা উলাও রাধে বৈস মোর আগে ॥

ও° 'ওহ্লা'। নামাও, অবতারিত কর। 'ওলাউঠা' শব্দ তুল°। মিল্‌মিলে হাম প্রভৃতি পীড়ার অন্তে উদরাময় হইলে তাহাকে 'ওলানি' দেওয়া বলে। **চুপড়ী**—বংশাদি-নির্ম্মিত আধার-ভেদ। **বথু**—প্রা° 'বত্থু'; সিন্ধী 'বথু'। বস্তু। **জাহা**—অসমীয়া রামায়ণে,—

কৈক যাহা মাৱ আমাসাক পরিহরি।

কোন দোষে প্রভু মোক পরিহরি যাহাঁ।

যাও, যাইতেছ। **বিচারা**—হিসাব, বিবরণ।

৪। **চাহ**—প্রার্থনা কর।

৫। **জাণসি**—বিদ্যাপতিতে,—

জানসি তব কাহে করসি পুছারি।

জানিস্, জানিতেছ। **ষোল পণ**—কুড়ি গণ্ডায় এক পণ এবং ষোল পণে এক কাহন। **মাহাদান**—মাশুল, শুল্কভেদ।

৬। **বিপরীত**—অসঙ্গত। **বিথর কালে বিথর শুণী** ইত্যাদি—মথুরার পথে দধি দুগ্ধের কর সংগ্রহ জন্য অনেক সময়ে মহাদানী নিযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ অসঙ্গত কথা বহু বার শুনিয়াছি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৭

৭। **বড়ী**—বিদ্যাপতি ও রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলাদিতে 'বড়ি'। বড়, অতি। **পাঞ্জী**—শুল্ক-পঞ্জী। Tariff। **আপণ**—আপনাকে। **মাণ**—প্রা°। মান, সম্ভ্রম। **আজলী রাধা তোঁ আবালী** ইত্যাদি—রাধা, তুমি ভারি খুকী, কিছুই যেন জান না! আপনাকে চিনে এই পাঁজির প্রমাণ দান দিয়ে যাও এবং আপনার মান বাঁচাও।

পুরুবে—পূর্ব্বে। **শুণীএ**—শুনিয়াছি। **বা**—উপমায়। **বাঁসল**—অধিবাসী। **কড়ী**—'কৌড়ী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৫৬)। **পুরুবেঁ শুণীএ বা রামরাজ্য** ইত্যাদি—পূর্ব্বে শুনিয়াছি, কংসের দেশ রামরাজ্যে পরিণত হইল (অর্থাৎ কংসশাসিত দেশে রামরাজ্যের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল)।

১৬। **আচারিজ**—পা° ও প্রা° 'আচরিয' । আচার্য্য, ব্যবস্থাপক। **মাএ**—মাতাকে। **শুণ**—শুন।

১। **বুইলোঁ**—বলিলাম। **হাটক**—'মথুরাক' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৫৪)। হাটে। **দুর্জ্জন**—দুষ্টজনপরিবৃত। **আন্তরের**—অন্তরের, মর্ম্মের। **বোল**—ক° মংতে। **বোল দিআ। তোএঁ** ইত্যাদি—আমার মর্ম্মবৈরী তুমি, কথার ছলে (ভুলাইয়া) আমায় এখানে আনিলে।

১। **ণাম্বাআঁ**—শূ° পু° ও চৈ°ভা°এ অবতরণ করিয়া অর্থে 'নাম্বিয়া' শব্দের প্রয়োগ আছে। নামাইয়া, অবতারিত করিয়া। **ভাগিআ**—ভগ্ন করিয়া, ছিন্ন করিয়া। **বিগুতিল**—মাধবকন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

রামের বৈরক আজি বিগুতিয়া মারোঁ॥

সুন্দরাকাণ্ডে,—

হেন মতে সীতা তোক বিগুতিয়া খাইবো॥

নিপীড়িত করিল, বিমর্দ্দিত করিল।

বিধাতাএ—'এ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। **কত**—প্রা° 'কেত্তিঅ', 'কত্তো' (কিয়ৎ)। **ভুঞ্জিতেঁ**—উপভোগ করিতে। **কোহ্নো**—কোনও। **পাইলোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কত জন্ম পুণ্যে মই হেন পুত্র পাইলোঁ॥

২। **দিলোঁ**—শঙ্করদেবকৃত অনাদিপাতনে,—

বামন পুরাণ কিছু মিশ্র দিলো তাত।

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

তুলিতালি বর করি দিলোঁ জানকীক।

দিলাম। **সাঠীহারে**—ষষ্ঠ রাত্রে কৃত্য জাতকর্ম্মকালে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, বিধাতা পুরুষ আহূত হইয়া ঐ সময় প্রসূত সন্তানের অদৃষ্ট-লিপি লিখিয়া

দেন। **করলোঁ**—করিলাম। **খণ্ডব্রত**—অঙ্গহীন ব্রত। **জরমত**—'ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **তেঁ**—তন্নিমিত্ত। **পোএ**—প্রাকৃতলক্ষ্মীতে 'পোঅ' (পোত)। 'এ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। তামিল 'পৈয়ন'; তেলুগু 'পৈয়'; ও° 'পুঅ'। পুত্র। পশ্চিমরাঢ়ে প্রচলিত 'পুআ' (গাছের চারা) শব্দ তুল°।

৩। **খঅ**—প্রা°। ক্ষয়, নাশ। **জরম গেল করমের** ইত্যাদি—কাল কানাইর হাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই নাশ পাইল, জন্মটা বৃথায় গেল। **পেলাইবোঁ**—ফেলিয়া দিব। **মুছিবোঁ**—বা° √মুছ (মৃজ্), মার্জ্জনে। **মাথে**—মস্তকের। **মুকুট ভাঁগিআঁ সব** ইত্যাদি—মুকুটাদি যত অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিব এবং সিঁথার সিন্দূর মুছিয়া ফেলিব। **রহাএ**—আটকায়, (বলপূর্ব্বক) অবস্থিতি করায়। **নারেঁা**—পশ্চিমরাঢ়ে 'নারি' তথা 'লারি' শব্দ প্রচলিত। পারি না। **জণি**—বিদ্যাপতিতে,—

এ সখি এ সখি লই জনি যাহ।

—(কাব্যবিশারদ-কৃত সংস্করণ)

(মিথিলার পাঠ—'অহে সখি অহে লই জনু জাহে'।)

গোবিন্দদাসে,—

একলি বোলি করহ জনি বাধ॥

যেন না। **এহাক**—'ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। ইহা।

৪। **এড়ু**—ত্যাগ করুক। **দিআরু**—দিউক। **মেলানী**—বিদ্যাপতিতে,—

লাজ ডর নাহি তো পরানী
দে মেরানী রে॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

মেলানী মাগিয়া গৈলা আপোনার থান॥

বিদায়। অশুভসূচক, এই ধারণায় 'বিদায়'এর পরিবর্ত্তে মিলনার্থ 'মেলানি' শব্দের প্রয়োগ বিহিত হইয়া থাকিবে। আমরা 'যাই' না বলিয়া 'আসি' বলি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৯

সুণিলেঁ—শুনিলে। **উলটি**—বা° √উলট'র উত্তর 'ই' প্রত্যয়। শৌরসেনী ভাষাতে 'ক্ত্বা' প্রত্যয় স্থানে 'ইঅ' আদেশ হয় (প্রা° প্র°, ১২।৯)। বাঙ্গালা, মৈথিলী, প্রাচীন অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর 'ই' বা 'ইআ' প্রত্যয় প্রাকৃতেরই অনুরূপ। হেমচন্দ্রকৃত দেশীশব্দসংগ্রহে 'অল্লট্টপলট্টমঙ্গপরিবত্তে' (অল্লট্টপলট্টং পার্শ্বপরিবর্ত্তনম্) ফিরিয়া। **বসিআ**—প্রা° 'উপবিসিঅ' (উপবিশ্য)। **ছাড়এ**—প্রা° 'হসএ', 'করএ', 'পঢ়এ' প্রভৃতির ন্যায় (বররুচি—৭।৫ এবং সিদ্ধহেমচন্দ্র ৮।৩।১৪৫)। ছাড়িতে লাগিলেন, ত্যাগ করিতে লাগিলেন। **নিশাসে**—নিশ্বাস।

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে রাধিকার উক্তি শ্রবণ করিয়া সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অঞ্চল মোচন পূর্ব্বক রাধিকাকে এই কথা কহিলেন।

১। **উলটিআঁ**—পূর্ব্বে 'উলটি' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **পিঠী**—প্রা° 'পিট্‌ঠি'। পৃষ্ঠ। **উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী**—বিমুখ হইয়া বসিলে। **সুচক**—সূক্ষ্মাগ্র, উন্নত। **রুচক**—রোচক। **কুচের বাটুল**—কুচ-মণ্ডল। **তাতা**—প্রা° 'তত্ত'। তাহাতে। **দিঠী**—প্রা° 'দিট্‌ঠি'। দৃষ্টি, চক্ষু। **জীও**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

ইসব অবস্থা দেখি কেনে জীওঁ প্রাণে।

বাঁচিয়া আছি, জীবিত রহিয়াছি। **দিঠী দিঠী চিত্ত** ইত্যাদি—চারি চক্ষুর মিলনে আমার হৃদয় তোমাতে মজিল, তোমার অনুমতির অপেক্ষায় বাঁচিয়া আছি। **তোহোর**—প্রা° পৈ°এ 'তোহর' (তব, যুষ্মাকম্) ২।১৪। **আমিআ**—প্রা° 'অমিঅ'। অমৃত। **পীওঁ**—পান করি।

তেজ—ত্যজ, ত্যাগ কর। **রাগে**—ক্রোধ। **গএ**—স্বনামপ্রসিদ্ধ তীর্থ। গয়াতে। প্রবাদ, মরণান্তর প্রেতযোনি-প্রাপ্ত ব্যক্তির উদ্দেশে গয়াস্থ গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদানাদি করিলে উহার উদ্ধার হয়। গদাসুরের অস্থি-নির্ম্মিত গদা ধারণ করায় বিষ্ণুর এক নাম 'গদাধর' হইয়াছে। **প্রেয়াগে**—তীর্থরাজ প্রয়াগে। আধুনিক এলাহাবাদ।

২। **কত না**—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু।

আছের—'কহিআর', 'দিআর', 'দিআরু' প্রভৃতি পদ তুল°। বিদ্যাপতিতে 'গাবিআরে' আছে। **না চাহ সমুখ দিঠী**—সম্মুখ-দৃষ্টিতে দেখিতেছ না।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৪০

নেহালসি—বা° √নেহাল বা নেহার। দেখিতেছ। **শিরি**—শ্রী, শোভা। **এ রূপ যৌবন কত** ইত্যাদি—হস্তাঙ্গুরীয়কে (তোমার) এই রূপ-যৌবনের শোভা কত দেখিতেছ! **ভাব** ও **পরিতোষ**—ক্রিয়াপদ।

৩। **পদুমিনী**—মূ° ক°এ 'পদুমিণী'। পদ্মিনী। **গুন**—গণনা কর। **কুলেহোঁ**—কুলেও। **পরিহর**—ত্যাগ করিতেছ। **পাছেঁত**—'পাছ' শব্দে দুইবার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। পরে, পশ্চাৎ। **পাছানা**—চেনা, চিহ্নিত করা। **চাহা**—মাধবকন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

শঙ্কা পরিহর মাব ভাল মতে চাহা।

চাও, দেখ। **এ রূপ যৌবন পাছানা** ইত্যাদি—তোমার এই রূপ-যৌবন কেমন, তাহা জানা যাইবে, আমার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া তাকাও।

৪। **পাঅ**—প্রা° 'পঅ'। পদ। **রাতা**—প্রা° 'রত্ত'। বিদ্যাপতিতে,—

নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।

রক্তবর্ণ। **ঈশর**—ঈশ্বর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৪১

১। **নিলজ**—নির্লজ্জ। **ইছাএ**—ইচ্ছায়। **পরাণে বড়ায়ি** ইত্যাদি—প্রাণের বড়াই আমার, ইহার প্রতিবিধান কর (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে মুক্তির একটা উপায় উদ্ভাবন কর—আমায় রক্ষা কর)।

২। **গোত**—প্রা° 'গোত্ত'। গোত্র। **মুণ্ডিলেক**—'খুণ্ডিলেক' হইবে বোধ হয়। খুঁড়িল, খরদৃষ্টি দিল। **তার গোত খুণ্ডিলেক** ইত্যাদি—তার ঝাড়ে-বংশে আমায় কুচক্ষে দেখিল। **কিসকে**—প্রা° 'কিস' শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে 'কে' প্রত্যয়। ও° 'কিসকু'; অস° 'কিসক'। পশ্চিম-রাঢ়ে 'কিস্‌কে' শব্দ প্রচলিত। কেন, কি নিমিত্ত। **বাখানে**—ব্যাখ্যা করে, প্রশংসা করে। **জীউ**—জীবিত রহুক। **আনুপাম**—অনুপম। **বল**—বলবান্। **বীর**—বিক্রমশালী। **মতীএঁ গহন**—বুদ্ধিতে গভীর অর্থাৎ গম্ভীর-বুদ্ধি।

৩। **উদগত**—উদ্গত, উচ্চাটিত। **বুঝিল**—প্রাচীন সাহিত্যে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের স্থানে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। বুঝিলাম। **নাহি ক**—প্রা° 'নত্থি' হইতে নাইঁ—নাহিঁ (কিন্তু প্রা° 'নাহিং' হইতে 'নাহিঁ' হওয়া সহজ) এবং তাহার উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় মনে করাও যাইতে পারে। ক্রিয়াপদের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় প্রাচীন অসমীয়া ও মৈথিলী প্রভৃতিতেও পাওয়া যায়।

৪। **খণ্ডউ**—খণ্ডিত হউক, নিবারিত হউক। **জঞ্জাল**—উপসর্গ, উপদ্রব। **ঠেঠা**—ক° ম° ও দেশীশব্দসংগ্রহে 'টেণ্টা'। নির্লজ্জ।

১। **লইলোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অরণ্যাকাণ্ডে,—

মহাদেবে সহিতে কৈলাস তুলি লৈলোঁ ॥

লইলাম। **বাট দান হাট দান** ইত্যাদি—রাজসরকার হইতে পথকর ও হাটকর আদায়ের বন্দোবস্ত লইলাম। **আইলোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সিকারণে পাচে এরি আইলোঁ যত ধন।

লঙ্কাকাণ্ডে,—

কি মতে বুলিব আইলোঁ রণত পেলাই ॥

চৈ° ভা°এ 'আইলাঙ'। আসিলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৪২

যাহা—যাও, গিয়া থাক। **সুবিধান**—বিধানানুরূপ, বিহিত। **দেহত**—'ত' বাক্যালঙ্কারে। **দিবেহেঁ**—দিবে, দান করিবে। **সুনহ**—শুন। **বিষএ**—অধিকারে। **হইএ**—হই।

২। **লেখে**—লেখায়, গণনায়। **অভরস**—অবিশ্বাস। **বুইল**—বলিলাম। **তোহ্মার কারণে** ইত্যাদি—তোমার সহিত বিলাসের জন্য আমি কর সংগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৩। **নেহত**—'ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

সিনান করিয়া যাও **মহলত** লাগিয়া॥

মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আজিসে **সীতাত** আমি এরিলোঁ প্রত্যাশা।

স্নেহের, প্রেমের। **শত পঞ্চাস**—শত, লাভ এবং পঞ্চাশ, ক্ষতি। **উপেখী**—উপেক্ষা করি, অগ্রাহ্য করি। **নেহত লাগিঅ।** ইত্যাদি—প্রেমের জন্য আমি লাভ লোকসান তুচ্ছ করি (অর্থাৎ তোমার প্রেমের বিনিময়ে আমি ক্ষতি-বৃদ্ধি গণনায় আনি না)। **আপণে**—চর্য্যাপদে 'অপণে'। স্বয়ং।

৪। **লেখা**—গণনা। **খড়ী**—প্রা° 'খড়িঅ' (খটিকা)। **পাড়ী**—পাতিয়া। 'খড়ী পাড়ী', অঙ্ক-পাত করিয়া। **বাকী**—কেহ কেহ শব্দটিকে আরবী মনে করেন, অপরে 'বক্রী'-শব্দজ বলেন। **তোতে**—তোমাতে, তোমার নিকট। **হএ নহে**—হয় নয়, সত্য মিথ্যা।

১। **পুরুব**—পূর্ব্ব। **কালত**—কালে। **ঋষিএঁ**—'এঁ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **বসুলে**—প্রথমার একবচনে। **নিআঁ**—লইয়া। **থুইল**—বাং √থু, স্থাপনে। **পুরুব কালত ঋষিএঁ** ইত্যাদি—পূর্ব্বে ঋষিগণ বলিয়াছেন, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নন্দগৃহে স্থাপিত করিলেন। **জাণাইবোঁ**—বিজ্ঞাপিত করিব। **লইব**—লইবেন। **রাজ**—প্রা° রজ্জ। রাজ্য।

সমাদ—সংবাদ।

২। **ভজিআঁ**—অনুনয় করিয়া। **আসিব**—আসিবে। **সাজিআঁ**—যুদ্ধসাজে সাজিয়া, সশস্ত্র হইয়া।

শুণীএ—শুনে, শ্রবণ করে। **করেতেঁ**—'কর' শব্দে দুইবার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। **শুণীএ যবেঁ সে** ইত্যাদি—যদি সে মহাবীর আয়ান এ কথা শুনে, তাহা হইলে তোমায় হাতে করিয়া চিরিয়া ফেলিবে।

১। **বারহ**—প্রা°। বার, দ্বাদশ। **বরিষেকের**—বর্ষের। **আল**—চর্য্যাপদে 'অলো'। **পরমান**—প্রমাণ।

২। **আগোলসি**—অবরোধ করিতেছ।

৩। **বিতপনী**—প্রাচীন অসমীয়াতে শব্দটির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা আতি **বিতোপনী** ॥

মাধবকন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

রূপে গুণে **বিতোপনী** সংসারত সারা ॥

সুন্দরাকাণ্ডে,—

তিনিয়ো ভুবনে　　　আমি নৈয়ো দেখোঁ
তোর ঠান **বিতোপনী** ॥

যে বিশেষরূপে তৃপ্তিদান করে, সে 'বিতপন' (বিতোপন্); স্ত্রীলিঙ্গে 'বিতপনী'। উত্তমা, রমণীয়া। ফরিদপুরের গ্রাম্য ভাষায় চতুরা অর্থে 'বিতপন্যা' শব্দ প্রচলিত। **পাট**—পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। **আলক তিলক**—অলকাতিলকা, কুঙ্কুমাদি দ্বারা রচিত তিলপুষ্পাকৃতি চিত্র-ভেদ। **শোভএ**—শোভা পাইতেছে। **আতি বিতপনী রাধা** ইত্যাদি—রাধা, তুমি অত্যন্ত মনোহারিণী, তোমার পরিধানে পট্টবস্ত্র, কপাল অলকা তিলকায় শোভা পাইতেছে।

৪। **বড়ার**—বড়র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির। **বহুআরী**—কৃত্তিবাসী অযোধ্যা-কাণ্ডে,—

রাজার ঝিআরী তুমি রাজার বহুআরী।

প্রাচীন সাহিত্যে 'বোহারী', 'বহারী', 'বৌয়ারী' প্রভৃতি। বধূ। **সভাএ**—স্বভাব। **কার**—প্রা° 'কিং' (কিম্) শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'কাণং', 'কাণ'; এই 'কাণ' হইতে 'কাঁর' এবং স্বরের বল-বৃদ্ধি হেতু কাহাণ তথা কাঁহার। **দেও**—দিই। **কার কাঁচ আলিতে** ইত্যাদি—কা'র লেঠায় থাকি না।

৫। **বরিষের**—বর্ষের। **মোহোর**—মোর শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৩২)। **আণি**—আনিয়া। **বিধী**—বিধাতা।

৬। **পাঁতর**—প্রান্তর। **একসরী**—বিদ্যাপতিতে,—

সঙ্গক সখি আগু আইলি হে
হম একসরি নারী।

পুনশ্চ—

একসরি ঠাড়ি কদম তর রে
পথ হেরথি মুরারী।

একেশ্বরী, একাকিনী। **নিমাথিতী**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

হা বাপ কি করি করিলা নিমাখিতি।
মহা শাস্তী মার মোর ভৈলা অনাথিতি॥

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

মরি যাওঁ মই নিমাখিতী বনমাজ॥

'খ'র থকারে পরিণতি লিপিকরপ্রমাদ হইতে পারে। অসমীয়া 'নিমাখিতী' শব্দের মৌলিক অর্থ মাংসহীনা; দুঃখিনী। অথবা 'নিমাথিতী' অর্থে নি (নাই), মাথ্ (রক্ষক) যার, এমন স্ত্রীলোকও হইতে পারে। সহায়হীনা। **রাখোআল কাহ্নাঞি তোর** ইত্যাদি—কানাই, তুমি বৎসপাল এবং তোমার বুদ্ধি ক্ষুদ্র; আমায় প্রান্তরমধ্যে একাকিনী ও একান্ত অসহায়া পাইয়া এইরূপ কুব্যবহার করিতেছ।

৭। **গোসাঞিঁ**—স° 'গোস্বামী'। প্রভু।

৮। **কাহাক**—কাহাকে। **বীরপণ**—বিদ্যাপতিতে 'চতুরপন'। বীরের অভিনয়, বীরত্ব। **টাকার**—ময়নামতীর গানে,—

দুই তিন টোকর দিল গালের উপর।

শঙ্করদেবকৃত ঘোষা-কীর্ত্তনে,—

টোকরে ছিণ্ডিলা কারো শির।

কাশীদাসী সৌপ্তিকপর্ব্বে,—

এখন টাকরে চূর্ণ হইল মস্তক।

জানিল কাটিলে পাণ্ডবের পুত সব॥—(পুথি)

ঘুষি, তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রভেদ। **ঘাএ**—আঘাতে।

পৃষ্ঠা—৪৫

১০। **ভালে**—উত্তমরূপে। **জাণো**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যা-কাণ্ডে,—

ভালে জানোঁ লথাই মোত ভকতি করস।

চৈতন্য-ভাগবতে,—

প্রভু বোলে জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।

(মধ্য°, ১৩শ অ°)

জানি।

১। **কুতঘাট**—যে স্থানে আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের শ্রেণীভেদ করিয়া পরিমাণানুরূপ মাশুল গ্রহণ করা হয়। এখনকার Custom-House এর অনুরূপ। সচরাচর নৌপণ্যের কর সংগ্রহ-স্থানকেই 'কুতঘাট' বলে। **সব কুতঘাটে** ইত্যাদি—যত কুতঘাটের মাশুল, আমার প্রাপ্য।

২। **স্বগ্‌গ**—প্রা° 'সগ্‌গ'। স্বর্গ। **রাখোঁ**—রক্ষা করি। **মর্ত্য**—মর্ত্ত্য। **তল**—পাতাল। **পাওঁ**—শঙ্করদেবকৃত অনাদিপাতনে,—

মনে দুঃখ পাইলে বোলে ময় **পাওঁ**।

চৈ° ভাগবতাদিতে 'পাঙ'। পাই। **সুধী**—বিদ্যাপতিতে,—

অবসর অবশ হমর সুধি লেব ॥

মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সুধি আসি আমাত কহিয়ো ঝাণ্ট করি ॥

লঙ্কাকাণ্ডে,—

ই সব কার্য্যক প্রভু বোলা কিবা সুধি ॥

সন্ধি, সন্ধান। **টেটনী**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

খাইতে নাহিক ভাত পরিতে বসন।

যেই দেখে সেই বলে দূরে যা টেটন।

পুরুষোত্তমকৃত দীপিকাচ্ছন্দে,—

টেটন নৃপতি সব হৈবেক কুদাতা।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

অকস্মিতে তেজে যেন ভার্য্যাক তেণ্টনে ॥

ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশে চতুর অর্থে 'টেটোন' শব্দ প্রচলিত। 'টেটন' এর স্ত্রীলিঙ্গে টেটনী। তুল° 'ঠেঁটা', 'ঠেঁটী'। কুচেষ্টাবতী, প্রগল্‌ভা। **বুধী**—বুদ্ধি, উপায়। **স্বগ্‌গে রাখোঁ মর্ত্যে** ইত্যাদি—স্বর্গ মর্ত্ত্য আমার শাসনাধীন, পাতালেরও সংবাদ রাখি, ঠেঁটী রাধা, তাহার কি উপায় করিবে ? **কাহার**— কার শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৭৩)।

৩। **পোঅ**—পোএ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৬৮)। পুত্র। **ধরী**—ধরি, ধারণ করি। **তোহ্মাক**—পা° 'তুম্হাকং' (২য়া ও ৪র্থীর বহুবচনে)। **দেখিল**—দেখিলাম। **রূপসী**—রূপসী।

৪। **বুঝি**—প্রা° পৈ° এ 'বুজ্‌ঝিআ', 'বুজ্‌ঝি' ১।১৯৩।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৪৫

১। **এহে**—সম্বোধনসূচক অব্যয়। **এহে সকল বএসে মোর** ইত্যাদি—হ্যাঁহে, সবে মাত্র আমার বয়স এগার বৎসর ; তুমি আমার নিকট বার বৎসরের দান চাও কেমন করিয়া ? **ভাষ**—শূন্যপুরাণে,—

কান্দন্তি কামিন্যা ভাই কাজর ভাসস নাই।

শৃঙ্খলা, ধারা। **এতেকেঁ বুঝিল তোর** ইত্যাদি—ইহাতে তোমার কাজের ধারা বুঝিলাম, লোকে শুনিলে তোমায় উপহাস করিবে।

২। **পীড়এ**—পীড়ন করে। **ভুখিল**—বিদ্যাপতিতে,—

প্রথম সমাগম ভুখল অনঙ্গ।

ভুখল চকোর জনি পিবইতে আশ॥

ক্ষুধার্ত্ত। তুল° 'কাটিল কদলী যেন পড়ে ডালে মূলে' (কৃ° রা°), 'জাগিল ঘরেতে চুরি নাহি কোন কালে' (বি° প° পু°)। **ভষল**—ভ্রমর। **তভো**—তবু, তথাপি।

৩। **ঝী**—প্রা° 'ধীআ'; পা° 'ধী'। দুহিতা। **রুপ**—রূপ। **তোহ্মাতে**—তোমার। **কী**—প্রা° পৈ° ২।১৩২। কি। **দেখিল**—ক্রিয়া-বিশেষণ। দেখিত, দৃষ্ট। **বেল**—প্রা° 'বিল্ল'; স° 'বিল্ব'। **গাছ**—বেঙ্গল এসিয়াটিক্ সোসাইটির সংস্করণ প্রাকৃত পৈঙ্গলের ৪০১ এবং ৪৬৫ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে 'গচ্ছ' ও 'গাছ' শব্দ পাওয়া গিয়াছে। কামতা-বিহারী ভাষায় 'গছ'। **আরতিল**—আর্ত্ত, ক্ষুধায় কাতর। **ভখিতেঁ**—ভক্ষণ করিতে।

৪। **শুণীলোঁ**—শুনিলাম। **কান**—কৃ° চ°এ 'কন্ন' ৪।২৮, ৮।৭৪। **সমান**—সম্মান, সম্ভ্রম। **ধরোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

গ্রহ এর ক্ষমা কর হাতে তোর ধরোঁ।

সুন্দরাকাণ্ডে,—

হাহা বাপ লক্ষ্মণ কি মতে ধরোঁ জীব।

১। **দেখিএ**-দেখিতেছি। **রুপস**—অতিশয় সুন্দর। **তেঁএ**—সেই জন্য।

-৪৬

পিউক—পান করুক।

২। **ভএ**—প্রা° 'ভঅ'; 'এ' বিভক্তি-চিহ্ন।

৪। **তোর দেহে** ইত্যাদি—তুমি মাধুর্য্যাদি গুণের আধার। **দাণী**—শুল্ক-সংগ্রাহক।

১। **কুঁঢ়ী**—সং 'কুড্‌মল'। পুষ্প-মুকুল। **পরস**—স্পর্শ, লেশমাত্র। **বিকাসিলেঁ**—বিকসিত হইলে। **মোহে**—মোহিত করে, মুগ্ধ করে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৪৭

মোক—'ক' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। অসমীয়া রামায়ণে,—

মোক সম বীর নাই ই তিন ভুবনে।

লঙ্কার রাক্ষস আসে যুদ্ধক আমাক।

ভৈগেল—হইয়া গেল। **কি না মোক** ইত্যাদি—এত কাল পরে আমার কি হইল, (কপালে এই ছিল), গোকুলে মহাদানী নিযুক্ত হইয়া গেল!

২। **হাট**—সংস্কৃত-সম শব্দ। **গোআরী**—হিং 'গোহারী ; ওং 'গুহারি। কৃং রাং, চৈং ভাং প্রভৃতিতে 'গোহারি'। কাতর প্রার্থনা, অভিযোগ। **যাবোঁ**—যাইব।

৩। **কাতর**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, 'সাধু নহে ধনেতে কাতর'। কাঙ্গাল। **নিতি নিতি দধি বিকে** ইত্যাদি—রোজ (মথুরার হাটে) দই-দুধ বেচিতে যাই, মাশুলের প্রসঙ্গ ত ঘুণাক্ষরেও শুনি নাই। এখন জানিলাম, রাজা ফতুর! তা দান, যখন চাহিবে, তখন দেওয়া যা'বে।

৪। **পড়িহাসে**—পরিহাস করে, রহস্য করে।

১। **যবেঁহ**—যখনই। **বদন কমল তোর** ইত্যাদি—যেই তোমার চাঁদপানা মুখখানি দেখিলাম, সেই হইতে তোমাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। তুলং—

আজ জাইতে পথে দেখলি রে

রূপে রহল মন লাগি।—(বিদ্যাপতি)

গিধিনী—গৃধিনী।

কান—প্রাং 'কণ্‌হ'। কৃষ্ণকে। **কলা**—চন্দ্রের ষোড়শাংশ।

সংপুনী—সম্পূর্ণা। **সব কলা** ইত্যাদি—তুমি ষোল কলায় পূর্ণা অর্থাৎ পূর্ণযৌবনা।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৪৮

২। **মধুক**—মধূক, মহুআর ফুল। **আধর বান্ধুলী** ইত্যাদি—তোমার সুরঙ্গ অধরের দ্যুতি বান্ধুলী ফুলের ন্যায় এবং পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলের কান্তি মধুক পুষ্পের সদৃশ। তুল° 'বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবির্গণ্ডে...' (গীতগোবিন্দ, ১০ম সর্গ)। **জিণিআঁ**—জয় করিয়া। **পাঁতী**—সিদ্ধ হেমচন্দ্রে 'পংতী' ৮৷১৷২৫। পঙ্‌ক্তি। **কনয়া নিকষ**—কষিত কাঞ্চন। কৃ° চ° এ 'কণয়'। নিকয—কষ্টি পাথর। **কাঁতী**—পয়য় লচ্ছীতে 'কংতী'। সৌন্দর্য্য।

৩। **লোভেঁ**—প্রলুব্ধ করে বা লোভনীয়। **নাভী**—নাভি। **তীন রূপ বলী**—ত্রিবলী, উদরাদির মাংস সঙ্কোচ-জনিত রেখাত্রয়।

৪। **ভোলে**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

বরের রূপ দেখিঞা মেনকা পড়িঞা গেল **ভোলে**।

ভ্রমে, মোহে।

১। **ফুটি**—ফাটিয়া। তুল° 'শোকে যায় প্রাণ ফুটি' (কীর্ত্তন-ঘোষা)। **মেলে**—বিভক্ত হয়। **প্রাণ যেহ্ন ফুটি** ইত্যাদি—প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতেছে, হৃদয় দু ফাঁক হইতেছে।

২। **ফুটে**—ফাটে। **পাথর**—প্রা° 'পত্থর'। **বান্ধী**—বাঁধিয়া। **পসী**—বা° √পশ। প্রবেশ করিয়া।

৩। **গাঙ্গ**—গঙ্গা। **বারানসী**—বরণা ও নাশী (পুরাণাদিতে অসি বা অসী) এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অবস্থিত বলিয়া পুণ্যক্ষেত্র কাশীর অপর নাম বারাণসী। **সরুপেঁসি**—স্বরূপতঃ। **জাণ**—প্রা° পৈ° ১৷৩০। চর্য্যাপদে,—

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥

তীথ—প্রা° 'তিথ'। তীর্থ। **তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী** ইত্যাদি—তুমি আমার গঙ্গা, তুমি আমার কাশী; সকল তীর্থ এবং তৎসেবনজনিত পরম পদও তুমি (অর্থাৎ তুমিই আমার একমাত্র উপাস্য ও প্রার্থনীয়। বলিতে কি, তোমাকেই জীবনের সার-সর্ব্বস্ব করিয়াছি)।

৪। **বাসসি**—শান্তিপাদকৃত চর্য্যাপদে। বাস', বোধ কর। **মাউলানী**—প্রা° 'মাউলাণী'। মাতুলানী।

৫। **পাত**—স্থাপন কর।

৬। **পইসে**—প্রবেশ করে। **চোর**—মৃ° ক°এ। **পাটাবুক**—নির্ভীক।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৪৯

৭। **বুলিলি**—বলিলে। **আপুণী**—স্বয়ং।

৮। **হাকল বিকল**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

বেঢ়িয়া কান্দিল সবে হাকলে বিকলে ॥

দীর্ঘ রাবে কান্দিলন্ত হাকলে বিকলে ॥

আকুল ব্যাকুল, অধৈর্য্য। **জরুআ**—জ্বর-রোগী। **রুচক**—তীব্র। রোচক অর্থও হইতে পারে। **বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন** ইত্যাদি—(কবির উক্তি) জ্বর রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তীব্র অম্ল দেখিয়া যেরূপ লোলুপ হয়, বিরহ-কাতর শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ অশান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 'বিরহ' শব্দে পূর্ব্বসম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

১। **মেদনি**—মেদিনী। **যোড়িলো**—জুতিলাম, যোজিত করিলাম। **হাল**—'হল' শব্দ তৎসম। **কোণোঁ**—কোনও, কোন এক। **ব্রহ্মার দণ্ড**—ব্রহ্মা-করধৃত দণ্ড কমণ্ডলুর দণ্ড। **যোঁআল**—শকট, লাঙ্গল প্রভৃতির যে অংশ গো-মহিষাদির কাঁধের উপর থাকে, যুগ। **গোআলী**—গো, পশু এবং আলী (আলি), শ্রেণী। **বান্ধিলোঁ**—বাঁধিলাম। **মোথড়া**—জোআলের গুঁজি কাঠ, কীলক। 'মো' এবং 'থড়া'

দুইটি পৃথক্ শব্দও হইতে পারে। থড়া—'কমপিহুবট্টে থোরো' (থোরো ক্রম-পৃথুপরিবর্ত্তুলঃ)—দেশীনামমালা। সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূল বর্ত্তুলাকার শলাকা। **গোবালী**—গ্রাম্য বালিকা, অবোধ বালিকা; 'গোমূর্খ,' 'গোবেচারি' শব্দ তুল°। গোপী। ধনপালকৃত প্রাকৃত-লক্ষ্মীতে 'গোবালা' (গোপাল)। **মেদনি যোড়িলো হালে** ইত্যাদি—হে মুগ্ধে, আমি পৃথিবীতে হল যোজিত করিলাম। ব্রহ্মার দণ্ড যুগস্বরূপ হইল, সর্পরাজ বাসুকি পশু বন্ধন-রজ্জু হইল এবং পর্ব্বত (মন্দর ?) যুগ-শলাকার স্থানীয় হইল। উক্তিটি বক্তার অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচায়ক।

কাহ্ন মাহাদাণী ইত্যাদি—হে বালে, কানাই মহাদানীরূপে তোমায় অপেক্ষা করিতেছে।

২। **বংশ**—বাঁশী, বংশী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪২৩)। **বাজাওঁ**—বাজাই, বাদিত করি। **অসুর দল**—অসুর-দলন। **বৃন্দাবন মোর থানে** ইত্যাদি—বৃন্দাবন আমার লীলাক্ষেত্র। বাঁশীতে আমি গান করি। আমায় অপর কেহ ভাবিও না, আমি অসুরদলনকারী শ্রীকৃষ্ণ।

৩। **আহ্মাক**—পা° 'অমহাকং' (ষষ্ঠীর বহুবচনে)। আমার। **গঢ়**—'গঢ়ো দুগ্গে' (গঢ়ো দুর্গম্)—দেশীনামমালা। গড়, দুর্গ। **মেঢ়**—সীতা-রামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

কামাখ্যার মেড় গিয়া পাইল ঈশানে।
দেখিল দেবীর মেড় যোজন প্রমাণ।

মণ্ডপ বা পীঠ। **সুমেরু আহ্মাক গঢ়ে** ইত্যাদি—সুমেরু পর্ব্বত আমার দুর্গ এবং উহার শৃঙ্গে আমার পীঠ অবস্থিত। 'মেদনি যোড়িলো হালে' এবং 'সুমেরু আহ্মাক গঢ়ে' ইত্যাদি পদাংশ সহজিয়া হিঁয়ালির মত কানে বাজে। **হেলেঁ**—অনায়াসে। **কালী**—কালিয় নাগ।

৪। **গোকুলে গোজাতী**—বিমুগ্ধা গোকুলবাসিনী।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৫০

১। **ঠাই**—প্রা° পৈ°এ 'ঠাঁই' ১।১৩৩। স্থানে। **বাড়িলাহোঁ**—অসমীয়া 'তেজিলোহোঁ', 'এরিলোহোঁ', 'মারিলোহোঁ' প্রভৃতি পদ তুল°।

বাড়িল্যাম, বর্দ্ধিত হইলাম। **এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ** ইত্যাদি—নন্দের ঘরে একত্রে লালিত পালিত হইলাম। দুর্ব্বৃত্ত কানাই এখন বলপ্রকাশ করিতেছে। তুল°—

একহি নগর বস মাধব হে
জনু কর বটবারী ॥—(বিদ্যাপতি)

দিঠিত—প্রা° 'দিট্‌ঠি'; 'ত' বিভক্তি-চিহ্ন। চোখে, দৃষ্টিতে। **বাঘত**—প্রা° 'বগ্‌ঘ'; 'ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আজিসে সীতাত আমি এরিলোঁ প্রত্যাশা।

বাঘের। **দিঠিত পড়িলে** ইত্যাদি—চোখো-চোখি হ'লে বাঘ হেন হিংস্র জন্তুর (ও) লজ্জা হয়—সম্মুখস্থ শিকার আক্রমণে ইতস্তত করে। **সোদর**—'সোদরো সহজো (প্যথ)'—অভি° প্প্দী°। আপন, সাক্ষাৎ। তুল° 'কি করে সোদর পরে'।

মাউলানীত—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। তুল° 'বল বীর্য্যে ধৈর্য্যে ধিক দেবতাত করি', 'ঘোর তপ আচরি ব্রহ্মাত লৈব বর' (মা° দে°, আদি°)। **সাধ**—সংগ্রহ কর।

২। **জীবাব**—বাঁচিবার, জীবন ধারণের। **বাছিআঁ**—বা° √ বাছ, নির্ব্বাচনে। **জীবার উপায় নাহিঁ** ইত্যাদি—ওহে মহাদানী, শুল্ক সংগ্রহ ব্যতীত তোমার জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই বলিতেছ এবং (আর কাহাকেও না পাইয়া) সাক্ষাৎ মামীর নিকট কর গ্রহণে উদ্যত হইয়াছ,—বলিহারি ব্যবস্থা! **পোএর**—শিশুর। **টলে**—বিচলিত হয়। **বেঢ়িলের**—বেষ্টিত করিল। **আলপ কালে**—অল্প বয়সে। **পোএর মুখে পরবত** ইত্যাদি—বালকের ফুৎকারে পাহাড় উড়িয়া যাইতেছে। দেখিতেছি, অল্প বয়সে তোমায় গুরুতর বা গুরু জনের অভিশাপ বেষ্টিত করিল—অর্থাৎ বালকের এতটা বাক্‌চাতুরী আর সহা যায় না, এর পর তোমায় মর্ম্মান্তিক শাপ দিব।

৩। **দান ঘাট**—যে স্থানে আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ করিয়া মাশুল গ্রহণ করা হয়। **ভাঙ্গাওঁ**—ভাঙ্গি, ভগ্ন করি। **বারেঁ বারেঁ কাহ্ন** ইত্যাদি—পুনঃ পুন এই পথ দিয়া দধি বিক্রয় করিতে যাইতেছি।

তোমার দান-ঘাটের উচিত ব্যবস্থা ত কখন উল্লঙ্ঘন করি নাই। **দিবোঁর**—দিব।

১। **ঘোসসি**—ঘোষণা করিতেছ, পরিচয় দিতেছ। **মামা**—দে° প্রা°। **তোহ্মার সম্বন্ধ** ইত্যাদি—তোমার সহিত আমার অতি দূর সম্পর্ক, নাই বলিলেই হয়। অথবা তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ একটা কথার মধ্যেই নয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৫১

নহসি—হইস্ না, নও। **শালী**—শ্যালী। **রঙ্গে**—কৌতুক করিয়া।

২। **তুণ্ডে**—মুখে। **পড়ু**—পড়ুক। **মাউলানী মাউলানী বোলসি** ইত্যাদি—বারবার মামী সম্বন্ধের উল্লেখ করিতেছ, (অধঃপাতে যাও) আমার যত কিছু মহাপাতক, তোমার হউক। **ভাঁগিব**—ভগ্ন করিবে।

৩। **উপেখসি**—উপেক্ষা করিতেছ, অগ্রাহ্য করিতেছ। **মুখ তুলী চাহা** ইত্যাদি—মুখ তুলিয়া আমার দিকে তাকাও অথবা আমায় কৃপা-কটাক্ষ কর, আমার দুঃখ দূর হউক। **চাপ**—পীড়ন কর। **পালাউ**—পলায়ন করুক।

৪। **জাণায়িলে**—জানাইল, অবগত করিল। **খাউ**—খাউক। **কন্ধ**—মস্তক। **সম্বোধ**—সম্ভাষণ কর।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ভরাতুরা রাধা জরতীকে কিছু এবং উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিলেন।

১। **মাউলানীর যৌবনে** ইত্যাদি—মামীর রূপ-যৌবনে কানাইর মন গেল অর্থাৎ আমাতে আসক্ত হইল। **লজ্জা দৃষ্টি হরিল**—চক্ষুলজ্জা সঙ্কুচিত করিল; তুল° 'লাজের মাথা খাইল'।

কেনা—কেমন বা কোন্ ('না' প্রশ্নে)। **বিধি**—বিধ বা বিধাতা। **আগ**—দে° প্রা°। ওগো। **কেনা বিধি আগ** ইত্যাদি—ওগো বড়াই, আমার কপালে কেমন বিধ (লেখাই) লিখিল! অথবা কোন্ বিধাতা আমার অদৃষ্ট-লিপি লিখিল ?

পৃষ্ঠাঙ্ক—৫২

২। **শয়াণে**—শয়নে, শয্যায়। **ভাগিনা সদৃশ** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) শয্যায় ভাগিনা অতিশয় বাধে। **কুঞ্জময়াণ**—মদন-কুঞ্জ, রতিবিলাস। 'অলপে অলপে করহ নিধুবন' বাক্যে নি ধু ব ন শব্দ তুল°। ময়াণ—প্রা° 'মঅন'। **পড়িহাসে**—পরিহাস করে, কৌতুক করে।

৩। **অন্তরে**—কৃষ্ণাচার্য্যকৃত চর্য্যাপদে,—

তোহোর অন্তরে ছাড়িনড় এট্টা।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥

বুলুক—বলুক। **মণ**—প্রা°। মন। **দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—কানাই মাশুলের জন্য যাহা বলিবার (স্বচ্ছন্দে) বলুক। আর দান লওয়া যদি অভিপ্রেত না হয়, তবে এ প্রযত্ন কেন? **ধামালী**—গুণরাজ খাঁন কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

যতেক গোকুল নারী কৌতুকে ঢামালি করি
ক্রীড়া করে যশোদার পাশে।

রঙ্গভঙ্গ, পরিহাস-বাক্য। **তিখ বাণী**—খর বাক্য, মর্ম্মান্তিক কথা। তিখ—প্রা° 'তিক্খ' (তীক্ষ্ণ)। **বিগুতিলে**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

বিগুতি বিগুতি রামে মাতিবন্ত মোক।

উৎপীড়িত করিল।

৪। **লাগি**—নিমিত্ত, জন্য।

১। **আহ্মেত**—'ত' প্রথমার অর্থে প্রযুক্ত।

রাজেন্দ্র দাসকৃত আদিপর্ব্বে,—

মুঞি যত কৈলুম পাপ　　বিশ্বামিত্র হেন বাপ
মেনকাত ধরিছিল উদরে।—(শকুন্তলার উপাখ্যান)

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

মূর্খেতে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।

রামেশ্বর-রচিত শিবায়নে,—

হাঁটু পাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥

'আহ্মেত' পদের এই 'ত' অবধারণেও হইতে পারে। **রাঅ**—প্রা° 'রাঅ' (রাজন্)। রাজা। **বারেঁ বারেঁ রাধা** ইত্যাদি—রাধা, তুমি পুনঃ পুন বলিতেছ, "আমি তোমার মামী।" আমার (পরম) শত্রু রাজা কংস, তুমি আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত শুনিয়া, তোমায় বিনষ্ট করিবে। **বুলিএ**—বলি' বা বলে'। **সিআনী**—বিদ্যাপতিতে,—

তুহু এক যোগ ইহকে কহ সয়ানি।

চতুরা। **পরিহর**—ত্যাগ কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৫৩

ভিড়ি—জড়াইয়া, বেষ্টন করিয়া।

২। **ভইল**—চর্য্যাপদ প্রভৃতিতে। হইল। **ভৈলোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যি কারণে ভৈলোঁ আমি সূর্য্যর তনয়।
নরহিল বংশ মোর ভৈলোঁ ধর্ম্মহীন॥

হইলাম। **পড়িহাসে**—চর্য্যাপদে 'পড়িহাই' পদ পাওয়া গিয়াছে। প্রতি-ভাসিত হয়, উদিত হয়। **নাগর**—বিদ্যাপতি নাগর শব্দের নিম্নলিখিতরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন ;—

গামক বসলে বোলিঅ গমার।
নগরহু নাগর বোলিঅ সঁসার॥

বিদগ্ধ। **জীউক**—বাঁচুক। **পরস**—প্রা°। **তাক দেখি উনমত** ইত্যাদি—তা' দেখিয়া পাগল হইলাম, আর কিছুতেই মন নাই। (একবারটি) বল, বিদগ্ধ কানাই তাহা স্পর্শ করিয়া প্রাণে বাঁচুক।

৩। **পাতসি**—পাতাইতেছ, স্থাপিত করিতেছ। **সে**—প্রা° ও স° 'হি'র সমান। **হারায়ি**—হারায় বা হারাই। **মন থীর করি** ইত্যাদি—মন স্থির করিয়া আমার কথা শুন, লজ্জাতেই সব কাজ মাটি হয়। **শাঁচে**—সঞ্চয় করিয়া রাখে। তুল° 'জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি' (গোবি°)। **পরিহরি**—প্রা° পৈং‌এ 'পরিহরি,' 'পরিহরিঅ' (পরিহৃত্য)। পরিত্যাগ করিয়া। **আপণা**—চর্য্যাপদে 'অপনা', আপনাকে। **বঞ্চে**—বঞ্চনা করে, প্রতারিত করে। **আনেক সময় যৌবন** ইত্যাদি—অনেক সময় দেখা যায়, যে স্ত্রীলোক আপনার শরীরমধ্যে যৌবন সঞ্চিত করিয়া রাখে (অর্থাৎ সময়োচিত সদ্ব্যবহার না করে), সেই অতি অল্পবুদ্ধি ভোগ-সুখ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই আপনাকে প্রতারিত করে।

৪। **সে**—অবধারণে ; তুল° 'রক্ষিণি করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার' (চণ্ডিকাবিজয়)। **ভালী**—স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয়। উত্তমা। **যাহার যৌবন নর** ইত্যাদি—যে স্ত্রীর যৌবন পুরুষে উপভোগ করে, সেই রসিকা রমণীই উত্তমা। ফুটন্ত মল্লিকা ফুল ভ্রমর-সমাগমে যেমন শোভা ধারণ করে, পুরুষ-সঙ্গতা নারী তেমনই এক প্রকার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। **নিরাসে**—নিরাশ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৫৪

১। **মান**—মান্য কর, গ্রাহ্য কর। **মোত**—'ত' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। সঞ্জয়কৃত মহাভারতে,—

যে আজি অর্জ্জুনে দেখাইয়া দিব মোত ॥

তাহা দেহোঁ যেই অর্জ্জুন দেখাএ মোত ॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

শীঘ্র বেগে গৈয়া সুমিত্রাত জান দিলা।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

শুনি রঘুপতি পাছে ব্রহ্মাত বদতি।

আমায়। **তোর বোল মোত**—তোমার আমায় শালী বলা শোভা পায় না অর্থাৎ যুক্ত হয় না।

তভোহোঁ—কবীন্দ্র পরমেশ্বরকৃত ভীষ্মপর্ব্বে,—

তবেহো জিনিতে নারে পাণ্ডুর নন্দন॥

তথাপি। **যদি গাঙ্গ উজান** ইত্যাদি—গঙ্গা যদি উর্দ্ধগামিনী হন, তথাপি তোমার কথা হইবে না—কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না।

২। **তাহাকো**—দ্বিতীয়ার্থে প্রযুক্ত এই 'কো' প্রত্যয় হিন্দীর অনুরূপ। মাধদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পূর্ণচন্দ্রমাকো জিনি বদনর কান্তি।

আছিদর- প্রগল্‌ভ, ধৃষ্ট। বা° 'তেঁাদড়' বা 'চেঁাদড়' শব্দ তুল°। **জাহ**—যাও।

৩। **যাক**—যাহাকে। **উপভোগে**—ক্রিয়াপদ। **পতী**—'পতি' শব্দ হিন্দীতেও ঈকারান্ত দৃষ্ট হয়। **রস**—মনঃপ্রীতিবিশেষ। **পরার**—পরের। **রস নাহি পরার** ইত্যাদি—পর-পুরুষে সুখ নাই, যাহার উপভোগ দ্বারা কুলকে নষ্ট করে (মাত্র)।

৪। **পাপত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

বল বীর্য্যে ধৈর্য্য ধিক দেবতাত করি॥

ঘোর তপ আচরি ব্রহ্মাত লৈব বর।

কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডে,—

রাজাতে বিদায় মাগে ভরত কুমার।—(পুথি)

পাপ হইতে।

সতীত্বং তব বিজ্ঞাতমিত্যাদি—রাধিকে, তোমার সতীপনা জানা গিয়াছে, এখন আমার (প্রাপ্য) শুল্ক গণনায় মনোনিবেশ কর

২। **আহ্নুঠ**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

স্বর্গে রাজ্য করে আউট কোটি বৎসর।

আট, অষ্ট। **আহ্নুঠ হাথ কলেবর**—প্রচলিত প্রবাদ, দ্বাপর যুগে মানব-দেহের পরিমাণ ৭ হাত ছিল। 'হাথ' শব্দে পাণিতল (১০ অঙ্গুলি) ধরিলে, রাধার দেহের উচ্চতা ৩৷৷০ হাতের কিছু কম হয়।

৩। **এহাত**—ইহাতে। **লক্ষক**—এক লক্ষ, লক্ষৈক।

৪। **চিকুর**—চুল, কেশ। **চামর জিণিআঁ** ইত্যাদি—তুল° 'চামরক জিনিয়া প্রকাশৈ কেশচয়' (মা° ক°, অরণ্য°)।

৫। **সিসের**—প্রা° 'সীস'; 'এর' ষষ্ঠীর চিহ্ন। সিঁথার, শীর্ষের।

৬। **নির্ম্মল শশি** ইত্যাদি—তুল° 'সরদ সসধর সরিস সুন্দর বদন' (বিদ্যাপতি)। **লেখোঁ**—লেখি, গণনা করি।

৭। **নীল উতপল তোর নয়নে**—জয়দেবে,—

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্।

পাঞ্চ—চর্য্যাপদে; দীপিকা-ছন্দে,—

পাঞ্চ তত্ত্ব পাঞ্চ রস পাঞ্চ গুণ সার।

পাঁচ।

৮। **তোহোর**—চর্য্যাপদ প্রভৃতিতে। 'তোর' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪১১)।

৯। **সাত**—প্রা° 'সত্ত'।

১০। **শোহে**—প্রা° পৈ° এ 'সোহে' (শোভন্তে)। শোভে, শোভা পাইতেছে বা পায়। **আঠ**—প্রা° 'অট্‌ঠ'। অষ্ট। **এহার দান** ইত্যাদি—ইহার দান আট লাখেরও বেশী।

১৩। **তাহারে**—তাহার।

১৪। **জিণে**—জয় করে। **বার**—প্রা° 'বারহ'। দ্বাদশ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৫৬

১৫। **তের**—প্রা° 'তেরহ'। ত্রয়োদশ। **ধনে**—মুদ্রা বা তৎ-স্থানীয় বস্তু।

১৬। **ত্রিবলি মাঝা**—ত্রিবলীযুক্ত মধ্যদেশ। নাভির উপরিস্থ রেখা-ত্রয়কে ত্রিবলী বলে। **চৌদ্দ**—প্রা° 'চউদ্দহ', 'চোদ্দহ'। চতুর্দ্দশ।

১৯। **পাট**—পীঠ। **চৌষাঠ**—প্রা° 'চউসট্‌ঠি'। চৌষট্টি, চতুঃষষ্টি।

২১। **আনন্ত**—কবির প্রকৃত নাম 'অনন্ত' মনে হয়। কবি আপনাকে মঙ্গলচণ্ডীর দাস বা ভক্ত বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকিবেন। অথবা তাঁহার পিতামাতা নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাশুলীর বরে পুত্র-রত্ন লাভ করিয়া পুত্রকে চণ্ডীদাস নামে ডাকিতেন, এরূপও হইতে পারে। বাসলী (বাশুলী) ও মঙ্গলচণ্ডী অভিন্ন[১]।

১। **ঘাট**—মাশুল গ্রহণের স্থান। **আগোলসি**—বা° √আগল; সং 'অর্গল' (?)। আগলাইতেছ, অবরোধ করিতেছ। **খড়ি পাড়**—অঙ্কপাত করিতেছ, হিসাব করিতেছ। খড়ি—প্রা° 'খড়িঅ', 'খড়িআ'। **কপট নাট**—দানকেলি-কৌমুদীর টীকায় 'কৌটিল্যনাট্যম্‌', চৈতন্য-ভাগবতাদিতে 'কুটিনাটী'। চাতুর্য্য। নাট—প্রা° 'নট্ট' (নাট্য)। চণ্ডী-দাসের প্রচলিত পদে 'সব নাটের গুরু কালা'। রঙ্গ। **শুণিলেঁ**—শুনিলে। **টাটে**—দুঃখে, কষ্টে। 'টাটক' (ভেল্‌কী) শব্দ তুল°। **মিছা খড়ি পাড়** ইত্যাদি—কানাই, বৃথা চাতুর্য্য-জাল বিস্তার করিয়া দানের গণনা করিতেছ। কংস এ কথা শুনিলে সঙ্কটে পড়িবে।

ঝগড়—অপরাধ, ত্রুটি। অসং 'জগর' শব্দ তুল°। **পাঁজী পুথী**—সহচর শব্দ। পুথী—প্রা° 'পোত্থী'। **চিরিবোঁ**—দ্বিখণ্ডিত করিব।

২। **রাখোআল কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—কানাই, তুমি রাখাল, এরূপ বলা তোমাকেই শোভা পায়। (তাৎপর্য্য) এরূপ অশিষ্ট ও অসঙ্গত

১ সম্পাদকীয় উক্তি দ্রষ্টব্য।

কথা বলা তোমার ব্যবসায়ের উপযুক্ত বটে। রাখোয়াল—বিদ্যাপতিতে 'রখবার'। **পাইএ**—পাই। **চরিতেঁ**—আচরণে। **তো**—চর্য্যাপদে। তুমি। **নাসিলি**—নষ্ট করিলে। **এ সব চরিতেঁ** ইত্যাদি—এই সকল আচরণে তুমি ইহ-পরকাল নষ্ট করিলে। **মুগধেঁ**—মূঢ়। **কৈলে**—করিলেক, করিল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৫৭

৩। **মিছে**—চর্য্যাপদে 'মিছেঁ'। **চক্র**—কপট যুক্তি। **বাখান**—প্রা° 'বক্‌খাণ'। ব্যাখ্যান। **মিছে কেহ্নে চক্র** ইত্যাদি—কানাই, বৃথা কেন কপট যুক্তি প্রদর্শন করিতেছ? **কথাঁহো**—কোথাও। **শুণী**—শ্রবণ করি। **বসে**—ধার্য্য বা নিরূপিত হয়।

৪। **জাণী**—চর্য্যাপদে। জানে, অবগত আছে। **চিহ্ন**—চেন, জান।

১। **রাগ**—(রক্ত) বর্ণ।

তোহ্মাতে—তোমাতে।

২। **তথিত**—'ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। তাহার। তুল° 'নাভি-সরোবর তথির উপর তনুরুহাঙ্কুর দাম' (কবিকঙ্কণ), 'ত্রিনয়ন হল শিব তথির কারণে' (মাণিকের ধ° ম°)। **হার মঞ্জরী**—মুক্তারচিত হার। 'হার' শব্দ সংস্কৃত-সম।

৩। **গোবিন্দ**—কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের নামবাচক 'গোবিন্দ' শব্দটি গোপেন্দ্র শব্দের অপভ্রংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। **চখুতে**—প্রা° 'চক্‌খু'; কামতা-বিহারী ভাষায় 'চখু'; 'তে' বিভক্তি-চিহ্ন। **নাইসে**—আসে না। **ঘুচাআঁ**—বা° √ ঘুচ, দূরীকরণে; অস° √ গুচ। সরাইয়া, অপসারিত করিয়া। **কোল**—আলিঙ্গন। **লাগু**—লাগুক। **হিলোল**—হিল্লোল, তরঙ্গ।

৪। **নেহ**—প্রা° 'ণেহ'। স্নেহ, প্রীতি। **পাইএ**—পায়, প্রাপ্ত হয়। **যোগ**—যোগে, মিলনে। **জাইএ**—যায়।

পৃষ্ঠাঙ্ক-

পুর—পূর্ণ কর

১। **মুদিত**—মুদ্রিত, বন্ধ। **প্রথম যৌবন মোর** ইত্যাদি—আমার নব যৌবন এবং তাহা মোহরাঙ্কিত (অর্থাৎ বন্ধ ভাণ্ডারসদৃশ; তাহা হইতে ব্যয় হওয়া সোজা নয়)। তুল° 'মোহরে মুদল অছ মদন ভঁডার' (বিদ্যাপতি)। **নে**—লও। **বেরি এক**—একবার, বারেক। **দে**—দাও।

সুরতি—কামকেলি। **ধারো**—ধারি, ঋণী হই। **লইভেঁ**—লইবে।

২। **ফুরে**—স্ফুরিত হয়, উদয় হয়। **মরী**—মরিব। **গোহারী**—কাতর প্রার্থনা, অভিযোগ।

৩। **শারঙ্গ** (সারঙ্গ)—বিদ্যাপতিতে,—

এত সুনি সারঙ্গ পানি॥

হরিখ চলল হরি গেহ।

(ইহা শুনিয়া কমলকর হরি হর্ষিত চিত্তে গৃহে চলিলেন।)

পথত—পথে।

১। **বিকচ**—বিকসিত। **যুতী**—পা° 'জুতি'; 'কন্তি সোভা জুতি' —অভিধানপ্পদীপিকা। শূন্যপুরাণে,—

আদ্দ সংখ জলার জুতি।

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কর্ণে হীরাধর কড়ি অপরূপ জুতি।

বৃন্দাবনদাসের আনন্দ-লহরীতে,—

অঞ্জন বসন জুতি কিছু শ্বেত সাজে।—(পুথি)

কবিকঙ্কণে,—

হেম জিনি দেহ জুতি … …

জ্যোতিঃ, দ্যুতি। **লোটাইল**—ক্রিয়াবিশেষণ। লুণ্ঠিত, অনুলিপ্ত। **গজমুতী**—গজকুম্ভজাত মোতি। আট প্রকার মুক্তার মধ্যে গজমুক্তাই উৎকৃষ্ট। মুতী—প্রা° 'মোত্তা', 'মোত্তী' (প্রাকৃত-সর্ব্বস্ব)। **মাণিক জিণিআঁ তোর** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

ফুললি মধুরি ফুল সিন্দুর লোটাএল
পাঁতি বইসলি গজমোতি রে॥

পৃষ্ঠাঙ্ক—৫৩

২। **তথি**—তাহাতে ; তত্র। **সোআথ**—বিদ্যাপতিতে,—

রহিতে সোয়াথ নাহি নোতুন লেহ।
—(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে,—

সুখ হেতু বেয়াকুল না পায় সোয়াস্ত॥

স্বস্তি, শান্তি। কেহ কেহ 'স্বাস্থ্য' অর্থ করেন। **তা দেখিআঁ সব** ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া সর্ব্বক্ষণ অস্বস্তিতে আছি।

৪। **কনক নিকস সম** ইত্যাদি—তোমার দেহের লাবণ্য-জোতি কষিত কাঞ্চনের ন্যায়। তুল° 'কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী' (পৃ° ৪৮)। **ভোল গেল**—মুগ্ধ হইল, মোহ প্রাপ্ত হইল। **নান্দোবালা**—নন্দসুত, শ্রীকৃষ্ণ। **সাধিএ**—প্রার্থনা করি, যাচ্ঞা করি।

১। **জাইএ**—যাইতেছি। **বাটোআড়**—বট্টপাল, পথরক্ষক। 'দিগ্‌বার' শব্দ তুল°। পথিকের উপর ঘাটে ও পথে উৎপীড়নের কথা চিরকালই শুনা যায়। দেশ-কাল-ভেদে রক্ষকই ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। বট্টপাল হইতেও 'বাটপাড়' হওয়া অসম্ভব নহে। হি° 'বটবার' অর্থে শুল্ক-সংগ্রাহক এবং 'বটপড়' শব্দে পথদস্যু।

কথাহো—কথাও।

১। **নহ**—হইও না। **বিকল**—বিহ্বল, বিবশ। **থাক**—বা° √থাক (প্রা° থক্ক)।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৬০

৪। **তিল এক মোর** ইত্যাদি—তিলেকের তরেও রতি-বিলাসের ভাব আমার মনে উদয় হয় না। অথবা রতি-কেলিতে আমার একটু মাত্র মন নাই।

১। **সহজে**—স্বভাবতঃ। **আড়**—অন্তরাল। **পশুআ**—মূর্খ। **আছ**—বা° √ আছ (অস্)। আছুক, থাকুক। **ভোলা**—ভ্রান্ত, বিহ্বল।

পথে বিরোধে—পথ অবরোধ করিতেছে। **খঙ্গ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

ভৃগুপতি রামে পাচে শুনি ধনুভঙ্গ।
পন্থ নিষেধিবা আসি করি মহা **খঙ্গ**॥

সবংশে নশিবে পুনু মোর ভৈলে **খঙ্গ**॥

অস° হেমকোষে 'খং'। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাপ্রদেশে 'খং', 'খঙ্' শব্দ প্রচলিত। কোপ, ক্রোধ।

২। **উইল**—উদিত হইল। **সুরুজ**—সূর্য্য।

ঙ্ক—৬১

৩। **আদভুত**—অদ্ভুত। **সুর**—প্রা° 'সূর'। সূর্য্য। **পএর**—প্রা° 'পঅ'; 'এর' বিভক্তি-চিহ্ন। **করে চুরে**—চূর্ণ করে অর্থাৎ এখনই চূর্ণ করিবে।

৪। **সি**—(সে) অবধারণে। **গিএ**—বিদ্যা° তে 'গীমে'। গলায়, গ্রীবাতে।

১। **লুনীর**—প্রা° 'নোণীঅ'; ম° 'লোণী'; 'র' বিভক্তিচিহ্ন। চৈতন্য-ভাগবতে,—

লুনীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে॥

—(মধ্য°, ৩য় অ°)

'নুনীর' পাঠও দৃষ্ট হয়। ননীর, নবনীর। **রৌদে**—রৌদ্রে, সূর্য্যকিরণে। **দাণ্ডায়িলেঁ**—দাঁড়াইলে। **মিলাও**—মিলাইয়া যাই, গলিয়া যাই। **পালিবোঁ**—পালন করিব। **মোয়ে**—বিদ্যাপতিতে 'মঞে', আমি। **ডরাওঁ**—মাধবকন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

তেবে কিয় আমি ইটো পক্ষীক ডরাওঁ।

নরোত্তমকৃত সারসত্যকারিকাতে,—

অতি গুপ্ত কথা এই কহিতে ডরাঙ।—(পুথি)

ভয় পাই, ভীত হই।

—৬২

হরি হরি—হায় হায়। **নিদয়া**—প্রা° 'নিদ্দয়'। নির্দ্দয়। **আইলো**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সিকারণে রামক নিব্যাক প্রাত আইলোঁ॥

বিশারদকৃত বিরাটপর্ব্বে,—

আইলো অস্ত্রগণ তোমার কিঙ্কর।

আজ্ঞা কর বিপক্ষেক করিয়ে সংহার॥

আইলাম, আসিলাম।

২। **পিন্ধিবোঁ**—পরিধান করিব। **সিসত**—প্রা° 'সীস'; 'ত' সপ্তমীর চিহ্ন। সিঁথাতে, শীর্ষে। **বাহের**—প্রা° পৈ°এ 'বাহ'; 'এর' বিভক্তি-চিহ্ন।

৩। **ঘরত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। ঘর হইতে। **বাহির**—

প্রাকৃতলক্ষ্মী, কর্পূরমঞ্জরী, কুমারপালচরিত, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতিতে। **নহোঁ**— মাধবকন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

স্ত্রীবৈরী পিতৃবৈরী সীমাবৈরী নহোঁ।

লঙ্কাকাণ্ডে,—

তুমি যেন শক্তি আমি নহোঁ হেন ঠান।

নই, হই না। **দুলালী**—মাগধী 'দুল্লহিআ' (দুর্লভিকা)। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে,—

বাপের দুলালী ছিলি		তাহে তিলাঞ্জলি দিলি ·· ···

ময়নামতীর গানে 'বেটা রাজদুলালিয়া', চৈতন্যমঙ্গলে 'তাহে বাপের দুলাল নহ', চৈতন্যচরিতামৃতে 'যথা তথা যাই দুল্লীল করে মোরে', কেতকাকৃত মনসার ভাসানে 'তুমি দুলাল বহিনী'। আদরের পাত্রী, আদরিণী।

৪। **সাত পাঁচ সখি** ইত্যাদি—(কবির উক্তি)। সখি (বড়াই গো), ভাল-মন্দ উভয়বিধ শুনিয়া বাশুলী-ভক্ত এবং চণ্ডীদাস নামে পরিচিত অনন্ত বড়ু রাধার ভাষায় এই গীত গান করিল। অথবা—সখি, রাধার কথিত ভাল-মন্দ বাক্য শুনিয়া বাশুলীভক্ত ইত্যাদি।

১। **খণ্ড**—ক্রিয়াপদ।

২। **নীল কুটিল** ইত্যাদি—তুল° 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ' (পৃ° ৫)। **আদিত**—আদিত্য, সূর্য্য। **শিথে**—সিঁথায়, সীমন্তে। **প্রভাত আদিত** ইত্যাদি—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে 'সিঁথায় সিন্দুর জিনিয়া অরুণ'।

৩। **ভ্রূহি কাম ধনু** ইত্যাদি—জয়দেবে 'ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি বাণা'। তোমার ভ্রূপল্লবই কামের ধনু এবং (কুটিল) কটাক্ষই বাণস্বরূপ। **ণালিক যন্ত্র**—আয়ুর্ব্বেদোক্ত যন্ত্রবিশেষ। শুক্রনীতি, শার্ঙ্গধর প্রভৃতিতে যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে নালিকাস্ত্রের উল্লেখ আছে। উহা বন্দুকজাতীয় অস্ত্রভেদ। তুল° 'বাঁশীর মত নাক'।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৬৩

১০। **হেমরূপ** ইত্যাদি—তোমার যৌবন সুবর্ণসদৃশ বহুমূল্য। অথবা তোমার রূপ ও যৌবন সুবর্ণমূল্য বহন করে।

১। **সব গোপ** ইত্যাদি—সমস্ত গোকুলবাসী যাহাকে সম্ভ্রম করে।

দিহলি—দিও।

২। **বুইলে**—বলিল। **সে বচন** ইত্যাদি—সে কথা কাণে শোনা যায় না অর্থাৎ শুনিবার একান্ত অযোগ্য। **খাআঁ**—খাইয়া। **তিন লোক** ইত্যাদি—জগৎ সংসারের অহিত করিতে কানাই মহাদানী সাজিয়াছ। 'মহাদানী' পদবী 'মুন্সী', 'মজুমদার', 'মুহুরী' প্রভৃতির ন্যায় বংশগত হইয়া গিয়াছে।

৩। **বিকি জাইএ**—বেচিতে যাইতেছি। **পার**—'পারং (পরম্হি তীরম্হি)'—অভিধানপ্পদীপিকা। দূরবর্ত্তী তীর। **বেভার**—বিদ্যাপতিতে; কৃত্তিবাসে 'ব্যাভার', 'অবেভার'। ব্যবহার। **বাণিজার**—বণিক্। তুল° 'সর্ব্ব ধন হরি তবে মারে বাণিজারে' (কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)। **হেন হএ বড়ার** ইত্যাদি—বড়র এমনই আচরণ বটে, মামীকে পণ্যবিক্রয়িত্রী পাকড়াও করিল।

৪। **খাও**—মাধবকন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

মানুষী সীতাক এতিক্ষণে মাৰি খাওঁ।

খাই। **পাস**—প্রা°। পার্শ্ব। **জাও**—বিদ্যাপতিতে,—

জামিনি চারিম পহর পাওল

আবে জাওঁ নিজ গেহ॥

মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

আশীর্ব্বাদ করিয়োক চলি যাওঁ বন॥

যাই। **কার পান চুন** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) কাহার কাছে ক্ষুদ্র বিষয়েও ঋণী নই বা কাহারও নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থীও হই নাই।

১। **কৃপিণের**—বিদ্যাপতিতে,—

কৃপিন পুরুষকে কেও নহি নিক কহ
জগ ভরি কর উপহাসে।

কৃপণের। **পোটলি**—ক্ষুদ্রার্থে 'ই' প্রত্যয়। গাঁঠরী। **বিলাহ**-বিতরণ কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৬৫

২। **আম্ব**—প্রা° 'অম্ব'। আম গাছ। **জাম্বু**—'অলং এতেহি অম্বেহি জম্বূহি পণসেহি চ'—সুংসুমারজাতক ; 'জম্বু (স্ত্রি) জাম্ববং জম্বু'—অভিধান-প্রদীপিকা। জাম গাছ। **ডাল**—মাগধী 'ডালঅং' ; প্রাকৃতলক্ষ্মীতে 'ডালা' ; দেশীয়শব্দসংগ্রহে 'ডালী' ; চর্য্যাপদে 'ডাল'। শাখা। **বিশ্বকর্ম্মা**—দেবশিল্পী। **তন**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তন মাঝে গোসনীর করিলেক ঘাব।

স্তন। **আছু**—আছুক, থাকুক।

৩। **স**—(সি), সে। **আলপাউ**—অল্পায়ু, অস্থায়ী। **গড়িলে**—গত হইলে। **লাউ**—প্রা° 'অলাউ', 'লাউ' (অলাবূ)। **যৌবন গড়িলে** ইত্যাদি—যৌবন চলিয়া গেলে তোমার দেহ খোলাসার হইবে। **পাণি**—প্রা° 'পাণিঅ' (পানীয়)। **পাণির ফোটা**—জলবিন্দুর ন্যায় (ক্ষণস্থায়ী)। **খোঁটা**—কৃত কর্ম্মজন্য নিন্দাবাদ, অপযশ।

৪। **কৈলোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

ব্রাহ্মণ ঋষিক মারি মহাপাপ কৈলোঁ॥

'কৈলুঁ', 'কলুঁ' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে অবিরল। করিলাম। **পরিভাবি**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

ত্রিশিরার বোলে খর মনে পরিভাই।

পরিচিন্তন করিয়া, বিচার করিয়া।

১। **মারিহে**—মারিবে, নষ্ট করিবে। **রাখিব**—রক্ষা করিবে। **আবিচারে**—বিনা অনুসন্ধানে।

২। **আইহহন**—আহ্বন, আহ্বান। **বল করে**—বল প্রকাশ করে। **আগেঁ**—প্রা° পৈ° এ 'অগ্‌গে'।

৩। **পো**—প্রা° 'পোঅ'। পুত্র।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৬৬

মতিমোষ—হৃতমতি, নষ্টবুদ্ধি। **ভুঁজিবি**—ভুঞ্জিবে, ভোগ করিবে। **লিখিত**—দণ্ডনীতি-বিহিত, নির্দ্ধারিত। **মতিমোষ মোক কর** ইত্যাদি—ছন্নমতি, আমার প্রতি বল প্রয়োগ করিতেছ, এ জন্য বিহিত দণ্ড ভোগ করিবে।

৪। **পুরাণ**—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, এই পাঁচ লক্ষণযুক্ত মুনি-প্রণীত শাস্ত্রবিশেষ, যথা—"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌॥" **জাণসি**—প্রা° পৈ° এ 'জাণাসি' (জানাসি)। জানিস্‌, জান। **বেবথা**—ব্যবস্থা। **সাহ**—সাধ, প্রার্থনা কর।

১। **পরাশর**—ব্যাসদেবের পিতা এবং কলি যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। **বিশাল**—বিখ্যাত। **জাণী**—জানে, অবগত আছে। **মীন কণ্যা**—ইহাঁর গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম হয়। ইনিই পরে সত্যবতী নামে পরিচিতা হইয়া কুরুকুলপতি শান্তনুর মহিষী হন (বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতে দ্রষ্টব্য)। 'মচ্ছো মীনো জলচরো'—অভিধানপ্পদীপিকা। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'মীন' শব্দ খন্দ বা কানাড়ী ভাষা হইতে গৃহীত। কণ্যা—প্রা°।

আতত—কল্পিত, উদ্ভাবিত। **সমত**—সম্মত, অনুমত।

২। **রম্ভা**—স্বর্গের নর্ত্তকী। **রমন্তি**—রমণ করেন বা করিলেন। **শান্তন**—(শান্তনু) চন্দ্রবংশীয় নৃপ, ভীষ্মের পিতা।

৩। **বসে**—সঞ্চিত হয়।

৪। **সতীপণ**—সতীপণা, সতীর আচরণ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৬৭

১। **তারা**—বৃহস্পতি-ভার্য্যা। **অত্থাপিহো**—প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'অত্থাপিও', 'যত্থপিও' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আজও। **পরচরে**—প্রচার করে, ঘোষণা করে। **আহুল্যাক**—অহল্যাকে। ইনি গৌতম ঋষির পত্নী। **সুরবর**—ইন্দ্র। **সহস্রেক**—এক সহস্র।

অদভূত—অদ্ভুত। **বোলন্ত**—শূন্যপুরাণে,—

নিরঞ্জন বোলন্ত ঝিআরি তুহ্মি থাক ঘরে।

উল্লূক বোলেন্ত আরু সুনহ নারায়ণ।

শ্রীকর নন্দীকৃত অশ্বমেধপর্ব্বে,—

মুনির বচনে রাজা পুনিহ বোলন্ত।

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

হাস্য করি বোলন্ত যাইবোহো বনবাস ॥

বলেন, বলিতেছেন।

২। **ভাই**—প্রা° 'ভাআ'। **তিলোত্তমা**—স্বর্গ-বেশ্যা। বিধাতা সুন্দ উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয়ের বিনাশ-হেতু সমুদায় রত্নের তিল তিল লইয়া ইহাঁকে নির্ম্মাণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম তিলোত্তমা। **ময়িলা**—মরিল। **সুম্ভ নিসুম্ভ**—চামুণ্ডা-যুদ্ধে রক্তবীজ নিহত হইলে, শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্য-ভ্রাতৃদ্বয় দেবীর হস্তে বিনষ্ট হয়।

৩। **চৌ**—প্রা° 'চউ'। চারি। **তেহোঁ**—তিনি-(ও)।

৪। **পরিভাউ**—ভাবিয়া দেখুক, বিচার করুক। **তেজু**—ত্যাগ করুক।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৬৮

১। **বেকত**—ব্যক্ত। **বিজুলি**—প্রা° 'বিজ্জুলী'। **নীল জলদ সম** ইত্যাদি—(তোমার) কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সদৃশ, তাহাতে চম্পক-মালা ব্যক্ত বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণ বর্ণের পর্য্যায়;—'নীল কণ্‌হা' সিতা কালো মেচকো সাম সামলা' (অভিধানপ্পদীপিকা)।

২। **শিশত**—মাগধী 'শীশ'; 'ত' বিভক্তি-চিহ্ন। সিঁথাতে, শীর্ষে। **কাম সিন্দূর**—উদ্দীপক সিন্দুরবিন্দু। **উয়ি গেল**—উদিত হইল।

৩। **ললাটে তিলক** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে 'অলকে তিলকে সসধর তুল'।

৫। **যেহেন খঞ্জন**—যেন খঞ্জন (Motacilla alba) পক্ষী। আকার-গত সাদৃশ্যই লক্ষণীয়। প্রাচীন পদে অনুরূপ পাওয়া যায়;—

অঞ্জনযুত কঞ্জনয়ন খঞ্জনগতি হারি ... ...
খঞ্জনগতি-গরব-ভঞ্জ
অঞ্জনযুত নয়ন কঞ্জ ... ...

৬। **কলা**—কান্তি।

৭। **কোক**—প্রাচীন পদে,—

ফুকরত হত-শোক কোক
অব জাগব সবহুঁ লোক ... ...
—(জগদানন্দ)

চক্রবাক।

৮। **কুহরা**—গহ্বর, কন্দর।

৯। **প্রেয়াগ**—কোন দুই নদীর সঙ্গম না হইলে প্রয়াগ হয় না। সঙ্গম-স্থলে নদীর গভীরতা প্রায়শঃ অধিক হয়। প্রয়াগ-সংখ্যা পাঁচ;—এলাহাবাদের বটপ্রয়াগ এবং হিমালয় প্রদেশস্থ দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দ-প্রয়াগ। সর্ব্বত্রই নদীখাত গভীর। **উপামা**—উপমা।

১০। **মন্থর গমনে** ইত্যাদি—দেহযষ্টি বা মাজা ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়ে ধীরে ধীরে যাইতেছ।

১১। **অমর পুরত নাহি** ইত্যাদি—স্বর্গে এমন সুন্দরী নাই। বিধাতা জীবজগতে সোনার পুতলী নির্ম্মাণ করিলেন।

১২। **দেবাসুরে মহোদধি** ইত্যাদি—(কবির উক্তি) দেবতা ও অসুরে সমুদ্র-মন্থন করিয়া তোমার উদ্ধার করিল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৬৯

১। **কাঁচ কনয়া**—কাঁচা সোণা।

২। **সংঘাত** (সঙ্ঘাত)—সমষ্টি। **কুণ্ডলে আদিত্য** ইত্যাদি—কুণ্ডলে প্রতিফলিত সূর্য্য অসংখ্য সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। **পরিমল**—কুঙ্কুমাদি বিলেপনের বিমর্দ্দন-জনিত (গাত্র)-গন্ধ; 'বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে'—অমর। **রাখ**—রক্ষা। **বিষহরি** (বিষহরী)—বিষের অধিষ্ঠাত্রী মনসা দেবী। **জাণল**—জানিলাম। **সুরজনে মোহে পুরজনে** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) তোমার রূপ, চেষ্টা ও বেশভূষাদি দেবতার মোহ উৎপাদন করে, মানুষের রক্ষা কোথায়? বস্তুতই তোমার দৃষ্টি তীব্র বিষ উদ্গীরণ করে।

৩। **সুররাজ গজকুম্ভ** ইত্যাদি—স্তনদ্বয় বৃহৎ ও শ্বেতাভ। **তেলানী**—২৪ পরগণার প্রাদেশিক। 'তোলো'-জাতীয় ছোট হাঁড়ী। **লাবণ্য জল**—কান্তি জলের ন্যায় তরল, স্নিগ্ধ ও দীপ্তিবিশিষ্ট। ঢল ঢল রূপ। **অমুল**—অমূল্য। **বাজের**—বাজে, ধ্বনিত হয়।

৪। **আয়ী**—চৈতন্যভাগবতে,—

প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই।
আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥

প্রাচীন অসমীয়া 'আই' এবং মরাঠী 'আঈ' শব্দ মাতৃবাচক। 'বাসলী আয়ী' বহুব্রীহি সমাস; তুল° 'কাণেলীমাতঃ', 'গার্গীমাতঃ', 'নদী-মাতৃক' প্রভৃতি।

১। **বাখানী**—ব্যাখ্যান করে, প্রশংসা করে। **হেনক**—শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসে,—

হেনক গোবিন্দ বিনে না ভাবিহ আন॥ —(পুথি)

এহেন, এমন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৭০

বিবুধি—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

বিবুদ্ধি লাগিল ইন্দ্রে না চিনে আপনা।

বিকলতা, দুর্বুদ্ধি।

১। **যশোদাএঁ**—'এঁ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **মাঙ্গ**—প্রার্থনা কর। **আলাগন**—অসংলগ্ন। **হেন আলাগন** ইত্যাদি—এরূপ অসম্বদ্ধ কথা কোথায় (কোন্ রাজ্যে) শুনা যায় ?

৩। **রসত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **এহা দেখি রসত** ইত্যাদি—ইহা বুঝিয়া কেলি-বিলাস হইতে মনকে তফাত কর অর্থাৎ তাহার আশা ছাড়। **সাজ**—সজ্জিত, পরিপূরিত। **রূপস শরীর মোর** ইত্যাদি—কেআ ফুল যেমন ধূলিপূর্ণ, আমার সুন্দর দেহও তেমনই রসহীন, কোন কাজের নয়।

৪। **রহাঅসি**—আট্কাইতেছ, (বলপূর্ব্বক) অবস্থান করাইতেছ। **কচাল**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

ভাল মত জান তোরা কোচাল করিতে ॥

বৃথা বাক্‌কলহ। **ঘুচাহ কচাল** ইত্যাদি—কথা কাটা-কাটিতে ক্ষান্ত দাও, আমার আশা ত্যাগ কর।

১। **সেনেহা**—প্রা° 'সণেহ', 'সিণেহ', 'সিনেহ'। স্নেহ, প্রীতি। **ইথে**—প্রা° 'এত্থ', 'ইত্থ'। বিদ্যাপতিতে,—

ইথে যদি কেও করএ পরচারী।

ইহাতে।

রাহী—রাধা শব্দের প্রা° রূপ 'রাহা'; অপ° 'রাই'। বিদ্যাপতিতে 'রাহি', 'রাহী'।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৭১

২। **পুনে**—প্রা° 'পুন্ন'; একার বিভক্তি-চিহ্ন। পুণ্যে, পুণ্যবশে; **পরিভাব**—পরিচিন্তন কর, ভাবিয়া দেখ।

৩। **থিতী**—প্রা° 'থিতি'। স্থিতি।

৪। **সেহো**—সে-ও, সে আবার। **ভুঞ্জ**— ভোগ কর। **আহ্মা সমে** ইত্যাদি—আমার সহিত বিলাস কর।

১। **খরতর**—উগ্র প্রকৃতিবিশিষ্ট। **নটক**—নটের বা নষ্টের আচরণ, ত্রুটি। **মাথা**—প্রা° 'মথা'। **গোচরিআঁ**—গোচর করিয়া। **জেন**—যেমন।

চৌহালীনী—'চোভা' শব্দের উত্তর 'আল' প্রত্যয় করিলে 'চোভাল' পদ হয়; স্ত্রীলিঙ্গে 'চোভালী' বা 'চোভালিনী' এবং তাহা হইতে চোহালিনী, চৌহালিনী হওয়া সম্ভব। শঙ্কাপরা, সতর্ক। অস° হেমকোষে চোভা অর্থে 'কোনো মন্দ করার আশঙ্কা'।

২। **লৈল**—লইলে। **সুবণ্ণ**—প্রা° 'সুবণ্ণ', 'সুবন্ন'। সুবর্ণ। **দেখিআঁ**—চেয়ে, অপেক্ষা। **দেখিতেঁসি**—দেখিতেই। **পাইএ**—পাইতেছ। **ভক্ষিতেঁ**—ভোগ করিতে। **পাই**—পাইবে। **খাই**—খাইবে। **বান্ধিল**—বাঁধা, বন্ধন। **জাই**—যাইবে। **দেখিতেঁসি পাইএ কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—কানাই, (আমার রূপ-যৌবন) দেখা মাত্র সার, ভোগ করিতে পাইবে না; লাভের মধ্যে কিল ও ঠেঙ্গা খাইবে এবং বাঁধা যাইবে।

৩। **বেআজ**—ছল।

বিদ্যাপতিতে,—

কহ কহ সুন্দরি না কর বেআজ।
জত বোললহ তত সকল বেআজে॥

পৃষ্ঠাঙ্ক—৭২

চিনহ—চেন, অবগত হও।

৪। **খাআর**—খাও। **টুটুক**—ভাঙ্গুক, নির্ব্বাপিত হউক। **আনল**—অনল

৫। **কাখো**—কাহাকে। **ডরাঅ**—ভয় করে।

৬। **ঝুনা**—প্রা° 'জুণ্ণ' (জীর্ণ); সিং° 'ঝুনো'। পাকা, শুষ্ক। **আম্ভাকে বল কৈলেঁ** ইত্যাদি—বাঁদর যেমন পাকা ও শুকন

নারিকেল হাতে পাইয়া কিছুই করিতে পারে না, আমার উপর বল প্রকাশ করিলে তুমি তেমনই কোন ফল পাইবে না। চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটি অপ্রকাশিত পদে,—

হেমঘট দেখিয়ে অপরে।
চোরার মন সাতপাঁচ করে॥
মাকড়ের হাতে নারিকেল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাই বল॥

৭। **ভাঁগিবোঁ**—ভাঁগিব, ভগ্ন করিব। **ধরিবোঁ**—ধরিব। **শুধী**—শ্রীকর নন্দীকৃত অশ্বমেধপর্ব্বে,—

কথাতে যে ঘোটক আছে না জানোম শুদ্ধি॥

চৈতন্যভাগবতে,—

কোটি বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভাল মতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি॥

তত্ত্ব, সন্ধি।

৮। **অবুধ**—গোবিন্দদাসে,—

গুরুজন অবুধ মুগধিমতি পরিজন ... ...

নির্ব্বোধ।

৯। **ভুজযুগে বান্ধী রাধা** ইত্যাদি—গীতগোবিন্দ, ১০ম সর্গে,—

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নয়ন-শরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥

১০। **নাগরালী**—রসিকতা। **নেবারহ**—নিবারণ কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৭৩

১। **শাপ**—সাপ। **নিচল**—প্রাং 'নিচ্চল'। নিশ্চল। **হোই**—হইয়া। **নহে**—লভে, লাভ করে। **আছ রাজ পদ** ইত্যাদি—বড়াই,

রাজপদের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবন-সংশয় উপস্থিত। হাতী, ঘোড়া বা সাপের মাথায় খঞ্জন দেখিলে, দ্রষ্টার শ্রীবৃদ্ধি হয় (বৃহৎসংহিতা, ৪৫শ অ°)।

জীউ—অপ° 'জীউ'। জীবন। **মানু**—মানুক, অঙ্গীকার করুক।

২। **উচিত তাহাত** ইত্যাদি—নিম্নলিখিত রূপ পদচ্ছেদ হইবে,—

উচিত তাহাত কল হংস সম
রএ কনক রসনে॥

তাহাতে সুবর্ণ-মেখলা শব্দায়মান হইয়া মরাল-ধ্বনির অনুকরণ করিলে এখন মানায় ভাল। রএ—রব করে।

৩। **আড়ন**—ঢাল, ফলক। **রোমাবলী**—স্ত্রীলোকের নাভির উপরিস্থ সূক্ষ্ম রেখাকার রোমাবলী। **কিরিপান**—কৃপাণ। **হাণী**—হানিয়া, প্রহার করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৭৪

জলে—জ্বলিতেছে।

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শুনিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন।

১। **কাম্পএ**—সঞ্জয়কৃত মহাভারতে,—

তাহা দেখি কম্পএ যে বীর বৃকোদর।

কাঁপে, কম্পিত হয়। **বাখন**—প্রা° 'বক্‌খাণ'। ব্যাখ্যান, প্রশংসা।

তোহ্মাখো—তোমায়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৭৫

২। **হেনসি**—হৈন-ই, এই প্রকার-ই। **তাহাত উচিত** ইত্যাদি—তাহাতে এইরূপই ব্যবহার উপযুক্ত বটে।

৩। **তোহ্মাত**—তোমার। **পাঁতিআস**—প্রত্যাশা।

৪। **এভোঁহো**—এখনও। **দুহেঁ**—দুই জনে। **থাকি**—থাকিল, রহিল।

ইত্যুক্ত্বা রাধিকা ইত্যাদি—এই বলিয়া রাধা মৌনভাবে অবনতবদনে বৃন্দার সহিত অনেকক্ষণ একান্তে বসিয়া রহিলেন। পরে কামক্লিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা মৌনব্রতই অঙ্গীকার করিয়াছেন দেখিয়া (মৌনভাব সম্মতির লক্ষণ জানিয়া) সাভিলাষে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

১। **সরোঅর**—সরোবর। 'তরুঅর' শব্দ তুলং। **শুআহো**—শুকও। **পাঞ্জর**—পিঞ্জর। **কুয়িলী**—প্রাং লক্ষণ ও প্রাং পৈং এ 'কোইলো', 'কোইলা' (কোকিলঃ); মৃং কং এ 'কোইল'; বিদ্যাপতিতে,—

কোইলী পঞ্চম রাগে রমন সুমরাঞো ... ...

নন্দন বন—মনোহর উপবন। **সম্ভাক**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

এ সম্বাক দেখি মই করিলোঁহো সাক্ষী।

সকলকে। **বোলাইলোঁ**—ডাকিলাম, আহ্বান করিলাম। **হংস রএ সরোঅরে** ইত্যাদি—সরোবরে হংস, পিঞ্জরে শুক, উপবনে কোকিল, এক এক করিয়া প্রিয়জনদের সকলকে ডাকিলাম, (সকলেই সাড়া দিল), তোমার(ই) উত্তর পাইলাম না।

বালি—বালে। **উপেখিআঁ**—উপেক্ষা করিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া। **এাড়তেঁ**—ছাড়িতে, ত্যাগ করিতে। **না ফুরে মন**—মন উঠে না।

২। **সোনা**—পাং 'সোন্ন'। **কটআ**—কোটা। **পুরাআঁ**—পূর্ণ করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৭৬

আমুল—অমূল্য।

৩। **পুনমী**—পূর্ণিমা। **চাঁদ**—প্রাং 'চন্দ'। **কাঞ্চ**—মৈং 'কাঁচ'; ওং 'কঞ্চ'। কাঁচা। **হলদি**—প্রাং 'হলদ্দী'। হরিদ্রা। **আকাইলেক**—গোবিন্দদাসে 'আকুল চিকুরা'; চৈতন্যমঙ্গলে 'আউলাইল মাথার কেশ'। উত্তর ও পশ্চিম-রাঢ়ে 'আউলান' এবং ২৪ পরগণায় 'আকান' শব্দ প্রচলিত। আকুলায়িত।

৪। **খাণিএক**—খানিক, একটু।

১। **আরে**—পা° ও প্রা° 'অরে' (সম্ভাষণে ও রতিকলহে)। **ভৈরব পতন**—ভৈরব-পত্তন, শিব-ক্ষেত্র। **গাঅ**—গাত্র। **গড়াহলি**—গড়াগড়ি দাও, অবলুণ্ঠিত হও। তুল° 'করিহলি উপহাসে' (পৃ° ২৮)। **পৈস**—প্রবেশ কর। **কলসি**—প্রা° 'কলস'; ক্ষুদ্রার্থে 'ই' বা 'ঈ' প্রত্যয়।

আগম—তন্ত্রাদি শাস্ত্র।

২। **জাইবোঁ**—যাইব। **পৈসোঁ**—শঙ্করদেবকৃত অসমীয়া উত্তরা-কাণ্ডে,—

পাতালত পশোঁ বসুমতী মেলা ফাট ॥

প্রবেশ করি।

৩। **বুঝসি**—চর্য্যাপদে। **পাতসি**—পাড়িতেছ, প্রসঙ্গ করিতেছ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৭৭

টেটন—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

এরি আইলি রামক টেণ্টন যেন চোর ॥

টেটনী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৭৬)। ধূর্ত্ত, শঠ।

বিহাণ—'বিহিগোসেসু বিহাণো' (বিহাণো বিধিঃ প্রভাতং চ)—দেশীনাম-মালা। প্রাতে। **আইলাহোঁ**—আসিলাম। **তিঅজ**—গৌড়বধ-কাব্যে 'তইঅ'; কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

তেয়্জ অংশে বন্দি করি থুইব পাতাল ॥

তৃতীয়। **পহর**—প্রা°। প্রহর।

৪। **এআ**—কু° চ° এ 'এঅং' (এতৎ)। ইহা। **বৈশ**—প্রা° 'উবইস' (উপবিশ)। উপবেশন কর। **পাশক**—'ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। পার্শ্বে।

থুইবো—স্থাপিত করিব।

৪। **বটে**—বা° √বট (ও° অট)। হয়। **টুটে**—কম হয়। **ভাণ্ড মাথে** ইত্যাদি—মাথায় ভাঁড় প্রতি ষোল পণ দান, (ইহার) এক কড়াও কম হইবে না।

৫। **সবে**—সাকল্যে। **দেহ**—লিপিকরপ্রমাদ, 'লেহ' হইবে বোধ হয়। **গোআর**—বিদ্যাপতিতে,—

হম অবুধ নারি তুহুত গোয়ার ॥

সখি হে বুঝল কাহ্নু গোআরে।

অবিবেচক গোপ।

৬। **মথান**—মন্থন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৭৮

১০। **এঁড়িবোঁ**—ত্যাগ করিব।

*

১। **আরে রে**—সম্ভাষণে। **দহী**—প্রাং 'দহি' শব্দ। মৈথিলী প্রবাদ—'ঘর দহী, বহরো দহী'। দই, দধি। **আথ**—অস্ত। **জাএল**—যাইল, গেল। **সহী**—প্রাং। সই, সখী।

রোন্ধসি—রুদ্ধ করিতেছ। রাঢ়ে বেষ্টন করা অর্থে 'রুঁদা' শব্দ প্রচলিত।

২। **ছছন্দে**—স্বচ্ছন্দে। **বুলিলোঁ**—ভ্রমণ করিলাম। **বিকো**—বিক্রয়ে, বিক্রয়ার্থ। **কেহ্নে**—কেমন করিয়া। **জাণিবোঁ**—জানিব।

৩। **করী**—করিতেছ। **ধর্ম্মের কাহ্নাঞি** ইত্যাদি—ধর্ম্মের ঠাকুর কৃষ্ণ, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য দানী সাজিয়াছ, তবে কেন ধর্ম্ম ছাড়িয়া এরূপ আচরণ করিতেছ? **চাহোঁ**—দেখিতেছি, নিরীক্ষণ করিতেছি। **চারি পাশ চাহোঁ** ইত্যাদি—চারি দিকে দেখিতেছি, আমার অবস্থা স্বীয় মাংসের কারণ জগতের সহিত বৈরভাবসম্পন্ন বন্য হরিণের ন্যায় হইয়াছে। মাংস যেমন হরিণের মৃত্যুর হেতু, রূপ-যৌবন তেমনই আমার সকল আপদের মূল। চর্য্যাপদে 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী'।

৪। **সলি** (শলি)—শল্য। **সব সলি লাগে** ইত্যাদি—আমার কাণের কুণ্ডল খোঁচার মত ঠেকিতেছে; পরণের কাপড়ও বাদ সাধিতেছে। 'সরসলি' (শর-শলি) পাঠও হইতে পারে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৭৯

১। **মগর খাড়ু**—বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

ছোট ছোট বালকের মগর খাড়ু পায়।

মকর-মুখবিশিষ্ট মোটা বাঁকমল। খাড়ু—প্রা° 'খড়ুঅ'। **ঘোড়া চুল**—চূড়াকারে বিন্যস্ত কেশ অথবা স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত কেশগুচ্ছ। ঘোড়া—'ঘোড়ো অশ্ব, ইতি ঘোটশব্দভবঃ'—দেশীনামমালা। চুল—পা° 'চুলা'। **চাঁচরী**—ক্রীড়াভেদ। দোলপর্ব্বে অনুষ্ঠিত অগ্ন্যুৎসবকে চাঁচর খেলা বলে। **খেলাওঁ**—খেলাই, ক্রীড়া করি। **খেড়ী**—প্রা° 'খেট্ঠ'। খেলা-ধূলা। 'ক্ষ্বেড়া সিংহনাদে দুরাসদে চ কুটিলে'—মেদিনী। গ্রাম্য গীতাদির আবৃত্তি এবং অভিনয় প্রভৃতিও হইতে পারে।

২। **কণআ**—প্রা° 'কণঅ', 'কণয়'। কনক। **পাঅ বাঢ়াসি**—পা বাড়াইতেছ, চলিতেছ। **হেন রূপ** ইত্যাদি—'যৌবনে'র পর কোন শব্দ পড়িয়া গিয়াছে।

৩। **জঞ্জাল**—গোবিন্দদাসে 'জীব ভেল জনজাল'। উৎপাত, অস্বস্তি। **খোঁপাত**—ঝুটিতে, কবরীতে। **লুলএ**—দুলিতেছে, লম্বিত রহিয়াছে। **দোলঙ্গ**—অধুনা দুলাল-চাঁপা (Hedychium coronarium) নামে প্রসিদ্ধ। **মাল**—প্রা°। মালা।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৮০

১। **পিন্ধিলোঁ**—পরিধান করিলাম। **সাড়ী**—মৃ° ক°এ 'সাড়িআ' শাটিকা। **খোম্পাত**—খোপার। **গুজরে**—গুঞ্জন করে। **ধাড়ী**-ক° ম°, ২।৪৬। সং 'ধাটী'; 'প্রপাতস্ত্বভ্যবস্কন্দো ধাটাভ্যাসাদনং চ সঃ'—হেম°

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

দেবগণ উপর আজি সাজিবো ধাড়ি।

তোরে ধাড়ি সাজে রঘু বিক্রমে বিশাল॥

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

কুহু কুহু বলিয়া কোকিলা গায় সারি।
চারিদিক চাপিয়া মদনে করে ধারী ॥

উপর পড়া, আক্রমণ।

২। **বাএ**—বাদন করে।

৩। **নাকড়ি**—নাকুড় বা নোড় বৃক্ষ।

৪। **নটক**—'নট্টকো নটকো নটো'—অভিধানপ্রদীপিকা। ধৃষ্ট, শঠ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৮১

১। **ছান্দো**—√ছান্দ, বেষ্টনে। বাঁধি। 'ছান্দো বান্ধো' সহচর শব্দ; তুল° 'বাঁধা-ছাঁদা'।

গোঠ—গোযূথ। **উদাও**—কামতা-বিহারী ভাষায় 'উদাও'; পশ্চিম রাঢ়ে 'উদ্‌মা'। স° 'উদ্দাম'। উচ্ছৃঙ্খল, বন্ধনমুক্ত। **মার**—প্রা° পৈ°এ 'মারঅ' (মারয়)। **সব খন গোঠ** ইত্যাদি—কৃষ্ণ তোমার ভাবে বিভোর, গোরুর পাল রক্ষকহীন হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে সর্ব্বক্ষণ যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে। গোরু যার বাড়ী প্রবেশ করে, সে-ই মার ধর বলিয়া (আমায়) তাড়না করে। গাই—প্রা°।

১। **পাখি**—প্রা°পৈ°এ 'পক্‌খি' (পক্ষী)। **যাও**—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

যাওঁ যাওঁ দিদি রাজাক লাগিয়া।

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

রাম লক্ষ্মণক মিথিলাক লৈয়া যাওঁ।

যাই। **বিদার**—অবকাশ। **দেউ**—কু°চ°এ 'দেউ' (দদাতু)। **পসিআঁ**—প্রবেশ করিয়া। **লুকাওঁ**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

ফাট দিয়া বসুমতা পাতালে লুকাওঁ ॥

লুকাই।

মরিবোঁ—মরিব। **আবাল**—বালক।

—৮২

২। **দেয়ি**—কু°চ°এ 'দেই' (দদাতি)। দেয়। **সমুন্ধ**—পশ্চিম-রাঢ়ে 'সমুদ' শব্দ এখনও প্রচলিত। সম্বন্ধ।

৩। **এড়**—ছাড়, ত্যাগ কর।

৪। **দুরুজন**—দুর্জ্জন।

২। **আগলী**—অগ্রগণ্যা, শ্রেষ্ঠা। **শিশু মুখে** ইত্যাদি—আমি বয়সে বালিকা হইলেও কথায় পাহাড় টলাইতে পারি—অর্থাৎ আমি কথা বলিতে জানি এবং তাহার গুরুত্বও আছে। **বেলী**—বেলা।

৩। **কলি**—শূর, অশেষ বলশালী। **বজর**—বজ্র। **পরমান**—পরিমাণ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৮৩

৪। **মৌহারী**—সঞ্জয়কৃত বিরাটপর্ব্বে,—

চতুর্ভিতে নানা বাদ্য দোয়রি মোহরি।

নছোবোল্লা খান-কৃত জঙ্গনামাতে,—

কাঁসা করতাল বাজে দোহরি মোহরি॥

দোহারি মোহারি বাঁশী করিলাস রাসি রাসি
কাড়া সিঙ্গা রবে লড়ে মাটী।

মুরলী-শ্রেণীর বাঁশী কি? যাহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে দুই হস্ত, একটি মুখরন্ধ্র এবং চারিটি স্বররন্ধ্র, তাহাকে মুরলী বলে। যথা,—

হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ধ্রসমন্বিতা।
চতুঃস্বরচ্ছিদ্রযুক্তা মুরলী চারুনাদিনী॥৩৫৫

—(ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু)

রাখসি—রক্ষণাবেক্ষণ করিস্ বা কর। **কতেক**—প্রা॰ 'কেত্তক' (কিয়ৎ)। বীরগাথাতে 'গোরীদল কিত্তক গিনৌ'। **সহিতেঁ**—সহ্য করিতে। **নারিবি**—পারিবে না। **চাপ**—আক্রমণ।

৫। **ছেনারি**—'জারেস্থ ছিন্নছিন্নালা' (ছিন্নো তথা ছিন্নালো জারঃ। জারেজ্বিত্যেকশেষাদ্বহুবচনাৎ ছিন্না ছিন্নালী স্ত্রীত্যপি।)—দেশীনামমালা। মৃ॰ক॰এ 'ছিণালিআপুত্তঅ' ; চর্য্যাপদে 'ছিণালী' (ছিন্ননাসিকা নাগরিকা)। কুলটা। **আসহন**—অসহনীয়।

৬। **খুর**—প্রা॰। নাপিতের অস্ত্র।

৭। **মারেঁা**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মুণ্ডে মুণ্ডে হানি মারেঁা॥

মারি। **ছাড়েঁা**—ছাড়িতেছি। **সুণ রাহি সুন্দরি** ইত্যাদি—সুন্দরী রাধে! শুন, স্ত্রীলোক না হইলে তোমায় মারিয়া ফেলিতাম, (যাহা হউক), তোমার নিকট প্রাপ্য পথকরটা ছাড়িতেছি না। **ভিড়েঁা**—মিলিত হই। **আন কোন** ইত্যাদি—অপর কোন বীরের সহিত (প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে) মিলিব ?—অর্থাৎ আর কাহার সহিত লড়িব ?

৮। **নেহ**—লও। **আন পাণী**—প্রা॰ 'অন্ন' এবং 'পাণিঅ'। অন্নজল।

৯। **বোল পরমান**—কথামত।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৮৪

১। **মোর পাশ নাহি** ইত্যাদি—আমার স্বামী মহাবীর আয়ান (এখনও) আমাতে উপগত হন নাই।

২। **আরতী**—আর্ত্তি, অভিলাষ। **হৈবের**—হইবে। **গতী**—গতি, পরিণাম।

৩। **মুতীম**—বিদ্যাপতিতে 'মোতিম'। মুক্তা।

৪। **গোআলী**—বুদ্ধিহীনা গোপকুমারী। **এড়হ**—ত্যাগ কর। **বাগড়**—আয়ত্তি-চেষ্টা।

১। **পাইল**—পাওয়া, প্রাপ্ত। **বিহড়ায়ি**—ক'ম'তে 'বিহড়িয়' (বিঘটিত)। মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কিবা রাম দদা তোক অনিষ্ট করিল।
সি কারণে তান তই রাজ্য বিহরাইল॥

ছিনাইয়া লইল, অপহরণ করিল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৮৫

২। **বিকসু**—বিকসিত হউক।

৩। **আড়**—প্রা' 'অড্‌ঢ'। অৰ্দ্ধ। **পিঠে**—প্রা' 'পিট্‌ঠ'; একার বিভক্তি-চিহ্ন। **চাহ মোরে** ইত্যাদি—আমায় চোখের কোণে চাও অর্থাৎ কিঞ্চিৎ করুণা কর।

৪। **জাই**—প্রা' 'জাইঅ' (যাত্বা) যাইয়া।

১। **বাটোআড়ী**—বিদ্যাপতিতে 'বটবারী'।

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে—

পরনারী পথে পায়্যা কর বাটআরি।

বাটপাড়ী, (পথে) দস্যুবৃত্তি।

৩। **এহাএ**—ইহা। **মরী**—মরিবে। **রাখোআল কাহ্নাঞি** ইত্যাদি—রাখাল কানাই, আপনাকে বাসুদেব বলিয়া পরিচয় দিতেছ; না জানি, কংস ইহা শুনিলে মারা পড়িবে।

৫। **মাগু**—প্রাচীন সাহিত্যে। স্ত্রী।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৮৬

৬। **ডুসাআঁ**—ঢু দিয়া।

৭। **বিরত**—বীরত্ব।

৮। **আল জঞ্জাল**—'আণ জঞ্জাল' পাঠ সঙ্গত মনে হয়। আণ—প্রা° 'অন্ন'। অন্য। জঞ্জাল—গণ্ডগোল।

১০। **মানিঅা**—স্বীকার করিয়া।

১। **সতন্তর**—স্বতন্ত্রা, স্বাধীনা।

খেড়া—চর্য্যাপদে। খেড়ী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫০৯)। খেলা, ক্রীড়া।

খোজন্তি—চাহিতেছেন, প্রার্থনা করিতেছেন।

২। **কাঙ্কন**—কঙ্কণ, হস্তাভরণ। **কহোচাল**—হেঁচ্‌কা বা ঝাঁকা। 'কচাল' শব্দ তুল°। **লএ**—লয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৮৭

৩। **বুলএ**—বলে। **কহন্তি**—প্রাচীন প্রয়োগ 'কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট'। কহিতেছেন।

৪। **সান দেই মাথে**—মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া। সান শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪১০); কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রা° 'সণ্ণা' বা 'সন্না' (সংজ্ঞা) হইতে সা ন শব্দ উৎপন্ন।

জরম—মালিক মহম্মদকৃত পদ্মাবতিতে,—

সোই চাঁদ অস নিরমর   জরম ন হোই মলীন॥

বাত—প্রা° 'বত্তা'। বার্ত্তা, কথা।

২। **যবেঁ**—চর্য্যাপদে 'জব্বেঁ', 'জবেঁ'। **বরিষএ**—বর্ষণ করে **ধারী**—(বৃষ্টি) ধারা।

৩। **পহ্রিআঁ**—পরিয়া, পরিধান করিয়া। **লাস**—বেশ-ভূষা।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৮৮

বিধিএঁ—'এঁ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **গঢ়িল**—√গঢ়, নির্ম্মাণে।

৪। **নিতেই**—নিত্যই। **পালাহা**—পালাস্, পলায়ন কর

নিপীয় কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আধিমতী শ্রীরাধা ব্রততীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।

১। **ডাক**—√ডাক, আহ্বানে। **কানড়া খোঁপা**—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

কাঁনড় ছাঁদে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকার মালে ॥

কানড় পুষ্পাকৃতি খোঁপা অথবা কানড় সাপ যে প্রকার কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে বদ্ধ কবরী। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু অনুমান করেন, কর্ণাটদেশীয় রীতিতে বিন্যস্ত কেশ। কানড়—(১) নীলবর্ণ পুষ্পভেদ, (নীলোৎপলবাচক 'কন্দোট' শব্দ তুল°); (২) ফণাহী সর্পবিশেষ। **মুণ্ডায়িবোঁ**—মুড়াইব, মুণ্ডিত করিব। **করন্তি**—শূ° পু°এ 'করন্তি ধর্ম্ম স্তান'। করিতেছেন।

৩। **শঙ্খচূর**—চূর্ণবিচূর্ণ। **মুছিঅঁা পেলাইবোঁ** ইত্যাদি—নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে—

হাথের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কঙ্কণ করিব চূর।
মুছিয়া ফেলিমু আমি সীথিঁর সিন্দুর ॥

পৃষ্ঠাঙ্ক—৮৯

৪। **পৈসী**—প্রবেশ করিয়া। **হেন মন করে** ইত্যাদি—বড়াই, আমার ইচ্ছা করে, হ্রদে প্রবেশ করিয়া মরি। (তত্রাচ) পরপুরুষের সহিত রঙ্গরস করিব না। **আস**—প্রা° 'আসা'। আশা।

১। **ভাঙ্গাসি**—ভাঙ্গাইতেছ।
২। **বিতে**—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক; 'ভিত' শব্দ তুল°। ব্যপদেশে।
৫। **পুছিঅঁা**—চর্য্যাপদে 'পুছিঅ'।
৬। **পুছিবোঁ**—জিজ্ঞাসা করিব। **তোহ্মাথো**—তোমা হইতে।

৭। **সঙ্গতী**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

হরি হরি বিধি কত করিলে **সঙ্গতি**।
দশরথ নৃপতির হেন সে বিপতি॥

যোগাযোগ, দুরবস্থা, দুর্দ্দশা।

৮। **সে জন**—'যে জন' পাঠ ধরিলে অর্থ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৯০

১০। **কাঁঠ দাপ**—শুষ্ক বীরত্ব। কাঠ—প্রাং 'কট্‌ঠ'।

১২। **আশ**—আশয়, তাৎপর্য্য। **আভিহাস**—অভিলাষ (?)। পড়িহাস—পরিহাস।

১৩। **পণ্ডিআঁ**—মৃং কং ও সরোজবজ্রের দোঁহাকোষে 'পণ্ডিঅ'। পণ্ডিত। **পুরুষে**—পুরুষ হইতে। **আণ্ডিআ**—এঁড়ো; কার্য্যকুশল।

১৪। **রাখিল**—আটক রাখিল। **আই**—আয়ী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃং ৫০১)।

১। **শিশের**—মাগধী 'শীশ'; 'এর' বিভক্তিচিহ্ন। সিঁথার, শীর্ষের। **গজমুতী**—গজমুক্তা। মুতী—প্রাং 'মোত্তী'।

সুসার—সুবিধা, সুব্যবস্থা। **মূল**—মূল্য, কর। **আফার**—অপার (?), বিস্তর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৯১

৩। **কুচ উলট কটোরে**—বিদ্যাপতিতে 'পলটি বৈসাওল কনক কটোরা'। উলট—অধোমুখ। কটোর—বাটি। **গরুঅ**—প্রাং। স্থূল। **আঙ্গে**—অঙ্গে। **উচিত হএ আহ্মারে**—আমার ন্যায্য প্রাপ্য।

৪। **পাসত**—পার্শ্বে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৯২

সাসু—প্রাকৃতলক্ষ্মী প্রভৃতিতে। শ্বশ্রূ। **খাইব**—খাইবে

২। **আপোষ**—চূর্ণ, দণ্ডাহত ; 'আপোওষ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৬২)।

৩। **ভাত**—প্রা° 'ভত্ত' (ভক্ত)। অন্ন। **কালিনী রাতি**—কৃষ্ণ-পক্ষের রাত্রি। রাতি—প্রা° 'রত্তি'। **পোহাওঁ**—প্রভাত করি, যাপন করি। **লওঁ**—লই।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৯৩

১। **আখরেঁ**—প্রা° 'অকৃখর' ; 'এঁ' বিভক্তি-চিহ্ন। **কাল রতন**—ইন্দ্রনীলমণি।

নিন্দসি—নিন্দা করিতেছ।

২। **শোহে**—প্রা° পৈ° এ 'সোহএ'। শোভিত হয়। **কাজনে**—কাজলে।

৩। **নাঞ্ছন**—লাঞ্ছন, কলঙ্ক। **শোভসি**—শোভা পাইতেছ।

৪। **চন্দ**—প্রা°। চন্দ্র।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৯৪

১। **কাল কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—কাল কানাই, আমায় তুচ্ছ করিও না। **আন্ধল**—মাগধী 'অংধলএ' ; মৈ° 'আন্ধর'। অন্ধ। **বাটপাড়**—পথে ডাকাইতি কর। **মাঙ্গসি**—প্রার্থনা করিতেছ।

২। **ভাঙ্গসি**—ভগ্ন করিতেছ। **ছিণ্ডসি**—ছিন্ন করিতেছ। **লোড়সি**—লুণ্ঠন করিতেছ। **সাণ্ড**—প্রা° 'সণ্ড'। ষাঁড়।

৩। **ছাড়াআঁ**—ছড়াইয়া, বিক্ষিপ্ত করিয়া। **তভোঁহোঁ**—তথাপি। **তোর মোর** ইত্যাদি—কানাই, তোমার আমার (ইহাতে) ভার প্রশংসা হ'বে !

১। **শুণত**—'ত' বাক্যালঙ্কারে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৯৫

৩। **আহ্মাক**—'ক' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। আমা হইতে।

৪। **বাস**—বোধ করা উচিত। গন্ধ।

৫। **আইহন গোসাঞিঁ**—আয়ানের প্রভু।

৮। **বেজ**—পাº ও প্রাº 'বেজ্জ'। বৈদ্য।

১। **লৈলোঁ**—লইলাম। **সকট**—পাº। শকট। **দলিলোঁ**—দলিত করিলাম। **নিলো**—লইলাম।

যানে—জানে, অবগত আছে।

২। **উনপ্চাস**—পাº 'একূনপঞ্চাসা'; মৈº 'উননচাস'। উনপঞ্চাশ। **বাএ**—প্রাº 'বাঅ'; একার কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **গড়**—'গঢ়' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃº ৪৮১)। **উনপ্চাস বাএ** ইত্যাদি—উনপঞ্চাশ বায়ু (গোকুলে) থানা দিল; ঘনঘটা করিল। **ঝড়**—'সংততবরিসম্মি ঝড়ী' (ঝড়ী নিরন্তর-বৃষ্টিঃ)—দেশীনামমালা। **রাখিলোঁ**—রক্ষা করিলাম। **গিরিবর**—গোবর্দ্ধন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৯৬

৩। **ভায়ি**—প্রাº 'ভাআ'। ভাই। **হুলাহুলী**—উলুধ্বনি, উল্লাস ধ্বনি।

৪। **জাণী**—জানে।

১। **কালিনী**—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে রাধিকার মাতার নাম কলাবতী এবং পদ্মপুরাণে কীর্ত্তিদা। এ 'কালিনী' কে? **হাছি জিঠি**—খনার বচনে,—

হাঁচি জিঠি পড়ে যার।

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

হাঁচি জিঠি বাধা বিস্তর পড়িল॥

হাঁছি—প্রাº 'ছীঅ'; সº 'হঞ্জি'। জিঠি—সº 'জ্যেষ্ঠী'। টিকটিকি। **বিরোধা**—বাধা। **ডুখমতী**—দুর্ভাগ্যবতী। **আঠকপালী**—খণ্ডকপালিনী। 'ছার-

কপালী', 'পোড়াকপালী' প্রভৃতি শব্দ তুল°। **আসিআঁ পড়িআঁ** ইত্যাদি—কানাইর রঙ্গ-রসের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।

চলিলোঁ—চলিলাম। **আথান্তর** (অথান্তর)—প্রাচীন সাহিত্যে শব্দটির বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, পশ্চিম-রাঢ়ে এখনও প্রচলিত। আপৎ, অশান্তি।

২। **দধি বিকে জাইএ** ইত্যাদি—বার বৎসর অর্থাৎ বালিকা-বয়স হইতে দই বেচিতে যাইতেছি। **কোণোহো**—কোনও। **কোণোহো দানার** ইত্যাদি—কোন দিন কোন দানার বেটা উচ্চবাচ্য করে নাই। **যাণাইবোঁ**—জানাইব। **করএ**—প্রা°। করে।

৩। **এক বেলি**—এক বার।

৪। **কাম্পিতেঁ**—কাঁপিতে কাঁপিতে। **নিবারহ**—নিবারণ কর।

২। **হেনক**—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে 'হেনক আমার ভায়'। **পাড়লাহা**—পড়িলে, পতিত হইলে। **রূপস কাজ**—রূপ-যৌবনের সুষমা।

৩। **মামী**—প্রাকৃতলক্ষ্মাতে; 'মম্মা মল্লাণী মামা য মামীএ'—দেশীনামমালা। **ভাণ্ডিতেঁ**—ভাঁড়াইতে, প্রতারিত করিতে।

৪। **জে**—হেতু নির্দ্দেশে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৯৮

৬। **মুদিত**—মুদ্রিত, মোহরাঙ্কিত। **সাম্বাএ**—চর্য্যাপদে,—

কাঅ বাক্ চিঅ জমু ণ সমায়।

বিদ্যাপতিতে,—

সে ফল আবে তরুনত ভেল সজনি
আঁচর তর নই সমায়॥

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

মূর্ত্তিমান হৈয়্যা ঘোড়া সান্তাই আনলে ॥

চণ্ডীদাসের পদে,—

পীরিতি বেয়াধি যদি অন্তরে সামাইল।

পশ্চিম-রাঢ়ে প্রবেশ করা অর্থে 'সামা' ধাতুর প্রয়োগ প্রচলিত। প্রবেশ করে। **চুরী**—প্রা° 'চোরিঅ'; হিং 'চোরী'। **প্রথম যৌবন** ইত্যাদি—আমার নব যৌবন যেন মোহরাঙ্কিত ভাণ্ডার, তাহাতে চুরি চলে না। বিদ্যাপতিতে,—

মদন ভণ্ডার সুরত রস আনী।
মোহরে মুন্দল অছ অসময় জানী ॥

ছুইলেঁ—বাং √ছু (প্রা° ছিব)। **আহ্মার যৌবন** ইত্যাদি—আমার যৌবন কাল সর্পস্বরূপ, স্পর্শ করিলে বা দংশন করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

৭। **আহ্মেহো**—আমিও। **গারুড়ী**—সাপের ওঝা, সর্প-চিকিৎসক।

৮। **বিগুতে**—মাধবকন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

রামের বৈরক আজি বিগুতিয়া মারোঁ ॥

লঙ্কাকাণ্ডে,—

জীব মাগে বিগুতি পাঠাইল।

পীড়ন করিতেছে, নিগৃহীত করিতেছে। **নেআঁঅ** (ন্যায়)—বাগ্‌-বিতণ্ডা, কলহ। 'নেআঅ-আঁকুড়্যে' (কলহপ্রিয়) শব্দ তুলং। **জুড়ী**—বাং √জুড়, যোগে। **বিবুধিএ**—দুর্ব্বুদ্ধিবশে।

৯। **আভিরোষ**—ক্রোধ।

১০। **তপত**—তপ্ত, উষ্ম। **নালে**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

বোটের নালে পড়ে ক্ষীর মহাশব্দ শুনি ॥
উগারিয়া কালবিষ এড়িলেক নালে ॥

ধারায়। **জুড়ায়িলেঁ**—শীতল হইলে। **সোআদ**—সুস্বাদ। **তপত দুধ**

ইত্যাদি—তপ্ত দুধ চোঁ-চোঁ করিয়া খায় না (অর্থাৎ খাওয়া রীতি নয়), (বস্তুতঃ) জুড়াইলে তাহাতে আস্বাদ পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

তপ্ত তপ্ত দুধ প্রভু খাওন না যায়।
জুড়াইয়া খাইলে প্রভু অধিক স্বাদ পায়॥

নহুলী—পদুমাবতিতে 'নউলি'।

১১। **যাত খিধা বসে** ইত্যাদি—রাধে, যার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তা'র (আবার) কাঁচা-পাকা বিচারের অবসর কোথায়? 'বসে' পদের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৯৯

যা—প্রা° 'জা'। যাবৎ।

১২। **দীঠি দীঠি চাহি**—চোখো-চোখি হইয়া। **বনত**—'ত' সপ্তমীর চিহ্ন।

১। **দেখা দেখি**—দেখা সাক্ষাৎ। **মিঠ**—প্রা° 'মিট্‌ঠ'। মধুর। **আরতিল**—আর্ত্ত, আর্ত্তিযুক্ত।

আড় নয়ন—অপাঙ্গদৃষ্টি অনুরাগের অন্যতম নিদর্শন। আড়—প্রা° 'অড়ো' (অর্দ্ধঃ)।

২। **আঞ্চল চঞ্চল** ইত্যাদি—তোমার নয়নাঞ্চল খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল। আঞ্চল—প্রান্ত। বিদ্যাপতিতে,—

নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভাণ।

(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

আর্জ্জুনের—অর্জ্জুনের।

৩। **মান**—অঙ্গীকার কর। **পাছে কৈলী**—পশ্চাৎ করিলে, অবহেলা করিলে। **হৃষীকেশ**—হৃষীকেশ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১০০

১। **দহে পৈসু বড়ায়ি** ইত্যাদি—বড়াই, স্ত্রীলোকের জীবনে ধিক্, তাঁদের ডুবিয়া মরাই ভাল। দেখ, আমার এই রূপ-যৌবন (কেমন) বাদ

সাধিতে বসিয়াছে। দহ—প্রা° 'দ্রহ', 'দহ'। হ্রদ। গ—সম্বোধনসূচক অব্যয়। **গাএর**—গাত্রের। **বিকলী**—স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয়।

২। **বাঢ়ায়িলোঁ**—বাড়াইলাম, বাহির করিলাম। **পা**—প্রা° 'পঅ'। পদ। **দিবওঁ**—দিব। **আত্মঘাতী**—আত্মহত্যা।

৩। **রুপা**—প্রা° 'রূপ্‌পা'। রৌপ্য। **ঘড়ী**—ক্ষুদ্রার্থে 'ঈ' প্রত্যয়। ক্ষুদ্র ঘট, ভাঁড়। **দিঅাঁত**—'ত' বাক্যালঙ্কারে। **ওহাড়ী**—'অবগুণ্ঠং ওঢ়ণং'—প্রা° স°, ৪।৬৪; 'ওহাড়ন' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪২৯) আবরণ। **ঘী**—প্রা° 'ঘিঅ'। ঘৃত।

৪। **কাঁশে**—কংসকে। **দিহে**—দেয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১০১

বোলহ কাহ্নাঞিঁ ইত্যাদি—কানাইকে এখনও বল', সে আমার আশা ত্যাগ করুক।

১। **উদ্ধারিলোঁ**—উদ্ধার করিলাম। **নীলাএ**—অবলীলাক্রমে। **দাণিলোঁ**—ছেদন করিলাম। **সংহারিলোঁ**—সংহার করিলাম।

২। **কত না**—'না' বাক্যালঙ্কারে। **মায়া**—চাতুরী। **পরাণ**—শক্তি, সামর্থ্য। **সপত পাতাল**—অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। **তোহ্মার পরাণে** ইত্যাদি—তোমার শক্তিতে পাতাল হইতে বেদ উদ্ধার, হাসির কথা।

৩। **বধিলোঁ**—বধ করিলাম। **কইলোঁ**—করিলাম। **ছার খার**—সহচর শব্দ; মহারাষ্ট্রী 'ছার' এবং শৌরসেনী 'খার'। ভস্মীভূত। **সহাএঁ**—প্রা° 'সহাঅ'; 'এঁ' বিভক্তি-চিহ্ন। সাহচর্য্যে। **সাধিলোঁ**—সুপ্রতিষ্ঠিত করিলাম।

৪। **প্রমান**—পরিমাণ। **জাই**—যাও। যাওয়া। **তোহ্মার পরাণে** ইত্যাদি—তোমার ক্ষমতা, সেথায় যাও!

পৃষ্ঠাঙ্ক—১০২

৫। **সাধে।**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

কহিয়োক মুনি কিবা সাধোঁ প্রয়োজন।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

শুনিয়োক প্রভু দেব সাধোঁ এক কাজ।

সাধন করি, সংগ্রহ করি।

৬। **মুখত বজর বসে**—কথায় ভারি টন্‌ক, বাক্যে বড় দড়।

৭। **দান্তের**—দাঁতের, দন্তের। **তোলা**—তুলিয়া। **ধরিলো।**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

বারম্বার হরি স্মরি ধলিলোঁ ধিয়ান।

চৈ° ভা°এ 'ধরিলুঁ,' 'ধরিলাঙ'। ধরিলাম। **হিরণ্য**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদের পিতা। ইনি পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণু-পার্ষদ ছিলেন এবং সনক সনন্দাদি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যথাক্রমে হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। **বিদারিলো।**—বিদারণ করিলাম। **রাহী**—প্রা° 'রাহা', 'রাহী' (প্রা° স°, ৫।৩০)।

৮। **নারে**—পারে না। **কুল**—কুল, বংশ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১০৩

১। **বোলে চালে**—কথায় ও কৌশলে। **এড়ারিতেঁ**—ছাড়াইতে, অতিক্রম করিতে। ...

৩। **পুরুব**—প্রা° 'পুরুব্বং'। **পাসরিলি**—√পাসর (বিসর)। ভুলিলে, বিস্মৃত হইলে।

৪। **তোত**—তোমার সহিত।

২। **পরসও**—স্পর্শ করিতেছি। **ভুমি ছুইআ** ইত্যাদি—মাটি ছুইয়া কানে হাত দেওয়া, শপথকালীন অনুষ্ঠানভেদ। **তোত**—তোমার। **গেআন**—জ্ঞান।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১০৪

৩। **তভোঁহো**—তথাপি। **পাপত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। পাপ হইতে। **বাহুড়ী**—মালিক মহম্মদকৃত পদুমাবতি ও তুলসী-রামায়ণে 'বহুরি'।

৪। **নিয়ড়**—প্রা° লক্ষ্মীতে ; ক° ম°তে 'ণিঅড়িঅ' (নিকটক) ; প্রা° পৈ°এ 'ণিঅল' (নিকটে) ; চর্য্যাপদে 'ণিঅড়' প্রভৃতি। প্রাচীন সাহিত্যের অন্যতম চিহ্নিত শব্দ। কৃত্তিবাসী অরণ্যকাণ্ডে—

দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড় ॥

বিদ্যাপতিতে,—

জহি খনে নিঅর গমন হোয় মোর।

১। **বউল**—প্রা°। বকুল। mimusops elengi। **দেখী**—দেখিতেছি। **সিসের**—প্রা° 'সীস' ; 'এর' ষষ্ঠীর চিহ্ন। সিঁথার, সীমন্তের। **লেখী**—গণনা করি। **জগজন**—জগদ্বাসীকে। **লক্ষ দান নহে**——লক্ষ মুদ্রা কর পর্য্যাপ্ত নহে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১০৫

১। **বিদারহ**—বিদারণ করিতেছ।

অপরুব—অপূর্ব্ব।

৩। **জগ**—জগৎ, জগদ্বাসী।

৪। **যবে**—যাবৎ। **তবে**—তাবৎ। **এহি মতে**—এইরূপে। **আণাও**—জানাই। 'কো অম্হাণং ঘরবিহবং ণ আণাদি' (মৃ° ক°, ৩য় অঙ্ক), 'দে উণ ণ আণামি কুসলবা এত্তিএণ কেরিসা বিঅ হোন্তি' (উ° চ°, ৩য় অঙ্ক) বাক্যান্তর্গত আ ণা দি, আ ণা মি পদ তুল°। পরবর্ত্তী দুইটী পদে 'বল কৈলেঁ জাণায়িবোঁ রাজাএ' এবং 'কংশ জাণায়িআঁ তোক কাটায়িব আহ্মে' (পৃ° ১০৭)। **রাএ**—প্রা° 'রাঅ' ; একার বিভক্তিচিহ্ন। রাজাকে।

১। **কূলআঁ ঘাটে**—কূলের ঘাটে, খেয়া ঘাটে। **কর কূলআঁ ঘাটে** ইত্যাদি—যমুনার খেয়া-ঘাটে কর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, (হাঁটা) পথে

কানাই করসংগ্রাহক, কি বুদ্ধি করিবে, কোন কৌশলে আমার হাত এড়াইবে ?

পৃষ্ঠাঙ্ক—১০৬

২। **বিথ**—'বিধ' হইবে বোধ হয়। **মাঙ্গহ**—মাগ, প্রার্থনা কর।

৩। **পাঠাএ**—পাঠায়, প্রেরণ করে। **বান্ধা**—বন্ধক।

৪। **সাজিএ**—সজ্জিত করি। **কড়া**—প্রা° 'কবড্ড'। কপর্দ্দক, মুদ্রা। **তোহ্মে রাখোআল** ইত্যাদি—তুল° 'নির্ধনীর ধন হ'লে দিনে দেখে তারা'।

৫। **মায়া**—কুহক। **তোহ্মাহো**—তোমায়ও।

৬। **বুঝিলো**—বুঝিলাম। **ভিত**—দিক্, পার্শ্ব।

৭। **আছো**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

"পুরুব কালত আছোঁ খণ্ড তপ করি।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

জানি আছোঁ রাম দশরথের তনয়।

আছি। **এভোঁ যবেঁ যৌবন** ইত্যাদি—এখনও যদি যৌবন পুঁজি করিয়া রাখিবার ইচ্ছা কর অর্থাৎ আমার কথায় সম্মত না হও, তাহা হইলে ইত্যাদি।

৮। **টেণ্টন**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

কহির টেণ্টন দুই ভৈলাইা তপসী।

'টেটনী' ও 'টেটন' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৭৬, ৪)। ধূর্ত্ত, বঞ্চক। **আপমানকে**—'আপমান' শব্দের উত্তর এই 'কে' প্রত্যয় লক্ষণীয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১০৭

মানসি—মানিতেছ, গ্রাহ্য করিতেছ। **কংস রাঅ পাটে**—দৈত্যরাজ কংসের শাসন। পাট—মাগধী 'পট্টএ' (পট্টকঃ)। সিংহাসন।

৯। **মারিলো**—নষ্ট করিলাম, ধ্বংস করিলাম। **দেখাসসি**—দেখাইতেছিস্, দেখাইতেছ। **পড়িঘাএ**—পরিত্রাণ করে, উদ্ধার করে। হি° 'উবার' (উদ্ধার) শব্দ তুল°।

১০। **হঅ**—হও। **আকাশ পাতাল**—আবোল তাবোল, প্রলাপ। **বা**—নিষেধাদিবাচক অব্যয়। **পাতিআএ**—চর্য্যাপদে,—

আইস সংবোহেঁ কো পতিআই ॥

বিদ্যাপতিতে,—

কে পতিয়ায়ব সপন সরূপ ॥

কে পতিআএত ফুলল অকাসে ॥

প্রত্যয় করে। **মোহেঁা**—আমিও। **কৈলে**—করিলে।

১। **তোর মান ধরে**—তোমায় সম্ভ্রম করে। **কাতে**—'তে' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। সঞ্জয়কৃত বিরাট পর্ব্বে,—

উত্তরাতে দিল নিয়া উত্তম বসন।

চৈতন্যভাগবতে,—

তবে মুঞি নাহি যাঙ কহিলুঁ তোমাতে।

(আদি, ৫ম অ°)।

ষষ্ঠীবর সেনকৃত মনসামঙ্গলে,—

সোণকাতে জিজ্ঞাসা করিল সদাগর ॥

কাহাকে। **নিবেদিবেঁা**—নিবেদন করিব, জানাইব। **এথা**—প্রা° 'এত্থ'। এখানে।

এথুনি—'হ্' প্রত্যয় নিশ্চয়ে। এই ক্ষণেই। **নিমাথি**—অনাথা, সহায়হীনা।

২। **লাগে**—জোড়ে, লগ্ন হয়। **জাণিলেঁা**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

হৈবে মোর ধর্ম্ম নষ্ট তৈখনি জানিলোঁ ॥

জানিলাম। **বাটোআর**—৫৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। দস্যুবৃত্তি কর, এরূপ অর্থও হইতে পারে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১০৮

৩। **এত কাল আসি** ইত্যাদি—গোপকুমারী আমরা, এত কাল যাওয়া আসা করি, ইত্যাদি। **কভোঁহো**—কখনও। **মর**—গোল্লায় যাও, অধঃপাতে যাও। **সলী**—শল্য, শল্য-বেধনজনিত বেদনা।

৪। **ভঅ**া—হইয়া। **পুত**—শৌরসেনী 'পুত্ত'।

———

১। **দুপহর**—দ্বিপ্রহর। **বেলে**—বেলায়, সময়ে। **তোঁ**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে।

বাই—বায়ুজনিত পীড়া, উন্মাদ। **তিরি**—গাথা 'ইস্ত্রি'। স্ত্রীলোক।

২। **ভোখ**—প্রা° 'ভুক্‌খা'। পশ্চিম রাঢ় ও কামতাবিহারে 'ভুক', 'ভোক', 'ভোখ'। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

আর্ত্তনাদ করি পাপী কান্দে ভোক শোষে।

বুভুক্ষা, ক্ষুধা। **শোষ**—তৃষ্ণা। **পীঁও**—পান করি। **দরিশনে**—দর্শনের নিমিত্ত। **চাহিঅঁা**—অন্বেষণ করিয়া। **ঘরক মন না জাএ**—ঘরে মন বসে না।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১০৯

৩। **সপন**—স্বপ্ন। **নদীকের**—ষষ্ঠীর উত্তর 'কের' তথা 'কর' প্রত্যয়, প্রা° সম্বন্ধবাচক 'কেরক' শব্দেরই রূপভেদ। বিদ্যাপতিতে,—

সদা বসথি জমুনাক তীর।
পরজুবতীকের হরথি চীর॥
কে জান পুরুবকের পাপ।

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

দেখিয়া রাম দামোদর বৎসকের সঙ্গে।

দ্বিজ দয়ারামকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

কূর্ম্মরূপ বিশ্বকের ত্রাত॥

শূন্যপুরাণে,—

রূপাকর পাটএ বেসাতির বৈসএ হাট।

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

এখন হইমু কোড়াকর ভিখারি।

গোবিন্দদাসে,—

যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে

মুরছয়ে কত কোটি কাম।

মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মৃতকর যেন প্রাণ নেখেলে নাশাত॥

নদীর। **বাণে**—বন্যা। **তরুয়র**—বিদ্যাপতিতে 'তরুঅর'। তরু-বর। **ভখে**—ভক্ষণ করে। **আসার**—অসার। **কিরীত**—কীর্ত্তি।

৩। **ভর**—পূর্ণ। **সুখান**—মৃ°ক°এ 'সুকৃখাণ'। শুষ্ক।

লাগিল—শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১১০

৩। **পোড়েক**—পোড়ে, দগ্ধ হয় বা করে। **মামী**—প্রাকৃতলক্ষ্মী ও দেশীনামমালাতে।

৪। **সাজিলোঁ**—সাজাইলাম, সজ্জিত করিলাম। **রে**—'রে অরে সম্ভাষণ রতিকলহে'—সিদ্ধহেম°।

—

১। **বান্ধসি**—বাঁধিস্ বা বন্ধন করিয়াছিস্। **নাগরী বেশ**—নাগরিকার ব্যবহার, ছলনা। **বাসিত ফুলে রাধা** ইত্যাদি—রাধে, সুগন্ধ ফুল দিয়া কেশ রচনা করিয়াছ, আমায় (আর) ছলনা করিও না। **পড়িঘাউ**—পরিত্রাণ করুক। **কহী**—প্রা° 'কহিং' (কুত্র)। কোথায়।

নহে—না হয়।

২। **দলিবোঁ**—দলিত করিব।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১১১

বাণ—বলি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শোণিতপুর ইঁহার রাজধানী।

৩। **শতেক কুড়িএঁ**—এক শত কুড়ি পরিমাণে; তুল° 'শত শত'। **নৈলোঁ**—লইলাম। **ধান্ধা**—বিদ্যাপতিতে,—

মঝু মনে লাগল ধন্দা।

সংশয়, সন্দেহ।

৪। **ছাড়িল**—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

১। **যবেঁ**—চর্য্যাপদে 'জবেঁ'।

পড়িলী—ক্রিয়াপদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয়। ১ম পুরুষের ক্রিয়া। **বেঢ়ে**—বেষ্টনে, অধিকারে। তুল° 'তা'র খপ্পরে পড়িলে আর রক্ষা নাই'।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১১২

৩। **হিরাধর**—হীরক-খচিত। **কড়ী**—মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কর্ণে হীরাধর কড়ি অপরূপ জুতি।

কর্ণাভরণভেদ (পুষ্পকলিকাকার কি?)। **কাঞ্চুলী টানএ** ইত্যাদি—আমার বক্ষাবরণ আকর্ষণ করে। **সহাএ**—প্রা° 'সহাঅ'; একার বিভক্তি-চিহ্ন। সাথী।

৪। **জাণা**—জানাও, অবগত কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১১৩

৭। **তিরী কলা**—স্ত্রীলোকের ছল। **সম্বোধেঁ**—সান্ত্বনায়।

১০। **ঘোল দধি দুধ** ইত্যাদি—তুল° 'দই দুধে জল সরিল'। মেলিলেক—√মেল, নিষ্কাশনে।

১। **সাধসি**—সাধিতেছিস্, সংগ্রহ করিতেছ।

২। **জংজাল**—গোবিন্দদাসে 'জীব ভেল জনজাল'। জঞ্জাল, উৎপাত। 'আলজ্ঞাল' শব্দ তুল°।

৩। **মাথার ফল**—শিরশ্ছেদন, বধদণ্ড। ইংরাজিতে Capital punishment। **নঠ বুধী**—দুষ্টবুদ্ধি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১১৪

৪। **গুণী আগু পাছ**—অগ্রপশ্চাৎ গণনা করিয়া। পাছ—প্রা° 'পচ্ছা'।

১। **চাহসি**—বিদ্যাপতিতে,—

বোলও চাহসি কিছু বোলইতে লজাসি ॥

(কিছু বলিতে চাস্, বলিতে লজ্জা পাস্।)

বুঝিএ—বোধ করি। **তোহ্মার**—(তোহ্মারে), তোমায়।

২। **তোহ্মাক**—নিমিত্তার্থ-বোধক 'লাগী' শব্দের যোগে ষষ্ঠী। তোমার।

৩। **করিব**—প্রা° 'করিঅব্ব'; অপ° 'করিব্ব' (কর্ত্তব্য)।

৪। **নিধুবন**—'নব-নিধুবন-লীলাঃ কৌতুকেনাভিবীক্ষ্য' (মাঘ); বিদ্যাপতিতে,—

ন ধর কেশ ন কর চিটপন।
অলপে অলপে করহ নিধুবন ॥

রতি-সম্ভোগ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১১৫

১। **জিতে**—√জী (জীব)'র পদ। কমললোচন-কৃত চণ্ডিকাবিজয়ে—

বাহুরিয়া যাও যদি জিতে থাকে আশ।

বাঁচিতে, বাঁচিবার নিমিত্ত। **জিতে পরকার** ইত্যাদি—জীবিকার সংস্থান নাই, মহাদানী বলাইতেছ; (এমন অসম্ভব কথা) লোকে বা ধর্ম্মশাস্ত্রে (কখন) শুনি নাই।

৪। **হোর**—গোবিন্দদাসে,—

হোর দেখ এ সখি রাই শ্যাম কোর ॥

কবিশেখর কৃত দানখণ্ডে,—

হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।—(পুথি)

জগদানন্দের পদাবলীতে,—

হের না সখি　　　　হোর কি দেখি

কিএ অদভুত কভু না পেখি··· ···

ঐ, অদূরে। শব্দটি বীরভূম অঞ্চলে এখনও প্রচলিত। তুল° পূর্ব্বী হি° 'ওহর'। **ঘুচ**—বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

দূরে ঘোচ পদ্মা তুই হেথা হৈতে যা।

দূরে ঘোচ বধূ তুমি হেথা হইতে চল।

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

দূর গুচ পাপী আন জঞ্জাল নপাত।

সর', অপসারিত হও। **পাশে**—নিকট হইতে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১১৬

সকতী—শক্তি।

২। **খুজিতেঁ**—চাহিতে, প্রার্থনা করিতে। **দেখাযসী**—দেখাইতেছিস্। **সহী**—প্রা° সখী। **আহ্মাত**—আমার।

৩। **বাখান**—ব্যাখ্যান, বাদানুবাদ।

১। **তেল**—প্রা° 'তেল্ল' (তৈল)। **বিচিতেঁ**—বেচিতে, বিক্রয় করিতে। **সুনা ঘট**—শূন্য কলস। সুনা—প্রা° পৈ°এ 'সুন্ন'। **বারী**—বারণ মানিয়া।

২। **বিহা** (বিয়া, বিভা)—প্রা° 'বিআহ'। মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যত্ন করি আনিয়া তোমাত বিহা দিলোঁ ॥

সূর্য্যের প্রাচীন গানে,—

তোমার সূর্য্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না ॥

'বিহা' শব্দ বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। বিবাহ। **ভুঁজ**—ভুঙ্ক্ষ, ভোগ কর। **পরাক**—অপরকে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১১৭

পুছ—জিজ্ঞাসা কর।

৪। **মল্লিকা কলিকা পাশে** ইত্যাদি—তুল°—

জাবে ন মালতি কর পরগাস।

তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস॥ —(বিদ্যাপতি)

১। **বেধিল**—বিদ্ধ, ব্যথিত। **তোর রূপ দেখি** ইত্যাদি—আমি গদাধর, তোমার রূপ দেখিয়া কামপীড়িত-চিত্ত হইলাম। **বস**—প্রা°। বশীভূত।

২। **উন্নত যৌবন**—ভরা যৌবন।

৩। **তেজো**—ত্যাগ করি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১১৮

১। **ভায়**—ভাব, রীতি। **আপণা ছাওয়াল** ইত্যাদি—কানাই, (রতিসম্ভোগের পক্ষে) আমি আমাকে অত্যন্ত বালিকা মনে করি।

নাঅ—নৌকা। **ভরা**—শূন্যপুরাণে,—

নিরঞ্জন ধনভাণ্ডার নাএ দিল ভরা।

কবিকঙ্কণে,—

বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।

বোঝাই, ভার।

২। **কলিকাত**—মুকুলে। **অনুবন্ধ**—বিদ্যাপতিতে,—

কে ন করএ নিঅ পতি অনুবন্ধ॥

(কে নিজের জন্য চেষ্টা না করে ?)

চেষ্টা। **মালতী মল্লিকা কলিকাত** ইত্যাদি তুল°—

মাধবি মুকুলিত মালতি ফুল।

তাহে নহি কুথল ভমর অনুকূল॥—(বিদ্যাপতি)

৩। **খাইএ**—খায়। **তপত দুধ** ইত্যাদি—মূল ও টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৯৮, ৫২০-২১) **ভুখিল হয়িলেঁ** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

বড়েও ভুখল নহি দুহু কওরে খাএ।

(অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলেও কেহ দুই গ্রাসে খায় না।)

পৃষ্ঠাঙ্ক—১১৯

২। **মোর কানে** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) তোমার কথা, শুনিবার একান্ত অযোগ্য।

৬। **ভাণ্ডারিয়লি**—স্ত্রীলিঙ্গে 'ই' প্রত্যয়। প্রতারিত, ভ্রান্ত।

৯। **জিঅন্তেঁ**—জীবন্তে, জীবন থাকিতে।

১। **বোলে প্রবোধিতেঁ** ইত্যাদি—ওগো বড়াই, কানাই ভারি চতুর, তাহাকে কথায় ঠেকান দায়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১২০

৪। **করিউ**—অপ° 'করউঁ', 'করউং'। করি। **যুগতী করিউ** ইত্যাদি—ও গো বড়াই, তোমায় আমায় মিলিয়া একটা যুক্তি স্থির করি।

২। **নিছন**—বা° √নিছ, মার্জ্জনে। প্রাচীন সাহিত্যে 'নিছন' শব্দের বিবিধ রূপ এবং তজ্জাত পদসমূহের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতিতে,—

সরদ সুধানিধি জসু মুখ নেঞোছন

পঙ্কজ কী লেব নাম রে॥

নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে॥

কত কত লখিমী চরণতল নেউছয়

রঙ্গিনি হেরি বিভোরি।

চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

কানু রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
পীরিতী লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
নিছিয়া লয়েছি তার কুল শীল জাতি।

শূন্যপুরাণে,—

শতেক হাথ নেতে কৈল ঘোড়ার নিছনি।
পণ্ডিতে বেদ গান নিছিয়া পেলেন পান
হুলুই পড়এ ঘনে ঘন।

কৃত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ডে,—

পায়ে দধি দিল শিরে দুর্ব্বাধান।
মাথায় নিছিঞা পেলেন শত শত পান॥

চৈতন্যভাগবতে,—

আপাদ মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া।
নিজ শিরে থুই নাচে ভ্রূকুটী করিয়া॥
(মধ্য° ৮ম অ°)

বিবাহকালীন বরণ, স্ত্রীআচার প্রভৃতির একটা প্রধান অঙ্গ 'নিছন' বা 'নিছনি'। উহার মৌলিক অর্থ অমঙ্গল মুছিয়া দূরে নিক্ষেপ করণ; স° প্রতিরূপ 'নির্ম্মঞ্ছন'। বালাই। **থাকু**—থাকুক।

৪। **সেহো পথে**—সে পথেও। **তোর মোর** ইত্যাদি—তোমায় আমায় মিলিয়া তাহার সাজা দিব।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১২১

৭। **এথাঁসি**—এইখানে-ই। **বাদিআর সাপ**—সাপুড়ের সাপ বিষদাঁত-ভাঙ্গা ও নিস্তেজ। সাপ—প্রা° 'সপ্প'।

৮। **মোতে**—আমার।

৯। **দারুণ**—দুঃশীল। **দুরিত**—কলুষিত। **যাইউ**—যাই।

১১। **লাগ**—সঙ্গ, সামীপ্য।

১৩। **যে বুধি এড়ায়িএ**—যে উপায়ে অব্যাহতি পাইতে পারি।

১। **উমত**—একগুঁয়ে, স্বেচ্ছাশীল। **এড়ায়িবারে কৈল** ইত্যাদি—অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত বড়াই এত রকম করিল; কিন্তু স্বেচ্ছাশীল কানাইর তা'র একটাও মনের মত হইল না।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১২২

আহ্মা সমে সুরতি ইত্যাদি—আমার সহিত কানাইর রতিকেলি একান্ত অযুক্ত। মাণিক দ্বারা হীরক ভেদের কথা কে কোথায় বিশ্বাস করে? **বিন্ধে**—বিদ্ধ করে, ভেদ করে।

২। **হোতিত**—হইতে; 'জব পিংজর হুতি ছুট পরেবা' এবং 'পণ্ডিত হুতে পরই নহিঁ ধোখা,' বাক্যান্তর্গত হু তি ও হু তে শব্দ তুলং। **চারীত**—চরিত্র, আচরণ।

৩। **পুছে**—জিজ্ঞাসা করে।

৪। **পড়িহাসে**—প্রতিভাসিত হয়, প্রতিভাত হয়। **হেন পড়িহাসে কাহ্নাঞি** ইত্যাদি—কানাই, তোমার কি মনে হয়, আমার মত কিশোরীর পক্ষে বিদগ্ধ নন্দনন্দন যোগ্য পাত্র? প্রতি—পক্ষে। **মাকড়ের যোগ্য** ইত্যাদি—তুলং—

বানর কণ্ঠে কি মোতিম মাল॥—(বিদ্যাপতি)

বাসলী গতী—তুলং 'কাণেলী মাতঃ'।

১। **মতিমোহে**—মনোভ্রান্তি হেতু; 'মতিমোষে' শব্দ তুলং। **বিছোহে**—বিদ্যাপতিতে,—

বিছোহ বিকল ভেল দুহুক পরান।

মালিক মহম্মদকৃত পদুমাবতিতে,—

তউ লহি সোগ বিছোহ কর ভোজন পরান পেট।

(তাবৎ বিরহ শোক, যাবৎ উদর পূর্ণ না হয়।)

'বিছোহ' শব্দের মৌলিক অর্থ বিচ্ছেদ, বিরহ। এথানে একান্তে বা একাকী। **কাকুতি**—কাকুক্তি, কাতর প্রার্থনা। **অন্তরে**—শ্যামাদাসকৃত মীনচেতনে,—

নাচিয়া গাহিয়া থাঅ কিসের অন্তর।
হেন বাক্য বল তুমি কিসের অন্তর।

নিমিত্ত।

কাপড়—মাগধী 'কপ্পড়এ' (কর্পটকঃ)। **পিন্ধে**—পরিধান করে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১২৩

২। **জিআঅ**—জীয়াও, জীবন দান কর

৪। **কিবা**—কিম্বা।

১। **সতন্তর**—স্বেচ্ছাচারের কথা। **দুতর**—প্রা° দুত্তর (দুস্তর)। বিপদ্। **কাঢ়ায়িলি বাট**—পথ ধরিলি। কাঢ়ায়িলি—বাহির করিলি। **দুসহ**—প্রা°। দুর্গম। **আরণ**—প্রা° 'রণ্ণ'। অরণ্য।

২। **কৌণ**—কোন্, কি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১২৪

ছিণ্ডিবেক—ছিঁড়িবে, ছিন্ন করিবে।

৩। **মিছে ছাঁচে**—মিথ্যা ছাঁদে অর্থাৎ ছলা কলায়।

৪। **পুণি**—প্রা° 'পুণি', 'পুণী'। পুনঃ। **ছিতে**—আছিতে, থাকিতে। **যেহি**—যেই, যাহা বা যেরূপ। **সেহি**—সেই, তাহা বা সেইরূপ।

মদীয়মানসোল্লাসি ইত্যাদি—বেশ বলিয়াছ রাধে! শুনিয়া আমার মন উল্লসিত হইতেছে। এস, স্মরযাতনা হইতে উদ্ধার কর,—কি যে যাতনা, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না, সব কথা প্রকাশ করা যায় না।

১। **আগুছিআঁ**—আগে আসিয়া, সম্মুখবর্ত্তী হইয়া। **অথবেথে**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতিতে 'আথে বাথে'। অস্তে ব্যস্তে। **চেণ্ডালি**—চণ্ডালী, নির্ম্মম। **তাক দেখি বড়ায়ি** ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া অতি বড় মায়া-মমতাহীনা বড়াই অস্তেব্যস্তে ফিরিয়া গিয়া মূল পথে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

২। **অঝর**—প্রাচীন সাহিত্যে 'অঝোর,' 'অঝরু', 'আঝর'। অজস্র-ধার। **লোহ**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

ভাসিলা লোচন লোহে দেব রঘুমণি।

কবিচন্দ্রের অক্রূরাগমনে,—

মাএর কথা জিজ্ঞাসিতে চক্ষে পড়ে লোহ॥—(পুথি)

বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাদেশিক 'লো'। চক্ষের জল, অশ্রু।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১২৫

৩। **সাখী**—প্রা° 'সক্‌খি', 'সক্‌খী'। সাক্ষী। **সুরত সংভোগ**-রতিক্রীড়া।

৪। **রস মনে**—সরস অন্তরে, হর্ষচিত্তে।

১। **ছিণ্ডি,**—ছিঁড়িয়া, ছিন্ন করিয়া। **বাহের**—পা° ও প্রা° 'বাহ', 'বাহা'; '-এর' বিভক্তিচিহ্ন। বাহুর।

২। **ঘর মথুরা নগরী**—ঘর অথবা মথুরাপুরী।

৫। **আন্ত**—অন্ত।

৭। **আহ্মাতে**—'তে' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১২৬

১। **দিনা কথো**—অল্প কএক দিন।

অথ রাধা বনে ইত্যাদি—সলজ্জা, আভীর-কৌতুকা ও একাকিনী রাধা বনমধ্যে হরিকে সম্মুখে দেখিয়া অনেক ক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিলেন।

২। **দুআর**—প্রা° 'দুআর', 'দুৱার'। দ্বার।

ভয়ং কংসাভিমন্যুভ্যো ইত্যাদি—রস-সন্দোহ-সাধিকে রাধিকে, আমার কথা শুন। কংস বা অভিমন্যুর ভয় করিও না।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১২৭

নিবোঁ—লইব।

২। **আগত**—অগ্রে।

৩। **দূতী পাঠায়িআঁ** ইত্যাদি—দূতী পাঠাইয়া তোমায় গোকুলে লইয়া যাইব। **নিবত**—লইব; নিশ্চিত অর্থে 'ত' প্রত্যয়। **অলঞ্জাল**—চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে,—

জো মণ গোএর আলাজালা

(মন ইন্দ্রিয় [।] শ্বস্য গোচরো যঃ সকলবিকল্পজালঃ।)

মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

স্বপনর কথা যত কহিলাহা প্রাণজায়া
জানিবা সকল আল জাল।

অরণ্যকাণ্ডে,—

কোন বস্তু ছার খুজিলোহোঁ পশুচাল।
ইহাক নিদিয়া পাতিলাহা আল জাল॥

উৎপাত, উপদ্রব। 'অলং' শক্তি এবং 'জাল' শব্দের যোগে অ ল ঞ্জা ল হইতে পারে। **বাটত যাইতেঁ মো** ইত্যাদি—পথে যাইতে আমি উৎপাত করিব অথবা তোমাকে বল করিব। **গুণসি**—বিদ্যাপতি,—

পর মুখে ন সুনসি নিঅ মনে ন গুণসি
ন বুঝসি ছইলর বানী।

গণনা করিস্। **পাঁচ সাত**—অগ্র-পশ্চাৎ, ভূত-ভবিষ্যৎ।

১। **আহা**—আশা। **অরতী বাধিত**—ঔৎসুক্যকাতর। **জরমক তরে**—চিরকালের জন্য।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১২৮

পরিভায়—পরিভাব, ভাবিয়া দেখ।

২। **উঁচিত কমলে ভোগ** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) ভ্রমর (প্রস্ফুটিত) কমলের মধুপানে সুখী হয় যথার্থ এবং যুক্ত; কিন্তু আমার যৌবন এখনও ফুটিয়া উঠে নাই, মধুর একান্ত অভাব। বিদ্যাপতিতে,—

জাবে ন মালতি কর পরগাস।
তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস॥

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

অখণ্ড-কলিকা প্রভু নাহি গন্ধ বাস।
বিকাশিত কমলে প্রভু ভ্রমরে করে আশ॥

ইখুলা—ওচ্‌লা, শেটে। **বার পাড়িবে**—সময়ক্ষেপ করিবে। **বেআপিবে**—ব্যাপ্ত করিবে। **ইখুলা খাআঁ কাহ্নু** ইত্যাদি—কানাই, ডাঁটা চুষিয়া বৃথা সময়ের অপব্যবহার করিবে এবং আপনাকে ঘোর পাপে লিপ্ত করিবে।

৩। **বাঢে**—প্রা° 'বঢ্‌ঢই', 'বঢ্‌ঢএ'। **প্রেজল**—প্রজ্জ্বলিত। **নিবাএ**—নির্ব্বাপিত হয় বা করে। **একবার রতাএ** ইত্যাদি—তুল°—

কাম ভোগ অভিলাস না যায় খণ্ডন।
ঘৃত দিলে আর যেন বাড়ে হুতাশন॥

৪। **পড়িভায়**—ভাবিয়া দেখ, পরিচিন্তন করিয়া দেখ। **আগ পাছ**—অগ্র-পশ্চাৎ।

তক্রবিক্রয়নবুদ্ধয়া ইত্যাদি—তক্র বিক্রয় করিতে করিতে তোমার বুদ্ধি স্থূল হইয়া গিয়াছে,—তুমি আমার পরিচয়ে বঞ্চিতা! রাধিকে, আমি কংসরূপ দাবাগ্নির প্রশমনকারী গোপ-সন্তান।

১। **জাণও**—জানি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১২৯

২। **সহেব**—সহিবে, সহ্য হইবে।

৩। **হরোঁ**—হরণ করি। **আপণ অঙ্গের** ইত্যাদি—একদা শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা হইলে স্বয়ং দুই রূপে প্রকটিত হন। দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধারূপ ধারণ করেন। লখিমী—লক্ষ্মী।

৪। **আছিলোঁ**—ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাপ্রদেশে। বিদ্যাপতিতে 'অছলোঁ', 'অছলুঁ'। আছিলাম, ছিলাম।

৫। **ছার**—প্রা°। তুচ্ছ। **বামা**—সং 'বাম্র'। অধম, নীচ। **আক্ষাত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **দেহ**—ব্যক্তি।

৭। **অবসই**—প্রা° 'অবস' (অবশ্য); 'ই' নিশ্চয়ে।

৮। **দুইহাঁর** (দুহাঁর, দোহার)—দুই জনের।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৩০

আরতী—আর্ত্তি, মনোব্যথা।

১। **হাণিল**—প্রহার করিল।

অথ রাধা বনে ইত্যাদি—অনন্তর রাধা ঈদৃশ-চরিত্র হরিকে বনে দেখিয়া বৃদ্ধার প্রতি রোষ-বশতঃ দীর্ঘকাল চিন্তা করিলেন।

১। **ছারে খারে**—চুলায়, অধঃপাতে। **অনল বুলাও**—তুল° 'গায়ে আগুন মেটিয়ে দিই'। বুলাওঁ—ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাই। **মাঝ পান্তরে** ইত্যাদি—মধ্য প্রান্তরের পথ ধরিয়া। পান্তর—প্রান্তর। কাঢ়ায়িএঁ।—বাহির করিয়া। **ইছাএ**—প্রা° 'ইচ্ছাএ'।

জায়িবাক—যাইতে, যাইবার নিমিত্ত। **নান্দে**—দেয় না। **পো**—'পোএ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৬৮)।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৩১

২। **অনুবন্ধ**—বিদ্যাপতিতে,—

পরক বিলাসিনি তুয় অনুবন্ধ।
আনলি কত ন বচন কএ ধন্ধ ॥

নির্ব্বন্ধ, উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা। **খেড়**—কু° চ°, দেশীনামমালা প্রভৃতিতে 'খড়'; শূ° পু°এ 'খেড়'। শুষ্ক তৃণাদি। **আগুণী**—প্রা° 'অগণী' (সিদ্ধহে°, ৮।২।১০২) অগ্নি। **দহি**—প্রা°। দধি।

৩। **ভর পান্তরে**—মধ্য পান্তরে, মাঝ পথে। **হিআ**—প্রা° 'হিঅ', 'হিঅঅ'। হৃদয়। **হিছোলে**—বীরভূমির প্রাদেশিক। হেঁচ্‌কা টানে, আকস্মিক আকর্ষণে। **লঙ্গ**—লবঙ্গ পুষ্প। **ভিড়িআ**—বেষ্টন করিয়া। **লোটন**—চণ্ডীদাসের পদে,—

লোটন বান্ধন　　　কুণ্ডল করিয়া
তাহা বা পরেছ রাধে।
কুসুম সুষম মুকুতা-মাল
লোটন ঘোটন বাঁধিয়া ॥

বিন্যস্ত কেশপাশ, বেণী। **লঙ্গ মালতীএ** ইত্যাদি—যাহারা কেশ-রচনাদি বিষয়ে অতিরিক্ত মনোযোগী, তাহারা প্রায়শঃ দুর্ব্বিনীত ও দুর্নীতি-পরায়ণ হয়, ইহাই প্রকারান্তরে বলা হইল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৩২

১। **ঘুন**—ঘুণ, কাষ্ঠ-কীটভেদ।

২। **গোর**—প্রা°। গৌর।

৩। **শোভ**—শোভা। **কনক কুম্ভ আকারে** ইত্যাদি-বিদ্যাপতিতে,—

পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার ॥

আগু নাহি সরে—অগ্রসর হয় না।

৪। **দেহার দেব**—দেবের দেব মহাদেব। দেহা = দেআ = দেব। অথবা দেহের অধিষ্ঠাতা জীব। **মোহআ**—মোহনকারী। **কলায়িলোঁ**—চর্য্যাপদে 'কলিঅাঁ' (আকলয্য)। অনুগত হইলাম, বশীভূত হইলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৩৩

লঙ্ঘিবে—লঙ্ঘন করিবে।

২। **ভাঁগি জুলি**—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া। **ছিণ্ডি জুলি**—ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া।

৪। **কাম্পো**—কম্পিত হই। **বালী**—বাইল, পত্র।

রাধিকানুমতিমাপ্য ইত্যাদি—রাধিকার অনুমতি পাইয়া মহাপরাক্রমশালী মদন-শর-বিদ্ধ মাধব অদ্ভুত প্রণালীতে শত্রুর প্রতি এইরূপ সুন্দরভাবে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১। **মরদিল**—মর্দ্দিত করিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৩৪

২। **বদনে বদনে** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

নয়ানে নয়ান দুহাঁর বয়ানে বয়ান।

দশন—(১) দংশন, (২) দন্ত। **রসন**—রসনা, জিহ্বা। **বিসরা**—বিস্মৃত হইয়া। **মতি ভোলে রাধিকার** ইত্যাদি—কানাই মনের বিহ্বলতাবশতঃ রসনাদি দংশনসম্বন্ধে রাধার নিষেধ-বাক্য বিস্মৃত হইয়া দন্ত দ্বারা তাঁহার জিহ্বা চাপিয়া ধরিলেন।

৩। **উতরল**—চণ্ডীদাসের পদে,—

সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল॥

কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডে,—

মুনি বলে রাম নাহি হও উতরোল।

কাশীদাসী মহাভারতে,—

কবির উপায় আমি নহ উতরোল।

অতিশয় চঞ্চল, বিহ্বল। **বন্ধ**—প্রকার। **রতী অনুবন্ধ**—রতি-চেষ্টা।

৪। **তোষ**—তৃপ্ত। **তরাস**—ত্রাস। **শাস**—শ্বাস।

১। **নিল**—লইলে। **গুণিআ**—শ্যামদাসকৃত মীন-চেতনে,—

গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফোটা।

কণ্ঠাভরণভেদ, সূত্রহার। **গলা**—প্রা° 'গলঅ'। **খাঁখার**—পরবর্ত্তী পদে,—

বলে জলে কোলে কৈলে কাহ্নাঞি ল

কৈলে বড়ই খাঁকার॥ (পৃ° ১৬.)

লোক মুখে বড় মোর করাইলে খাঁখার॥ (পৃ° ১৯১)

কবিকঙ্কণে,—

পাণ লৈতে তোমার সনে না কৈল বিচার।

রন্ধনশালাতে ছুঁড়ি আনিবে খাঁখার॥

এঁটো চোপা খাইলে নহে কুলের খাঁখার॥

রাঢ়ের পশ্চিম-প্রান্তে নিন্দা, অপবাদ প্রভৃতি অর্থে খাঁ খা র শব্দ প্রযুক্ত হইতে শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়। অখ্যাতি, কলঙ্ক।

২। **বাহুঠী**—হস্তাভরণ-ভেদ।

৩। **পাসলী**—বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

পায় খাড়, দিল আঙ্গুলে পাশলি।

পদাঙ্গুলির ভূষণভেদ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৩৫

সনেহ—প্রা° 'সণেহ' (সিদ্ধহে°, ৮।২।১০২)। স্নেহ, প্রণয়।

১। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিল। **বিপরীত**—অস্বাভাবিক। **একোহি**—একটাও। **চরীত**—চরিত্র, আচরণ।

২। **আসুখিনী**—অসুখা। 'নির্দ্দয়িনী', 'রাক্ষসিনী', 'পিশাচিনী' প্রভৃতি শব্দ ভুল'। **আয়াসিনী**—শ্রান্তা।

১। **পরতেখ**—প্রত্যক্ষ। **বিহানে**—প্রাচীন সাহিত্যে 'বিহনে', 'বিহুন' প্রভৃতি। ব্যতীত, বিরহিত হইয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৩৬

আপারে—অপার।

ভৈল পাঞ্জের শেষ—আমায় অশেষ ভোগ ভুগিতে হইল।

২। **জীউত**—বক্ষের। **নিবারিলোঁ**—নিবারণ করিলাম। **একসরী হআঁ দৃঢ়** ইত্যাদি—একাকিনী হেতু দৃঢ়ভাবে কাপড় কসিয়া, কানাইর বুকের উপর চড়িয়া, তাঁহাকে নিবারণ করিলাম।

৩। **বিরূপ**—কুৎসিত (কথা)।

১। **তেজিলোঁ**—ত্যাগ করিলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৩৭

২। **তোহ্মে দুখ না** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) আমার অনুপস্থিতি জন্য কানাইর অত্যাচার হইতে আপনাকে স্বয়ং রক্ষা করিতে হইয়াছে বলিয়া দুঃখিত হইও না।

৩। **চুম্বও**—চুম্বন করি। **দুয়জ**—প্রা° 'দুইজ্জ', 'দোজ্জ'। চণ্ডীদাসের পদে,—

দেখিল কানু দোয়জ পহরে॥

দ্বিতীয়। **জীলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে। বাঁচিলাম।

১। **ঘাম**—প্রা° 'ঘম্ম'; পারসিক 'গরেম' শব্দ তুল°। **হংস যেহ্ন সরোবর** ইত্যাদি—(রাধার উক্তি) হাঁস যেমন পুকুরের জল তল-উপর করে, কানাইও তেমনি রাধাকে (নাস্তা-নাবুদ) করিল। বিগুতিল—আলোড়ন করিল।

রহাইল—আট্কাইল।

২। **সুঝাইল**—নারায়ণ দেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

কাল জত বিড়ম্বিনু তোরে সেহি সুঝাইল মোরে
ধিক জাউক আমার জীবনে।—(পুথি)

পরিশোধ লইল।

৩। **মোড়িআ**—চর্য্যাপদে 'মোড্ডিউ', 'মোড়িঅ' (মর্দ্দয়িত্বা)। দলিত করিয়া। **শুন**—শূন্য। চর্য্যাপদে 'সুনা পান্তর'।

দানখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

নৌকাখণ্ড

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৩৯

রাধিকাধিকবিশুদ্ধমানসা ইত্যাদি—অতি বিশুদ্ধচিত্তা, মৃগনয়না রাধিকা, কামী কৃষ্ণের হস্ত হইতে (আমার) বুদ্ধিবলে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া, আমার সহিত গৃহে আসিয়াছে।

সেই (সুপরিচিতা) অভিমন্যুজননী, বৃদ্ধার এই উক্তি হৃদগত করিয়া, দধি-তক্র-ঘৃতাদি বিক্রয়ের জন্য রাধাকে মথুরা যাইতে নিষেধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধা ও রাধা সেই নিষেধ-বাক্য শুনিয়া মথুরা যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং দীর্ঘকাল স্বগৃহে বাস করিলেন।

রাধারতিরসন্যস্ত ইত্যাদি—রাধার রতিরসে ন্যস্তচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কোনও রূপে একটি সামান্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃদ্ধার সহিত বহুক্ষণ আলাপ করিলেন।

৫। **বিচি নিঅা**—লইয়া বিক্রয় করি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৪০

লাগিল—ধরিল। **উপসন্ন**—কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে,-

মরণ সময় আসি হৈল উপসন্নে ॥

(ষষ্ঠ স্কং, ১ম অং)

উপসন্ন হৈল শিশু সেই যজ্ঞস্থানে।

(১০ম স্কং, ২৩শ অং)

চৈতন্য ভাগবতে,—

আথেব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।

(মধ্যং, ১৩শ অং)

উপস্থিত। **বরিষা সমএ**—প্রা° পৈং এ 'বরিসা সমআ' (বর্ষাসময়ঃ)।

১০। **বান্ধিতেঁ**—নির্ম্মাণ করিতে। **চাহিতেঁ**—অন্বেষণ করিতে।

১। **দাণ্ডা**—নৌকার মধ্যদণ্ড বা পৃষ্ঠদণ্ড। **পাতন**—স্থাপন।

২। **পাট**—কাষ্ঠাদির পট্ট বা তক্তা। **চিরী**—চিরিয়া। **যোখ মাপ**—পরিমাণ। **গুঢ়া যোড়া**—সূর্য্যের প্রাচীন গানে,—

শ্রীফল গাছের নৌকাখানি মধ্যে জোড়-গুড়া।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে শঙ্খতালি।
চন্দন কাষ্ঠে তার গুড়া আর ডালি॥

কবিকঙ্কণে,—

গড়ে ডিঙ্গা মধুকর মাঝখানে ছই ঘর
পাশে গুড়া বসিতে পাবর।

নৌকার এক ডালি হইতে অপর ডালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাষ্ঠখণ্ডকে 'গুড়া' বলে। কোথাও কোথাও জোড়া (যুগ্ম) গুড়া দিবার রীতি আছে। **তৌলঝাপ**—তুলাদণ্ডাদির সদৃশ যন্ত্রভেদ। **চারিপাট কার** ইত্যাদি—চারি খণ্ড তক্তা চিরিয়া নৌকার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ স্থির করিলেন, এবং পরিমাণ করিয়া তাহাতে জোড়া জোড় গুড়া-কাষ্ঠ সংযোজিত করিলেন।

৩। **ঘলাপাড়ী**—সম্ভবতঃ 'ঘরা' (ছিদ্র) হইতে ঘলা এবং পাড়ী; ছিদ্র রোধের নিমিত্ত কাষ্ঠাদির পাতলা পাটি। **সুরগুঠি**—শিথিল জোড়মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত সূতার পাকতা সদৃশ কিছু হইতে পারে। **নাএ**—নৌকায়।

৪। **গঢ়ায়িল**—নির্ম্মিত করিল। **জাত**—যাহাতে।

৭। **ড়ুবায়িআ**।—√ ডুব। প্রা° বুড্ড্), নিমজ্জনে।

৮। **নেহালিআ**।—প্রা° লক্ষ্মীতে 'নিহালিয়°' (নিভালিত)। কৃত্তিবাসে 'নেহালিঞা'। নিরীক্ষণ করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৪১

মধুরাং মথ্ুরাং ইত্যাদি—মধুরা রাধিকাকে মথুরা লইয়া যাইবার নিমিত্ত কপটপটু বৃদ্ধা কৃষ্ণের বচনে সত্বর তাঁহাকে এই কথা বলিল।

১। **আহ্মে**—প্রা° 'অম্হে' (অস্মাকম্), কু° চ° ৫।৪১। আমাদের। **উতপতী**—ঢক্কী প্রভৃতি ভাষায় 'উৎপতি', 'উতপতি'। উৎপত্তি। **উপেখহ** —উপেক্ষা করিতেছ।

৩। **জাইএ**—ভবিষ্যৎ অর্থে।

৪। **সাজিউ**—সজ্জিত করি বা করুক।

১। **খাঁট**—চর্য্যাপদে,—

বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।

মাধবকন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

খণ্ট চোর মচ্ছল যতেক দুরাচার।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

জলে মড়া ফেলাইয়া তোরে নিবে খাটে।

কাশীদাসী আশ্রমিক পর্ব্বে,—

দুষ্ট চোর খণ্ডে দণ্ডে বৈরীর মর্দ্দন॥

(ইণ্ডিয়ান-প্রেস সংস্করণ)

কবিকঙ্কণে,—

চোর খণ্ডা হৈতে তুমি নাহি কর ভয়।

চোর খণ্ড লম্পট পাইল কিবা লাগ॥

ছেঁচড়, ধূর্ত্ত, শঠ। তুল° 'অসঈই খংডঈ' (খংডঈ অসতী)—দেশীনামমালা।

লাগ পাইল ইত্যাদি—ছেঁচড়ের মত কানাই সঙ্গ লইল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৪২

খন্ধ—খন্দ, শস্যাদি। আরবী 'খন্দক' শব্দ তুল°। **দধি দুধ খাত্র।** ইত্যাদি—তুল°—

নন্দরাজ ঘরে　　　নবনী খাইয়া
হৈয়াছে উদাম ষাঁড়া।—(প° ক° ত°, ১৩৮১ পদ)

২। **দুরাখর** (দুরাক্ষর)—দুর্ব্বচন, কুৎসিত কথা। **আকুল**—বিস্রস্ত।

৩। **যেহেন চরিত** ইত্যাদি—কানাইর যেরূপ চরিত্র দেখিলাম, তাহাতে পরিত্রাণের আশা ছিল না, তোমার আশীর্ব্বাদে আর একবার প্রাণে বাঁচিলাম।

৪। **যাইবাক**—যাইতে, যাইবার নিমিত্ত।

১। **কুবুধি**—কুবুদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধি।

৪। **ভরিল**—পূর্ণ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৪৩

৬। **নাগ**—নাগাইল্, সঙ্গ।

৮। **নিষধিল**—নিষেধ করিল।

৯। **বুইলে**—বলিলে।

১১। **ভিখারী**—প্রা° পৈ° ২। ১২০।

১২। **বুঢ়ি**—প্রা° 'বুড্ঢিআ'।

১। **সুন্ধি**—সৌগন্ধিক, শ্বেতোৎপল। **বাহুড়াএ**—শূন্যপুরাণে,-

পথ বাহুড়িয়া মুনি দেখিবারে পাএ ॥

ফিরায়, প্রতিনিবৃত্ত করে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৪৪

২। **চিআইতে**—জাগাইতে, জাগারিত করিতে। **আজী**—অদ্য। **জা**—যাও। **সুইহে**—শয়ন করিয়া। **বেআজ**—বিলম্ব।

১-২। **সোণার চুপড়ী ... ... এতেক বেআজ**—রাধে! সখীরা তোমার, সোণার চুপড়ীতে রূপার ভাঁড়ে সুঁদি ও কেআ ফুলের মত ক'রে শাদা দইএর পসরা সাজিয়ে এবং উহা নেতের কাপড়ে ঢেকে এনে জানালে। সুন্দরি, গোপকুমারীরা দই বেচিতে চলিয়াছে ; তাদের কে (এখন) আটকায়? রাত্রি শেষ হইয়াছে, কোকিল ডাকিতেছে, তথাচ আজ আর তোমার ঘুম ভাঙ্গিতেছে না! এখনও শুয়ে কেন? উঠ, মথুরায় বেচা-কেনা করিতে যাও।

৩। **মিল চুকা**—মিলিত হইয়াছে। **সোবন**—প্রা° 'সুবণ্ণ', 'সুবন্ন'; পা° 'সোন্ন' ও মৈ° 'সোন' শব্দ তুল°। সুবর্ণ-নির্ম্মিত। **পহ্নী**—পরিধান করিয়া। **ঘৃত দধি দুধে** ইত্যাদি—রূপসা রাধা দই দুধে পসরা সাজাইয়া, সোণার বাউটী পরিয়া (সখীদের সহিত) মিলিয়াছেন।

১। **লড়ী**—প্রা° 'লট্ঠি', 'লট্ঠী'। লাঠি, যষ্টি। **যাএ**—যায়। **যাত**—যাহাতে। **লাস**—বিলাস ; অথবা হস্তাদির সঞ্চালন, নৃত্য-ভঙ্গি।

২। **কোলাহল**—সংস্কৃতসম শব্দ। **ষোল শত গোপী** ইত্যাদি—ষোল শ গোপী উচ্চৈঃস্বরে মঙ্গল-গীত গান করিতে করিতে মনের আনন্দে যাইতে লাগিলেন। **লড়িলা**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

রথে চড়িএগ পাত্র নিএ লড়িলা ত্বরিত ॥

চলিলেন। **আগুআনী**—অগ্রবর্ত্তিনী। **বড়ায়ির মুখ চাহি** ইত্যাদি—বড়াইকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া এবং তাহারই ভরশায় ব্রজবালারা মথুরায় চলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৪৫

৩। **সহ্মাঁএ**—সকলে। **পারকর**—পারকারী। **ঘাটোআল**—ঘট্টপাল, পাটনী।

৩। **কেহ্নু মনে**—কেমন করিয়া। **ছোট**—প্রা° 'ছুট্‌ট'।

৪। **চাপায়িআঁ**—লাগাইয়া ; প্র° 'নিজ ঘাটে চাপাইল না' (মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গল)।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৪৬

১। **চাপাআঁ**—লাগাইয়া। **চড়াসআঁ**—চণ্ডীদাসের পদে,—

গুণ যার গায় চড়সিয়া নায়

সবারে করিব পার।

আসিয়া উঠ। বীরভূম অঞ্চলে অদ্যাপি 'দেখসিঞা', 'করসিঞা', 'খাওসিঞা' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত।

২। **ডরায়িলী**—ক্রিয়ার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয়। ভয় পাইল।

৩। **গুটী**—প্রা° 'এগো' শব্দ তুল°। টী, খানি।

৬। **গোআলিনী**—রাধা।

৭। **তীন ভরা**—তিন জনের ভার।

৯। **নাঅত**—নৌকায়।

যমুনানীরপূরস্থ ইত্যাদি—রাধে, যমুনার জলপ্রবাহ নৌকায় ভর করিয়াছে ; ভয়ে চঞ্চল হইও না, আমার কথা শুন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৪৭

কাণ্ডারী—মাঝি, কর্ণধার।

৩। **পাতিলোঁ**—পাতিলাম। **না**—নৌকা। **প্রবোধিআঁ**—খুসী করিয়া, শান্ত করিয়া।

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে ভয়বিহ্বলা রাধা বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৪৮

২। **পড়িলাহোঁ**—পড়িলাম, পতিত হইলাম। **অনাথী**—অনাথা, সহায়হীনা। 'নিমাথী' শব্দ তুল°।

৩। **পুরব জরমে** ইত্যাদি—পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্মফলের সূচনা করিলাম। **লভিল**—লাভ করিলাম। **তেঁসি**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

তেঁসি বাঢ়িল তোর এত বড় গর্ব্ব ॥

তাই, সেই নিমিত্ত। **পাড়ে বাটে**—রাহাজানা করে, পথে দস্যুবৃত্তি করে।

১। **কাঁঢ়ার**—শূন্যপুরাণে,—

আপুনি নিরঞ্জন ধরেছ কাণ্ডার।

বিদ্যাপতিতে—

বিরহ পয়োধি কাম নাব তহি
আস ধরএ কড়হার ॥

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

ডুলাইরে দড় করি ধরিও কাণ্ডার।

কাণ্ডার ধরিও দড় তরঙ্গ হইল বড়
পাতা হালে নাহি ছোয় পানী।

কর্ণ, নৌকার হাইল।

৩। **ফান্ধ**—ফাঁদ, বন্ধন সাধন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৪৯

১। **নাঅ বাহিআঁ** ইত্যাদি—এই বিস্তীর্ণ যমুনা-জলে আমি নাবিক। নাঅ বাহিআঁ—চর্য্যাপদে 'নৌবাহী'; মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে 'নাও-বাহি'। মাঝি, মাল্লা। হি° 'বাহিয়াঁ' অর্থে বান্ধব। **পাল**—পালন কর।

২। **ঘাঠিআল**—পাটনী। **নাগরাল**—রসিকতা, কৌতুক। **সকাল**—সুকাল (তুল° হি° সবেরা=সুবেলা), পূর্ব্বাহ্ন ; শীঘ্র।

৪। **বিদগধ**—বিদগ্ধ, ভস্মীভূত।

৫। **মরিবোঁ**—মরিব।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৫০

বাত—বায়ু। **সাখি**—সং কং এ 'সক্‌থি'। সাক্ষী।

৬। **ইছসি**—ইচ্ছা করিতেছ।

৭। **কৌড়ী**—মূল্য। **নীলেঁ**—লইলে।

৮। **সন্ধার**—সকলের। **বন্ধক**—বাঁধা, প্রতিভূ।

১। **তুল**—তুলাদণ্ড। **প্রথম যৌবন** ইত্যাদি—আমার নব-যৌবন স্বামী পরিমাণ করিয়া গেলেন ; কানাই, মোহরাঙ্কিত ভাণ্ডারে চুরি চলে না। (তাৎপর্য্য) আমার কাঁচা যৌবন আমার স্বামী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া সযত্নে উহার রক্ষা-ব্যবস্থা করিয়াছেন ; উহাতে লুকাচুরির অবসর নাই। তুল°—

প্রথম যৌবন   মুদিত ভাণ্ডার
তাত না সাম্বাএ চুরী। (পৃ° ৯৮)

তোহ্মা প্রতি যোগ—তোমার পক্ষে যোগ্য।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৫১

৩। **আরি**—শূন্যপুরাণে,—

গঠন বিস্তার   মণিক ভাণ্ডার
পুষ্করণীর আড়ির উপর।

গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

বড় দীঘির আড়া যেন হাথ পায় সারি।

নদ্যাদির তট। **'বিকণিবোঁ'**—বিক্রয় করিব। **ঘাটিআল**—পাটনী, মাঝি। **মায়**—প্রা° 'মাআ'। মাতা।

১। **বিসরিলে**—বিস্মৃত হইলে।

২। **মেলা**—সমাগম ও তজ্জনিত আচরণ।

৩। **রতির উপসন্ন**—রতি-সম্ভোগের নিমিত্ত উপস্থিত। **কিসেরে**—কেন। **বঞ্চহ**—বঞ্চনা কর, ব্যর্থ কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৫২

১। **কি মোর ঝগড়** ইত্যাদি—যমুনার ঘাটে আমার কি অপরাধ পাইলে? অথবা কেন যমুনার ঘাটে আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছ? **মতি খাআঁ** ইত্যাদি—মতিচ্ছন্ন হেতু আমায় বিদ্রূপ করিতেছিস্।

২। **গেলির**—ক্রিয়াপদের উত্তর 'র' প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত; বস্তুতঃ উহার কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। গেল।

১। **হরিষ**—প্রাং 'হরিস'।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৫৩

২। **আহুঠ**—গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবরে॥

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

আউঠ হাতের কেশ এক গোটা বেণী।

৫৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। **চাপাইল**—মাধবাচার্য্যকৃত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

মথুরার ঘাটে নৌকা চাপাইল গোপাল।

হরিষে নাগর গুরু চাপাইল না।

লাগাইল। **নিহুড়িআ**—বিদ্যাপতিতে,—

সাজনি নিহুরি ফুকু আগি।

হেঁট হইয়া, অবনত হইয়া। বাঁকুড়ার প্রাদেশিক 'নিহুড়্যে'। **চাহোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

চাহোঁ কোনে রাখে আক বেঢ়ি সবে মারেঁ॥

দেখি, দেখিতেছি। **মোকট**—চণ্ডীদাসের পদে,—

যেমত কেশরী নিতম্ব মাঝারি

ঘটের মুটকে পাই।

চৈতন্যভাগবতে,—

মারিল প্রভুর শিরে মুটকা তুলিয়া।

ফুটিল মুটুকা শিরে রক্ত পড়ে ধারে॥ (মধ্যং, ১৩শ অং)

'মুটক', 'মুটুকী' অর্থে কলসীর কাণা বা গলা। মোক ট শব্দ 'মুটক' এরই রূপভেদ। **নিহুড়িঅ৷ চাহোঁ** ইত্যাদি—হেঁট হইয়া দেখি, নৌকার কাণা পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে। [পরবর্ত্তী পদে দেখা যাইবে, নৌকাখানি ভাঙ্গা ও ফুটা।]

সাধ—প্রা° 'সদ্ধা' (শ্রদ্ধা)। ইচ্ছা।

৩। **থোহ**—স্থাপিত কর, রাখ। **ডহরা**—নৌকার খোল। 'ডহর' শব্দ তুল°। **পাণিফুটি**—জলের ফুট বা বলক, (ছিদ্রমুখে) স্ফীত জল। **সিঞ্চ**—সেচন কর।

বাহিঅ৷—বাহিত করিয়া। **উভ**—উভয়, দুই। **কেরোআল**—চর্য্যাপদে,—

কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল।

শূন্যপুরাণে,—

সুনার সে নৌকা রূপার কেরআল।

চণ্ডীদাসের পদে,—

করয়াল বাহি যায় আন পথে
কহে বিনোদিনী রাই॥

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

শুনহ গোপনী মোর ছোট না।
পসরা ওলাইয়া কেরুয়াল বা॥

বৈঠা, নৌকার হাতা বা দাঁড়। **নহিবেক**—হইবে না। **চাপায়িবে৷**—লাগাইব।

৪। **ণাম্বায়িতে**—নামাইতে। **ঠায়িথানি**—একটুখানি স্থান। **ঢেউ**—অস° 'ঢৌ'। তরঙ্গ। **হালএ**—কম্পিত হয়। **সিঞ্চিবেক**—সেচন করিবে। **না বাসসি লাজ**—'লাজ বাসিস্ না' বীরভূমির প্রাদেশিক।

৫। **কোণহোঁ**—কোনও। **হসি**—প্রা° 'হোসি', 'হবসি'। হইস্।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৫৪

১। **লৈলে**—লইলে।

৪। **নৈলে**—লইলে।

১। **মৃগমদ**—কস্তূরিকা হইতে প্রস্তুত অঙ্গুলেপন-ভেদ। **তহিত**—কং মংতে 'তহিং'; প্রা° পৈংএ 'তহি', 'ত' বিভক্তি-চিহ্ন। তত্র, তাহাতে। **মৃগমদ কুচযুগ** ইত্যাদি—মৃগমদ রসে বিলেপিত তোমার কুচযুগল গগনমণ্ডল-সদৃশ। উহাতে মুক্তাহার তারকানিকরের এবং নখাঙ্ক শশাঙ্কের শোভা ধারণ করিয়াছে। উহা দেখিয়া আমি বিমুগ্ধ হইলাম। জয়দেবে,—

> ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে
> মৃগমদরুচিরূষিতে।
> মণিসরমমলং তারকপটলং
> নখপদশশিভূষিতে॥—(গীত°, ৭ম সর্গ)

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৫৫

তিখ—প্রা° 'তিক্‌খ'। তীক্ষ্ণ। নখ রেখ—নখাঘাত-চিহ্ন

১। **সজন**—সজ্জন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৫৬

২। **সংঘট**—সঙ্ঘট্ট, বিবাদ। **তিরীত**—'ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। স্ত্রীলোকের। **মুনি ষট**—মুনি-শাঠ্য, জ্ঞানী বা মৌনীর ভাণ; (শাস্ত্রাদির উল্লেখ করিয়া) প্রতারণা প্রভৃতি। প্রাকৃতে সর্ব্বত্র 'শ' ও 'ষ' স্থানে 'স' এবং মাগধী ভাষায় 'ষ' ও 'স' স্থানে 'শ' হয়। 'মুনি ষট' শব্দের এই 'ষ'কার সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ। বৌদ্ধ-চর্য্যাপদে 'শ' ও 'স' স্থানে ষকারের প্রয়োগ বিরল নহে।

৩। **ময়মত**—মদমত্ত। **হাথী**—প্রা° 'হত্থী'। হস্তী। **সাথী**—বিদ্যাপতিতে,—

রস নহি হোএল কএল যে সাতি।
বুঝি করহ শাতি যে হোয় উচীত ॥

প্রাচীন পদে,—

গোবিন্দদাস কহ:সমুচিত শাতি ॥

শাস্তি, দণ্ড। **দোষ পাইলে** ইত্যাদি—দোষ দেখিলে নাক-কাণ কাটিয়া শাসন করে।

১। **বচনেক**—বচনৈক, একটি কথা। **যাবত পবনে** ইত্যাদি—যাবৎ বায়ু যমুনা-জলে তরঙ্গ উৎপাদন না করে।

৩। **উখুড়িবে**—উৎপাটিত হইবে, উঠিয়া যাইবে।

৪। **চঢ়িলী**——চড়িল।

৭। **ঝাঝর**—বহু ছিদ্রযুক্ত, জীর্ণ।

৮। **চাঢ়িলোঁ**—চড়িলাম। **নাম্বায়িলোঁ**—নামাইলাম।

৯। **বুম্বুকে**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

উঠিত বদনে রক্ত বিমুকি বিমুকি ॥

ঝলকে ঝলকে। **উথলে**—ফুলিয়া উঠিতেছে, স্ফীত হইতেছে। **মার**—শুষ্ক কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৫৭

১০। **সত্বর**—গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

বুঝিয়া সত্বরে থাক না করিহ আন।
তোমা বধিবারে সব দেবের পয়ান ॥

সতর্ক, সাবধান।

১১। **বাত**—বাত্যা, ঝড়।

১২। **বাহা বাহা**—বাহ বাহ, শীঘ্র বাহিত কর। **ফুকরে**—চীৎকার করিতে লাগিলেন।

১৩। **আকাস**—প্রাং। আকাশ। **পরসি**—স্পর্শ করিয়া। **চাহাঁ**—চাহিয়া দেখ।

১৫। **দিশ বিদিশ**—দিগ্বিদিক্। **তিরী বধ** ইত্যাদি—কানাই, তোমায় স্ত্রীহত্যার পাপভাগী করিব।

১৬। **দশনেত তৃণ করি**—দাঁতে কুটা করিয়া। পরিহার ভিক্ষার ভাষা।

১৭। **আছি**—প্রাং 'অখি' (অস্মি, স্মঃ)।

১৮। **তারিবোঁ**—উদ্ধার করিব।

১৯। **ধারে ঝরে**—অজস্র ধারায় পড়ে। **করুণা**—বিলাপ

অথ রাধে পুরে ইত্যাদি—রাধে, ঘাটে প্রয়ঃপ্রবাহ উদ্ভূত হওয়ায় যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রাণ পরিত্রাণের (একমাত্র) উপায়-স্বরূপ আমার আদেশ পালন কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৫০

১। **খেআইলোঁ**—পাড়ি দিলাম। **মান**—মানৎ কর বা মানস কর। **বাত কোঁঅরক**—বায়ুপুত্র হনূমান্‌কে। প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, নৌকা ডুবান হনূমানের একটা প্রধান কাজ।

মন্থায়িল—মথিত করিল, বিক্ষুব্ধ করিল। **নিষধিতেঁ**—নিষেধ করিতে। **চঢ়িলা**—চড়িলে।

২। **দুঈহো**—দুই দিকের কোন দিকেই। **বাহিতেঁ**—বাহিত করিতে। **হরিলোঁ**—অপহৃত হইলাম, হারাইলাম।

৩। **অবল**—বলহীন। **হৈলোঁ**—হইলাম।

৪। **ধরএ**—ধর, গ্রহণ কর ; মৈ° 'করিএ', 'ধরিএ' প্রভৃতি পদ তুল°। 'ধর এ বচন' পাঠও হইতে পারে।

১। **মন গমনে**—মন্দ গমনে, মন্থর গতিতে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে 'নাহি চলে নাএ' এবং পরবর্ত্তী পদে 'ঝাঁট বাহ নাএ'। প্রতিকূল অর্থে 'ঘোরতর মেঘ হৈল বহে মন্দ বা' (মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল)। **কাণ্ঢার**—চর্য্যাপদে,—

চিঅ কণ্ণহার সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে॥

শূন্যপুরাণে,—

রজতের নোকা হৈল সুবর্ণ কেরুআল।
আপুনিত্ত ধর্ম্মরাজ হৈল কাণ্ডার॥

পদ্মাবতিতে,—

জা কহঁ হোই অইস কনহারা।

কর্ণধার, কাণ্ডারী।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৫৯

২। **সাত ঘটি**—প্রায় ১৫ দণ্ড। ঘটি—মুহূর্ত্ত। **খঙ্গারিবে**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

ধাইর বচন শুনি কুজীরে খঙ্গাইল।
যেন ক্ষুদ্র মৃগী দেখি কেশরী খঙ্গাইল॥

ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন (তিরস্কার) করিবে। 'খেঁকান', 'খিচন' প্রভৃতি শব্দ তুল°।

৩। **গোসাঞি**—অপ° 'গোসামিউ' (গোস্বামিকঃ)। **সোঁঅরি**—প্রা° 'সুমরিঅ'। স্মরণ করিয়া। **চমকী**—চমকাইয়া, কাঁপিয়া (ভয়ে)। **উঠী**—প্রা° পৈ° 'উঠ্‌ঠি (উত্থায়)।

৪। **রহি চাহে বাটে**—পথে অপেক্ষা করিতেছে। **নাএ**—'এ' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত।

১। **দুঅজ**—দ্বিগুণ। **দুলহ**—প্রা°। দুর্ল্লভ। **পেলাহ**—ফেলিয়া দাও। **পাতল**—লঘু।

সোত—প্রা° 'সোত্ত'। স্রোত।

২। **বান্ধিল**—বাঁধা, আবদ্ধ। **খসাআঁ**—খুলিয়া। **পেলা**—ফেল। **সংশয় বেলাতে** ইত্যাদি—আপৎকাল, তবে অলঙ্কারের প্রতি এতটা আসক্তি কেন?

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৬০

৩। **বেঢ়িল**—বেষ্টিত। **দীঘল**—দীর্ঘ।

৪। **পাঞ্চ পাটের** ইত্যাদি—পাঁচ পাটের ছোট নৌকা তোমার দেহ-ভারে আক্রান্ত। **গাতর**—গাত্র।

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া, ভয়াতুরা রাধা অঙ্গের বসন-ভূষণ যমুনা-নীরে পরিত্যাগ করিলেন।

১। **হেহে লহে**—উৎসাহ-সূচক ধ্বনি। **হিঅ হিঅ**—মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

> কানু সুখে সারি গায় স্বর জুড়ি
> হিঁঅই হিঁঅই বল্যো॥

শ্রমলাঘবের জন্য উচ্চারিত শব্দ-ভেদ। **বাহে**—বাহিত করে।

২। **ছুটি**—বেগে বাহির হইয়া। **অধ**—প্রা° 'অদ্ধ'। অর্দ্ধ।

৩। **রাধাএঁ**—'এঁ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **বাহি**—বাহিত করিয়া। **গা**—গাত্র, শরীর।

৪। **দুতরত**—'ত' বিভক্তিচিহ্ন।

৫। **টলবলাএ**—টলমল করিতেছে, কাঁপিতেছে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৬১

৬। **টালিলেক**—টলাইয়া দিল, বিচলিত করিল।

৭। **ছাড়ায়িল**—ছড়াইয়া গেল, বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। **পায়ি**—পাইয়া।

৮। **জুনী**—বিদ্যাপতিতে,—

অহে সখি অহে সখি লৈ জুনি জাহে।

(ডা॰ গ্রীয়ারসনধৃত পাঠ[১])

পরিষৎ-সংস্করণে 'জনু'; কাব্যবিশারদের সঙ্কলিত পদে 'জনি'। নঞর্থবাচী জুনী (জুনি)=জনু=জনি। গোবিন্দদাসে,—

কুলবতি কোই		নয়নে জনি হেরই

হেরত পুন জনি কান।

কানু হেরি জনি		প্রেম বাঢ়ায়ই

প্রেম করই জনি মান॥

মালিক মহম্মদের পদুমাবতিতে,—

রাজ ছাড়ি জনি হোহু ভিখারী॥

তুলসীকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

জামিহিঁ পংথ করসি জনি চিন্তা।

যেন না। **জাণে**—জানিবে। **ভাবে**—লিপিদুষ্ট পদ। ভাসিতে লাগিলেন।

৩। **তুঁএ** —তুমি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৬২

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি জলমধ্যগতা রাধিকাকে রসাবেশবশতঃ বহুক্ষণ এইরূপে ধরিয়া রাখিলেন।

১। **কইল**—করিল।

নারী—পারি না। **সকল বএসে**—সমস্ত জীবনে

১ An Introduction to the Maithil Language of North Bihar, Part II, P 54.

২। **পাঞ্চ সাত**—সাত পাঁচ, অগ্র-পশ্চাৎ। **মনত**—'ত' বিভক্তি-চিহ্ন। **উরস্থল**—বিসর্গ-লোপ প্রাকৃতের অনুরূপ (সিদ্ধহেম° ৮।১।১৫৬, প্রা° স° ৪।৬)।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৬৩

অধুনা যমুনামধ্যে ইত্যাদি—যমুনামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কৃতদূষণা রাধিকাকে দর্শন করিয়া বৃদ্ধা (রাধাকে) এই কথা বলিল।

১। **আউলাইল চিকুরে**—কেশপাশ হইতে খসিয়া পড়িল। আউ-লাইল—প্রাচীন পদে,—

রাই তনু ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দভরে
শিরিষ কুসুম কমলিনী॥
—(প° ক° ত°)

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে,—

কেহ কেশ বান্ধে কেহ কাছা আউলায়।

আকুলাইত হইল, বিস্রস্ত হইল; তুল° 'আকাইলেক কেশ' (পৃ° ৭৬), 'আকুল কইলে কুন্তল ভার' (পৃ° ১৪২)।

উল্লাল—উৎ-√ নম-অন্ (অনট্)। মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

রঙ্গ ঢঙ্গ রোলে প্রজার আন্দোলে
সাগর যেন উল্লাল॥

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

হনুমন্ত বীর শরীর বেগত
সাগর জল উল্লাল।

কবিশেখরকৃত গোপালবিজয়ে,—

দুলাল উলাল করি না আনিল পোএ।
শাধেহো না দেখিল সুইলে মোর কোলে॥
(পুথি)

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

বুকে আরোপিয়া পদ করেন উল্লাল।

উচ্ছ্বাস, সোহাগ, সৌভাগ্য, সুখ।

১। **খেআইলে**—পাড়ি দিলে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৬৪

২। **গাতর ভরা**—গা-ভরা। **বাহিলেক**—প্রবাহিত হইল। **বাঅ**—প্রা°। বাত, বায়ু।

৩। **মরিতোঁ**—মরিতাম। **সান্তারিঅ**া—সাঁতরাইয়া, সন্তরণ দিয়া। **সুঝিতেঁ**—পরিশোধ করিতে। **নারোঁ**—ভবিষ্যৎ অর্থে। **গুন**—পৈশাচী প্রা°।

২। **সার**—স্থির।

৩। **বিচিআ**—বিক্রয় করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৬৫

৪। **কতহো খনে**—কিয়ৎক্ষণে। **চাহিলান্ত**—খোঁজ করিলেন বা খুঁজিতে লাগিলেন।

৫। **গুপতে**—গোপনভাবে, লুক্কায়িত।

৬। **সন্ধারে**—সকলকে। **খণ্ডী**—খণ্ডন করিয়া, ক্ষমা করিয়া। **হেলা না ছাড়িহ** ইত্যাদি—সমস্ত দোষ-গুণ খণ্ডন করিয়া আমার প্রতি (এই) অশ্রদ্ধার ভাবটুকু ত্যাগ করিও না। অথবা—যাবতীয় অত্যাচার ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিও না। হেলা—বর্ণ-ব্যত্যয়ে লেহা=নেহা=স্নেহ। গুণ—অপরাধ। মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ত্রুটি, অপরাধ ইত্যাদি অর্থে 'গুণা' শব্দ প্রচলিত।

৭। **কিছুই**—অল্প কিছু। **না**—অনুরোধে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৬৬

বৃন্দয়া সহিতা রাধা ইত্যাদি—বৃন্দার সহিত গৃহে যাইয়া রাধা অভিমন্যুর নিকট যমুনা-পারে গমনের শত (বহু) অযোগ্যতা নিবেদন করিলেন।

অতঃপর অভিমন্যুকর্ত্তৃক মোহবশতঃ মথুরাগমনে নিষিদ্ধা রাধা গৃহে বসিয়া বর্ষাকালে তক্রাদি বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

নৌকাখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

ভারখণ্ড

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৬৭

অথ রাধারসাবেশ ইত্যাদি—অতঃপর রাধা-রসাবেশে বশীকৃত-চিত্ত হরি পুনরায় রাধাকে লাভ করিবার লোভে বৃদ্ধার সহিত বহুক্ষণ কথোপকথন করিলেন।

২। **দুগুণ**—প্রাং সং, প্রাং পৈং প্রভৃতিতে। **আণী**—আনিয়া।

৫। **তড় পথে**—হাঁটা-পথে, স্থল-পথে। তড়—প্রাং। তট।

৮। **আণো**—আনি, আনয়ন করি।

৯। **ভার**—বাঁক, ভার-যষ্টি। **মর্জুরিআ**—মজুর, জন। পাশী 'মজদুর' শব্দ তুলং।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৬৮

জরতীবাচমাচম্য ইত্যাদি—বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণ করিয়া মাধব সত্বর ভার-দণ্ডাদি সামগ্রী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। **চামড়**—চর্ম্মবৎ, যাহা সহজে ভগ্ন হয় না। **বাছি**—√বাছ, পৃথক্-করণে। মনোনীত করিয়া। **ছুঁচ**—সূচার ন্যায় সূক্ষ্ম। **বাঁহিক**—'ব্যাভাঙ্গী (ত্রিথাবং) কাজো'—অভিং পং; 'ভারযষ্টীবহাঙ্গিকা'—হেমং। বাঙ্গী, বাঁক। **সজাএ**—নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

সজ—নির্ম্মাণ, প্রস্তুত। **করিলান্ত**—শূন্যপুরাণে,—

পিতাক খুড়াক আগু করিলেন্ত নমস্কার।

মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

তাঙ্ক বিহা করিলন্ত প্রথম যৌবনে॥

করিলেন। **রাধার কারণে** ইত্যাদি—(অতঃপর) কামমোহিত

কানাই রাধার নিমিত্ত ভার-যষ্ট্যাদি নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন ; অথবা—রাধার জন্য পাগল কৃষ্ণ ভার-দণ্ডাদি নির্ম্মাণে মনোযোগী হইলেন।

২। **সুচাঁছে**—চিকণ করিয়া, মসৃণ করিয়া। সুন্দর ছাঁচেও হইতে পারে। **চাঁছিল**—বাং √চাঁছ (প্রাং চচ্ছ), তক্ষণে। পরিষ্কার করিল। **মুঠি**—প্রাং 'মুটঠী'। মুষ্টিতে ধরিবার স্থান। **গুঠী**—গাঁট্টা, গুটিকা, গুলি। **ঝাঁওএঁ**—ঝামা দিয়া।

৩। **নালিচা**—এক জাতীয় পাটের গাছ। **পাট**—গাছ-পাট হইতে প্রাপ্ত অংশু। **সুসর**—গোছ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৬৯

৪। **শিকিআ**—শিকা। **তলত**—'ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **দুগুটি**—দুইটি। **বেণ্ডুআ**—মুর্শীদাবাদ অঞ্চলে 'বেঁড়ো', 'বেঁড়্'। বিড়ে, হাঁড়ী-কলসী স্থাপনের নিমিত্ত তৃণাদি-নির্ম্মিত গোলাকার আসনভেদ। **যোড়িআঁ**—যত্‌রাইয়া, যোজিত করিয়া।

অথাভিমন্যুজননীং ইত্যাদি—অতঃপর নিশাবসানে বৃদ্ধা পদ্মনাভের হিতাশায় অভিমন্যুজননীকে প্রচ্ছন্নভাবে এই কথা বলিল।

১। **ধিক বাণী**—তিরস্কার-বাক্য। **কোঁঅরী**—কুমারী।

২। **বিধি না লিখিত** ইত্যাদি—বিধাতা তা'র অদৃষ্টে অন্ন লিখেন নাই। **তোহ্মাতে**—'তে' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত ; যথা,—

কহিল তোহ্মাতে আহ্মি ব্রত ফল বিধি।—(মৃগলুব্ধ)

৩। **বহুক**—প্রাং 'বহু', 'বহূ' ; 'ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। মানভূম অঞ্চলে 'বহু' শব্দ অদ্যাপি প্রচলিত। বধূকে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৭০

অভিমন্যুজননীদত্তং ইত্যাদি—অনন্তর অভিমন্যুজননী কর্ত্তৃক ভূমির উপর প্রদত্ত দধি-দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া ভয়াতুরা রাধা বৃদ্ধাকে বলিলেন।

১। **সেমনে**—সেই মতে।

ডরায়িলী—ভীতা।

৪। **বহু**—বহন করুক।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৭১

১। **মজুরী**—বেতন, পারিশ্রমিক।

২। **তঁতিখনে**—প্রাচীন সাহিত্যে 'তহিখনে', 'তেতিক্ষণে' প্রভৃতি। তৎক্ষণে।

১। **রাধাএ**—হে রাধা, রাধে। **ভরিল**—ভরা, পূর্ণ

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৭২

৩। **সোই**—প্রা° পৈ°এ। সেই। **পিআসত**—প্রা° 'পিআসা'; 'ত' বিভক্তিচিহ্ন। পিপাসায়।

৪। **জিণিলোঁ**—জয় করিলাম।

১। **আউ**—প্রা° 'আউ' (আয়ুস্)। আয়ু। **দেসী**—বিদ্যাপতিতে,—

অধরাও বচনে উতরো ন দেসি।

দিতেছিস্। **চুন**—প্রা° 'চুন্নও' (চূর্ণকঃ)। **বিহনে**—বিনা, ব্যতীত। **যেহ্ন**—যেমন, যেরূপ। **তিতা**—তিক্ত। **তেহ্ন**—বিদ্যাপতিতে,—

যেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ॥

তেমন, সেইরূপ।

২। **অলপ**—ক্ষুদ্র, ইতর। **চাহা**—ইচ্ছা কর। **ছান্দ**—প্রকার; অভিপ্রায়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৭৩

১। **সজন**—সজ্জন। **কপিলা**—কামধেনু।

২। **লংঘিব**—উল্লঙ্ঘন করিবে, অতিক্রম করিবে। **ডুঠ**—প্রা° 'ডুট্‌ঠ'। দুষ্ট।

৩। **শরণ জনের**—শরণাগত ব্যক্তির।

৪। **রুঠ**—প্রা° 'রুট্‌ঠ'। রুষ্ট। **বহাঅ**—বহাইও, বহন করাইও।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৭৪

১। **মজুরি**—বেতন। **সহিআঁ**—স্বীকার করিয়া। **আণিলোঁ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যি কালত বিহা করি তোমাক আনিলোঁ।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

তাহার ঘরণী হরি আনিলোঁ ঘরক॥

আনিলাম। **ভারী**—ভারবাহী।

২। **বড়ারি**—বড়াই, গৌরব। **আপনার বড়ারি**—ইত্যাদি—স্বয়ং স্বীয় গৌরবের উল্লেখ করিতে নাই বা করিও না। **কহী**—কহিতে, কহিও। **বিকলী**—বিক্রয় করি।

৩। **কথা হোত**—'ত' বাক্যালঙ্কারে।

১। **পালি**—পাইলি। মানভূমের প্রাদেশিক 'খালি', 'পালি' প্রভৃতি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৭৫

১। **প্রহরেক**—প্রহরৈক, প্রহর খানেক। **বেলি**—বেলা। **কত খনে**—কখন। **আম্বল**—অম্ল।

বহিভে—বহিবে, বহন করিবে।

২। **আগ**—প্রা° 'অগ্‌গ'। **সমার**—বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

কর্পূর তাম্বুল পান দিও সমার বিস্তমান…

সকলের। **জাকে**—যাহাকে। **যোগাও**—যোগাই, সরবরাহ করি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৭৬

৩। **ফুরাআঁ**—চুকাইয়া, বেতনাদি নির্দ্ধারণ করিয়া।

১। **বচনেক**—বচনৈক, একটি কথা।

৫। **বহোঁ**—বহি, বহন করি বা করিতেছি।

৭। **পুরাল**—পূর্ণ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৭৭

৯। **বাহিবোঁ**—বহন করিব। **বিণি দানে** ইত্যাদি—বিনা বেতনে কে তোমার ভার বহিবে ?

১০। **ভৈলেঁ**—হইলে।

১৩। **সজী**—সজ্জিত।

১। **তেরছ**—প্রা° সং এ 'তেরচ্ছ', প্রা° লক্ষ্মীতে 'তিরিচ্ছ'। তেড়্চা, তির্যক্। **সীকা**—প্রা° 'সিক্কা'। শিক্য। **বিকা**—বিক্রয়ের নিমিত্ত।

কান্ধ—শংকুংতে 'কন্ধ'। **গন**—পৈশাচী প্রা°। গণ। **খলখলি**—হাসির শব্দ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৭৮

২। **উলসিণী**—উল্লাসিনী।

৩। **ঘাঅ**—প্রা°। আঘাত।

৪। **মিল**—মিলিল, মিলিত হইল।

বচসো ভরণাদ্বৃদ্ধে ইত্যাদি—বৃদ্ধে, তোমার কথার ভাবে এরূপ (ভবিষ্যৎ) সম্ভাবনা কিরূপে অনুমিত হইতে পারে ? তিনি দধ্যাদি নষ্ট করিলেন, এক্ষণে কি করি ?

১। **পেলাইব**—ফেলিবে। **বহুমূল**—বহুমূল্য। **ছারখার**—নষ্ট-ভ্রষ্ট।

এহে—বিষাদাদিসূচক অব্যয়।

২। **বিথর করী**—অনেক ক'রে, বহু আয়াসে। **সজাইলোঁ**—সাজাইলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৭৯

সজ—সজ্জা বা সজ্জিত। **হউ**—হয়।

৩। **তাহাত**—'ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত।

৪। **সাজিতেঁ**—সজ্জিত করিতে। **তেএঁ**—তাহা দ্বারা।

রাধিকাবচসা ইত্যাদি—রাধিকার কথায় ভার বহনের নিমিত্ত বৃদ্ধা কর্ত্তৃক পুনঃ পুন অনুরুদ্ধ হইয়া রুষ্ট মধুসূদন বলিলেন।

১। **আহ্মার বচনে** ইত্যাদি—আমার কথায় চন্দ্রাবলী রাধাকে বল'। **বহিব**—বহন করিবে। **পাতী**—পাতিয়া, বিস্তার করিয়া।

এড়িল—ত্যাগ করিলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮০

২। **ততেকেঁ**—তাবৎ পরিমাণে। **সুঝাল**—ধার-শোধা।

৩। **আণিলেহেঁ**—'হেঁ' বাক্যালঙ্কারে। **হাথ দিতেঁ** ইত্যাদি—হাত দিতে কালি লাগে অর্থাৎ সংস্পর্শে আসিলে কলঙ্ক রটে। লিহে—লিপ্ত হয়। কলিআঁ—কালি, কলঙ্ক। **যাক বোল** ইত্যাদি—যা'কে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারি না।

৪। **এবে াহো**—এখনও।

নিশম্য রাধিকাবাক্যম্ ইত্যাদি—বৃদ্ধা কর্ত্তৃক কথিত রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রসসাধিকা রাধিকাকে বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৮১

৬। **পুরূব কালের** ইত্যাদি—আর সে দিন নাই, এইরূপ একটা অর্থ হইতে পারে। **তিরীশূল**—ত্রিশূল।

৮। **বেহারিব**—নিযুক্ত করিব, বাহাল করিব।

১। **ভুঞ্জু**—ভোগ করুক।

২। **এথাহোঁ**—এখানেও। **ফুটিল**—অদ্বৈত গোস্বামীর কড়চাতে,—

ফুটিল পুষ্পের গন্ধ অন্য স্থানে যায়।

প্রস্ফুটিত। **খাট**—প্রা° 'খট্টা' (খট্টা)। **পাড়**—পাত', বিস্তৃত কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৮২

লড়হ—সর', চলিয়া যাও।

২। **মানিবোঁ**—স্বীকার করিব।

৩। **মরিষহ**—√মৃষ, সহনে। শঙ্করদেবকৃত ঘোষা-কীর্ত্তনে,—

বারেক আর মরষিয়ো দোষ।

ক্ষমা করিতেছ, ছাড়িয়া দিতেছ। **দাণ আধিকার** ইত্যাদি—(ফলিতার্থ) আদৌ তোমার দান (কর) গ্রহণের অধিকার নাই, দান ছাড় করিবে কেমন করিয়া? পূর্ব্ববর্ত্তী পদে 'তেজিবোঁ দাণ তোহ্মার'।

৪। **বাঁওন**—বামন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৮৩

রাধাবচনমাচম্য ইত্যাদি—রাধার বাক্যশ্রবণে কপট বিরসতা প্রদর্শন পূর্ব্বক হরি দুর্ব্বহ ভার গ্রহণ করিয়া এই কথা বলিলেন।

১। **নিঠুর**—প্রা° 'নিট্ঠুর', 'নিঠ্ঠুর'। নিষ্ঠুর। **চাহু**—দেখুক। **লইউ**—লই। **জায়**—যাও, চল।

২। **নারে**—পারে না।

৩। **বুলু**—বলুক।

৪। **ঈঙ্গিতেহেঁ**—ইঙ্গিত মাত্র দ্বারা।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৮৪

নিপীয় কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া, পরিহাস-রসে অলস-মন হইয়া, রাধা হরিকে বলিলেন।

১। **ওহার**—প্রাং অমু (অদস্) শব্দের প্রথমার একবচনে তিন লিঙ্গেই 'অহ'; উহার উত্তর ষষ্ঠ্যন্ত 'আর' (ডার) প্রত্যয় করিয়া 'অহার' পদ হয়। এই অ হা র হইতে 'উহার', 'ওহার' প্রভৃতি হওয়া সম্ভব।

২। **কাথে**—প্রাং 'কক্‌থা'; এ-কার বিভক্তি-চিহ্ন।

৪। **আহ্মার গহনে**—আমায় নিগ্রহ নিমিত্ত। গহন—দুঃখ, যাতনা।

১। **বড়ায়ি সাখিএঁ**—বড়াই প্রমাণে বা বড়াইর সমক্ষে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৮৫

৪। **আরতী না করী**—আর্ত্তি করিতে নাই, অধীর হইতে নাই। **গোপত**—গুপ্ত। **ছয় আঁখি বারা**—ষট্ চক্ষু নিবারণ করিতে হয় অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিকে জানিতে দিতে নাই। বারী—নিবারণ করি বা করিতে হয়।

৫। **চকোর**—পার্ব্বত্য পক্ষিবিশেষ। প্রবাদ—ইহারা চন্দ্রের সুধাপানে পরিতৃপ্ত হয়।

৬। **আছিলাহা**—ছিল।

৮। **মানো**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোমার উপাসে মুঞি মানোঁ উপবাস।

(মধ্যং, ১০ম অং)

মানি, স্বীকার করি বা করিব।

১। **বিধাতাএ**—'এঁ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **জাঅ**—প্রাং 'জাব'। যাবৎ। **বহী**—বহন করি।

যুগেঁ যুগেঁ—'আগেঁ আগেঁ' হইবে বোধ হয়।

২। **লাজক দিআঁ তিনাঞ্জলী**—লজ্জার মাথা খেয়ে। তিনাঞ্জলী—মৃত্যুর পর প্রেত-তর্পণে তিন অঞ্জলি জল দিবার ব্যবস্থা। বিদায়। 'তিলাঞ্জলি'

ও 'জলাঞ্জলি' শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক। প্রা° পৈ°এ 'তিল জলংজলি'। **সুদৃঢ় থাকিএ** ইত্যাদি—ইহা (যেন) তোমার মনে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ থাকে। থাকিএ—থাকে। **এহো**—ইহা।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৮৬

৩। **পাণে**—প্রতি।

৪। **নাম্বায়িঅঁা**—নামাইয়া, অবতারিত করিয়া।

১। **বুঝিলোঁ**—'বুঝিলে' হইবে। **এড়িলেঁ হে**—'হে' বাক্যালঙ্কারে। ত্যাগ করিলে। **ছাড়াএ**—ছড়াইয়া পড়ে, বিক্ষিপ্ত হয়।

৪। **দধি ভার লঅঁা ... ... কিছু হাসে**—কানাই তখন দধি ভারের জন্য রাধার অত্যধিক উৎকণ্ঠা দেখিয়া, অথবা পুনঃ পুন তাঁহার প্রতি দৃষ্টি অনুরাগের নিদর্শন ভাবিয়া, ঈষৎ হাস্যযুক্ত কটাক্ষ করিতে লাগিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৮৭

কালক্ষেপাসহঃ ইত্যাদি—বিলম্ব-কাতর সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ সলজ্জনয়নে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাধাকে এই কথা বলিলেন।

২। **নহিব**—হইবে না। **বহ**—বহন কর। **লাজেঁসি**—লজ্জাতেই। **হারায়িএ**—হারায়, নষ্ট হয় বা করে।

৩। **বহএ**—বহন করে।

৪। **সমতা**—সম্মতি, একমত।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৮৮

৩। **ঘাঅ**—প্রা°। ক্ষত।

৫। **চউহাণী**—প্রাচীন পদে,—

শুন সাঙ্গাতিনী মাগর চৌয়ামপনা।

বিনহি সাধনে ভাঙ্গিলে কানাই
মানিনীর মানপনা ॥
(প° ক° ত°, ২য় শা°, ২৪শ প°)

শঙ্কাপরা, সতর্ক। 'চৌহালিনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫০৩)

৬। **রুখ**—প্রা° 'রুকৃথ'। রুক্ষ। **আসিতেঁ**—মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিতে। **পুরিবো**—পূর্ণ করিব।

৭। **ধারে**—ধারায়।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিকতর প্রমোদবশতঃ মন্থরগতি চতুর হরি ভার লইয়া রাধার অনুগমন করিলেন।

১। **সুণীএ**—শুনিয়া।

নয়ন নেবারী—চক্ষের অন্তরালে। নেবারী—নিবারণ করিয়া, এড়াইয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৮৯

২। **মনমথে**—কামে।

৪। **সুন**—হি° 'শূন'; ম° 'সুন'; গু° 'শুন'। শূন্য।

ভারখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৯০

১। ঠারিত—'ত' সপ্তমীর চিহ্ন। স্থানে।

৩। রৌদ পাড়িআঁ—সূর্য্যের উত্তাপ প্রশমিত হইলে। 'পাড়িআঁ' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৪। তরল নয়নে—চকিত দৃষ্টিতে। কোপিল—কোপযুক্ত, কুপিত। রহিলছে—রহিয়াছে; অবস্থিত।

অথ রাধারসালাভপরিদূনমনা ইত্যাদি—অতঃপর রাধিকার রসলাভে বঞ্চিত হইয়া ব্যথিতমনা হরি একটু বেশ তেজের সহিত খর খর দু'কথা শুনাইয়া দিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৯১

১। ভাণ্ডসি—ভাঁড়াইতেছ, প্রতারিত করিতেছ। পেলাঅসি—ফেলিয়া দিতেছ, ঠেলিতেছ।

২। সংহারী—সংহার করি। বিবুধি লাগিল—দুর্ম্মতি হইল, কুবুদ্ধি জুটিল। বাহিল—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

৩। আহ্মে—বহুবচনের পদ।

৪। কোল—কোল, আলিঙ্গন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৯২

২। কহিব—বলিবে।

৩। সম্ভেদ—বিদ্যাপতিতে,—

ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

হেনয় সম্ভেদ কহি ইন্দ্রদেব

স্বর্গক চলি গৈলন্ত।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

বিভীষণে কহিলেক সকল সম্ভেদ।

সংযোগ, মিলন; (এখানে) অবস্থা। **যেহেন সম্ভেদ হএ** ইত্যাদি—অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

৪। **এখনে আরতী** ইত্যাদি—আর্ত্তিতে এখন কোন ফল হইবে না।

অধুনা ন বিধাতব্যং ইত্যাদি—রাধে, যদি তুমি এক্ষণে আমার মনোহিত না করিবে, তবে অবিলম্বে বহুবিধ দান দাও।

১। **হাটে দান দেহ** ইত্যাদি—ঠেঁটা দানে কেন দই দুধ বেচিবে? এই পথকর ব্যতীত হাট-দান দাও! বহী—বই, ব্যতীত। ঠেঁঠা—নির্লজ্জ।

৩। **বাজ**—ব্যাজ, শুল্ক।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৯৩

৫। **পরচুর**—প্রচুর। **করেঁ।**—অপর দুইটি রূপ 'করওঁ', 'করঙ'। **ভাবন**—লীলা, নাগরীপনা।

৬। **ভিন দান দিবেঁ।** ইত্যাদি—পথকর দিব, এ ছাড়া আবার এই দই দুধের উপর পৃথক্ দান দিব,—কি আর কি! ভিন—ভিন্ন।

৭। **লিখন পাটা** ইত্যাদি—শুল্কপঞ্জীর আদর্শে পাটা লিখিত। পাটা—মাগধী 'পট্টএ'। কাষ্ঠ বা ধাতুফলকে লিখিত নিয়োগ-পত্র।

১০। **ঘুসসি**—ঘোষণা করিতেছ। **নারিক**—স্ত্রীলোককে।

১১। **শতেক**—শতৈক, এক শত।

১২। **লাভেঁ মূলে** ইত্যাদি—তোমার দান দিতে লাভে মূলে অর্থে কুলায় না। নাঁটে—আঁটে না, পর্য্যাপ্ত হয় না।

১৩। **তোক নাহিঁ হরেঁা**—তোমায় বল করিতেছি না অর্থাৎ তোমার উপর বল প্রয়োগ করিব না। 'হরেঁা' শব্দে বঞ্চনার ভাবও আসে। **দাণ লওঁ** ইত্যাদি—শপথ করিতেছি, যদি দান গ্রহণ করি।

১৪। **পরিহার**—পরিহার কর, পরিত্যাগ কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৯৪

কাহিণী—প্রা° 'কহাণিআ' (কথানিকা)।

২। **মাণিলোঁ**—মানিলাম, স্বীকার করিলাম। **ভাল মণে**—'ভাল মতেঁ', উত্তমরূপে।

৩। **টালিআঁ**—টলাইয়া, বিচলিত করিয়া। **বাসে**—বোধ করে।

৪। **তাহাকেহো**—তাহাও।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৯৫

১। **সিহাল**—প্রা° 'সেআল'। শৈবাল। **ণাল**—মৃণাল। **অখণ্ড**—অখণ্ডিত, নিটোল।

সরোঅরময়ী—সরসীরূপা।

২। **অপুরুব কুচ** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

কুচ জুগ চারু চকেবা।

৩। **ফুটিত**—প্রস্ফুটিত। **আরপিল**—অর্পিত। **শোভের**—শোভা পাইতেছে।

৪। **নাল**—মৃণাল।

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া সরসমানসা রাধা বৃদ্ধাকেই আদরে নিজাভিমত জ্ঞাপন করিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৯৬

১। **পরিহার**—অনাদর, উপেক্ষা।

৩। **পরবল**—প্রবল, প্রখর। **তোলবলে**—গুণরাজ খানকৃত

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

ধাইতে যশোদা হইল ঘামে তোলবোলে ॥

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

পক্ষীর সকলে গায় তেজে তোলবোল।

সুন্দরাকাণ্ডে,—

তেজে তোলবোল ভৈল সবে কলেবর।

(তেজ শব্দের কেহ কেহ রক্ত, অপরে ঘাম অর্থ করেন।)

কাশীদাসী দ্রোণপর্ব্বে,—

রক্তে তনু তোলবল বিকল শরীর।

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

মুখেতে সিদ্ধান্ত নাহি ঘামে টলমল ॥

উবুরি-চুবুরি, আপ্লুত, স্নাত।

৪। আইসু—আসুক।

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৯৭

১। ছাতী—প্রা° 'ছত্ত'। ছত্র।

২। চিন্তিহ—চিন্তা করিও। বাধা—বিঘ্ন

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৯৮

১। পারিবোঁ—পারিব।

৩। ভাণ্ডিবারে—ভাঁড়াইতে, প্রতারিত করিতে।

৪। তোহ্মে কি না ইত্যাদি—ত্রিভুবনের সংবাদ তুমি না জান' কি ? অর্থাৎ সমস্ত সংবাদই অবগত আছ।

৬। মাঙ্গী—প্রার্থনা কর।

৭। মাঁগী—প্রার্থনা করি।

ছত্রখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

বৃন্দাবনখণ্ড

পৃষ্ঠাঙ্ক—১৯৯

২। **সিঞ্চিউ**—সেচন করি। **এথাঁ আণ সন্ধে** ইত্যাদি—জয়দেবে,—

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।

(গীত°, ৫ম সর্গ)

৩। **বিটপ**—(এখানে) সখী।

১। **এবেঁ মলয় পবন** ইত্যাদি—পদটি জয়দেবকৃত 'বহতি মলয়-সমীরে মদনমুপনিধায়' পদের আদর্শে রচিত। **জাগাএ**—জাগাইতেছে। **বিকসএ**—বিকসিত হইতেছে। **ফুটি**—বিদীর্ণ করিয়া।

২। **সুতে**—শয়ন করে। **সোঁঅরে**—স্মরণ করে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২০০

৫। **তুলিবাক**—শূন্যপুরাণে,—

পুষ্প তুলিবাক পচ্ছিম গেলা মালুঞ্চার বাড়ি ॥

তুলিবার।

৬। **চলিহলি**—চলিলেন, যাত্রা করিলেন।

৭। **প্রবোধিতেঁ**—স্তোক দিতে। **নারিবোঁ**—পারিব না।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২০১

১১। **তা সমাক**—তাহাদিগকে বা তাহাদের সকলকে। **ভরছিআঁ**—ভৎ'সনা করিয়া।

১২। **তাক**—আয়ানের মাতাকে। **ভরছিলেঁ**—ভৎ'সনা করিলে। **বিকণে**—বিক্রয় করে।

১৪। **এয়ি**—এই। **সাধোঁ**—সাধন করি।

অথাভিমন্যুজননীং ইত্যাদি—অনন্তর বৃন্দার বাক্যানুসারে গোপীগণ অভিমন্যুজননীকে বাক্যরূপ বাণ দ্বারা ব্যথিত করিতে লাগিলেন।

১। **সতন্তরী**—স্বাধীনা।

২। **বিকাএ**—বিক্রীত হয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২০২

৩। **গোআলত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **আহ্মারা**—পরবর্ত্তী পদে,—

বিকল দেখিঁআঁ তথাঁ রাখোআলগণে।
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে॥ (পৃ° ২৩২)
আহ্মারা মরিব শুণিলেঁ কাঁশে।
তোহ্মার হয়িবে সকল নাশে॥ (পৃ° ২৬৩)

সমগ্র গ্রন্থমধ্যে বহুবচনে 'রা' প্রত্যয়ের মাত্র তিনটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

রাজেন্দ্রদাসের আদিপর্ব্বে,—

তবে কণ্ব মুনি কথা তাহাত্তে কহিল।
আহ্মারা নিকটে থাকি সে কথা শুনিল॥

(শকুন্তলার উপাখ্যান)

ষষ্ঠ্যন্ত 'আহ্মার' পদের উত্তর গৌরবার্থে আকার যুক্ত করিয়া প্রথমার বহুবচনে আ হ্মা রা হইয়া থাকিবে। অথবা প্রা° 'অম্হাণ' (অস্মাকম্) হইতেও আসিতে পারে। **হৈলাহোঁ**—হইলাম।

৪। **তা সব্ধার**—তাহাদের বা তাহাদের সকলের।

অবসরমধিগম্য ইত্যাদি—এই অবসরে বৃন্দা ব্যগ্রভাবে সত্বর রাধার নিকট আসিয়া হরির চরিত্রবিশেষ উল্লেখ করিতে করিতে তাঁহাকে মর্ম্মবেদনায় বিদ্ধ করিল।

১। **তোর রতি আশোআশেঁ** ইত্যাদি—পদটি জয়দেবের 'রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশম্' এই সুপরিচিত পদের উৎকৃষ্ট অনুকরণ। **আশোআশেঁ**—আশ্বাসে। **তোহ্মার শঙ্কেত** ইত্যাদি—তুল°—

তুয়া নিজ নাম　　　　শ্যাম করি সঙ্কেত
বাজায় মুরলী মৃদুভাষে।

বাজাএ—বাদিত করিতেছেন।

কালিনী—কালিন্দী, যমুনা।

২। **তোর তনুগত রেণু** ইত্যাদি—তুল°—

তুয়া তনু পরশি　　　ধূলিরেণু উড়ত
তারে পুন পুনহি প্রশংসে॥—(গিরিধর দাস)

তাহাকো—তাহাকেও। **পাত**—প্রা° 'পত্ত'। পত্র।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২০৩

৫। **মানী**—অভিমানী। **আযুগত**—অযুক্ত।

অথাভিমন্যুজননী ইত্যাদি—অতঃপর অভিমন্যুজননী (রাধাকে) মথুরাগমনের অনুমতি দিলেন এবং রসালসমনা রাধা গমন করিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২০৪

৩। **ফুটিলছে**—প্রস্ফুটিত হইয়াছে। **পিন্ধি**—পরিধান করিয়া। **করিউ**—কর।

১। **সুবুধী**—সুচতুরা।

২। **কাহাকো**—কাহাকেও। **এখো**—একটি। **হাট**, **আ**-হাটে যাহারা বেচা-কেনা করিতে যায়।

৩। **আগু বাঢ়ায়িআঁ**—'আগ বাড়াইয়া' অদ্যাপি পশ্চিম-রাঢ়ে প্রচলিত। অগ্রসর হইয়া, প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২০৫

অথ বৃন্দাবনাদেত্য ইত্যাদি—অতঃপর বৃন্দাবন হইতে সত্বর আসিয়া মধুসূদন সখীগণ-পরিবৃতা রাধাকে এই মনোহর কথা বলিলেন।

১। **বিলাস কৈল আপণে**—মূর্ত্তিমান্ হইয়া আবির্ভূত হইল। **গুলাল**—Diospyros Ramiflora জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ। ত্রিপুরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। **লবঙ্গ**—লবঙ্গলতা, Luvunga Scandens। প্রাপ্তিস্থান—ত্রিপুরা। **দোলঙ্গ**—ডুলাল চাঁপা, Hedychium Coronarium। প্রাপ্তি-স্থান—চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গ, ছোটনাগপুর। **শেবতী** (সেঁঅতী, সিঁউতী)—সং 'সেবন্তী'। গোলাপ শ্রেণীর শ্বেত পুষ্পবৃক্ষ-ভেদ। **যুথী**—সেঁউতী-জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ। **পারলি**—সং 'পাটলা'। পারুল। **ডুলালী**—চট্টগ্রাম অঞ্চলের ডুলীচাঁপা, Magnolia Petrocarpa।

রআনী—প্রাং 'রঅণি', 'রঅণী', 'রয়ণী'। রজনী।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২০৬

২। **আশই**—অশন। **আসাঢ়িআ**—আষাড়িয়া। **গন্ধ টগর**—তগরাদিবর্গের পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। **বনমাহ্লী**—বনমল্লিকা। **নাগেশর**—নাগেশ্বর বা নাগকেশর। **কেশর**—পুন্নাগ। **তিণিশ**—তিনিশ। **বহুল**—প্রাং 'বউল'। বকুল। **সেআলী**—বৈঁচ্ বা বৈঁচীজাতীয় বৃক্ষবিশেষ, Falcourtia Romontchi। **সিআলি** (সিউলী)—শেফালী। **কুসুম্ভ**—কুসুম। **ওড়**—জবা। **রেবতী**—কোল-ভাষায় 'রেবন্তা', ঐরাবত। **রাঙ্গনাগর**—রাঙ্গন, (রঙ্গণ) এবং বিহারী 'অগর', Dillenia Pentagyna। প্রাপ্তিস্থান—বিহার,

ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **ধাতকী**—ধাইফুল। **আমুলিঅ**—অম্লকিয়া। প্রাপ্তিস্থান—ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম। **কিংশুক**—পলাশ। **চুআঁ**—তিলকবৃক্ষ। **খঞ্চী**—লতাভেদ, খাঞ্চ নামে পরিচিত।

৩। **কুজা**—কুব্জক। **কুটুজ** (কুটজ)—কুঁড়চী। **কেন্দূ**—গাব (মাকড়)। **মথুর**—'মথন' হইবে কি? **সিন্দুবার**—নিসিন্দা। **রবি**—রক্ত আকন্দ। **ছাতীঅন**—প্রা° 'ছত্তিবন্ন'। ছাতিম। **ভাণ্টি**—ভাঁট, ঘেঁটু গাছ। **দুধিআকন**—শ্বেত আকন্দ। **কসাল**—অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ। **ডগর**—তগর। **মধুকর**—ভৃঙ্গরাজ। **বাড়িআল**—বেলেড়া। **সৈনাভুল**—হি° 'শঙ্খাহুলী', Xanthium Strumarium। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে জন্মে। ফুল পীতবর্ণ। কেহ কেহ সোণালূ বলেন। **ঘাটাপারলী**—ঘণ্টাপারুল। **পিপলী**—পিপ্পল, অশ্বত্থবৃক্ষ। **কাপাসি আসন**—আসন বৃক্ষের প্রকারভেদ।

৪। **ছোলঙ্গ**—টাবা। **নারঙ্গ**—নাগবসতি রঞ্জিত করে বলিয়া কমলা লেবুর না গ র ঙ্গ বা সংক্ষেপে না র ঙ্গ নাম হইয়া থাকিবে। নাগজাতির বাস মধ্যভারতের নাগপুর এবং আসামের নাগা পর্ব্বতে। **লেম্বু**—স° 'নিম্বু'; ও° 'নেম্বু'। কাগজি, পাতি প্রভৃতি। **আম্বড়া**—অপ° প্রা° 'অম্বাড়উ' (আম্রাতকঃ)। **চেরু**—? **বেরু**—প্রা° 'বের'। বদর। **অফেরু**—বোধ হয় 'সফ্রি' (পেয়ারা), লিপিকারপ্রমাদে 'স' স্থানে 'অ' হইয়া গিয়াছে। **থেকর**—থৈকল। **সাতকড়া**—কমলা জাতীয়। **আঁওলা**—প্রা° 'আমলও' (আমলকঃ)। **পাণিআল**—পানিআল নামেই প্রসিদ্ধ, Flacourtia Cataphracta। **লবলী**—নোয়াড়ী গাছ বা শিল আমলা। **বোহারী**—বহুবার। কোথাও কোথাও লা সো রা বলে, Cordia Myxa। **ডোহাকু**—ডেও। **কুড়ুম**—Polyalthia Cirasoides। বিহার, ছোটনাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গে জন্মে। **চালনি**—হি° 'চিলৌনী'। পুন্নাগ। **টাভা**—টাবা, Citrus Medica।

৫। **কণ্ঠোআল**—কামতা-বিহারী ভাষায় 'কাঠোয়াল'। কাঁঠাল।

—২০৭

মহু কুত—মধুর-রস-পূর্ণ। মহু—প্রা°। মধু। কুত—কুতূ, চর্ম্মাদি-নির্ম্মিত আধার-ভেদ। **অগথ**—অগস্ত্য, বকফুল। **কপিথ**—কপিত্থ। **সুন্দরী**—সুঁদরী। **বর**—বট-বৃক্ষও হইতে পারে। **আগরু**—প্রা° 'অগরু'। অগুরু। **সুগন্ধেসরী**—গন্ধেশ্বরী।

৬। **কাসিমল**—কাসমর্দ্দ। **ভালা**—ভল্লাতক। **ভিলোল**—ভল্লী, লোধ্রবৃক্ষ। **চাম্ভেলী**—অর্ব্বাচীন স° 'চম্বেলি' (চম্পকেলি)। শূ° পু° এ 'চামলী', চ° প°এ 'চামেলি'। **সুকল লোচন**—সুকোলী, ক্ষীর কাকোলী এবং লোচনী, মহাশ্রাবণিকা হইতে পারে। **ভোজপাত**—পা° 'ভুজপত্ত'। ভূর্জ্জবৃক্ষ। **চাম্পতী**—বুঝা গেল না। **চাকলি**—চাকুলে। **আত-ভড়ি**—আতমোড়ি। **জিআপূত**—পুত্রঞ্জীব। **পাকড়ী নাকড়ী**—অশ্বত্থাদিবর্গের তরুভেদ। বীরভূম অঞ্চলে পাকুড় ও নাকুড় নামে প্রসিদ্ধ; পাকুড় লাল, নাকুড় শাদা। **বন সোণাকড়ী**—বনা অতসী। **সাহড়**—সেওড়া। **আঁকোড়**—অঙ্কোট। **কুহয়**—কোহ, অর্জ্জুনজাতীয়। **কাঠ লাড়িকা**—কাঠ মালিকা (মল্লিকা) হইতে পারে। **কড়য়ি**—কড়ই, শ্বেত শিরীষ, Albizzia Procera। **আড়য়ি**—পীচজাতীয় তরু। **সাজে, রাজে**—শোভা পায়। **গর্জ্জুন**—গর্জ্জন বৃক্ষ। **হরিড়া**—হরীতকী।

৭। **আকরোল**—স° 'অক্ষোড়'। আখ্‌রোট। **জিঙ্গালরু**—জিঙ্গিনী, জিগের গাছ। **দ্রাক্ষ**—দ্রাক্ষা। **সুদর্শন**—Crinum Latifolium জাতীয় গুল্মবিশেষ। **মহাসুন্ধী**—হেলা জাতীয়? **বাজবারণ**—বজ্রদ্রুম, চড়কমণি। **বিষ করঞ্জ**—কট করঞ্জ। **ছাতিঐরণ**—ছাতিম্। **লতা আম্ব কুশি আর**—লতাম্র এবং কোশাম্র। আম্ব—প্রা° 'অম্ব'। **কাঙ্কড়ী**—কাঁকুড়। **বাঙ্গী**—ফুটি। **পেঁহুটী**—বর্দ্ধমান অঞ্চলে জন্মে। **সাড়র**—সারাল, তিল। **সোআস**—শসা। **পিআ**—পান করিয়া।

৮। **গুঞ্জে**—গুঞ্জ বেড়াও হইতে পারে। **কোকিল**—'পিকাদি শব্দা ন কচিদার্য্যাণাং প্রসিদ্ধাঃ। ম্লেচ্ছানান্তু কোকিলাদিষু প্রসিদ্ধাঃ।' **সুণে**—শুনিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২০৮

৩। **সঘন**—পুনঃ পুন। **হাসী**—শঙ্করদেবকৃত ঘোষাকীর্ত্তনে,—

তুলিলাহা হামি যশোদার পিয়া স্তন।

হামি, হাই, জৃম্ভণ। **সঘন ছাড়িল**—ইত্যাদি—সুন্দর দন্তপাঁতি দেখাইবার নিমিত্ত রাধা হাই তোলার ছলে পুনঃ পুন 'মুখ মেলিলেন'।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২০৯

অশরীররসাবেশ ইত্যাদি—রসালস মাধব রাধিকাকে অনঙ্গ-রসাবেশে আবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহাকে আদরে ডাকিয়া, এই কথা বলিলেন।

১। **রোল**—প্রা° লক্ষ্মী, কু° চ° প্রভৃতিতে। শব্দ, কোলাহল। **আছুক মানুষ** ইত্যাদি—মানুষের ত কথাই নাই, দেবতারাও (সেই সুললিত ভ্রমরগুঞ্জন শুনিলে) মোহিত হইয়া পড়েন।

রাধা তোর মোর ইত্যাদি—(ফলিতার্থ) রাধে, তুমি ও আমি এই বৃন্দাবনে মিলিত। আজ বাস্তবিকই তোমার রূপ-যৌবন সার্থক।

২। **পহু**—পর', পরিধান কর। **খাঅ**—খাহ=খাঅ=খাও।

৩। **দেখাও**—দেখাই। **তথাঁক**—'মথুরাক' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৫৫)।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২১০

২। **সব্বাতেয়ি**—সবেতেই, সকলেই। **লোভে**—লোলুপ হয়।

৩। **খল**—কপট, দোষান্বেষী।

পড়িহাসে—গাঃ শ° তে 'পড়িহাসই' (প্রতিভাসতে)।

৪। **তোর**—'মোর' হইবে।

বিলসিবোঁ—বিলাস করিব, উপভোগ করিব

পৃষ্ঠাঙ্ক—২১১

১। **উ**—পশ্চিম-রাঢ়ে ওকারের স্থানে উকারের ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত। **করায়িবোঁ**—করাইব।

৩। **তেহ্ন মতেঁ**—সেই ভাবে বা রূপে। **নিল**—লইলাম। **জনী**—সং 'যন্ন' শব্দ তুলং। নিষেধার্থক অব্যয়। 'জনি' ও 'জুনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃং ৪৬৮, ৫৬১)। পূর্ব্ববঙ্গের প্রদেশ-ভেদে নিষেধার্থে 'ছানি' শব্দ প্রচলিত। যেন না।

১। **যাহ**—জাহ=জাঅ=জাও (=যাও) **যেন**—'যেহ্ন', 'যেহেন' শব্দ তুলং। যেমন।

২। **জীঅ**—জীবিত থাক। **আহ্মারে**—বহু বচনের পদ। **আভএ**—প্রাং 'অভঅ'; 'এ' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। **যেহ্ন**—যেমন।

৩। **খণেক**—ক্ষণৈক। **সিধী**—সিদ্ধি, সাফল্য।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২১২

৫। **হোর**—গোবিন্দদাসে,—

হোর দেখ এ সখি রাই শ্যাম কোর॥

বীরভূমের প্রাদেশিক। (সম্মুখে) ঐ-ওখানে, ওদিকে।

৮। **ঝাঁটাল**—পাং 'ঝাটল'; 'গোলীসো ঝাটলো (ভবে)'—অভিং পং। ঘণ্টা পারুল। **ঝাঁপিলেক**—ঢাকিল, আবৃত করিল।

৯। **পায়িল**—মাগধী 'পাবিদে' (প্রাপ্তঃ)।

১০। **ভয়মনী**—ত্রস্তমনা। 'ভয় মানিয়া' এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২১৩

১১। **পুরিআঁ কোলে কৈল**—গাঢ় আলিঙ্গন দিল। **হেন মনে**—এই প্রকারে; 'ভাল মনে' শব্দ তুলং।

৩। **নারিল**—পারিলাম না। **পাত পাতিআঁ** ইত্যাদি—আশা

দিয়া কেন বঞ্চিত করিতেছ? **আসত**—প্রা° 'আসা'; 'ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **সহন**—সহ্য করা। **তোহ্মাএ**—তোমায় বা তোমার।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২১৪

১। **রমএ**—প্রা°। রমণ করে।

২। **পুরী**—পূর্ণ করিয়া।

৩। **সব্দে জাণিল** ইত্যাদি—সকলে কানাইর মনে আপনাকে রাধা হইতে অধিক বলিয়া জানিল অর্থাৎ সকল গোপী রাধাপেক্ষা আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়তমা ভাবিল। রাধাতে—'তে' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২১৫

৪। **সংহরী**—সঙ্কোচ করিয়া, সম্বরণ করিয়া। **গেহ**—সংস্কৃত-সম। গৃহ।

নিন্দন্ত্যঃ সুপ্রশংসন্ত্যঃ পরাং দামোদরপ্রিয়াম্।
প্রাপুর্গোপপ্রিয়াঃ ক্ষোভং পরং কৃষ্ণে পরস্পরম্॥

পরস্পরাং নিন্দন্ত্যঃ দামোদরপ্রিয়াং (রাধাং) সুপ্রশংসন্ত্যঃ গোপপ্রিয়াঃ কৃষ্ণে (কৃষ্ণবিষয়ে) পরং ক্ষোভং প্রাপুঃ।

গোপবধূগণ পরস্পর নিন্দা করিতে করিতে এবং দামোদর-প্রিয়ার প্রশংসা করিতে করিতে কৃষ্ণ বিষয়ে অতিশয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১। **আহা**—প্রা° ও সং 'অহহ'। খেদে। **সুতীথ**—সুতীর্থ। **কতী**—প্রা° 'কথ'। শূ° পু° এ 'কথি'; বিদ্যা°, চৈ° ভা° প্রভৃতিতে 'কতি'। কোথা।

গাআ—গান করিয়া। **বাআ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

তুলি ছত্র দণ্ড　　বায়া বাদ্যভণ্ড
করিব লোকে উৎসব॥

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

কুচুনী পাগল কর সিঙ্গা ডম্বুর বায়্যা।

বাদন করিয়া।

২। **কুশক্ষেত্র**—গঙ্গাবতারতীর্থ (?)। **পুষ্কর**—ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠিত পুষ্কর নামক পুণ্যতীর্থ, আজমীরের নিকট অধুনা পোকর নামে খ্যাত। **সিনান**—প্রা° সং এ 'সিণাণ'; শূ° পু° প্রভৃতিতে 'সিনান'। শব্দটি রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে অদ্যাপি প্রচলিত। স্নান। **অষ্ট মহাসিধী**—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামবশায়িত্ব এই অষ্টবিধ সিদ্ধি। **নিধি**—পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম্ম, উদক, নীল, মুকুন্দ ও শঙ্খ এই আট প্রকার নিধি।

৩। **কেদার**—হিমালয়ের অন্তর্গত মন্দাকিনী-তটে প্রতিষ্ঠিত মহাদেব। **বদরী**—বদরিকাশ্রম বা ব্যাসতীর্থ, কুমায়ুন প্রদেশের অন্তর্গত অলকানন্দা নদীতটে। **বটেশ্বর**—কাশ্মীরস্থিত লিঙ্গতীর্থ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২১৬

গঙ্গা সঙ্গত সাগরে—সাগর-সঙ্গমে। **যা**—যাহাকে

৪। **রোষিলি**—রুষ্টা।

১। **রাঙ্ক**—রঙ্ক, দরিদ্র। **তেন**—'তেহ্ন', 'তেহেন' শব্দ তুল°। তেমন। **ঁা**—প্রা° 'মিলিঅ'। 'মেলি' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪০২)। **কি রঞ্জসি** ইত্যাদি—আমার কি মুখোজ্জ্বল করিতেছ? অথবা—আমার কি মুখোজ্জ্বল (ই) না করিতেছ! রঞ্জসি—রঞ্জিত করিতেছিস্।

ভুঞ্জোঁ—ভোগ করি।

২। **আইলাহা**—'আছিলাহা' শব্দ তুল°। আসিলে। **নেহ**—সিদ্ধ হে° ৮।২।৭৭, ৮।২।১০২ সূত্রের টীকা।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২১৭

ভজিলোঁ—ভজিলাম, সেবা করিলাম।

৩। **নাছি**—না আছিল, ছিল না।

১। **যদি কিছু বোল** ইত্যাদি—জয়দেবকৃত 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী' এই প্রসিদ্ধ পদের অনুবৃত্তি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২১৮

তোর—লিপিকরপ্রমাদ, 'মোর' হইবে।

মাণে—অভিমানে।

২। **হান**—আঘাত কর, প্রহার কর। **যতনে**—নির্বন্ধ সহ।

৩। **মলিন নলিন**—নীলোৎপল শ্যাম। **রাঙ্গলেঁ**—রঞ্জিত করিলে, বিদ্ধ করিলে। **তোহ্মার নয়ন** ইত্যাদি জয়দেবে,—

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং ধারয়তি কোকনদরূপম্।

কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥

—(গীত°, ১০ম সর্গ)

করউ—প্রাকৃতে বিধি প্রভৃতি অর্থে প্রথম পুরুষ এক বচনে 'উ' প্রত্যয় হয়; 'উ সু মু বিধ্যাদিষ্বেকবচনে'—প্রা° প্র°, ৭।১৮। করুক।

৪। **মদন গরল খণ্ডন**—কাম-বিষের খণ্ডনকারী। **মাথার মণ্ডন**—শিরোভূষণ। কিরীট, কুণ্ডল, হার, চতুষ্কী (পদক), বলয়, অঙ্গুরীয়ক, কেয়ূর এবং নূপুর প্রভৃতিকে মণ্ডন বলে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২১৯

পালাউ—পলায়ন করুক।

অবধার্য্য কাকুমিতি ইত্যাদি—রাধিকা রোষবশে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কাকুক্তি মাত্র মনে করিয়া, কোন উত্তর করিলেন না। অনন্তর (কাতর প্রার্থনাহেতু) সলজ্জ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধপরবশ হইয়া বিহিত ব্যবস্থা করিলেন।

১। **লক্ষকের**—ষষ্ঠীর উত্তর এই 'কের' প্রত্যয়, প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক 'কেরক' শব্দের রূপভেদ। **বাড়ী**—প্রা° 'বাড়িআ', 'বাটিআ' (বাটিকাঃ)। মৃ° ক° এ 'বিহংগ বাড়ী'। মানভূম অঞ্চলে বাস্তুসংলগ্ন বেষ্টিত স্থানকে 'বাড়ী' বলে। বাগান, উত্থান। **ফুল ধাড়া**—বিস্তাপতিতে,—

গুরুজন কহি চরজন সঞো বারি।
কৌতুকে কুন্দ করসি ফুল ধারি।
সহচরি সঞো বহাঁ কয়ল ফুল ধারি[১]।
কৈসে জীয়ব তাঁহি নিহারি॥

ধাড়ী অর্থে অকস্মাৎ আক্রমণ (৫০৯ পৃ° দ্রষ্টব্য)। হি° 'ফুলঝড়ী' শব্দ তুল°। **লক্ষকের বৃন্দাবন** ইত্যাদি—লক্ষ টাকার বৃন্দাবন আমার পুষ্পোদ্যান; নিবারণ সত্ত্বে রাধা কেন ফুল চড়াও করিল?

২। **গেণ্ডু**—প্রা° গেণ্ডুঅ', 'গেন্দুঅ'। পশ্চিমরাঢ়ে 'গেঁড়'। প্রাচীন সাহিত্যে কন্দুক ক্রীড়ার উল্লেখ আবরল। **তোলে**—প্রা° 'তোড়ই'।

৩। **আকুড়া**—শূ° পু° এ 'আকুড়ি'। আকর্ষী। **পাখুড়া**—অপ° ভাষায় 'পকৃথাড়আ'; প্রাচ্য হি° 'পংখড়ী'। 'পংখুড়ী পত্রম্'—দে° না° মা°। চর্য্যাপদে 'পাখুড়ী'; অস° অরণ্যকাণ্ড 'পাকরি'; তুলসী রামায়ণে 'পাখরী'।

৬। **চিহ্নে**—চেনে, জানে।

৭। **আথান্তর**—দুরবস্থা, দুর্দ্দশা।

৮। **দেন্ত**—দিউক। **রাখিবোঁ**—রক্ষা করিব। **দোড়া**—দেশী 'দংড়ী' (সূত্রকনকং) শব্দ তুল°। দড়ি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২২০

১০। **আনুখর**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বুলিলি যে আগে অনুখর।

অনুচিত বাক্য, দুর্ব্বাক্য।

[১] পরিষৎ-সংস্করণে 'ফুল ধারি'; কাব্যবিশারদে ফুল ধারি'; শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুর প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে 'ফুল থেল্লি'। 'ফুল ধারি' পাঠই আমাদের সঙ্গত মনে হয়।

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া মানমগ্না রাধাকে এই কথা বলিল।

কুচরীত—কুকাজ।

২। **মরসিব**—ছাড়িবে, ক্ষমা দিবে।

৩। **উপকার**—হিতবাক্য।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২২১

৪। **দড়ী**—'দৌড়ী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৯০)।

১। **গালী**—অপ° মাগধী 'গলত্তিআ' (গত্তিকা)।

বোল—পা° 'বউল'। বকুল। **বড়ায়ি**—এই পদে 'বডায়ি' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৩। **মাহলী**—শ° পু°এ 'মালী' (পৃ° ৩০)। **সেয়তী**—সেঁউতী, শ্বেত গোলাপ। **পাতেঁ পাতেঁ**—পাতি পাতি করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২২২

অস্মিন্নবসরে রাধাং ইত্যাদি—ইত্যবসরে পুষ্পবাণের বাণসম্ভূত জ্বরে আতুর মাধব সত্বর রাধাকে মিঠে-কড়া দুকথা শুনাইয়া দিলেন।

১। **করিবোঁ**—'করিলোঁ' হইবে বোধ হয়। **নির্ম্মায়িলোঁ**—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া। **বহুত**—কু° চ°এ 'বহুঅ' (বহু) ৩১২ ; গো° ব°এ 'বহুয়' (প্রভূত) ৮৬৪ ; প্রা° পৈ°এ 'বহুত্ত' (বহুতরঃ) ২।৯৭। বিদ্যাপতিতে,—

মাধব বহুত মিনতি কর তোয়।

চণ্ডীদাসের পদে,—

কহিতে বহুত হয়ে লাজ।

বহু। **পেলায়িলেঁ**—ফেলিলে।

যাহার যোজন বাসে—যে ফুলের গন্ধ এক যোজন পর্য্যন্ত যায়।

২। **সেঅথী**—সেঁউতী, সেমন্তী। **আল সব ফুল** ইত্যাদি—রাধে, আইস, সমস্ত ফুলে শয্যা রচনা করিয়া তোমায় আমায় কেলি-বিলাস করি।

৩। **বাদেঁ**—অপবাদে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২২৩

৪। **পসিআঁ**—প্রবেশ করিয়া। **শুন**—মূ° ক° এ 'শুন্ন দেউলং'। শূন্য। তুল° শু° 'শুন'।

১। **উপভোগে**—উপভোগ করে।

২। **জাণিতোঁ**—জানিতাম। **তোল**—তুল, তুমুল। আরবী 'তুল-তুফান', 'তুল-কালাম' প্রভৃতি শব্দ তুল°। **নাসিতোঁ**—না আসিতাম, আসিতাম না। **যাইতোঁ**—যাইতাম। **বিকাণিতেঁ**—বিক্রয় করিতে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২২৪

১। **অথ বেথে**—অস্ত ব্যস্তে। **যাতি**—জাতী পুষ্প।

ফুরিল—স্ফুরিত হইল, উদিত হইল।

২। **দনা**—ও° 'দহনা'; হি° 'দোনা'; স° 'দমনক'। সোমরাজ্যাদি বর্গের অন্তর্গত। Artimisia Indica। **মরুআ**—শূ° পু°এ 'মরুআ'। গন্ধ-তুলসী। Ocimum Pilosum। **ডুলাল**—তুলস্যাদি বর্গের ক্ষুদ্র বৃক্ষভেদ। পশ্চিম-রাঢ়ের কোথাও কোথাও 'ডুলাল-ভাপ্‌রী' বলে। Ocimum Basilicum। **ভাঙ্গসি**—ভাঙ্গিতেছিস্‌।

৩। **নেআলী**—শূ° পু°এ 'নিঅলি'।

৪। **পাঠাওঁ**—মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

পাঞ্চ মহারথীক পাঠাওঁ একেবারে।

পাঠাই। **যবেঁ তিরী বধে** ইত্যাদি—যদি স্ত্রীবধের ভয় না থাকিত, তাহা হইলে আজ তোমায় মারিয়া যমের বাড়ী পাঠাইতাম।

১। **দোষ**—অপবাদ, দুর্নাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২২৫

২। **সোআথ**—চৈতন্যভাগবতে,—

মনে মনে গর্জ্জে চিত্তে না পায় সোয়াথ ॥

(মধ্য°, ১৯শ অ°)

কবিশেখরকৃত গোপালবিজয়ে,—

জোথা জায়ে তোথাই সোআথ নাঞ পাএ ॥ (পুথি)

সোয়াস্তি, শান্তি।

৩। **ঝিআরী**—সং 'ধীলটি' শব্দ তুল°। **না দেখিল** ইত্যাদি—দেখিলে না, শুনিলে না, একটা (যা-তা) বলিতেছ। **তোহ্মাতে**—তোমা হইতে।

বৃন্দাবনীয় প্রসব ইত্যাদি—রাধে, সম্মুখে তোমায় বৃন্দাবনের কুসুমে পরিশোভিত দেখিতেছি। অয়ি কুসুম-বংশসম্ভূতে বামে! তোমার আমোদ বিধায়ী দেহ আমায় দান কর।

২। **গণ্ডযুগ মহুলে**—গাল দুটি মহুআ ফুলের মত নিটোল ও পীতাভ-

পৃষ্ঠাঙ্ক—২২৬

৩। **বগ হুল**—বগ, বাক্‌সনা এবং হুল, আল বা অগ্রভাগ। বাক্‌-সনার মুকুল কানের সহিত তুলিত হইতে পারে।

৪। **খস্তরী**—কস্তুরী। জবাদি বর্গের অন্তর্গত; ইহার ফুল পীতবর্ণ। চণ্ডীদাসের পদে রাধার পীত বসনের কথা পাওয়া যায়; যথা,—

সোণার বরণ　　　তাহে আরোপিত

পীতের বসন ভালি।

৫। **তবক**—অভি° প° য় 'থবক'; ক° ম° তে 'থবক'। স্তবক।

৬। **আতয়ীগণে**—কি, বুঝা গেল না।

৭। **জংঘ**—প্রা°। জঙ্ঘা।

১১। **সেআলী**—প্রা° 'সেহালিআ'। শেফালিকা।

১। **তোহ্মারে কে** ইত্যাদি—তোমায় কথাতে কে আঁটিয়া উঠিবে ?

পৃ—২২৭

২। **নিজ পতি না** ইত্যাদি—আপন পতিকে উপেক্ষা করিলাম, তোমার মুখ তাকাইয়া রহিলাম, শাশুড়ী ননদের গালি সহ্য করিলাম। চাহিলোঁ—চাহিলাম। উপেখিলোঁ—ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলাম। 'উপেখিআঁ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪০৭)।

৩। **তাক নাহিঁ** ইত্যাদি—তাহার প্রকার-ভেদ নাই। **যরম**—জন্ম। **বড় মানে** ইত্যাদি—তিল পরিমাণ অর্থাৎ অতি সামান্য উপকার বড় করিয়া মানে। 'তিন উপকার' লিপিকর-প্রমাদ। উপরে 'তিনাঞ্জলী' শব্দেও ঐরূপ ল-কার স্থানে ন-কার হইয়াছে (পংক্তি ৭)।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২২৮

তভোঁ কি ইত্যাদি—তথাপি কি মালতীকে ভুলে ? পাসরে—√বিসর, (স° বি-√স্মৃ), বিস্মরণে। বিস্মৃত হয়।

২। **এ তোর নব ... ... আহ্মার পরাণে**—রাধে, তোমার এই নব যৌবনের সুষমা অহরহ আমার মনে জাগিতেছে। তাহাতে আবার তোমার সহিত রমণেচ্ছা প্রবল হইয়া আমার হৃদয়কে অতিমাত্রায় কর্ষণ করিতেছে। জাগ—জাগে। খেতি করে—কর্ষণ করে, পীড়িত করে।

৩। **ঝুরে**—প্রা° 'ঝুরই'। কাঁদে, অশ্রু বর্ষণ করে।

৪। **বৈশোঁ**—বসি, উপবেশন করি।

কৃষ্ণস্য প্রেমবচসা ইত্যাদি—অনুরাগবতী শ্রীমতী রাধিকা কুসুম-বাণে বিদ্ধ হইয়া অতি সত্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবাক্যে বশীভূত হইলেন।

১। **সভাব**—পা°। স্বভাব। **এআ**—স্বরের মাত্রা।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২২৯

১। **আল হের ... ... করিহ আনে**—ওহে প্রাণের কানাই, তোমার চরণে আমার এই নিবেদন, অপরকে আমার সহিত সমান করিও না (অথবা আমার সহিত অন্যরূপ আচরণ করিও না)।

২। **গান্থিল**—গ্রথিত করিল। **তোর বোল** ইত্যাদি—তোমার কথার অন্যথাচরণ করিব না।

৩। **বিধি কৈল তোর** ইত্যাদি—বিধাতা প্রেমের বাঁধনে তোমায় আমায় এক-প্রাণ, এক-দেহ করিয়া নির্ম্মাণ করিল। প্রাচীন কবির গানে,—

তোমাতে আমাতে একই কায়া
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥

৪। **বৈশ**—প্রাং 'উবইস' (উপবিশ)।

১। **সিনায়িল**—স্নান করিল

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৩০

৩। **পোআল**—বিদ্যাপতিতে,—

জিনি বিম্ব অধর পবারে।

'পোআর' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪২২)। পলা, প্রবাল।

বৃন্দাবনখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

কালিয়দমন খণ্ড

—*—

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৩১

১। **দিলান্ত**—শূন্যপুরাণে,—

মুখর অমৃত পরভু দিলেন্ত তখন ॥

ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

পিঞ্জিরার সুয়া পাখী দিলেন্ত ছাড়িয়া

মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

নকর তরাস বুলি দিলন্ত অভয় ॥

বসিবাক ইন্দ্রক দিলন্ত সিংহাসন।

দিলেন।

৫। **মাছ**—প্রা॰ 'মচ্ছ'। মৎস্য।

১০। **লাগ**—নাগ।

১১। **জড়ী**—জড়াইয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৩২

১২। **জালে**—জ্বালায়।

১৪। **তোহ্মারা**—তোমরা। 'আহ্মারা' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ॰ ৫৮০)। **তরাসিল**—ত্রাসিত, ভীত।

——

গোপালকুলতঃ ইত্যাদি—রাধা রাখালদের মুখে শ্রীকৃষ্ণ কালিয় হ্রদে ডুবিয়াছেন শুনিয়া খেদে নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

১। **বাঢ়ায়িলোঁ**—বাড়াইলাম, অগ্রে সঞ্চালিত করিলাম।

বাহুড়—ফিরিয়া আইস।

২। **সামল**—প্রা°। শ্যামল। **কোমল**—'কোমলং স্নকুমারং'—প্রা° লক্ষণ। **ছুক**—আছুক, থাকুক।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৩৩

৩। **সন্ধাত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **সম্মতী**—সম্মতি।

৪। **যাচোঁ**—যাচি, প্রার্থনা করি। **ভকতীদাসিক**—অনুরক্ত পরিচারিকাকে।

করুণা—বিদ্যাপতিতে,—

গোকুলে উছলল করুণাক রোল।

বিলাপ, কাতর ক্রন্দন। **বিনাঁয়িআঁ**—জয়া নন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

বিনিএগা বিনিএগা কান্দে লোক শত শত ॥

দীর্ঘ স্নুর করিয়া।

৩। **রাপায়িল**—স্পৃহাযুক্ত হইল। রাপ অর্থে স্পৃহা (অসমীয়া হেম-কোষ)। **দেখিতেঁ রাপায়িল** ইত্যাদি—ত্রিভুবন-স্নন্দর নাগর-শ্রেষ্ঠ কানাইকে দেখিবার নিমিত্ত গোপীদের প্রাণ অতিশয় উৎস্নক হইল।

মোর—বহুবচন। **আদিবস**—অদিবস, দুর্দ্দিন।

২-৩। **আহ্মা**—বহুবচনের পদ।

৪। **গুণিলান্ত**—গণনা করিলেন। **বিসরী**—বিস্মৃত হইয়া। **করা-রিউ**—করাই।

১। **থল**—প্রা°। স্থল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৩৫

১। **হয়িলাহা**—হইলে।

২। **জলে**—'এ' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **উঠায়িলেঁ**—পুথিতে 'বিদারিলেঁ' পাঠ আছে।

৩—৪। **শ্রীরাম রূপেঁ** ইত্যাদি—পরবর্ত্তী পংক্তিত্রয় পুথিতে (পৃ° ১৩০।১।৬) এইরূপ,—

বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন ॥৩॥
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্ট জন।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥

চণ্ডীদাসের মতে রাম সপ্তম, বুদ্ধ অষ্টম, কল্কি নবম এবং কৃষ্ণ দশম বা শেষ অবতার। কবি সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দ তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের আদর্শ ছিল। অথচ দশ অবতারের কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে, সর্ব্বজন-সুপরিচিত এমন একটা সোজা কথা বলিতে গিয়া তিনি ভুল করিবেন, কখনই তাহা সম্ভবপর নহে। উদ্ধৃত অংশটিকে লিপিকর-প্রমাদ বলিবার পক্ষেও বিশিষ্ট কারণের অভাব। হইতে পারে, বাঙ্গালা দেশে তখনও অবতার সম্বন্ধে পৌরাণিক মতবাদ অবিসংবাদিতরূপে গৃহীত বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাকবি ভাসের রচিত 'বালচরিত' নাটকে শ্রীরামচন্দ্র দ্বাপরের এবং শ্রীকৃষ্ণ কলির অবতার বলিয়া বর্ণিত ; যথা,—

শঙ্খক্ষীরবপুঃ পুরা কৃতযুগে নাম্না তু নারায়ণ-
স্ত্রেতায়াং ত্রিপদার্পিতত্রিভুবনো বিষ্ণুঃ সুবর্ণপ্রভঃ।
দূর্ব্বাশ্যামনিভঃ স রাবণবধে রামো যুগে দ্বাপরে
নিত্যং যোঽঞ্জনসন্নিভঃ কলিযুগে বঃ পাতু দামোদরঃ ॥

(আদ্য শ্লোক)

ইহাও অবশ্য পুরাণ সম্মত নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'দশ-অবতার-খেলা'র তাসে অঙ্কিত অবতার-মূর্ত্তি একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুদ্ধকে নৃসিংহ ও বামনের মধ্যবর্ত্তী মনে হয়।[১] **কলকী**—কল্কি।

১। **বাহু ফাল**—বাহু প্রসারণ। **চণ্ডবাত**—বাত্যা।

---

১ Notes on Visnupur Circular cards.

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৩৬

৩। **নাচন**—প্রা° 'ণচ্চণ'।

৪। **তুতী**—স্তুতি।

৩। **নিরমিল**—নির্ম্মাণ করিলে।

৬। **মূড়**—মূঢ়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৩৭

১। **সাঁকাল**—ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশে 'সোন্‌কাল'; বাঁকুড়া অঞ্চলে 'সন্‌কাল' (প্রাতঃ)। গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

আমার বচনে তুমি চলহ সকাল।

সত্বর। 'সকাল' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৫২)।

১। **যত**—সাকল্যে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৩৮

কালীয় সাপের ইত্যাদি—কালীয় সাপের কবল হইতে দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা পাইলেন। জিল—বাঁচিল, রক্ষা পাইল।

২। **শুন্য**—শূন্য।

৩। **নহেঁ তবেঁ ...... লাজ ভএ**—অনাকুলচিত্ত রাধিকা তখন লজ্জা ও ভয় ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে নিমিষহীন বক্র-দৃষ্টিতে ও সজল-নয়নে সুদীর্ঘ কাল কানাইর মুখ দেখিলেন। বঙ্ক—প্রা° 'বংক'। বক্র।

৪। **আপণ আপণে**—পরস্পরকে।

১। **নেহ নয়নে**—সপ্রেম দৃষ্টিতে

:—২৩৯

৩। **ধরিবেহেঁ**—রক্ষা করিবে।

কালিয়দমন খণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ

যমুনাখণ্ড

—•—

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৪০

রাধিকালাভলোভেন ইত্যাদি—রাধিকা-লাভের লোভে তিনি যমুনা-তট আশ্রয় করিলেন এবং রাধাও সখীদিগকে স্মরণ করিয়া জল আনয়নার্থ গমন করিলেন।

———

১। **পাণিকে**—ডাকচরিত্রে,—

কাখে কলসী পানীকে যায়।

জলের নিমিত্ত। **কলসী**—প্রা° লক্ষ্মীতে। **গঁজগড়ি**—গজগতি।

ভেটিল—প্রাচীন বাঙ্গালাতে √ভেট'র প্রয়োগ অবিরল। দেখিল

২। **কেহো না ভরিল নীরে** ইত্যাদি—জ্ঞানদাসে,—

বসন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল তনু
পানি না পূরলুঁ কুম্ভে।

———

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৪১

কাহ্নো—কাহারও।

৩। **এখো পাঅ কেহো** ইত্যাদি—ঘনশ্যাম দাসের পদে,—

কহইতে বয়নে কহন নাহি ফুর।
চলইতে চরণ অচল সম ভেল॥

———

১। **তোলসি**—তুলিতেছিস্।

———

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৪২

৩। **নাম্বাঅ**—নামাও, অবতারিত কর।

৪। **দোষর**—হি° 'দুসরা' শব্দ তুল°। দ্বিতীয়।

৬। **খুদ**—প্রা° 'খুদ্দ'। ক্ষুদ্র। **বড়সি**—বড়িশ, মৎস্যবেধনী-ভেদ। **রুহী**—রোহিত মৎস্য। **তাম্বুল দিআঁ** ইত্যাদি—পান দিয়ে আমায় বলিতে-ছিস্ কি? ছোট বড়শিতে রুই মাছ ধরিতে চাহিতেছিস্? অর্থাৎ তোমার তুচ্ছ প্রলোভনে আমি ভুলি না।

৯। **সুদ্ধ**—কু° চ° এ। শুদ্ধ। **সুবন্ন**—কু° চ°এ; ক° ম°তে 'সুবন্ন'। সুবর্ণ। **কিঙ্কিনী**—কিঙ্কিণী, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত কটিভূষণ।

১০। **নাচুনী**—প্রা° 'ণচ্চণী' (নর্ত্তনী)। নর্ত্তকী।

১৩। **ঘসি**—স°। ভক্ষ্য দ্রব্য। **ঘাটোঁ**—√ঘাট (স° ঘট্ট), আলোড়নে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে 'ঘসি ঘাঁটা' ভাষায় প্রচলিত ছিল। আলোড়িত করি। **আউটোঁ**—আবর্ত্তিত করি। **তোর বাঁশী** ইত্যাদি—তোর বাঁশী দিয়ে ভাতে কাঠি দিই না, হাতে ক'রে দুধও আওটাই না।

১৪। **নাথা**—স° 'নক্তক'। নেতা, ভাণ্ডাদি মার্জ্জনার্থ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৪৩

১৬। **আহুকিতেঁ**—√আহুখ (স° অভি-√উক্ষ, সেচনে); উচ্চারণ-বৈষম্যে 'আহুক' এবং 'ইতেঁ' প্রত্যয় করিয়া আ হু কি তেঁ। ছিটাইতে, অভ্যুক্ষণের নিমিত্ত। **বাহিরেঁ ভিতরেঁ** ইত্যাদি- কানাই, তোমার বর্ণ কাল, অন্তরও সেইরূপ মলিন; উজ্জ্বল মুকুট-ধোয়া জল তোমার সর্ব্বাঙ্গে সেচন করিতে ভাল, উহাতে মলা কাটিবে। ধোপারা ময়লা কাটাইবার জন্য কাপড়ে নীল-গোলা জল ছিটায়।

১৮। **মাহাকাল**—মাকাল ফল লালবর্ণ হেতু চিত্তাকর্ষক, কিন্তু বিষাক্ত।

১। **আঙ্গভঙ্গ**—অঙ্গভঙ্গ।

২। **সরুঅ**—সূক্ষ্ম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৪৪

৪। **বাতল**—'ল' যুক্তার্থে। বায়ুগ্রস্ত। **হয়িলোঁ**—হইলাম। **থাকোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

এভো বনে গৈয়া থাকোঁ রামর লগতে॥

———

১। **হান্তী**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বর হামি তুলি বীর নাদয় আস্ফাল।

হাই, জৃম্ভন। 'হাম্বী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৮৫)। **মোড়িএ**—মোড়া দিই।

বিচলল—বিচলিত হইল।

২। **ঢাকিলোঁ**—ঢাকিলাম।

৩। **যমুনা নদীর** ইত্যাদি—যমুনাতে জল তোলা অপরাধ নয় এবং জলোত্তোলনকালে আমার প্রতি তোমার 'কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলেঁ মধু রস বাণী' এই নিরর্থক বাক্যের যে তীব্র প্রতিবাদ করিলাম, ইহাতেও কোন দোষ হয় না।

৪। **আপদ পাএ** ইত্যাদি—যাহাকে বিপদ্ আশ্রয় করে, সে আপনাকে চিনিতে পারে না। **নাগরপণা**—রসিকতা।

———

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৪৫

নিপীয় পরুষাং বাচং ইত্যাদি—রাধিকার পরুষবাক্য শুনিয়া, মধুসূদন ব্যাকুল হইয়া বৃদ্ধাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন।

২। **গুণিলোঁ**—গণনা করিলাম। **বিলস বুইল**—সরস বাক্য বলিল।

৩। **আছু আন কাম** ইত্যাদি—আর কিছুতেই আমার মন নাই; তার মুখের একটি মধুর বাক্য এখন আমার পক্ষে দুর্লভ সামগ্রী। **দুলভ**—দুর্লভ।

৪। **ঝুরএ**—কাঁদে, অশ্রু বর্ষণ করে।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বচনপণ্ডিতা বৃদ্ধা পূর্ব্বের ভয়-বৃত্তান্ত রাধাকে স্মরণ করাইয়া বলিল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৪৬

১। **হেন না জাণিল** ইত্যাদি—যে রাধার কথা বলিতেছে, (তখন) তাহা জানিতাম না। অথবা—(পরে যে) এরূপ বিরুদ্ধ বাক্য বলিবে, তাহা জানি নাই।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৪৭

২। **কেহো**—'কাহো' হইবে বোধ হয়। কাহাকেও। **মাউসী**—সিদ্ধ হে°, কু° চ° প্রভৃতিতে 'মাউসিআ'। মাসী, মাতৃস্বসা।

৩। **নাহিঁ বারে** ইত্যাদি—সে সমাজের ভয় রাখে না; তার চক্ষুলজ্জা আদৌ নাই। বারে—বাধা মান্য করে। **যেহু তেহু**—যেন-তেন প্রকারে। **আজল**—নেকা, যে আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচিত করিতে বৃথা প্রয়াস পায়।

রাধাবচনমাচম্য ইত্যাদি—বৃদ্ধার মুখে রাধার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সতৃষ্ণ ও কাতর শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এই কথা বলিলেন।

১। **ধান্ধা**—দেশী প্রা° 'ধংধা' বিদ্যাপতিতে,—

নিকুঞ্জ মন্দিরে আজু কি হোয়ল ধন্দ।

(কাব্যবিশারদ)

চণ্ডীদাসে,—

এ বড় লাগল ধন্ধ।

বিচিত্র ব্যাপার, রহস্য।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৪৮

রুখ—প্রা° 'রুকৃখ'। রুক্ষ। **বস**—প্রা°। অধীন, বশবর্ত্তী।

৩। **সুদ্ধ**—প্রা°। শুদ্ধ।

৪। **আধিকার জাণায়িলোঁ** ইত্যাদি—আমার প্রভুত্ব (মাত্র) তোমায় জানাইলাম, অন্তরে তোমার প্রতি (আদৌ) আমার বিরুদ্ধভাব নাই। **কান পাত** ইত্যাদি—আমার বক্তব্য বলিলাম, (এখন) তুমি তাহাতে অভিনিবেশ কর। করলোঁ—করিলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৪৯

৪। **এনা**—এই। **ফুট**—ফোঁটা, বিন্দু।

৫। **বহুত**—বিদ্যাপতিতে,—

বুঝল মোহে হরি বহুত অকার।

কাশীদাসী বিরাটপর্ব্বে,—

পরকার্য্যে জ্ঞাতিবধ করিল বহুত।

৭। **অবোল**—কুৎসিত কথা।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৫০

১। **কাছের**—সং ও প্রা° 'কচ্ছ'; 'এর' বিভক্তিচিহ্ন। কাঁখের, কক্ষের। **বিরহের কোল**—নিবারণ বা প্রশমনার্থক ষষ্ঠী; পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য (পৃ° ৮৮)।

২। **রোষে মন** ইত্যাদি—রাগ করে' কেন আমায় উদ্বিগ্ন করিভেছিস্। তরাসী—উদ্বিগ্ন করিতেছিস্। **না কাঢ়সি রাএ**—কথা কহিতেছিস্ না।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৫১

১। **ভাল মন্দ কত** ইত্যাদি—পথে ভাল-মন্দ কত লোক চলে, তাহাদের চোক-কান এড়িয়ে কথা বলিতে হয়। বারিআঁ—নিবারণ করিয়া, এড়াইয়া।

বারহ—নিবারণ কর, সংযত কর।

৪। **বোলাবুলি**—উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে করিতে।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার কথা শুনিয়া সুচতুর শ্রীকৃষ্ণ সত্বর গিয়া জরতীকে এইরূপ সকরুণ বাক্য বলিলেন।

১। **তভোঁ না** ইত্যাদি—তথাচ তাহার মনে স্থান পাইলাম না। **থাকিলোঁ**—থাকিলাম।

এত কালে—'এত কৈল' হইবে বোধ হয়।

৪। **সোধিলোঁ**—শোধিত করিলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৫৩

নিপীয় বচনং ইত্যাদি—মধুসূদনের সাধু বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা অধিকতর রুষ্টা রাধিকাকে এই কথা বলিল।

১। **ভর যুবতী**—পরিপূর্ণ যৌবন। পশ্চিম-রাঢ়ে 'ভোর-জুআন' শব্দ প্রচলিত।

২। **এহা বুঝী** ইত্যাদি—ইহা বুঝিয়া বহু আয়াসে কানাইকে তোমাতে রাজি করিলাম। মানায়িলোঁ—সম্মত করিলাম। **বিমন**—অন্যমন, অমত।

৩। **যেহো**—যে কোন। **কাজক**—'ক' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। **চাহেন্তে**—চায়, ইচ্ছা করে। **রোষু**—রুষ্ট হউক।

৪। **যাইউ**—যাও।

জরতীবচসা ইত্যাদি—বৃদ্ধার কথায় যমুনাভিমুখে চলিত রাধাকে চতুর কৃষ্ণ আশ্বাস দিয়া বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৫৪

১। **গিরীশ সমএ**—গ্রীষ্মকাল; এ-কার কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **সুখাএ**—সুখদায়ক হয়।

৬। **ণাম্বী**—নামি, অবতরণ করি।

৮। **নহিহ**—হইও না। **জলত নাম্বিল** ইত্যাদি—কানাই, জলে নামিলাম, সখীরা দেখিতেছে, বিরহ-ব্যথা জানাইতে উন্মত্ত হইও না।

৯-১২। **আনুমতি দিআঁ** ইত্যাদি—কবির উক্তি। **কেরি**—কেলি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৫৫

১। **চমকিলী**—চমৎকৃতা। **ঘন চালিআঁ বসনে**—নিবিড়ভাবে বস্ত্র সম্বরণ করিয়া। চণ্ডীদাসের পদে,—

বসন নিবিড় করিয়া বাঁধল
সেই যে চড়ব কাঁধে।

২। **ভাবেঁ সে** ইত্যাদি—তখন ভাবাবেশে সেই গোপী নিশ্চল হইয়া রহিল।

৩। **রসে**—রতিভাবে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৫৬

৪। **উঠী বুইল** ইত্যাদি—(শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে) চন্দ্রাবলী রাধা গোপী-দের লইয়া যমুনা হইতে উঠিয়া বড়াইর চরণে ধরিয়া, আমরা বৃথা জলকেলিতে রত রহিয়াছি, এই কথা বলিলেন।

১। **আদেখ**—অদৃশ্য।

২। **মাইলেন্ত**—মারিল। **দুসহ**—প্রা°। দুঃসহ।

৩। **লখিএ**—লক্ষ্য করিতেছি, দেখিতেছি।

৪। **জীয়ন্ত**—প্রা° 'জীঅন্ত'। বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

মড়া সনে জিঞন্তঁ যায় না ধরায় বুক ॥

আবসই—প্রা° 'অবস' (অবশ্য); 'ই' নিশ্চয়ে।

পৃ—২৫৭

১। **শরীরত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **হরিলোঁ**—হারাইলাম।

২। **কহিএ**—কহে।

৩। **একইতি**—মাধব-কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

একুটীর পুত্র মই বনবাসে যাইবোঁ।

কৈক যাইবে রাম একুটীর পোঁ।

অসমীয়া হেমকোষে 'একুতী'। এক পুত্রবতী।

৪। **চাহিব**—খুঁজিব, অন্বেষণ করিব।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৫৮

সখী সখীবৃতা ইত্যাদি—সখীগণ-পরিবৃতা রাধিকা বৃন্দার বচনে সংযতা হইয়া, মানসিক অনুশোচনা বহনপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন।

৩। **তাম্বাচূড়া রাএ** ইত্যাদি—তাম্রচূড়ের রব প্রভাত ঘোষণা করিল। তাম্বাচূড়া—কুক্কুট।

৪। **মনে মনমথ** ইত্যাদি—মন্মথ-শর-পীড়িত কানাই মনে মনে যুক্তি করিল। সর—প্রা°। শর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৫৯

অধিরজনিবিরামং ইত্যাদি—রজনী প্রভাতে রামরম্ভাবিনিন্দিত জঘনবিশিষ্টা প্রবল কন্দর্প-বাণে জর্জ্জরীভূতা ও সখীগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা রাধিকা মাধবের অন্বেষণে যমুনার তীরাভিমুখে দ্রুত গমন করিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৬০

২। **হাসো হাসে** ইত্যাদি—আনন্দভরে কানাই উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন।

৩। **বড় গল করী**—বড় গলা করিয়া।

৪। **উঠিবেঁ হে**—উত্থিত হইবে। **জলের ভিতর**—জলমধ্য হইতে। **তড়াত**—প্রাং 'তড়' (তট) ; 'ত' বিভক্তিচিহ্ন। ডাঙ্গায়, স্থলে।

অথ রাধা হরিং ইত্যাদি—বলপূর্ব্বক পরিধান-বস্ত্র লইয়া বৃক্ষশিখরে অধিরূঢ় হরিকে দেখিয়া রাধা সলজ্জভাবে বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৬১

১। **ণাম্বিলান্ত**—নামিলেন, অবতরণ করিলেন।

আয়ি মোর লাজ—ও মা, কি লজ্জা! **বিবসিনী**—বিবস্ত্রা। 'মুগধিনী', 'অনাথিনী' প্রভৃতি শব্দ তুলং।

রাধায়া বাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত সরস-চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেই উপহাস করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৬২

১। **ল্যাঙ্গট**—নগ্ন। **নাহিঁ মণে** ইত্যাদি—রাধা গুরুজনাদের ঠেকায় না, এমন স্ত্রীকে(ও) আয়ান জীবিত রাখে ? জিআএ—জীবিত রাখে।

২। **করিহে**—করিও। **নিবারিহে**—নিবারণ করিও।

৩। **তাহাকেত নাহিঁ পরকারে**— তাহাকে ত আঁটিয়া উঠিবার জো নাই।

যমুনাখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ

হারখণ্ড

—•—

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৬৩

১। **তথিত**—'ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। তাহার। তুলং—'নানা বন্নর পাখী আছি তথির উপর' (শূং পুং)।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৬৪

রাধাবচনমাচম্য ইত্যাদি—রাধার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভয়-বিহ্বলা যশোদা রুষ্টভাবে নির্জ্জনে কেশবকে বলিলেন।

১। **বসোঁ**—বাস করি।

তোহ্মাতে লাগিআঁ ইত্যাদি—তোমার জন্য সকলের কথা কত সহিব? সহিবোঁ—সহ্য করিব।

২। **নিষধিএ**—নিষেধ করি।

৪। **মাঅ বাপত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

———

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৬৫

নেবারত—'ত' অনুরোধ-বাক্যের মৃদুতা সম্পাদনার্থে। নিবারণ কর।

নিশম্য জননীবাচম্ ইত্যাদি—জননীর (তিরস্কার)-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বিগত-সম্পদ্ রাধাপ্রমুখ গোপীগণের দোষ নিবেদন করিলেন।

১। **বুঝাও**—বুঝাই। **জিলাহোঁ**—বাঁচিলাম। **মরিতাহোঁ**—মরিতাম। **দেঁতি**—কু° চ° এ 'দেন্ত' (দদতি)। দেয়।

যুবতীএঁ—'এঁ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন।

৪। **রাখিবাক**—মৈথিলী ও প্রাচীন অসমীয়ার অনুরূপ। রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত। **বুলোঁ**—ভ্রমণ করি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৬৬

১। **তরাসিণী**—উদ্বিগ্না।

২। **নিবারিতেঁ**—নিবারণ করিতে, সামলাইতে। **হিফিলেক**—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

হাঁফালে হাঁফালে হানে দশ বিশ ত্রিশ ॥

ছুড়িল, নিক্ষেপ করিল। **কবল**—স°। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাদেশিক 'খাবল'। খামচা, মুঠা, মুষ্টি। **দস**—মাগধী। দশ। **হাটাল**—বাঁকুড়ার প্রাদেশিক 'হেঁটাল'। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতিতে 'ইটাল' (ইষ্টকখণ্ড)। ঢেলা, লোষ্ট্র। **তরাসে**—স° 'তরস্‌' শব্দ।

বিদ্যাপতিতে,—

পরশিতে তরসি করিহ কর ঠেলি।

(কাব্যবিশারদ)

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

মায়ের চরণ বন্দি হরি সাধু লড়ে।

তরাসে বাহিরে গিয়া অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে ॥

বেগে। **তরাসে পড়িলী** ইত্যাদি—(ভাবার্থ) লোষ্ট্র নিক্ষেপ-জনিত বেগ সামলাইতে না পারিয়া রাধা কাঁটার বনে গিয়া পড়িল।

৪। **জিলী**—বাঁচিল।

হারখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৬৭

রাধাকুচরিতং ইত্যাদি—রাধার কুচরিত্র (যশোদা সমীপে অভিযোগ) স্মরণে কুপিত হইয়া তাহার উপযুক্ত ফল দিবার ইচ্ছায় বৃন্ধাকে বলিলেন।

১। **রাধিকাত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।
আবসে—কৃ° চ° এ 'অবসেঁ'। অবশ্য।
২। **হাণিবোঁ**—আঘাত করিব, প্রহার করিব।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৬৮

১। **পাতে আশেষ জঞ্জাল**—ভারি গণ্ডগোল বাধায়, অশেষ উপদ্রব করে। **মায়া**—শঠতা।
২। **বোলায়িল**—বলাইল, ঘোষণা করিল।
৩। **গুন**—ধনুকের ছিলা। **উছাটিণ**—উচাটন, উন্মাদন।
৪। **যাচু**—যাচুক, সাধুক, প্রার্থনা করুক।

কৃষ্ণোঽনুমতিমাসাদ্য ইত্যাদি—বৃন্ধার অনুমতি পাইয়া ভূষিতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চবাণের শর দ্বারা রাধিকাকে মারিতে ইচ্ছা করিলেন।

২। **হিরাএঁ**—'এঁ' তৃতীয়ার চিহ্ন। **লুলিত**—অবলুণ্ঠিত **বিতপন**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পিতৃকার্য্য করিয়া ভরত বিতোপন।
রামক আনিবে প্রতি প্রবেশিব বন॥

সুন্দর, মনোহর। **পন্ধীল**—পরিধান করিল।

৩। **ধড়ী**—প্রা°। ধটী।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৭০

৪। **বিকাস**—বিকাসশীল।

২। **সাজহ**—সজ্জা কর। **জাইউ**—যাও।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৭১

এসি—এহি = এই।

৩। **বিচিএ**—বেচি, বিক্রয় করিতে পারি।

৩। **উয়ে**—উদিত হইতেছে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৭২

১। **আনুমানে**—অনুমত, নির্দ্ধারণানুরূপ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৭৩

মমাপি মতমেকান্তং ইত্যাদি—বৃদ্ধে, তুমি যাহা বলিলে, আমারও ইচ্ছা তাহাই। এক্ষণে আমার এই কথা রাধার নিকট বল।

৩। **পালিলোঁ**—পালন করিলাম। **বহিলোঁ**—বহন করিলাম।

৪। **তভোঁ না** ইত্যাদি—তথাচ তাহার মনে আমার স্থান হইল না। রহিলোঁ—রহিলাম, থাকিলাম।

দামোদরস্য বচসা ইত্যাদি—তৎপরে দামোদরের বাক্যে বৃদ্ধা সত্বর রাধার নিকটে যাইয়া নিভৃতে তাঁহাকে বলিল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৭৪

১। **তাক আন করি** ইত্যাদি—তাহা অঙ্গীকার না করিয়া মাথায় বজ্র প্রহার করিল। পড়িলেঁ—'পাড়িলেঁ' হইবে বোধ হয়। পাতিত করিল। বাজ—প্রা° 'বজ্জ'। বজ্র।

করিল—মাগধী 'কলিদে'।

১-২। **তাত লাগি** … … **নারীজনে**—কৃষ্ণের কথা।

৩। **লখিলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

কার্য্যত লখিলোঁ তই পাপিষ্ঠ বানর।

লক্ষ্য করিলাম।

৪। **তবেঁ সে**—তবে-ই।

১। **খোঁপা পরতেখ** ইত্যাদি—আমার খোঁপা প্রত্যক্ষ দেবের দেব মহাদেব, অলকাগুচ্ছ নীল-গঙ্গা।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৭৫

২। **নাসা বিনতানন্দন** ইত্যাদি—বিনতানন্দন গরুড় নাসিকার, রাজা পাণ্ডু গণ্ডদেশের, বরুণ-পাশ কর্ণদ্বয়ের এবং গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত বিম্বোষ্ঠের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। **যুধিষ্ঠির**—(১) পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ; (২) পীবর। **সুগ্রীব**—(১) বানররাজ; (২) সুন্দর গ্রীবা।

২। **বলি**—(১) দৈত্যপতি বলি; (২) ত্রিবলী। **পৃথু**—(১) বেণ-পুত্র পৃথু; (২) বিশাল। **নৃপুরু**—নৃপ পুরু (?)।

৪। **আসু**—আসুক, আগমন করুক।

জরতামুখতঃ পীত্বা ইত্যাদি—বৃদ্ধার মুখে রাধার গর্ব্ব-বাক্য শুনিয়া সবাণ ধনুক আকর্ষণপূর্ব্বক হরি যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

১। **রাধা নিতী** ইত্যাদি—পদটি কৃষ্ণ ও রাধিকার উক্তি-প্রত্যুক্তি। **বিকণসি**—বিক্রয় করিস।

২। **হওঁ**—অপ° 'হবিঅউং'; প্রা° 'হবিঅমৃহি' (ভূতোঽস্মি)। শঙ্কর দেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

হওঁ যেবে আমি পতিব্রতা নিরঙ্কুশ।

চৈতন্যভাগবতে,—

লীলা কর মুঞি যেন ভৃত্য হও তথা।—(আদি°, ৮ম অ°)

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

রাক্ষস নোহোওঁ আই হোওঁ রামদূত।

হই। **মোর বুধী** ইত্যাদি—বোধ হয় 'মোর বুধী তো রাখ উ মতী' পাঠ হইবে। **কাহ্নাঞি হও মো** ইত্যাদি—কানাই, আমি জাতিতে গোআল, কত বুদ্ধি হইবে? কিন্তু আমি যতখানি বুদ্ধি রাখি, তুমিও ততখানিই রাখ। উ—ও, সে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৭৬

৩। **রাধা মাথাত** ইত্যাদি—অল্পবুদ্ধি বলায় রাধা রুষ্টা হইলেন। সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—তোমার মাথার ফুল অতি সুন্দর, লাখ টাকাতেও মিলে না। লাখেক—লক্ষৈক।

৪। **তুতী**—স্তুতি। **তাত না** ইত্যাদি—তা'তে আমার মন মজে না, স্তোক-বাক্যে আমি ভুলি না।

৮। **নিবারোঁ**—নিবারণ করিতেছি।

৯। **সাধিবোঁ**—সাধন করিব; প্রতিষ্ঠিত করিব। **মাণে**—ক° ম° তে 'মাণ'; একার বিভক্তি-চিহ্ন। সম্ভ্রম, গৌরব।

১০। **আজি বোলসি** ইত্যাদি—আ'জ (আপনাকে) ক্ষুদ্র বীর বলিতেছিস্!

১১। **হরিলোঁ**—হরণ করিলাম। **শরীরে**—'এ' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

১২। **তিরীবধিআ**—স্ত্রীহত্যাকারী।

১৩। **মারন্তাক**—বধযোগ্য, বধার্হ, 'ক' বিভক্তিচিহ্ন। **পীতরে**—প্রা° 'পিতরা', 'পিঅরা' (পিতরঃ) শব্দ তুল°। পিতৃগণ।

১৪। **পাপিআ**—পাপিষ্ঠ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৭৭

২। **দশ চারি বরিষের**—চৌদ্দ বৎসরের। **অযোগ**—অযোগ্য। **কাটারত ভর করী**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তুহি আজি কাটারত করিবোহোঁ ভর॥

কাটারির উপর পড়িয়া বা শয়ন করিয়া। তুল° 'শালে ভর করা'। কাটার—'কট্টার' শব্দেরই রূপভেদ।

৩। **নাদে**—দিস্ না, দিও না।

৪। **টান**—বেগ। **জাণিআঁ**—প্রা° 'জাণিঅ' (জ্ঞাত্বা)। **পুরিবোঁ**—পূর্ণ করিব।

৫। **গরঞ্জালী**—গর্জ্জন শব্দের উত্তর 'আল' প্রত্যয় করিয়া 'গরঞ্জাল' এবং স্ত্রীলিঙ্গে গ র ঞ্জা লী হইতে পারে। কলহপ্রিয়া। **লোক ধরম**—লোক-ব্যবহার ও ধর্ম্ম।

ঙ্ক—২৭৮

১। **গুআ পান**—পূর্ব্বে আমন্ত্রণাদিতে 'গুআ পান' (পান সুপারি) প্রেরণের প্রথা ছিল।

রাখউ—রাখুক, রক্ষা করুক।

২। **শরণ সাম্বাহ**—শরণ লও। সাম্বাহ—প্রবেশ কর; তুল° 'তুরঙ্গ মহিষ যে সাম্ভাহ এক স্থানে' (ক° ক° চ°)।

৩। **আশমান**—অসম্মান। **আবসি**—অবশ্য (য=ই)।

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধা বৃন্দার নিকটে গেলেন এবং নিজের পরিত্রাণের নিমিত্ত এই কথা বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৭৯

১। **জুড়িহে**—যোজিত করে।

২। **লাখেকের মুদড়ী** ইত্যাদি—হস্তে ধারণের নিমিত্ত লক্ষ টাকা মূল্যের আঙ্গঠি তোমায় উপহার দিব। মুদড়ী—প্রা° পৈ° এ 'মুদ্দরি' 'মুঁদরি'; বিস্তা°, গোবি° প্রভৃতিতে 'মুদরী' 'মুদরি'°; তুলসী রা° এ 'মুঁদরী'। অঙ্গুরীয়ক, মুদ্রিকা।

৩। **রুঠ**—প্রা° 'রুট্‌ঠ'। রুষ্ট।

৪। **লাঙ্ঘিবোঁ**—উল্লঙ্ঘন করিব, অতিক্রম করিব।

বিপরীতমতির্ব্বৃদ্ধা ইত্যাদি—বিপরীতমতি বৃদ্ধা হরির নিকটে অন্য-রূপ নিবেদন করিল। সে কথা শুনিয়া হরি পুনঃপুন রাধাকে বলিতে লাগিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৮০

পসারিলহে—প্রহার করিতেছি বা করিলে। পূর্ব্ববঙ্গের 'পোসা (ই) ল' (পোহাইল) শব্দ তুল°।

২। **তোক**—'ক' নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত। তোমার প্রতি। **যোড়োঁ**—যোজিত করি।

৪। **ডাহিণ**—প্রা° 'দাহিণ'। দক্ষিণ। **হালিঅাঁ**—হেলিয়া, পাশে নত হইয়া।

অথ রাধাকরাকৃষ্ণ ইত্যাদি—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের হস্তধৃত ধনুক হইতে নির্গত বাণে বিদ্ধহৃদয়া রাধা বৃদ্ধাকে বলিলেন।

১। **সজাইবোঁ**—সজ্জিত করিব।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৮১

২। **আণাঅ**—আনাও। **নিচোল**—উত্তরীয় বস্ত্র। **ভেড়ি**—বেষ্টন করিয়া।

১। **নহিল**—না হইল, হইল না।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৮২

৮। **রাধা**—লিপিকরপ্রমাদ; 'কাহ্ন' পাঠ হইবে।
ছো—স্পর্শ করিস্।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৮৩

২। **মৈলী**—মরিল। **দিনে পুনমীর** ইত্যাদি—তুল°,—

সরদ চান্দ সোহাঞোনা।
উগিতহি অথ গেলা॥ (বিদ্যাপতি)

৩। **করম আন্ধার**—আমার কর্ম্মদোষে, আমার দুর্ভাগ্যবশে।
৪। **ছাড়িলোঁ**—ছাড়িলাম, ত্যাগ করিলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৮৪

দিতোঁ—দিতাম। **ষ**—সে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৮৫

১। **হরিতালী চন্দ্র** ইত্যাদি—প্রবাদ, ভাদ্র-শুক্লা-চতুর্থীর চাঁদ দেখিলে, পূর্ণ কলসীতে হাত পূরিলে এবং মাটির উপর জলের আঁক পাড়িলে বৃথা কলঙ্কের আশঙ্কা হয়। **পুরিণ**—বোধ হয় 'পুরিল' পাঠ হইবে। পূর্ণ। **লিখিলোঁ**—লিখিলাম।

মূলত—আসলে। **আফার**—√ফার, বিদারণে। মাণিকের ধর্ম্ম-মঙ্গলে,—

জগদল পাথর বিন্দিয়া কৈল ফার।
দুফার হইল শিলা কালীর কৃপায় ॥

কীর্ত্তনানন্দে,—

তিমির বরণ শশি গৃহে প্রবেশিল আসি
তিমিরে তিমির কৈল ফার ॥

বাঙ্গালায় শব্দের পূর্ব্বে 'অ' বা 'আ' আগমেরও অভাব নাই। ফাঁক, ফর্‌সা। 'পাইলে মূল আফারে' (পৃ° ৯০) বাক্যান্তর্গত আ ফা রে শব্দের অর্থ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছিলাম না। শব্দটি 'অপার' বা 'স্ফার' হইতে উৎপন্ন মনে হইয়াছিল। **আছুক লাভ** ইত্যাদি—লাভ করা থাকুক আমার, আসলে ফরসা। তুল°—'আছুক লাভের কাজ মূলে হারাইল' (জয়ানন্দের চৈ° ম°)

৩। **বুয়িলী**—বলিলি। **মাইলোঁ**—মারিলাম।

৪। **যে বচন বোলোঁ** ইত্যাদি—আমি যে কথা বলিতেছি, তাহার অন্যথা নাই।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৮৬

৩। **জিআঁ**—বাঁচিয়া, জীবিত হইয়া।

৭। **মরষিআঁ**—ক্ষমা করিয়া। **জিঅ**—'জিআঅ' হইবে বোধ হয়।

হতাং কুসুমবাণেন ইত্যাদি—সম্মুখে রসসাধিকা রাধিকাকে কুসুম-বাণে হত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

১। **মরষিল**—ক্ষমা করিলাম। **জিঅ**—বাঁচ, জীবিত হও

মহানিন্দ—মহানিদ্রা। **চিআইঅ**ঁা—জাগিয়া। **সমতী**—চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'সমত্'। বিদ্যাপতিতে,—

বিরহ বিপতি ন দয় সমতি
রহল বদন চাহি ॥

রামরাজার মৃগলুব্ধসংবাদে,—

উঠ উঠ প্রাণ প্রভু দেয় স্বে সম্মতি ॥

সম্মতি, উত্তর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৮৭

২। **মিনতী**—কৃ°চ°এ 'বিন্নত্তি', 'বিন্নত্তি' (বিজ্ঞপ্তি)। সানুনয় প্রার্থনা। **বিচ**—বিক্রয় কর। **নিঅঁা**—মৃ°ক° এ 'ণইঅ' (নীত্বা)।

৩। **হেলিলেঁ**—অবহেলা করিলে। **কেহ্নে**—কেমন করিয়া।

৪। **আহ্মার জীবন** ইত্যাদি—তুমি বাঁচিলে আমার জীবন রক্ষা হয়।

১। **শিশে**—সিঁথায়।

ষে—সে। 'য়ে' (এ) পাঠও হইতে পারে। **মৈলিসি**—মরিলি।

২। **খঞ্চিল**—খচিত। **নিবোঁক বিলাসে**—আত্মসাৎ করিয়া লইব।

৩। **হাণোঁ**—হানি, প্রহার করি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৮৮

জাঅ—জাহ=জাঅ=জাও (যাও)।

১। **এবার মুখের** ইত্যাদি—এবার আমার মুখের কালি মুছিয়া দাও অর্থাৎ কলঙ্ক মোচন কর।

২। **পেলোঁ**—ফেলি, নিক্ষেপ করি।

৩। **এবে মোরে** ইত্যাদি—এখন আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও। **সময় বাত**—সময়োচিত কথা বা প্রসঙ্গ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৮৯

২। **মরিবোঁ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

কেমনে মরিবোঁ পুত্র নাহিকে আমার।

মরিব। **যাইবোঁ**—মাধবকন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তুমি এরি গৈলে মই যাইবোঁ দেশান্তর।

যাইব।

৩। **তেআগিবোঁ**—ত্যাগ করিব।

৪। **আনল শরণ**—পূর্ব্বকালে পাপ মোচনার্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার রীতি ছিল। **যদি না** ইত্যাদি—যদি উত্তর না দাও।

১। **বিহড়িল**—মূ'কং এ 'বিহড়িয়'। মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

মই রাজা ভৈলোঁ দেখি **বিহরিল** চিত।

বিঘটিত, বিচ্ছিন্ন। **আষ্ট ধাতু**—শরীরস্থ রস-রক্তাদি অষ্ট ধাতু। **ঝাড়ে**—√ঝাড়, মার্জ্জনে। রোগাদি প্রশমন জন্য ক্রিয়াবিশেষকে 'ঝাড়ন' বলে; তাহারই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৯০

১। **বিণিঞ**—বিঅনী=বিয়নী=বিজনী=ব্যজনী। **বিচি**—ব্যজন করিয়া। **হুলাহুলী**—উল্লাসধ্বনি।

৪। **আচম্বিত**—অকস্মাৎ।

১। **জিআইল**—বাঁচাইল, জীবন দান করিল।

২। **বিচারিআঁ**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

সমুদ্রের কূলে তবে নগর বিচারিয়া।

পাঁচ গৃহস্থের কন্যা আনিল মূল্যদিয়া।

মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

ত্রিভুবন বিচারিয়া আনি দিবো সীতা॥

খুঁজিয়া, অন্বেষণ করিয়া।

— —

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৯১

তেজসি—ত্যাগ করিতেছিস্।

রেহা—প্রা°। রেখা।

৪। **কূজন**—সীৎকার, শৃঙ্গারজনিত মুখশব্দ।

তারপিল—বিদ্যাপতিতে,—

ঐসন তুহু মন　　তলপই পুন পুন

উপজল অধিক বিকারে॥

দারুণ মান থেহ নাহি মানত

পলকে পলকে তলপায়॥

পশ্চিম-রাঢ়ে √তড়পা প্রচলিত। অস্থির করিল, আকুল করিল।

৫। **বুক লএ চীর**—বক্ষ দ্বিধা ভিন্ন হয়।

৬। **উন্নত যৌবন**—ভরা যৌবন, পূর্ণ যৌবন।

— —

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৯২

৭। **পড়এ**—প্রতিফলিত হয়।

বসে—বশে, প্রভাবে,।

৮। **চিত্র**—বিচিত্র, নানা বর্ণবিশিষ্ট, সুন্দর। **বনমালী**—লিপিকর-প্রমাদ; 'চন্দ্রাবলী' হইবে। **সুতিলী**—শয়ন করিল।

বালখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

— —

বংশীখণ্ড

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৯৩

অনঙ্গসঙ্গরে রাধা ইত্যাদি—অনঙ্গ-যুদ্ধে ভঙ্গ পাইয়া কুরঙ্গনয়না রাধা আলস্যাকুল ভাবে বৃন্দার সহিত গমন করিলেন।

১। **লড়িউ**—চল যাই।

২। **পাতিল নাটে**—নাট্য-কলার অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল।

৪। **পর্তিদিনে**—প্রত্যহ। **বাএ**—চণ্ডীদাসের পদে,—

কেহ বেণু বায় ··· ···

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

বানর কটক সেনা নাচে বারে গীত গাবে।

কিল কিল করি থানে থানে॥

বাদিত করে।

৫। **ভুলিলী**—ভুলিল।

৬। **বিন্ধ**—পশ্চিমরাঢ়ে 'বিঁদ'। ছিদ্র। **সাম্বা**—সং 'শম্ব'। শামী, ধাতুনির্ম্মিত বলয়। **হিরার বান্ধিল কাম**—জড়াও'এর কাজ করিল।

৭। **ওঁকার**—ওঙ্কার।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৯৪

নিপীয় বংশনিনাদং ইত্যাদি—কংসভয়াতুরা রাধা বংশনিনাদ শুনিয়া, কে বাজাইতেছে, তাহা জানিবার জন্য বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

নই—প্রাং। নদী। **আউলাইলো**—আকুলায়িত করিলাম, অব্যবস্থা করিলাম। 'আউলাইল' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃং ৫৬২)।

দাসী হঞা ইত্যাদি—তাহার দাসী হইয়া তাহার চরণে আপনাকে ফেলিয়া দিব অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিব। নিশিবোঁ—নিছিব, নিক্ষেপ করিব; 'নিছন' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৩৩)।

২। **আঝর**—চণ্ডীদাসের পদে,—

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে,—

স্বামীর চরণ ধরিঞা আঝর নয়ানে কান্দে।

অজস্র-ধারে।

৪। **কুম্ভারের**—প্রা° 'কুম্ভার' (প্রা° প্র°, প্রা° লক্ষ্মী, সিদ্ধ হে° প্রভৃতিতে); 'এর' ষষ্ঠীর চিহ্ন; কুম্ভকারের। **পণী**—'পবনং কুম্ভকারস্ত পাকস্থানে'—মেদিনী; পোআন, ঘটাদি মৃৎপাত্র দগ্ধ করিবার বৃহৎ চুল্লী। **বন পোড়ে** ইত্যাদি—বন পোড়ে, সকলে দেখে; কিন্তু আমার মন কুমারের পোআনের মত ভিতরে ভিতরে পোড়ে, কেহ দেখিতে পায় না, জানিতেও পারে না। **আন্তর সুখাএ** ইত্যাদি—কানাইর অনুরাগে আমার চিত্ত সুখানুভব করে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৯৫

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া মদন-জ্বরকাতরা রাধা যমুনাতীরে আসিয়া বৃন্দাকে বলিলেন।

১। **পারিলোঁ**—পার হইলাম, উত্তীর্ণ হইলাম। **চাঁচর**—কুঞ্চিত।

২। **কাএ**—কাহাকে। **লাজে মোঁ** ইত্যাদি—তুল°—

চোররমনি জনি মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছপাই। (বিদ্যাপতি)

কান্দো—কাঁদি, ক্রন্দন করি। **তাহা**—মাগধী ষষ্ঠ্যন্ত 'তাহ' শব্দ তুল°। **স্ম আরিঅাঁ**—স্মরণ করিয়া। **বিসারিল**—বিস্মৃত হইল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৯৬

৩। **কুহলে**—বিদ্যাপতে 'কুহরই'; চণ্ডী°এ 'কুহরে'। কুহুধ্বনি করে। **তাএ**—তাপিত করে। **কাহ্নু বিণি** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল একু হয়ে জুগ চারি।

চণ্ডীদাসের পদে,—

যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলক
তিলে কত যুগ মানি। (পদামৃতসমুদ্রের পুথি)

কুল—সমগ্র, সম্পূর্ণ। ভাএ—চণ্ডীদাসের পদে,—

কহেন রসিক রায় মোর মনে হেন ভায়
বিন্ধল মদন শর বাণ॥

জ্ঞান হয়, প্রতিভাত হয়।

৪। **পুরত**—'ত' অনুরোধ-বাক্যের মৃদুতা সম্পাদনে। পূর্ণ কর।

২। **ঘড়িআল**—কবিকঙ্কণে,—

শুশুক কুম্ভীর লিখে ঘড়াল হাঙ্গর।

(বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট) কুম্ভীর-ভেদ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৯৭

শকতিএঁ—শক্তি দ্বারা। (চন্দ্রাবলী) **রাণী**—সম্বোধন°

৩। **তাএ**—তত্র, তাহাতে। **এড়ায়ি**—রক্ষা পাই।

১। **জলএ**—প্রজ্বলিত হয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৯৮

১। **সংপুটে**—যুক্তকরে।

২। **গড়া**—গঠিত, নির্ম্মিত। **সোঁআরিতেঁ পাঞ্জর শেষ**—মনে করিতে আমার পাঁজর খসিয়া পড়িতেছে।

৩। **কাহ্নাঞি বিহাণে** ইত্যাদি—তুল°,—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥ (বিদ্যা°)

অগুণ—দোষ, অপরাধ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—২৯৯

১। **জুগত**—যুক্ত। **দুচারিণী**—দ্বিচারিণী।

২। **কামত**—প্রা° 'কম্ম'; 'ত' বিভক্তি-চিহ্ন। **বেআপিত**—ব্যাপ্ত। **জনি**—যেন না।

৩। **ঝিউ**—দুহিতা, কন্যা।

৪। **বাসসী**—বোধ করিস। **নাসিবোঁ**—না আসিব, আসিব না।

১। **গাথিবোঁ**—গ্রন্থন করিব।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩০০

পালঙ্কি—প্রা° 'পল্লঙ্ক'। পর্য্যঙ্ক। **গঢ়ায়িবোঁ**—গঠিত করাইব। **মঢ়ায়িবোঁ**—মণ্ডিত করাইব। **ধুনী**—প্রা°। বিদ্যাপতিতে,—

মুরলি ধুনি সুনি মন মোহল
বিকেছ ভেল সন্দেহা॥

ধ্বনি। **জালী**—মৃ° ক°এ 'পজ্জালঅ' (প্রজ্বাল্য)। প্রজ্বলিত করিয়া। **খণ্ডিবোঁ**—খণ্ডিত করিব।

২। **খাইবোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তোহোর লগতে মইও খাইবোঁ বন ফল।

জুড়াইবোঁ—শীতল করিব।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩০১

আণিবোঁ—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে—
গর্ভাগ্নি বঞ্চিবো আজি ধরিয়া আনিবোঁ।

বংশীনিনাদতরলা ইত্যাদি—বংশীনিনাদ শ্রবণে বিগলিতহৃদয়া চঞ্চল কটাক্ষবতী রাধা বৃন্দাকে মনোজ্ঞ বাক্য বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩০২

১। **চান্দ**—ময়ূরচন্দ্রিকা। **বোলাএ**-বাদন করে।
৪। **পাতএ আশেষ বুধী**-বিবিধ কৌশল বিস্তার করে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩০৩

৬। **বিন্দত**—ছিদ্রে। **সর**—প্রা°। স্বর।

এতাং শ্রুত্বা ইত্যাদি—এই বংশীকথা শুনিয়া রূপ-সরোবরের হংসী রাধা বৃন্দাকে মধুর বাক্য বলিলেন।

১। **ঘরেত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। ঘরে, হইতে। **সার**—স্বর। **নীসারে**—নিঃসরণ করে।

দুখ বাশীর ইত্যাদি—ওগো বড়াই, নিদারুণ বাঁশীর শব্দে ঘরের মধ্যে ঘোল মথিতে মন্থনদণ্ড অচল হইয়া পড়িতেছে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩০৪

রাধয়া প্রেরিতা ইত্যাদি—আধিকাতরা রাধা কর্ত্তৃক হরির অন্বেষণে প্রেরিতা বৃন্দা তাঁহাকে (রাধাকে) এই কথা বলিল।

১। **গেণ্ডুআ**—প্রা° 'গেণ্ডুঅ', 'গেন্দুঅ'। কন্দুক।

২। **বোলায়িতেঁ**—বাদন করিতে। **নিশ্চল**—সত্য, যথার্থ।

৩। **বুঢ়া**—প্রা° 'বুড্‌ঢ'। বৃদ্ধ।

৪। **খেমা**—প্রা° 'খমা'। ক্ষমা।

১। **কাল বৃন্দাবনে**—ঘন শ্যামল বৃন্দাবনে। **নাঁদে**—দেয় না।

২। **আগর**—প্রা° 'অগরু'। ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

আগর চন্দন কাষ্ঠে কুণ্ড সাজাইল।

বিদ্যাপতিতে,—

পরিমল অগর চন্দনে।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

সরল পদ্মকাষ্ঠ নেও চন্দন আগর।

চণ্ডীদাসের পদে,—

যত গোপনারী চন্দন অগোর

লেপিছে দোঁহার গায়।

অগুরু।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩০৫

৩। **বৌহারী**—বধূ।

১। **আণুকূল**—অনুকূল আচরণ।

৫। **নানা ফুল আরোপিল**—বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ রোপিত করিল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩০৬

১। **রান্ধিলোঁ**—রন্ধন করিলাম। **বেশোআর**—'দ্রব্যাণি বেশ-

বারন্ত নাগবল্লীদলানি হি। তণ্ডুলাংশ্চ লবঙ্গানি মরিচানি সমাসতঃ ॥'—ভাবপ্রকাশ। কবিকঙ্কণে,—

বার্ত্তাকু কুমুড়া কচা তাহে দিয়া কলা মোচা
বেসার পিঠালি ঘন কাঠি।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

নিরস করিয়া দিল সরস বেসার।
বিবিধ বক্কাল ঝাল সুরসাল তার॥

বেশবার, ঝাল-বাটনা। **সাক**—প্রা॰ 'সাগ'। শাক। **কানাসোআঁ**—কাণাসই, (রন্ধন)-পাত্রের কাণায় কাণায়, ছাপে ছাপে।

রান্ধনের জুতী ইত্যাদি—বড়াই, বংশীধ্বনি শুনিয়া রন্ধনের রীতি ভুলিয়া গেলাম। জুতী—প্রা॰ 'জুত্তী'। (যুতি), যুক্তি।

২। **আড়বাঁশী**—যে বাঁশী আড়ভাবে ধরিয়া বাজাইতে হয়, Flute শ্রেণীর। **শুআ**—শুকপক্ষী। **পরলা**—পটোল। **ভাজিলোঁ**— পাক করিলাম।

৩। **সেইত**—'ত' নিশ্চয়ার্থে। **চিপিআঁ**—নিষ্পীড়িত করিয়া। **খেপিলোঁ**—প্রক্ষিপ্ত করিলাম। **চড়াইলোঁ**—চাপাইলাম। **চাউল**—'চাউলা তণ্ডুলাঃ' দে॰ না॰ মা॰।

৪। **তাঁহি**—ক॰ ম॰তে 'তাঁহিং'; প্রা॰ পৈ॰এ 'তাঁহি'। তত্র, তথা। **বাঁশ**—বংশী।

১। **শুনো**—শুন, শুনিতেছি। **আউলাআঁ**—অব্যবস্থা করিয়া।

২। **বাস**—বোধ কর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩০৭

নিধায় কলসং ইত্যাদি—কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা রাধিকা কলস কক্ষে সখী সহ যমুনাতীরে গমন করিলেন।

২। **হইলো**—হইলাম।

৩। **চাহিত**—'ত' দৃঢ়তা বিজ্ঞাপনে। **সোআথ**—কবিশেখরকৃত গোপালবিজয়ে,—

জোথা জাএ তোথাহ সোআথ নাঞ পাএ॥ (পুথি)

৪। **পায়িবাক**—পাইবার নিমিত্ত।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩০৮

২। **উপসন**—দ্বিজ বিপ্তা অভিরামকৃত লক্ষীব্রত-পাঞ্চালীতে,—

যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে হৈলা উপসন॥

শ্যামদাসের মানচেতনে,—

তুমি আমি জ্ঞাতিগণ হৈলাম আসি উপাসন......

মুক্তারাম নাগের দুর্গাপুরাণে,—

মোর ভাগ্যে আসিয়া হইলা উপসন্ন।

আজ রাত্রি থাও মাগো এক মুষ্টি অন্ন॥

উপস্থিত। **রোষিব**—রুষ্ট হইবে।

৩। **পরিখে**—পরীক্ষা করে।

৪। **আন্ধাত**—'ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩০৯

১। **উতরলী**—অতিশয় চঞ্চলা, বিহ্বলা। **হায়িলী**—ক্রিয়াপদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয়।

শ্রীনন্দনন্দন—পুথিতে 'শ্রীরঘুনন্দন'। **অনাথী**—প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'অনাথিনী', 'অনাথিত' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ আছে।

২। **নাছে**—শূন্যপুরাণে,—

চন্দনে চর্চ্চিত বটে জয় রাজার নাছ।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

জন্মে জন্মে হঙো তার নাছের কুক্কুর ॥

নাছে বাটে হাটে ঘাটে লোক হুড়াহুড়ি।

বংশীদাসের পদে,—

কানে মকর কুণ্ডলে আস্ত মানুষ গিলে

কাঁচা পাকা কিছু নাহি বাছে।

আমরা উহার ডরে সদাই ডরাই গো

বাহির না হই বাড়ীর নাছে ॥ (পং কং তং)

কবিকঙ্কণে,—

পেয়াদা সভার নাছে প্রজারা পলায় পাছে

দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা।

(ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ)

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক ॥

রাঢ়ে প্রচলিত বহির্দ্বারবাচক 'নাচ' বা 'নাছ' শব্দের মূলে প্রাং 'নচ্চ' (নৃত্য) শব্দ থাকিতে পারে। পূর্ব্বে বাসভবনের সম্মুখভাগে চণ্ডীমণ্ডপ এবং তৎসম্মুখে নাটমণ্ডপ নির্ম্মাণের রীতি ছিল। এই 'নাচ-ঘর' হইতে না ছ দু আ র এবং সংক্ষেপে না ছ হওয়া সম্ভব। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত চৈতন্যভাগবতে 'নাছ' শব্দের সদর দরজা অর্থই ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহাত্মা কেরী (Dr. W. Carey) এবং হোটন (Sir Graves C. Haughton) সাহেবের সময় হইতে বাঙ্গালা কোষগ্রন্থগুলিতে শব্দটির পশ্চাৎ দ্বার, এই বিকৃত অর্থ স্থান পাইয়া আসিতেছে। বাহিরের বা সম্মুখের দ্বারে।

৩। **গুণএ**—গণনা করে। **সে ত**—'ত' কিন্তু অর্থে প্রযুক্ত।

৪। **চৌঠ**—প্রাং 'চউট্ঠ'। চতুর্থ।

অথ রাধাং ইত্যাদি অতঃপর মদনজ্বর-পীড়িতা রাধাকে সম্মুখে দেখিয়া চতুরা বৃদ্ধা যমুনায় যাইবার কথা বলিল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩১০

৩। **চোরায়িতেঁ**—চুরি করিতে।

৫। **বাঁশীত**—নিমিত্তার্থবোধক 'লাগিআঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

৬। **চোরায়িব**—চুরি করিব।

৭। **নিন্দাউলী**—বংশীদাসে 'নিদ্রাউলী'; বিজয়গুপ্তে 'নিদ্রালী'। নিদ্রাকারক। **নিন্দাইব**—ঘুম পাড়াইব।

৮। **সম্বোধিব কমণ উত্তরে**—কি বলিয়া বুঝাইব। সম্বোধিব—প্রবোধিত করিব, প্রতারিত করিব।

গত্বা রাধাযুতা ইত্যাদি—বৃন্দা রাধার সহিত যমুনাতীরে যাইয়া বাঁশী অপহরণ করিবার আশায় মন্ত্রের দ্বারা মাধবকে নিদ্রালু করিল।

১। **শরে**—স্বর।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩১১

নিদ্রাহো—নিদ্রাও। **সুতিল**—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে,—

রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

স্তুতিলা সকল লোক যমুনাকূল পাইআ॥

শয়ন করিল। **শিঅর**—প্রা° 'সিহর' (শিখর)। মস্তক।

নিবন্ধন—নির্ব্বন্ধ, ব্যবস্থা।

২। **চোরায়িআঁ**—চুরি করিয়া।

৩। **যথাঁ**—যত্র, যেখানে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩১২

৪। **কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ**—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। **কাঢ়িলান্ত**—টানিয়া বাহির করিলেন। **হয়িঁ**—হইয়া। **বিলপিলা**—বিলাপ করিলেন।

১। **আলোচিআঁ কাজে**—কাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া।

হাকান্দ করুণা ইত্যাদি—ভূমিতে লোটাইয়া হাহাকার রবে বিলাপ করিতেছি। হাকান্দ—হায় হায় করিয়া ক্রন্দন।

২। **নীল**—লইল। **দুঈ ঝারা পাট**—দুই প্রস্ত বা স্তবক মুক্তা প্রভৃতির ঝালর। **থোপ**—পুচ্ছাদির অনুকরণে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র সূত্রগুচ্ছ। **তথি**—তাহা।

৩। **কান্দান্তি**—কাঁদিতে লাগিলেন।

৪। **মুছিলান্তি**—মুছিলেন, মার্জ্জিত করিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩১৩

কহিলান্ত—অসমীয়া লঙ্কাকাণ্ডে,—

মাধব কন্দলি কহিলন্ত অল্প করি॥

কহিলেন।

১। **হয়**—হও। **আযাত্রাএঁ**—অযাত্রায়, কুক্ষণে। **শিয়রত**—গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

শিয়র না দিব আর কানাইর হাতে।

মস্তকস্থিত।

আতোষ—আতোষ, দুঃখ।

২। **তেঁ**—কু° চ° এ 'তে' (তে)। তাহারা। **চোরায়িল**—চুরি করিল।

৪। **হাসিলী**—ক্রিয়াপদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩১৪

১। **জার**—প্রা° সম্বন্ধবাচক 'জাণ' শব্দ হইতে 'জার' এবং 'জাহাণ' তথা জাহার হওয়া অসম্ভব নহে। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর 'ঈয়' প্রত্যয় স্থানে 'ডার' আদেশের বিধান আছে (সিদ্ধ হে°, ৮।৪।৪৩৪)।

মেণ—ক° ম°তে 'মণং' (মনাক); কু° চ° এ 'মণয়ং', 'মণা', 'মণিঅং'।

চণ্ডীদাসের পদে,—

তা দেখে মো মেন নয়ন চকোর
পিতে চাহে সুধাকরে ॥

কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে
সে সব মিছাই মেন ॥

প্রাচীন বাঙ্গালাতে কিন্তু, তবু প্রভৃতি অর্থে এবং কথার মাত্রারূপে 'যেনে' শব্দের প্রয়োগ অবিরল। প্রাচ্য হিং 'মনু' (জৈসে) শব্দ তুলং। **দাণে**— প্রাং 'দাণ'; একার বিভক্তি-চিহ্ন। দান।

৪। **বুলিহে**—বলিবে; 'বুলিএ' শব্দ তুলং (পৃং ৫২, ৮৭)।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩১৫

২। **ধিকাধক**—ধিকার-বাক্য।

৩। **গলাত**—গলে। **পইসও**—প্রবেশ করি। **মরোঁ**—চৈতন্য-ভাগবতে,—

বলিহ আমারে যেন তখনেই মরোঁ ॥ (মধ্যং, ১৮শ অং)

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পুত্রশোকে মরোঁ যেনে আমি দুই জন॥

মরি। **এড়াও**—এড়াই, অতিক্রম করি। **খরল**—গরল।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কাতর কৃষ্ণ বেণু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বলিলেন।

১। **সঘনে**—চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদে,—

তাহার কারণে কহিল সঘনে
যাইতে আপন বাস ॥

পুনঃপুন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩১৬

বরহ বিনোদ—বিরহ-ব্যথা অপনোদনকর।

২। **খিখিঞ্চল**—খচিত বা খচিত করিলাম।

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—অতঃপর বৃদ্ধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতুঃখিত ভাবে (অর্থাৎ সমবেদনা প্রকাশ না করিয়া) রাধা পুনরায় গদাধরকে বলিলেন।

১। **দোষ**—দোষ দিতেছ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩১৭

২। **সুতিআ**—গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

কেহত স্বামীর কোলে আছিল সুতিয়ে।

চৈতন্যভাগবতে,—

সুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগরের মাঝে॥

শয়ন করিয়া। **আছিলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

গর্ত্তত আছিলোঁ দুই ভাই একে ঠাই।

পঞ্চদশ মাস দ্বার রাখিয়া আছিলোঁ।

নিলেহে—লইলে।

৪। **পুছি**—জিজ্ঞাসা করিতেছি। **কোণ ভিতে**—কোন্ দিক্ দিয়া, কেমন করিয়া।

৬। **নিহে**—প্রাচ্য হিং 'নিনৃহে' ? লইলে।

৭। **আমান**—অমান্য, অভদ্রতা।

৮। **বহুমূল**—বহুমূল্য।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩১৮

৯। **নেও**—লই।

১০। **নটকী**—ধৃষ্টা, কুচেষ্টাবতী। **ছিনারী**—কুলটা, পুংশ্চলী,

'ছেনারি' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫১২)। **সত্যে ভাষ** ইত্যাদি—সত্যে তোমার আস্থা বা শ্রদ্ধা নাই। **নিলী**—লইলে।

১। **উঝট**—উছোট, (উৎ, উপরি এবং চোট, আঘাত)। যাত্রাকালে চরণাগ্রে আঘাত পাওয়া অশুভলক্ষণ। **মানিলোঁ**—মানিলাম, গ্রাহ্য করিলাম। **বাঞের**—বামের। **শিআল**—মাগধী প্রা°। শৃগাল।

আথায়িল ঘাঅত ইত্যাদি—কানাই ধৌত ক্ষতে বিষের জ্বালা উৎপাদন করিল। আথায়িল—বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলে প্রক্ষালন করা অর্থে 'আথালা' তথা 'পাথালা' শব্দ প্রচলিত। ধৌত। ঘাঅত—প্রা° 'ঘাঅ' (ঘাত); 'ত' বিভক্তিচিহ্ন। জালিল—প্রজ্বলিত করিল।

২। **সগুণী**—ব্যাধ; নিমিত্তজ্ঞ, শাকুন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **খাপর**—প্রা° 'খপ্পর'। খর্পর, নর-কপাল। **ভিখ**—প্রা° 'ভিক্‌খা'। ভিক্ষা। **করুআ**—মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক 'কড়ুআ' (তৈলাধার)। চৈ° চ° এ 'করোআ' (করঙ্গ); দেশী শব্দসংগ্রহে 'মজ্জপরীবেসনভণ্ডে করিআ'। ভাণ্ড-ভেদ। **তেলী**—শৌরসেনী 'তেল্লিও' (তৈলিকঃ); মাগধী অপ° 'তেল্লীই'। তৈলকার।

৩। **দেশান্তর লইবোঁ**—ভিন্ন দেশে যাইব। **কাহ্নত**—নিমিত্তার্থ 'লাগিআঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩১৯

৪। **বোলওঁ**—বলি, বলিতেছি। **করুণ**—প্রা°। করুণা।

১। **যোড়সি**—জুড়িতেছিস্‌, আরম্ভ করিতেছ। **তিরীকলা**—নাগরীপণা।

৩। **লৈবোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,

অই সিন্ধু পুত্র বুলি নাম লৈবোঁ কার।

আবিচারে—অলক্ষিতে।

৪। **বড়ায়িতে**—'তে' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। **হাস**—সংস্কৃত-সম শব্দ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩২০

১। **পৈসে**—প্রবেশ করায়। **গিহ্নীক**—গৃহীকে, গৃহস্থকে।

২। **মিঠ**—'মিচ' অথবা 'মিছ' হইবে বোধ হয়। মিথ্যা। **আন্নু**—লিপিকর-প্রমাদ; 'আত্ম' হইবে।

৩। **হরিবোঁ**—অপহরণ করিব। **তোহ্মোঞিঁ**—'ঞিঁ' কর্ত্তৃ-কারকের চিহ্ন। **সিআন**—সজ্ঞান, চতুর। হিং 'সয়ান' শব্দ তুলং। **যান**—জান', অবগত হও। **পরক**—অপরের বা অপরকে। **বিনাসী**—বিনাশ-কারিণী।

১। **চোরাআঁ**—চুরি করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩২১

২। **দোষসি**—দোষ দিতেছিস্।

১। **চতুথী**—চতুর্থী। **নিশাপতী**—ভাদ্র-শুক্লা চতুর্থীর চন্দ্র সাধারণ্যে 'নষ্টচন্দ্র' বলিয়া সুপরিচিত। **পূন্ন**—প্রাং 'পুন্ন'। পূর্ণ।

চুরণী—অপহরণকারিণী। ওং 'চোরণী' শব্দ তুলং।

২। **খণ্ডাবচনী**—মোদক বিক্রয়কারিণী।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩২২

রাধে বৃদ্ধাং ইত্যাদি—রাধে, অতি মুগ্ধা (চতুরা) বৃদ্ধা ছলনা করিয়াছে; তাহা দেখিয়াও যে তুমি আমায় বঞ্চনা করিতেছ, তাহা আমার জানা আছে।

১। **পৈলোঁ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

শুনি শীঘ্রে পৈলোঁ মই কৈলাসক প্রতি।

মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

অসুর মারিবে প্রতি দুয়ো ভাই গৈলোঁ।

গেলাম, যাইলাম।

৪। **বিচারিঅ৾া চাহ**—খুঁজিয়া দেখ।

৫। **চোরায়িলে৾**—চুরি করিলে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩২৩

নিপীয় রাধাবচনং ইত্যাদি—রাধিকার অস্বীকারসূচক পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীর উদ্দেশে বহু বিলাপ করিলেন।

১। **নাল বিন্ধিল** ইত্যাদি—তাহার বহির্ভাগ বলয়বদ্ধ বা বলয়বদ্ধ করিলাম। 'নাল বান্ধিল' এইরূপ পাঠ হইবে বোধ হয়। তুল°—'সুবর্ণের সাথী হিরার বান্ধিল কাম' (পৃ° ২৯৩)। নাল—(নল), বলয়। **শিঅরে**—একার পঞ্চমী অর্থে প্রযুক্ত। শিখরদেশ হইতে, মাথা হইতে।

২। **গাও**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।

(আদি°, ১২শ অ°)

হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাঙো॥

(মধ্য°, ১০ম অ°)

গাই, গান করি। **সরে**—প্রা° 'সর'; একার বিভক্তিচিহ্ন। স্বরে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩২৪

সিঅরে—প্রা° 'সিহর' (শিখর); একার পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

৩। **বনমালা**—পত্রপুষ্পময়ী পদ পর্য্যন্ত লম্বিতা। বৈজয়ন্তী, রত্নমালা এবং বনমালাভেদে মালা ত্রিবিধ।

৪। **পাড়িহাহে**—প্রতিভাত হয়।

২। **চুরিণী**—চোররমণী ; তুল॰ 'ঘরিণী' (প্রা॰ পৈ॰)। **হয়িলাহোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কালে ফল শূন্য দেখি হইলোহোঁ হতাশ ॥

হইলাম।

৩। **সাধিলেহেঁ**—সাধন করিলে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩২৫

১। **চোরায়িলি**—চুরি করিলি। **বেড়ায়িএ**—ফিরিতেছি। **পুন**—কু॰ চ॰ এ 'পুন্ন', 'পুণ্ণ'। পুণ্য। **পাহ**—পাও, প্রাপ্ত হও।

২। **ঘাটিএ**—√ঘাট (স॰ ঘট্ট), আলোড়নে। আলোড়ন করি।

৩। **উচিতেঁ গরুঅ মনে** ইত্যাদি—হে আয়ান-সেবিকা, তোমার উচিত, হর্ষচিত্তে ও স্মিতমুখে আমায় তাহা (বাঁশীটি) দাও। গরুঅ মনে—হর্ষভারাক্রান্ত চিত্তে, ভরপুর আনন্দে ; তুল॰ 'হাসো হাসে খল খলি গরুঅ মনে ॥' (পৃ॰ ২৬০)। মুচুকে হাসী—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষে 'মু চ কি হা সি প্রাচীন বা॰তে নাই', এইরূপ লিখিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত শব্দের ভূরি প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছি। নিম্নে অল্প কএকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল। ডাকচরিত্রে,—

আড় চক্ষে চাহে মুচকি হাসে ॥ (পুথি, ১০৯০)

গোবিন্দদাসের স্মরণমঙ্গল গীতে,—

মানিনী মান মথন মুচুকাঅনি
মুনি মানস মুরুছান ॥ (পুথি)

কীর্ত্তনানন্দে,—

অঞ্চল নয়নে হেরি মুখে সুন্দরী
মুচকায়ৈ ফিরি গেল।

কবিরঞ্জনের ভণিতাযুক্ত পদে,—

আধ মুচকি হাসি হেরব নয়ানে।

ঈষৎ হাস্য, চাপা হাসি।

৪। **খোজসি**—খুঁজিতেছ, অন্বেষণ করিতেছ। **কাটো**—কাটি, ছেদন করি। **নাক**—দেশী প্রা° 'ণক্ক'। নাসিকা।

৫। **বসুল**—যুক্তার্থে 'ল' প্রত্যয়। সেতুবন্ধ, ৪৪শ শ্লোকে 'পত্তলবিড়বা' (পত্রযুক্তা বিটপা যেষাং তে) ; গৌ° ব', ৫৪৫ শ্লোকে 'উম্‌হাল-তরু-চ্ছায়া'।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩২৬

নিরাশসবনেনাহং ইত্যাদি—আমি রাধা হইতে যত্নে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিকলীকৃত হইয়াছি ; সম্প্রতি বৃন্দে, মম বংশীলাভের উপায় বল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩২৭

তণ্ডী—২৪ পরগণায় 'তণ্ডাই' ; কথা কাটাকাটি, বিতর্ক।

প্রযুক্তকাকুবচনং ইত্যাদি—সর্ব্বসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে কাতর-বাক্য বলিতে দেখিয়া বৃন্দা রাধিকাকে এই কথা বলিল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩২৮

২। **পিন্ধে**—পরিধান করে। **দুবল**—প্রা° পৈং এ 'দুব্বল'। দুর্ব্বল।

৩। **অবগাহী**—অব-√গাহ্‌, মজ্জনে। বিদ্যাপতিতে,—

অপনেহু মনে গুনি বুঝ অবগাহি।

এত দিন অছলাহু আন ভানে হমে
আবে বুঝল অবগাহি।

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

রাজায়ে বুলিলা যত শাস্ত্র অবগাহি।

উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া, বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া।

বৃন্দাবচনমাকর্ণ্য ইত্যাদি—বৃন্দার বাক্য শুনিয়া অনঙ্গ-শরে কাতর রাধা অনুরাগ ও চাতুরীর সহিত কৃষ্ণকে কহিলেন।

১। **নারিএ**—পারি না বা পারিতেছি না।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩২৯

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শ্রবণে প্রমোদমন্থর হরি বংশী লাভের দুরাশায় বৃন্দাকে বলিলেন।

২। **আতোষ**—অতুষ্টি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৩০

৪। **আবসে**—কৃ°চ° এ 'অবসে'। অবশ্য।

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাতরা রাধিকা কৃষ্ণকে মধুর বাক্য বলিলেন।

৫। **মৈলো**—মরিলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৩১

৭। **তোক**—'প্রতি' শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

১১। **মরসিল**—ক্ষমা করিলাম; 'মরিষহ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৭১)।

১২। **কালী**—কালিন্দী।

বংশীখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

রাধাবিরহ

—*—

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৩২

ইত্থং কৃষ্ণগতপ্রাণা ইত্যাদি—এইরূপে কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকা কোনও রূপে গৃহকর্ম্ম করিয়া কিছু কাল নিজ গৃহে অতিবাহিত করিলেন। হরির দীর্ঘ বিরহে পঞ্চশরাতুরা হরিণী-হারিনয়না রাধা বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

১। **নাইল**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

> আমার থানক আইল সবে দেবগণ।
> শনি কিয় নাইল বুলি করি কোপমন॥
> দুত পঠাই দিলা দেবী আমার পাশক।

না আইল, আসিল না।

২। **পড়এ**—উপস্থিত হয়, উদিত হয়। **পাঅবোঁ**—পাইব, প্রাপ্ত হইব।

৩। **চৈত**—প্রা° 'চইত্ত'। চৈত্র।

৪। **সুতিলোঁ**—শয়ন করিলাম।

৫। **লাসী**—বহুমূল্য বস্ত্র-ভেদ। হি° 'লাহী' শব্দ তুল°। **সে কাহ্ন্ঞি** ইত্যাদি—সে কানাই উধাও হইয়া গেল অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হইল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৩৩

৬। **ছুয়িলোঁ**—স্পর্শ করিলাম।

১০। **মলয়**—কেহ কেহ অনুমান করেন, শব্দটি তামিল 'মলৈ' হইতে উদ্ভূত। দক্ষিণ দিকস্থ পর্ব্বতবিশেষ; উহার অপর নাম চন্দনাদ্রি। বসন্তের প্রারম্ভে চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ বহন করে বলিয়া দক্ষিণ-বায়ুকে 'মলয় পবন'

বলে। **শিয়ল**—ক° ম°তে 'সীঅল'; গৌ° ব° এ 'সীয়ল'; প্রা° পৈ° এ 'সিঅল'। শীতল।

১১। **আপণা মগর** ইত্যাদি—আপনাকে মকরের পেটে দিয়া কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিব। মগর—মকর, গঙ্গার বাহন, পৌরাণিক জলজন্তু-বিশেষ। ভোজ—প্রা° 'ভোজ্জ'। ভোজ্য।

১২। **ভাগ**—ভাগ্য, পুণ্য।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৩৪

১। **কহিআরোঁ**—কহি, কহিতেছি।

৩। **নেহানিলোঁ**—দেখিলাম। **ঈসত বদন করী**—ঈষৎ মুখ-ভঙ্গি করিয়া অর্থাৎ ঈষৎ হাস্য করিয়া।

৪। **চউঠ**—প্রা° 'চউট্‌ঠ'। চতুর্থ।

১-৪। **দেখিলোঁ প্রথম নিশী** ইত্যাদি—পদটি পদাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত আকারে পাওয়া গিয়াছে।

বিভাষ।

প্রথম প্রহর নিশি স্বস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন-উপরে॥
অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে॥
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ-বদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে॥

চতুর্থ প্রহরে কান　　　করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে　　ভাঙ্গিল আমার নিঁদে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥১

উদ্ধৃত পদের ভাষা অধুনা প্রচলিত ভাষার খুব নিকটবর্ত্তী; সুতরাং চণ্ডীদাসের ভাষা যে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, ইহা হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৩৫

আণিআর—আন', আনয়ন কর।

২। মলয়া বাঅ—শরীর ও মনের আনন্দপ্রদ সৌরভময় বসন্ত-বায়ু। কেহ্নে করে গাএ—গা কেমন করিতেছে। আনাওঁ—আনাই, আনয়ন করাই।

৩। এ মোর বাহুর ইত্যাদি—কৃষ্ণ-বিরহে রাধা অতিশয় শীর্ণা হইয়াছেন, তাই বাহু হইতে বলয় পুনঃপুন খুলিয়া পড়িতেছে। বিদ্যাপতিতে,—

কঙ্কণ বলয়া গলিত দুহুঁ হাত।

বলএ—প্রা° 'বলঅ'; একার কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। অনমীষ—অনিমিষ, পলকহীন। বাট চাহিআঁ—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। পথ চাহিয়া, অপেক্ষা করিয়া।

৪। এবেঁ মোর ইত্যাদি—এখন আমার ভরা যৌবন। আমরিষে—প্রা° 'অমরিস'। অমর্ষ, ক্রোধ।

১। ঘুস ঘুসাআঁ—√ঘুস (স° ঘৃষ), ঘর্ষণে। ধিকিধিকি, মৃদু জ্বলনে।

১ চণ্ডীদাসের পদাবলী (পরিষৎ সংস্করণ), পৃঃ ১০১।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৩৬

৪। **উতাপঠ**—উৎ-√পট, বিদারণে। খিন্ন, ব্যথিত।

১। **এ ধন যৌবন** ইত্যাদি—তুলং,—

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ডার রে॥
সীথার সিন্দুর পোছি কর দূর
পিয়া বিনু সবহি নৈরাস রে। (বিদ্যাপতি)

২। **যবে কাহ্ন** ইত্যাদি—কপাল-দোষে যদি কানাই না মিলে। মিলিহে—মিলে বা মিলিবে।

৩। **কাহ্ন সমে** ইত্যাদি—কানাইর সহিত কেলি-বিলাস করিতে পাইলাম না। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি-সাধনায় সিদ্ধি লাভের সুযোগ পাইলাম না।

৪। **মাথে শম্ভু সম** ইত্যাদি—কানাই আমার এইরূপ বিলাস-বেশ দেখিয়া কেন দূরদেশে গমন করিলেন। শিসতে—সিঁথাতে। **গেলান্ত**—শূন্যপুরাণে,—

এত বোলি তপস্যাএ গেলেন্ত ভগবান।

ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

পুরী মধ্যে চারি নারী গেলেন্ত চলিয়া।

রাম রাজার মৃগলুব্ধ-সংবাদে,—

তবে আর কথ দূরে গেলেন্ত রাজন॥

গমন করিলেন। **বিদূর**—বিদ্যাপতিতে,—

চরন কোমল পথ বিদূর॥

মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

নিবেক রামক বিদূরক নিশাচর।

সুদূরে, দূরদেশে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৩৭

১। **নেহাত**—নিমিত্তার্থ 'লাগিআঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী ; 'নেহত' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৭২)। প্রীতির।

৩। **সুধিঞে**—সন্ধিতে। **পাইবোঁ**—মাধব দেবের আদিকাণ্ডে,—

ইহান সমান বর পাইবোঁ কেনে করি ॥

মনে গুণে কেন মতে পাইবোঁ জানকীক।

আণো—জানি, অবগত হই ; 'আণাও' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫২৪)।
কমণ সুধিঞে যাইবোঁ ইত্যাদি—সুবদনী রাধে, তুমিই বল, কোন্ পথে যাব, কোথায় তা'র ধরা পা'ব। হে মুগ্ধে, (আগে) তাহা অবগত হই, তাহা হইলে বিবিধ কৌশল করিয়া মুরারিকে আনিয়া দিতেছি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৩৮

৪। **সোঅ**—শোও, শয়ন কর।

৫। **কি সুতিব** ইত্যাদি—তুলং—

চান কিরণ মোহি সংলো নই যায়।

চানন শীতল মোহি ন শোহায় ॥　(বিদ্যাপতি)

সুতিব—শয়ন করিব।

৬। **সিতল**—পা° 'সীতল'। শীতল। **বুলাঅ**—বুলাও, ভ্রমণ করাও।

৯। **খাউ**—খাউক।

১০। **ধার**—ধারা, জলস্রোত।

১। **শত পল** ইত্যাদি—বড়াই, এক শত পল সোনা লইয়া এই ব্যাপারে যোগ দাও। পল—চারি তোলা পরিমাণ। মেল—মিলিত হও।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৩৯

২। **চাহিহ**—খুঁজিও, অন্বেষণ করিও।

৩। **করে করতাল** ইত্যাদি—কখন করতাল ধ্বনি করে, কখন বংশী বাদন করে

৫। **পাছু**—প্রা॰ 'পচ্ছা', (পশ্চাৎ); অপ॰ 'পচ্ছহুঁ'; প্রাচ্য হি॰ 'পাছু'। পশ্চাতে। **লাম্বাএ**—ঝুলাইয়া দেয়।

৮। **নিন্দ ভোলে**—ঘুমের ঘোর উপলক্ষে।

১০। **সুরঙ্গে**—আনন্দ বিলাসের সহিত।

১৩। **তবেঁ স**—তবে সে।

১৪। **তথাহোঁ**—সেখানেও। **অশঙ্কেত**—সঙ্কেত। 'অসনান', 'আথান' প্রভৃতি শব্দ তুল॰। **নিধুবনে**—কেলিবিলাস।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৪০

১৫। **ভাগীরথীকুলে**—'ভগীরথকুলে' অর্থাৎ ভগীরথ নামা (কোন) গোপগৃহে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। উপরে 'যমুনার কুলে' (পৃ॰ ৩৩৯) বলা হইয়াছে।

১৬। **সাগরের ঘরে**—পূর্ব্বে একবার পাওয়া গিয়াছে (পৃ॰ ৬)। এখানে আবার সা গ র গো আ ল বলা হইতেছে। ইনি কে? পুছিহ—জিজ্ঞাসা করিও।

১। **মোএঁ ত**—'ত' অবধারণে। **চাহ ত**—'ত' অনুরোধ-বাক্যের মৃদুতা সম্পাদনে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৪১

৪। **তোকে পাইবে হরী**—তোমায় শ্রীকৃষ্ণ মিলিবে

১। **চুকে**—সমাপ্তিবাচক ক্রিয়া।

সাদ—প্রা॰ 'সদ্ধা' (শ্রদ্ধা)। সাধ, অভিলাষ।

২। **বউল**—প্রা॰ 'বউল'। বকুল। **ধার**—প্রান্ত, আঁচল। **পিন্ধিআঁ**-পরিধান করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৪২

৩। **যেহ্ন মনে**—যেরূপে, যেমন করিয়া।

১। **সে দিগেঁ** ইত্যাদি—বসন্ত কি সে দিকের সংবাদ রাখে না? অথবা সে অঞ্চল কি বসন্তের অধিকারের বাহিরে? **উয়ে**—নাম-ধাতু; প্রা° 'উণ্‌হ্' বা 'উম্‌হ্' শব্দ হইতে বোধ হয়। পোড়ে, দগ্ধ হয়। তুল°—'দুধের ভাঁড় নিতে উঅাঁ'তে হয়'।

২। **মুকুলিল আম্ব সাহারে** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

সাহর মজর ভমর গুঞ্জর
　　কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
　　নিঠুর কন্ত ন আব॥

সাহারে—প্রা° প্র°, গৌ° ব° প্রভৃতিতে 'সহআর' (সহকার); একার কর্ত্তৃ-কারকের চিহ্ন। সুগন্ধ আম্রবৃক্ষ।

৪। **তা দেখিতেঁ** ইত্যাদি—তাহা দেখিতে আমার প্রাণ বাহির হইবে। জাএব—√জা-এব (এব্ব)। যাইবে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৪৩

৫। **নয়িলোঁ**—লইলাম।

৩। **ষোলহ**—প্রা° 'সোলহ'।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৪৪

অশরীরশরৈঃ ইত্যাদি—অনঙ্গ-শরে কৃশিতাঙ্গ-যষ্টি, প্রবল মনোবেদনা-যুক্তা, নিরানন্দা অভিমন্যু-পত্নী (রাধা) দীর্ঘ কাল হরির চরিত্রসমূহ চিন্তা করিয়া বৃন্দাকে বলিলেন।

[গত-সাত-ততিঃ—নিরানন্দপ্রবাহ বা আনন্দপ্রবাহহীনা। সাত=সুখ=আনন্দ। ততিঃ=প্রবাহ=সমূহ। জনী=পত্নী।]

২। **বিকাসিলোঁ**—বিকসিত করিলাম, প্রকাশ করিলাম।

৩। **প্রতি বোল ননন্দ বাছে**—কথায় কথায় ননদ দোষ ধরে বাছে—√বাছ, বিশ্লেষণে। **আছে**—আসক্ত হয়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৪৫

১। **আসুখ না কর**—দুঃখ করিও না। **দেহগতি**—কায়িক চেষ্টা বা দৈহিক অবস্থা। **মোতে লাগে দুখ**—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। আমার দুঃখ হয়।

হৃদয়ে ভরস কর—মনকে বুঝাও। ভরস—প্রবোধ। হিং 'ভরোস' শব্দ তুলং।

২। **পুছিউ**—জিজ্ঞাসা করি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৪৬

১। **কনয়া**—প্রাং প্রং, প্রাং লক্ষ্মী, কুং চং প্রভৃতিতে 'কণয়'। কনক-নির্ম্মিত বা সুবর্ণোজ্জ্বল। **ফোটা**—গোলাকার তিলক। **উয়ে**—উদিত বা প্রকাশিত হইতেছে। **গোটা**—একটা, সম্পূর্ণ।

২। **বঅনে**—প্রাং 'বঅণ'; একার প্রথমার চিহ্ন। বদন। **কন্নে**—কুং চং-এ 'কন্ন'; একার সপ্তমীর চিহ্ন। কর্ণে।

৩। **ঘাঘর**—প্রাং 'ঘগ্‌ঘর' (?) প্রাচীন সাহিত্যে 'ঘাঘর' শব্দ অবিরল। ঘুঙ্ঘুর, ক্ষুদ্র ঘন্টিকা।

মগর—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

টাড় মগর হার চরণে মগরা।

পদাভরণভেদ; 'মগর খাড়ু' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃং ৫০৯)। **সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে**—তুলং 'সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে' (পৃঃ ৩৩২)।

৪। **তথাত**—তথায়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৪৭

৩। **তো**—প্রা°। নিশ্চয়ার্থে।

৪। **পরতয়**—প্রত্যয়। **তলাক**—'ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন।

১। **বিছাইআ**—বিস্তৃত করিয়া, পাতিয়া

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৪৮

হেন নেহ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণে এরূপ প্রীতি যে, শ্রীরাধা বড়াইর নির্দ্দেশ-মত সহর্ষে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশে—উল্লেখ-মত।

২। **কর**—হিন্দির অনুরূপ। করিয়া। **বাটা**—শূ° পু°, ময়নামতীর পুথি প্রভৃতিতে।

৩। **চালএ**—বিচলিত করে। **মানে**—বোধ করে।

৪। **রাহী**—শূন্যপুরাণে,—

লক্ষ্মী চারি জুগের রাই ··· ···

ময়নামতীর গানে,—

রাজা বলে শুন মা জননী লক্ষ্মী রাই।

বিদ্যাপতিতে,—

হরি হসি মিলিলি রাধিকা রাণী॥

রাণী। ডা° গ্রীয়ারসন 'রাহী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—a beautiful woman।

কদম্বস্য তলে ইত্যাদি—সেই কদম্বমূলে বহু ক্ষণ থাকিয়া মদন-শর-কাতরা রাধা বহু বিলাপ করিলেন।

১। **রাতিহো**—রাত্রেও। **দুখ**—দুঃখদায়ক। **চখুত**—চক্ষে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৪৯

পেটে—'পোট্টং উঅরে' (পোট্টং উদরম্)—দে° না° মা°। হি°, গু° প্রভৃতিতে 'পেট'। একার সপ্তমীর চিহ্ন। উদরে।

পৈসু—প্রবেশ করি। **উথাআঁ। পাথাআঁ**।—উদ্বোধিত ও প্রবোধিত করিয়া। তুল°—'তুতিয়ে পাতিয়ে'।

২। **রসত**—নিমিত্তার্থ 'লাগিআঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী। রতি-সম্ভোগের।

৩। **দুখমতী**—'গুণমতি', 'ফলমতি' প্রভৃতি শব্দ তুল°।

দহদহ—ধক্‌ধকে, দীপ্তিশালী। **ঘঁসির**—'ঘঁসি' শব্দ করীষবাচক। ঘুঁটের। **জালে**—প্রজ্বলিত করে। **ফুকে**—প্রা° 'ফুক্কার'; একার তৃতীয়ার চিহ্ন। বিদ্যাপতিতে,—

ফনি মনি দীপ ভরমে দেই ফুক।

ফুৎকার দ্বারা। **শাল**—শল্য।

৪। **কি মোর যৌবন** ইত্যাদি—আমার (রূপ)-যৌবনে ফল কি? ধন লইয়া কি করিব? ঘর-বাড়ী কিসের জন্য? অন্ন-জলে (আর) রুচি নাই। আমার জীবন-আশা কেন বড়াই? **ভাএ**—চণ্ডীদাসের পদে,—

হেন বেলে মোর নিঁদ দূরে গেল
হিয়ায়ে হইল দুখ।
সেই সত্য মোর কিছু নাহি ভায়ে
অঙ্গেতে নাহিক সুখ॥

বিদ্যাপতিতে,—

নিশবদে সুতল নিন্দ নহি ভায়।

ভক্তিরত্নাকরে,—

নানা রত্নভূষা পরিধেয় সূক্ষ্ম বাস।
অপূর্ব্ব শয়ন-শয্যা ভোজনবিলাস॥

এ সব ছাড়িল কিছু নাহি ভায় চিতে।
কৃষ্ণ বলরাম বিনা কিছুই না ভায়।

চণ্ডীকাব্যে,—

যে যার মনে ভায়　　　সে নারী ভজে তায়
মুকুন্দ এই রস গান॥

ভাল লাগে, রুচে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৫০

১। **আন্ধারী**—প্রা° 'অংধার'। বিদ্যাপতিতে,—

জামিনি আধ অঁধার।
দামিনী আএ ভুলাএল হে
এক রাতি অঁধারী।

অন্ধকার। **ঝুরোঁ**—অশ্রু বর্ষণ করি।

নারিব—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। পারিব না।

৩। **বিশেষ**—বৈচিত্র্য।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৫১

১। **সেজা**—প্রা° 'সেজ্জা'। 'সেজ' বা 'শেজ' প্রাচীন সাহিত্যের চিহ্নিত শব্দ এবং রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে অদ্যাপি প্রচলিত। শয্যা।

২। **গহীন**—দুস্তর।

৩। **এহিত**—'ত' নিশ্চয়ার্থে। **পুড়িআঁ**—দগ্ধ করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৫২

রাধামাধবমন্বিষ্য ইত্যাদি—বনে বনে রাধা-মাধবের অন্বেষণে পরিশ্রান্তা মদনজ্বরে কাতরা রাধা বৃন্দাকে বলিলেন।

১। **পরিভাবিল**—পরিচিন্তন করিলাম, ভাবিয়া দেখিলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৫৩

সংপ্রহৃষ্টোঽদ্য ইত্যাদি—অদ্য (স্বপ্নে) প্রহৃষ্ট গোবিন্দ আমার সহিত রমমান হইয়াছেন ; সুতরাং বৃদ্ধে! তুমি তাঁহার নিকট প্রণাম নিবেদন করিতে যাইবার উপায় বল।

১। **এ**—কথা বা সুরের মাত্রা। **আলিছিল**—আসিয়াছিল। বীরভূম অঞ্চলের ইতর প্রয়োগ 'আল্‌ছিল', 'হল্‌ছিল', 'গেল্‌ছে', 'হল্‌ছে' ইত্যাদি ; কিন্তু 'করেছে', 'করিছিল', 'মেরেছে', 'মেরিছিল', 'খেঞেছে', 'খেঞিছিল' প্রভৃতি।

২। **শোভক**—শোভনশীল।

৩। **সুতী**—বিদ্যাপতিতে,—

সুতি রহল তঁহি কিছু ন অলাপি ॥

সুতি রহল হম করি এক চীত।

মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

দেখন্ত কৈকেয়ী শুতি আছে ক্রোধঘরে।

শুইয়া, শয়ন করিয়া। **জাগিলোঁ**—জাগিলাম, জাগ্রত হইলাম।

৪। **সুরতীএঁ**—সুরত কেলি দ্বারা।

১। **বাইআঁ**—বাদন করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৫৪

১। **আছিলাহোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বৃক্ষর আরত শুনি আছিলোহো তাক ॥

ছিলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৫৫

৬। **বহায়িলোঁ**—বহন করাইলা ।

১। **নারিলোঁ**—পারিলাম না।
চাহিতেঁ না ফুরে—দেখিতে ইচ্ছা করে না
২। **লাজাই**—লজ্জা বোধ করি ;

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৫৬

১। **হিরণ্য বিদারী**—হিরণ্যকশিপুর বিদারণকারী। **গোকুল তরী**—গোকুলাবতার।

২। **ভৈল পাঞ্জর শেষ**—চণ্ডীদাসের পদে 'পাঁজর হইল শেষ', 'খসিল পাঁজরের বন্ধ'।

৪। **দূতা দিআঁ** ইত্যাদি—কর্পূর-তাম্বূলাদি প্রেরণ কামাচার আমন্ত্রণের সঙ্কেত-ভেদ। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে 'গুআ পান দিআঁ' ইত্যাদি (পৃ° ২৭৮)। **উনমত কালে**—যে বয়সে হিতাহিত জ্ঞান ছিল না অর্থাৎ শৈশবে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৫৭

৫। **খণ্ডহ বিদূরে**—দূরে ত্যাগ কর অর্থাৎ ক্ষমা কর।

২। **সঙ্গে**—সমে, সহিত।

৩। **তবে নাম** ইত্যাদি—তখন শিশু এবং সতী বলিয়া স্বীয় নাম চিহ্নিত করাইলে অথবা কখন পুরুষ-সঙ্গতা হও নাই বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিলে। **পাড়ায়িলেঁ**—অঙ্কিত করাইলে, চিহ্নিত করাইলে। **আবালি**—বালিকা বা বাল্যাবধি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৫৮

২। **কাহ্ন মোর কুটুম্ব** ইত্যাদি—কানাই আমার দূর সম্পর্কিত (অর্থাৎ তুমি এবং আমি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নহি); সুতরাং আমার মন নিকট জ্ঞাতিতে অনুরক্ত নহে। তুমিই আমার এক মাত্র আশ্রয়; দূতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

৩। **পরসন**—প্রসন্ন। **পৃয়**—প্রিয়।

৪। **নিফল না কর** ইত্যাদি—আমি রাধা (আরাধিকা), আমার যৌবন নিষ্ফল করিও না।

১। **কয়িলে**—করণান্তর, করিলে পর। **পাইএ্ৗ**—'পাইএ্ঁ' বা 'পাইএ' হইবে বোধ হয়। প্রাপ্ত হইলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৫৯

আনুসর—অনুবর্ত্তন কর, অপসৃত হও।

২। **দশমী**—কবি শ্যামদাসের মীনচেতনে,—

বসিয়া দশমী দ্বার জোগে কর ভর॥

সংখ্যা অর্থে প্রযুক্ত।

৩। **ছেদিলোঁ**—ছেদন করিলাম। **ভোলো**—ভুলি, বিহ্বল বা মোহিত হই।

চিরায় মধুরং ইত্যাদি—বহু ক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদ্রম্যা রাধা সকরুণ বাক্য বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৬০

৩। **জাগিল**—জাগিলাম। **আভাগী**—মন্দভাগিনী।

৪। **নারিল**—পারিলাম না।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৬১

১। **কাটিলোঁ**—কাটিলাম।
নেবারিল—নিবারণ করিলাম। **তোরে**—তোমা হইতে।
২। **আহ্মা লঞা** ইত্যাদি—আমা দ্বারা পরদার অযুক্ত।

১। **সর**—সরিয়া, অপসৃত হইয়া; তুল° 'কর' (পৃ° ৩৪৮)।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৬২

জবে—যখন। **তোহাঁক**—তোমায়।
৩। **পরিভাব**—পরিচিন্তন কর, বিচার কর। **আনুগতী**—অনুগতা।
ভকতী—ভক্ত।

১। **বিমোচিলোঁ**—বিমোচন করিলাম, মুক্ত হইলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৬৩

আহ্মাত—আমার উদ্দেশে বা নিমিত্ত।
৩। **কুয়র**—তুলসীদাসে 'কুঁবর'। কুমার। **সংপিল**—সমর্পণ করিল।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৬৪

২। **তোহ্মে**—প্রা° 'তুম্হে' (যুষ্মান্)। তোমায়।
৪। **নরকের ফল**—নরক ভোগ।
৫। **আরী**—অরি, শত্রু।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৬৫

বালেন্দু—প্রতিপদের চাঁদ, দুর্লভ বস্তু।
৭। **ভজিলোঁ**—ভজনা করিলাম, পূজা করিলাম।

১। দুতর—প্রা° 'দুস্তর'। বিদ্যাপতি,—

আতর দুতর নরি … …

দুতর রজনি দূর অভিসার।

দুস্তর। লাজে পিঠ দিআঁ—লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া।

২। তেআগিল—ত্যাগ করিলাম। উত্তর—সম্মতি।

৩। রতীএঁ—রতি-হেতু।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৬৬

১। সকল সংপুন্ন ইত্যাদি—আমার যৌবন যাবতীয় সৌন্দর্য্য-সম্পদে পরিপূর্ণ। সাজে—সজ্জায়।

সিতা রামে ইত্যাদি—হে চক্রপাণি, রাম বিনা দোষে সীতা দেবীকে ত্যাগ করিয়া অশেষ যাতনা দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ততোধিক বেদনা পাইয়াছিলেন।

২। চিন্তো—চিন্তা করি, ভাবনা করি। তবেঁ তিরীবধ ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

তিরিবধ পাতক লাগয় তোয়॥

তিরী বধ—স্ত্রীহত্যাজনিত পাতক।

৩। তোর মোর—তোমায় আমায়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৬৭

পরিহরিলোঁ—পরিত্যাগ করিলাম।

২। জুড়িএ—যোজিত করে।

৪। তোতে—'তে' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

১। নআ—প্রা° পৈ° এ 'ণআ' (কেসু ণআ) ২।১৪৪। নবীন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৬৮

নহোঁগ নহোঁগ—ওগো, নই গো নই।

৪। **হরোঁ**—প্রতারিত করি।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৬৯

মায়া মোহ—স্নেহ মমতা; এখানে ছলাকলা অর্থে প্রযুক্ত। **পোহ**—পুত্র; 'পোএ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৪৬৮)।

২। **কহিলেন্ত**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

অণ্ডকোষ নাহি মোর কথা কহিলন্ত।

কহিলেন। **সে ত**—'ত' কিন্তু অর্থে প্রযুক্ত।

১। **মৈনাক**—'মৈলাক' হইবে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে,—

জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো॥

জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ॥

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

মইল শরীরে যেন পাইল পরাণি॥

ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

মৈল করি বুড়া বেটী রহিল পড়িয়া।

মৃতকে। **কাজ**—'ছার' হইবে বোধ হয়।

২। **উপজিব**—উপজাত হইবে, উৎপন্ন হইবে। **রুষিবেহেঁ**—রোষান্বিত হইবে, কুপিত হইবে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৭০

৩। **পসিলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

এবে তযু পাবে প্রভু পশিলোঁ শরণ।

প্রবেশ করিলাম। শরণ পসিলোঁ—শরণ গ্রহণ করিলাম। তুল° 'শরণ সাম্বাহ' (পৃ° ২৭৮)। **সহিবাক**—সহিবার নিমিত্ত, সহ্য করিতে।

২। **দুখদিআঁ** ইত্যাদি—হে দুঃখদানকারি, সত্য বলিতেছি, মাথায় হাথ দিয়া শপথ করিতেছি ইত্যাদি। **জালাএ**—প্রা॰ 'জালা'; 'এ' বিভক্তিচিহ্ন। জ্বালায়।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৭১

১। **গেলাহা**—গেলে, গমন করিলে।

২। **টালিআঁ**—ঠেলিয়া, অপসারিত করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৭২

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাধা বৃদ্ধার সমীপে গমন করিলেন এবং নিজ প্রাণ রক্ষার উপায়স্বরূপ বলিলেন।

১। **আন্ধিআরী**—প্রা॰ 'অন্ধআর'। বিদ্যাপতিতে,—

যামিনী ঘন আঁধিয়ার।

নিসি আন্ধিয়ারি ডরাসী।

অন্ধকার। **জাহার**—'জার' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ॰ ৬৫২)। যাহার।

খোজো—'খোজ্ঝ মার্গচিহ্নে' দে॰ না॰ মা॰। খোঁজ করি, অন্বেষণ করি।

২। **সুয়িলো**—শয়ন করিলাম। **সরণ**—কু॰ ১, গৌ॰ ব॰ প্রভৃতিতে। শরণ।

৩। **ভরে**—আশ্রয়। **বিসরামে**—বিশ্রাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৭৩

১। **বুঢ়**—প্রা॰ 'বুড্‌ঢ'। বৃদ্ধ। **বয়সত**—বয়সে।

২। **যাঞো**—যাই। **কথাঁ**—গা॰ স॰, সেতু॰ প্রভৃতিতে 'কথ' (কুত্র)। **জাণ**—'জাণো' বা 'জাণোঁ' হইবে বোধ হয়।

৩। **এক মান**—সমান, সমতুল্য। **বাশলী** ও **সিরে**—পুথির সর্ব্বত্রই যথাক্রমে 'বাসলী' ও 'শিরে' পাঠ আছে।

২। **মতি ভোলে**—মনোভ্রান্তি হেতু, মনের বিহ্বলতাবশতঃ।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৭৪

২। **দগধ কপালী**—'পোড়া কপালী' বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত।

৩। **তোলোঁ**—উত্তোলন করি। **চিহ্নলোঁ**—চিনিলাম। **এ রূপ যৌবন** ইত্যাদি—আমার এই রূপ যৌবন সযত্নে রক্ষা করিয়া কানাইকে অর্পণ করিব।

৪। **কোকিল কৈল** ইত্যাদি—কোকিল ধুআ ধরিল। পালি গানে—দোহারের গেয় পদাংশ অর্থাৎ ধুআ। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে,—

দুই পাল্যের কন্ধে দিয়া দুই পাও।

(বঙ্গবাসী সংস্করণ)

অস° 'পালী' শব্দ তুলঃ। **শরণ ভৈলোঁ**—শরণাপন্ন হইলাম।

১। **পাছু**—পরিণাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৭৫

৩। **বন্ধুজন করাঅঁ** ইত্যাদি—প্রিয়তমকে বিমুগ্ধ বা বিভ্রান্ত করাইয়া কেমন করিয়া কৌশলে পরিতুষ্ট করিবে? ছন্দে বন্দে—কলে কৌশলে।

জরতীবচনং ইত্যাদি—বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণ করিয়া মদনাতুরা রাধিকা মাধব প্রাপ্তির আশায় সখীগণের নিকট বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৭৬

৫। **কি মোর জীবন** ইত্যাদি—তুল° 'কি মোর যৌবন' ইত্যাদি (পৃ° ৩৪৯)। **ভ্রমিবোঁ**—ভ্রমণ করিব।

৬। **আছেন্ত**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

দুই ভার্য্যা সমে সুখে আছন্ত নৃপতি।
আছন্ত সুমিত্রা নামে দুহিতা তাহান।
আছন্ত নৃপতিগণ পাতিয়া সমাজ।

আছেন।

৯। **মুরুছা পাইল**—বাক্যাংশ লক্ষণীয়; অধিকাংশ স্থলেই 'মুরুছা গেলী' (পৃ° ২৮১, ৩০৯, ৩৫৪)।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৭৭

১২। **নিদুখ**—দুঃখলেশহীন, আনন্দময়

১। **তনের উপর হারে** ইত্যাদি—পদটি জয়দেবকৃত 'স্তনবিনিহিত-মপি হারমুদারং' (গীত°, ৪র্থ সর্গ) গীতের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। **মানএ**—মানে, বোধ করে।

———

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৭৮

সরস চন্দন পঙ্কে ইত্যাদি—রাধা (তোমার বিরহে) গাত্রস্থিত সরস চন্দন-প্রলেপকে বিষসম বোধ করিয়া সভয়ে দেখিতেছেন। বিষম—জয়দেবে 'বিষমিব'। বিষসম। **তোর বিরহ দহনে** ইত্যাদি—তোমার বিরহে সন্তপ্তা রাধা (কেবল) তোমার মিলন আশায় বাঁচিয়া আছেন। তুল°—'জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া' (গীত°, ৪র্থ সর্গ)। দগধিলী—বিদগ্ধা, সন্তপ্তা।

৩। **তরাসিত মনে**—ভীত চিত্তে। 'তরস্ত' ভাবে, এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৭৯

১। **নিন্দএ চান্দ চন্দন** ইত্যাদি—জয়দেবের 'নিন্দতি চন্দনমিন্দু-কিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্' (গীত°, ৪র্থ সর্গ) পদের অনুকরণ। সর্ব্বতো-ভাবে আদর্শের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া রীতিসিদ্ধ ভাষায় এমন কথায় কথায় অনুকরণ চণ্ডীদাসেরই অনুরূপ। **নিন্দএ**—প্রা° 'নিন্দই' (নিন্দতি)। নিন্দা করিতেছে। **করে মনসিজ শর** ইত্যাদি—শ্রীমতী রাধিকা তীক্ষ্ণাগ্র মনসিজ-শরজালের উপর আপনাকে পাতিত করিয়া, তোমায় পাইবার নিমিত্ত যেন কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। অর্থাৎ তোমায় পাইবেন, এই আশায় রাধা তোমার বিরহজনিত দারুণ মর্ম্মব্যথা সহ্য করিতেছেন।

দগধিনী—বিদগ্ধা, সন্তপ্তা। **ভৈলী তোহ্মার শরণে**—তোমার শরণপ্রার্থিনী হইলেন।

২। **সংনাহা**—সন্নাহ, বর্ম্ম। **আহোনিশি মদন মারে** ইত্যাদি—মদন তাঁহার বক্ষোদেশ লক্ষ্য করিয়া অনবরত শর প্রহার করিতেছে। তুমি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার (হৃ) অন্তরে অবস্থান করিতেছ; তাই তোমায় রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যেন রাধা হৃদয়োপরি পদ্মপত্রের বর্ম্ম পরিকল্পনা করিতেছেন।

৩। **নয়ন শলিল পড়ে** ইত্যাদি—তাঁহার মুখমণ্ডলে অবিরল নয়ন-জল পতিত হইতেছে, যেন রাহু (দন্তাঘাতে) চন্দ্রের অমৃতধারা নিঃসারণ করিল। গালিল—ধারাকারে বাহিরে আনিল, নিঃসৃত করিল। 'ফেন গালা', 'ফোড়া গালা', 'ছো মেরেই সাপে বিষ গেলে দেয়' ইত্যাদি তুল°।

৪। **তোহ্মাকি সংমুখ দেখি** ইত্যাদি—অধুনা তুমি একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছ, তাই সখী ধ্যানে তোমায় সম্মুখে দেখিয়া কখন হাসিতে-ছেন, কখন রুষ্টা হইতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন, কখন বা ভয়ে কাঁপিতে-ছেন। **ঘর বন ভৈল** ইত্যাদি—তোমার বিরহে এক্ষণে রাধার পক্ষে গৃহ অরণ্যতুল্য, প্রিয়-সখীগণ বন্ধনস্বরূপ হইয়াছে। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হওয়ায় বিরহানল দারুণ আকারে বর্দ্ধিত হইতেছে। কাম্পে—কাঁপে, কম্পিত হয়।

৫। **বনের হরিণী** ইত্যাদি—রাধা (দাবানল-বেষ্টিত ও জালবদ্ধ) বন্য হরিণীর ন্যায় সভয়ে দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। তরাসিনী—ভীতচিত্ত বা ত্রস্তভাবে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৮০

অধুনাপি কিন্নু ইত্যাদি—প্রমিতাক্ষরাচ্ছন্দঃ, দ্বাদশ অক্ষরে চরণ। নিম্নলিখিতরূপ,—

⏑ ⏑ — | ⏑ — ⏑ | ⏑ ⏑ — | ⏑ ⏑ — |

এখনও তুমি কেন অন্য রমণীকে সদয় হৃদয়ে গ্রহণ করিবার মানস করিতেছ? ওহে গততৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বিরহে মদন সুতনু রাধার পীড়া উৎপাদন করিতেছে।

২। **লুণী**—প্রা° 'নোনীঅ'; ম° 'লোনী'। নবনীত।

৩। **রাধার পরাণে** ইত্যাদি—আমি রাধার মর্ম্মব্যথা সহ্য করিতে পারি না। অথবা—রাধা কোমল প্রাণে দুঃখ সহিতে পারে না।

৪। **মাথে হাথ বুলাই**—শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে। বুলাই—বুলাইয়া, ভ্রমণ করাইয়া।

৫। **বোল পালহ**—কথা শুন।

৭। **বৈসু**—উপবেশন করুক।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৮১

মাধবস্য নিদেশেন ইত্যাদি—মাধবের আদেশে আনন্দিতা বৃন্দা উৎফুল্লা রাধার জনমনোহর বেশ করিয়া দিল।

১। **চম্পা**—প্রা° 'চম্পঅ'। চম্পক।

২। **সুরেশরী**—সুরেশ্বরী, গঙ্গা। **গিএ গজমুতী হার** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার॥

৩। **পহ্রাইল**—পরাইল, পরিধান করাইল। **মিলি হেম কর-গণে** ইত্যাদি—সুবর্ণ-নির্ম্মিত কণ্ঠভূষণসমূহ অতি যত্ন সহকারে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিল, তাহাতে বোধ হইল যেন, অন্যতম রত্ন শঙ্খকে রত্নে জড়িত করিল।

৪। **কুকূহলে**—কৌতূহল সহকারে, সাগ্রহে। **চুড়ী**—'চূড়ো বলয়া-বলী'—দে° না° মা°। বিদ্যাপতিতে,—

চুরি কনক কর কঞ্জে।

মাণিকের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

কারিকুরী করে পরে কাঞ্চনের চুড়ী।

রামেশ্বরের শিবায়নে,—

সুবলিত ভুজে সাজে সুবর্ণের চুড়ি।

করাভরণভেদ।

৫। **মল্ল তোর**—'মল্লতোড়ল' শব্দেরই রূপভেদ। চণ্ডীদাসের পদে,—

চরণ কমলে　　মল্লতোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা।

কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—

জানকী পরেন তাড় তোড়ল নূপুর।

পদাভরণ-ভেদ, বর্ত্তমানে 'তোড়া' নামে পরিচিত। **পাসলী**—কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডে,—

সুচিত্র বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি।

রামেশ্বরের শিবায়নে,—

পায়ে দিল পাতামল পাসুলীর পাঁতি।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

কটিতে কিঙ্কিণী পরে পদাগ্রে পাসুলি।

পদাঙ্গুলি-ভূষণ।

৬। **গন্ধ রাংগে**—সুবাসিত মুখরঞ্জনে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৮২

৭। **স্বভাবে**—বেশে। **লাস বেস**—প্রা° 'লাস', লাস্য এবং 'বেস', বেশ। বিলাস-বেশ। অসমীয়া হেমকোষে 'নাচিবর নিমিত্তে করা শরীরর শোভা ; এতেকে ধুন-পেচ গার শোভা'। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে শব্দটি ক্বচিৎ 'নাস বেশ' বা 'ন্যাস বেশ' আকারে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উহা লক্ষ্য করিয়াই পদামৃত-সমুদ্রের সঙ্কলয়িতা ঠাকুর মহাশয়ের টীকায় 'ন্যাসঃ অলঙ্কার-বিন্যাসঃ বেশঃ চন্দনসিন্দূরাদিনা' এই অর্থ ধৃত হইয়াছে। **রতিভাবে**—রতি-উদ্দেশ্যে, কেলি-বিলাসের অভিপ্রায়ে।

রাধিকাং মনসিজজ্বরাতুরাং ইত্যাদি—রথোদ্ধতাছন্দঃ, একাদশ অক্ষরে চরণ।

কামজ্বরাতুরা এবং মণ্ডনবশতঃ দ্বিগুণ সৌষ্ঠবশালিনী রাধিকাকে অবলোকন করিয়া কামাতুর হরি এইরূপ বর্ণ (রতিক্রিয়া) আরম্ভ করিলেন।

১। **রাধাহো**—রাধাও।

২। **দসণের**—কু° চ°, গো° ব° প্রভৃতিতে 'দসণ' (দশন); 'এর' ষষ্ঠীর চিহ্ন। দন্তের। **দশনে**—দশনচ্ছদ, রসন, ওষ্ঠ। **ইঙ্গিতকারে**—আকার-ইঙ্গিতে, হাব-ভাবে। **হারিল**—বশ্যতা স্বীকার করিল।

৩। **রমণে**—'মনে' হইবে বোধ হয়। **কুজন**—সীৎকার, শৃঙ্গারজনিত মুখ-শব্দ। **পীল**—পান করিল। **উচিত হিল্লোল পড়িল**—অনুরূপ আনন্দের ঢেউ পড়িয়া গেল। 'পড়িল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। **নিধু-বনে**—কেলি-বিলাসে অথবা বিলাসকুঞ্জে।

৪। **আনুবন্ধে**—অবিচ্ছেদে। **যেন**—যেরূপ, যাদৃশ। **রস প্রবন্ধ**—রতিবিলাস। **মুকুল**—মুকুলিত।

১। **তোহ্মাতে**—তোমাতে বা তোমার প্রতি।

সুতি- শয়ন করিয়া।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৮৪

৩। **মেলিল**—ব্যাপ্ত হইল বা করিল।

১। **বিনএ**—ভাল মানুষের মত।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৮৫

৪। **চিআয়িলী**—জাগরিতা হইল।

১। **উরে**—উরুদেশে। **ঘুমে**—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু বলেন, 'ঘুম শব্দ পুরাতন নহে'। কিন্তু আমরা উহার বহুল প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে কয়েকটি প্রদত্ত হইল; বিদ্যাপতিতে,—

ঘুমক আলসে জদি পলটি হোউ পাস।
মান ভয়ে মাধব উঠয় তরাস॥

পালঙ্কে শয়ন　　　ঘুমে অচেতন
দীঘল বহয় শাস।

চণ্ডীদাসের পদে,—

আলসে অবশ প্রায়　　ঘুম লাগে আধ গায়
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে॥

আঁখি ঢুলু ঢুলু　　　ঘুমেতে আকুল
জাগিয়াছ বুঝি নিশি।

গোবিন্দদাসের পদে,—

সো রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দীঠি॥

(প° ক° ত°, ৫৬ পদ)

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

লখাই বিপুলা হইলা ঘুমে অচেতন।

প্রাচীন সাহিত্যে 'ঘুমই' (চর্য্যাপদে), 'ঘুমাওল', 'ঘুমল', 'ঘুমায়ত', 'ঘুমাইআ' প্রভৃতি পদের ব্যবহার বিরল নহে।

২। **পড়োঁ**—পড়ি, পতিত হই।

৪। **করোঁ**—কাশীদাসী বিরাট পর্ব্বে,—

তোমার প্রসাদে করোঁ শত্রুগণে জয়॥

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে,—

এক নিবেদন করোঁ শুন মোর বোল।

করি। এহোবার—এইবার, এবারও।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৮৬

২। **মেলাইলোঁ**—উপস্থিত করিলাম। **ভোলী**—বিহ্বলা। **শিয়রত**—সন্নিহিত।

৩। **রঞ্জে**—তৃপ্ত করে, প্রীত করে।

একাকিনী পরিভ্রম্য ইত্যাদি—রাধে, একাকিনী বনভ্রমণের গুরু পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি; কিন্তু তথাপি মধুসূদনের সন্ধান পাওয়া গেল না।

বৃন্দে, তোমার বাক্যে আমি জগৎ শূন্য দেখিয়া, ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি; তুমি আমার কথা শুন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৮৭

বঞ্চিমো—বঞ্চিব, যাপন করিব। **কা**—কাহাকে।

২। **ভুঁজয়ে**—উপভোগ করে।

৩। **কান্দিলোঁ**—কাঁদিলাম, ক্রন্দন করিলাম।

১। **পুনমতী**—পুণ্যবতী। **ভুঁজে**—উপভোগ করে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৮৮

কাকু—দৈন্যোক্তি।

৩। **খাণিকেহো**—ক্ষণেকের নিমিত্তও।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৮৯

১। **আরতী**—আরতি, আদেশ।

৪। **বড়ায়ির থানে**—'রাধার থানে' হইবে।

১। **শুতিলোঁ**—শয়ন করিলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৯০

১। **পূড়িলোঁ**—পুড়িলাম, দগ্ধ হইলাম।

৩। **আসেস**—প্রা° 'অসেস' অশেষ। **ষেষ**—শেষ।

৪। **বিপরিত**—নিদারুণ। **দিশে**—দিবস।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৯১

১। **যা**—কু° চ° এ 'জা', 'যাব' যাবৎ। **য়ানাহা লোক**—অন্য লোকে। **তা**—কু° চ°, গৌ° ব°, প্রা° পৈ° প্রভৃতিতে 'তা', 'তাব'। তাবৎ।

নিনায় কতিচিৎ ইত্যাদি—রাধা কৃষ্ণতৃষ্ণায় কিছু কাল অতি কষ্টে যাপন করিয়া অধিভবান্ কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৯২

১। **ওহাড়িআঁ**—ঢাকিয়া, আচ্ছাদন করিয়া। **বোলাইআঁ**—বলিয়া কহিয়া, জানাইয়া।

বিহড়াইল—বিঘটিত করিল, বিচ্ছিন্ন করিল ; 'বিহড়ায়' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫১৩)।

২। **বিষাইল**—বিষাক্ত। **কাণ্ডের**—বাণের।

৩। **বজরে**—বজ্রে। **গঢ়িল**—গঠিত। **ফুটিআঁ**—ফাটিয়া, বিদীর্ণ হইয়া।

৪। **জেঠ**—প্রা° 'জেট্‌ঠ'। জ্যৈষ্ঠ।

চতুরে চতুরো ইত্যাদি—চতুরে রাধে, মেঘ-মেদুর মাসচতুষ্টয় (কোন রূপে) যাপন কর ; কেন না, এ বিষয়ে আমার কোনও শক্তি নাই।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৯৩

১। **পাখী জাতী নহোঁ** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশ উড়ি যাও
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥ (কাব্যবিশারদ)

৩। **ভাদর মাসে** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

ভাদর মাস বরিস ঘন ঘোর।
সভ দিস কুহকয় দাদুল মোর॥

মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

৪। **নিবড়ে**—বা° √নিবড় (সং নি-√পত্)। ক° মংতে 'নিবড়িঅ' ২।৫, ২।৪৬। সিদ্ধ হে°এ 'পৃথক্‌-স্পষ্টে নিব্বড়ঃ' ৮।৪।৬২। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে,—

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।

উত্তরাকাণ্ডে,—

যজ্ঞ নাঞি নিবড়ে যজ্ঞ করি নিরন্তর।

রাম রাত্রি নিবড়িল পোহাল্য রজনী॥

কবিকঙ্কণে,—

শাস্ত্রমত যত ছিল একে একে নিবড়িল
পশ্চাৎ করিল নান্দীমুখে॥

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

ন মাস প্রবেশে গর্ত্ত নিবড়ে অষ্টম।

শেষ হয়। **মেঘ বহিঅা গেলে**—বর্ষা বিগত হইলে। **কাশী**—কাশ কুসুম।

মা খেদং ভজ ইত্যাদি—রাধে, খেদ করিও না, মন স্থির কর; অচিরে আসিয়া কৃষ্ণ তোমায় স্পর্শ করিবেন।

১। **হাথে চান্দ মানী**—হাতে চাঁদ দিবে বলিয়া। মানী—অঙ্গীকার করিয়া। **আইহনক পীঠ** ইত্যাদি—লজ্জার মাথা খেয়ে আয়ানকে উপেক্ষা করিলাম।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৯৪

কাহ্নত—'লাগিঅাঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

৩। **ঝালিআর**—চৈতন্যচরিতামৃতে,—

রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।

(অন্ত্য°, ১০ম প°)

রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিলা।—ঐ

'ঝালি' অর্থে পেটিকা। যে ঝালি বহন করিয়া ফিরে, সে ঝা লি আ; 'র' বিভক্তিচিহ্ন। কুহকার। শ্রীকৃষ্ণ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারবিশেষের সহিত তুলিত হইয়াছেন।

জানে বাথ ন জানে ইত্যাদি—রাধিকে, হরির উদ্দেশ জানি আর নাই জানি, তাহাতে কি? আমি এখন গমনে নিতান্ত অশক্তা।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৯৫

২। **নিকুপেঁ**—নিচুপে, নিঃশব্দে। **পালী**—প্রতিপালন করিয়া।

৩। **আলিসের**—আলস্যের।

৪। **ঠাঁঠী**—বেহায়া, প্রগল্‌ভা।

৫। **চুম্বো**—চুম্বন করি।

৬। **হাঁঠীবাক**—চলিবার নিমিত্ত, চলিতে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৯৬

৮। **ঝঙ্কায়িবী**—ঝঙ্কার করিবে, তিরস্কার করিবে।

৯। **হের শির কর** ইত্যাদি—মাথায় হাত দিয়া এই তোমার আগে শপথ করিতেছি ইত্যাদি।

মথুরানগরীং গত্বা ইত্যাদি—মথুরা নগরে যাইয়া বৃন্দা মধুসূদনকে বলিল,—'বিরহে মগ্না রাধা তোমার শরণাপন্না'। ইহা শুনিয়া নাগর হরি রাধিকার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বৃন্দাকে রুষ্ট বাক্য বলিলেন।

১। **নঠী**—দুষ্টা, প্রগল্‌ভা। **ঠাইক**—স্থানে।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৯৭

রাধাত—'লাগিআঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

২। **হাথত**—'ত' করণ কারকের চিহ্ন; পূর্ব্বে 'হাথেত' (পৃ° ১৮)। **বুইল**—বলিলে।

২। **মোর বোলে তোহ্মে** ইত্যাদি—এখন তুমি আমার বিনয়-বাক্যে রাধার নিকট আসিবে না বটে; কিন্তু কানাই, অচিরে তোমায় তাহার বিয়োগজনিত অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। **কলি**—'কালি' হইবে বোধ হয়। **ভাত না খাইলি** ইত্যাদি—তখন তাহার জন্য অন্ন ত্যাগ করিলে, এখন সামান্য শাকে আদর কেন? অর্থাৎ তখন তাহার জন্য পাগল হইলে, আর এখন এ বিপরীত ভাবের কারণ কি? রথহিতেঁ—রক্ষা

করিবার নিমিত্ত। আদবাহ—'আদরাহ' হইবে বোধ হয়। আদর করিতেছ, আগ্রহ দেখাইতেছ।

৩। **যুড়ীবাক**—জোড়া দিবার নিমিত্ত, জোড়া দিতে। **মাটির**—প্রা° 'মট্‌টি'; 'র' বিভক্তিচিহ্ন।

পৃষ্ঠাঙ্ক—৩৯৮

৪। **আসি জাই করী**—আসা-যাওয়া করি।

১। **কাটিল**—কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কাটিল কদলী জেন পড়ে ডালে মূলে ॥

কাটা, কর্ত্তিত। **তোজিবাক**—ত্যাগ করিবার নিমিত্ত, ত্যাগ করিতে।

৩। **বিনাস**—প্রা° 'বিণাস'; ধ্বংস।

বিরহ-খণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

শব্দ-সূচী

[* তারকাচিহ্নিত শব্দগুলি অভিধানপ্রদীপিকায় ধৃত হইয়াছে]

ই

ঊ

গ

জ

ত

থ

ফ

ম

মুনী (মুনি) ২,৩৭৬
মুনীর ৬৬
মুরারী ৭০,১০১,২৬০,৩৬২,৩৭৩, ৩৮০,৩৮৭,৩৯৭,৩৯৮
মুরুছা (মূর্চ্ছা) ২৮১,৩০৯,৩৫৪,৩৭৬
মুরুতী (মূর্ত্তি) ৩৩৭,৩৫৪
মুড় (মূঢ়) ২৩৬
মুল (সং স) ১২৪,৩৫৮
মুল (আসল) ৯০
মুলত (আসলে) ২৮৫
মুলে ৮
মেঘ * ৯৩,১৩২,২০৩,২৯৮, ৩৪৬,৩৫০
মেঘ (বর্ষা) ৩৯১
মেঢ়ে (মণ্ডপ, পীঠ) ৪৯
মেণ (মণাক্) ৩১৪,৩২১
মেদনি (মেদিনী) ৬৯
মেদনী (ঐ) ৮১,১১৭, ১২৭, ২৯৪,৩০৫,৩০৭, ৩৪৯,৩৫০
মেল (মিলিত হও) ৩৩৮
মেলা (সমাগম-জনিত আচরণ) ৩৫১ ; (মিলন) ৩৯৩
মেলাইলোঁ (উপস্থিত করিলাম) ৩৮৬
মেলাণী (বিদায়) ৩৮৪
মেলানী (ঐ) ৩৮,১১৫,২৩১,২৯২
মেলি ১,১৭০,১৯০,১৯৪
মেলিআঁ ২৬১,৩৭৬
মেলিল (মিলিত হইল) ৩৪৯,৩৫০ ; (ব্যাপ্ত হইল বা করিল) ৩৮৪
মেলিলী (মিলিত হইল) ১০,১৩৫, ২৬৬,২৭১
মেলিবেক (মিলিবে) ৩২৯
মেলী (মিলিত হইয়া) ১৪১,২৩৭, ২৪৮,২৫২
মেলে (বিস্তার করে, বাহির করে) ২ ; (বিভক্ত হয়) ৪৮
মৈনাক (মৈলাক, মৃতকে) ৩৬৯
মৈল (মরিল) ২৫৭
মৈলা (ঐ) ৬৭,২৩৩
মৈলিসি (মরিলি) ২৮৭
মৈলী (মরিল) ২৮৩
মৈলোঁ (মরিলাম) ৩৩০
মো (আমি) ১৩,১৬,২৪,৩৬,৩৮, ৪৯,৫০,৫৪,৭৬,৭৮, ৮০,৮৫,৮৮,৩৮৫
মোঁ ২৪,২৬,৪৮,৮৪,১০৫, ১১২,৩৮৫
মোঁই (আমি) ৩
মোএঁ (আমি) ১০,২০,২৬,৩৩, ৩৬,৩৮,৪১,৪২, ৪৩,৪৫,৫০,৫৮, ৬২,৭০,৭১,৭৯, ৮২,৮৫
মোক (আমায়) ২৪,৩৮,৫৮,১০০, ১০৭,১০৮,১৪২,

য

র

ল

সলি (শল্য) ৭৮
সলিল (সং স) ৪০
সলী (শল্য) ১০৮
সব (অং অং) ১,১৪,১৫,১৮,১৯,১৭,২৮, ২৯,৩০,৩১,৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬,৩৮,৪০,৪১, ৪২, ৪৭, ৪৬,৬৭
সবই ৬৬
সবঙ্গৈ ৩৩৬
সবেঁ (সাকল্যে) ৭৭; (সকলে) ১৯২
সহকার * ৩৫০
সহজে (স্বভাবতঃ) ৬০
সংহতি (সাথে) ৩১,৩২০
সংহতী (সঙ্গে, সাথে) ২৪,১৭৪, ১০৫,২০৯
সংহতী (সাথী) ২৮,৩১,১১২,২০২, ৩৮৯,৩৯১
সহন (সহ্য করা) ২১৩
সংহর (সংহার কর) ২৩৫
সংহরী (সম্বরণ করিয়া) ২১৫
সহাএ (সাথী, সাহায্যকারী) ১১২, ১৯০
সহাএঁ (সাহচর্য্যে) ১১১
সংহারিলোঁ (সংহার করিলাম) ১০১
সংহারী (সংহার করি) ১৯১
সহিআঁ (স্বীকার করিয়া) ১৭৪
সহিতেঁ (সহ্য করিতে) ৮৩,১০০, ১১৯,১৭০,১৯৮,২২৫, ২৮১,২৯৭,৩৩৭,৩৭০
সহিল (সহ্য করিলাম) ২৭৩
সহিলোঁ (সহ্য করিলাম) ২১৭,২৭১, ৩৪৫
সহিব (সহ্য করিব) ৩৪৮,৩৯৩
সহিবাক (সহিতে, সহিবার নিমিত্ত) ৩৭০
সহিবোঁ (সহ্য করিব) ২৬৪,২৮০
সহী (সখী) ১১৬,১৪৩,১৪৫,১৬৬, ১৬৯,১৭৫,১৭৮
সহে (সহ্য হয় বা করে) ২১,২২, ২৭,৮৩,১০৮,১৩৬,২২৯,২৩১, ২৭৭,২৭৮,২৮৫,৩২৫,৩১৫
সহেব (সহিবে সহ্য হইবে) ১৭৬
সহোদর (নিকট জ্ঞাতি) ৩৫০
সহ্মা (সকলকে) ১৪৫,১৪৭, ১৫৪,১৬০
সহ্মাই (সকলে) ১৪২
সহ্মাক (সকলকে) ৭৫,১১৫,১৩০, ২০৪,২০৮,২১১,২৩৮,২৫৩
সহ্মাএঁ (সকলে) ১৪২,২০২
সহ্মাত (সকল হইতে) ১৬১
সহ্মার (সকলের) ১৫০,২০২,২০৫, ২০৮,২১০,২৩৯,২৫২, ২৫৭,৩২২
সহ্মারে (সকলকে) ১৬৫,২২১, ২৬৪

সাধিলেহেঁ (সাধন করিলে) ৩২৪
সাধিলোঁ (সুপ্রতিষ্ঠিত করিলাম) ১০১
সাধিব (প্রতিষ্ঠাপিত করিব) ২৬,২৮
সাধিবোঁ (সাধন করিব, সংগ্রহ করিব) ১৩,১১২ ;
(প্রতিষ্ঠিত করিব) ২৭৬
সাধীল (সাধন করিল) ২৬
সাধু* (বণিক্) ১৯৮
সাধোঁ (সাধি, সংগ্রহ করি) ১০২, ১১১,১১২,১২২ ;
(সাধন করি) ২০১
সান (সঙ্কেতভেদ) ২,৮৭,২৯৭,৩০১
সাপ* (অভিশাপ) ৫০
সাপ (সর্প) ১২১,১৩৬
সামল (শ্যামল) ২৫২,৩৯২
সামির (স্বামীর) ১৪৪
সামী (স্বামী) ১৯,২৪,১৫,৫১,৫৪, ৬২,৮৭,১২৫,১৩১, ১৪৩,১৭০,২৪৪
সাম্বাএ (প্রবেশ করে) ৯৮,১০৪, ১১৯,১৫০
সাম্বাহ (প্রবেশ কর) ২৭৮
সাম্বী (শামী, ধাতুনির্ম্মিত বলয়) ২৯৩
সার (সং স) ১৩,৬৫,১৪৬,১৫৬, ১৬৪,২০৯,২২৮,২৫৩, ২৮৫,২৯৭,৩১৭
সার (স্বর) ৩০৩
সারথী* ৯৫
সারে (স্থিরাংশ) ১৮১,৩৪৯
সাসু (শ্বশ্রূ) ৯২,২১০,২২৭
সাসুড়ী (ঐ) ২৫,৭৪,৮৪,৮৬,১২৫, ১৩১,১৪৩,১৪৪,২০০, ২০১,২২১
সাসুড়ীর ২৯,৩১,১৭০
সাহ (সাধ, সংগ্রহ কর) ৬৬,৮৩, ১০৩
সাহারে (সহকার, সুগন্ধ আম্রবৃক্ষ) ৩২২
সাহে (সাধে) ৮৫
সি (সে) ৬১
০ সি (ই) ২৪,২৫,৩৪,১২১,১৯১
০ সি (সে) ১২৩
সিঅরে (মস্তক) ২১১
সিঅরে (মাথা হইতে) ৩২৪
সিঅলি (বৈঁচী) ২০৬
সিআঁ (আসিয়া) ২২
সিআণী (চতুরা) ৩৯১
সিআন (সজ্ঞান, চতুর) ৩২০,৩৭৫
সিআনী (চতুরা) ৫২
সিঞ্চ (সেচন কর) ১২৩
সিঞ্চউ (সেচন করি) ১৯৯
সিঞ্চিল ২১৪
সিঞ্চিলি (সেচন করিলে) ১৮৮
সিঞ্চিবেক (সেচন করিবে) ১৫৩
সিতা (সীতা) ৩৬৬
সিধী (সিদ্ধি) ২১১,৩৩৬,৩৬৯

পাঠ-বিবৃতি

[প্রথম সংখ্যাটি পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টি পঙ্‌ক্তির সূচক]

১৪-১৯ 'ফুলে তাম্বু পিন্ধিলে সে' লেখা এবং ফুলে' শব্দের একার ও তাম্বু' শব্দ কাটা (পত্র ৮, পৃষ্ঠা ১, পংক্তি ৩); ১৫-২৩ 'ঘন ঘন দিল আলিঙ্গনে' লেখা এবং দিল' শব্দের দি' কাটা ও তাহার স্থানে তোলা পাঠে কৈ' (৮।২।২); ১৬-৯ বড়ায়ি' শব্দ তোলা পাঠে (৮।২।৫); ২০ ৬ ইহার পর 'নিপীয় রাধাবচনং' ইত্যাদি শ্লোক লেখা ও কাটা (১১।১।১); ২২-২৪ বিরহে'র পর পুথিতে দাঁড়ি নাই এবং ৩' অঙ্ক তোলা পাঠে (১২।১।২); ২৫-৪ আন্ধী' কাটিয়া সামী' করা আছে (১২।২।৮); ২৬-২০ চলড়' শব্দের ল' কাটা (১৩।২।১); ২৭-৯ কানে,' ন'র একার তোলা পাঠে (১৩।২।৪); ইহার পর 'এত আপমান সহে কাহার পরাণে ॥ ধ্রু ॥' লেখা ও কাটা (১৩।২।৪); ২৪ মনের', নে' তোলা পাঠে (১৩।২।৮); ৩৩-১৮ আপোঙষ', ঙ' তোলা পাঠে (১৭।২।১); ৩৪-১৫ 'কাহ্নাঞিঁকে রুচে'র পর ৩' অঙ্ক ও দাঁড়ি পুথিতে নাই (১৭।২।৭); ৩৫-১৮ আনচানে' স্থলে পুথিতে আনচাচানে' (১৮।১।৫); ৩৬-৮ সাসিজ্ঞিআঁ'র সি' কাটা (১৮।২।২); ৩৮-১৩ করিলোঁ', র'র ইকার কাটা (১৯।২।৭); ৩৯-৭ রাধায়াঃ', ঃ' তোলা পাঠে (২০।১।৪); ৪৬-১৭ ধানুষী ॥ একতালী' তোলা পাঠে (২৩।২।৭); ৫১-২২ ববড়ায়ি', ১ম ব' কাটা (২৬।২।১); ৫৫-২২ ইহার পর 'শ্রীফল যুগল তোহোর তনে ॥' লেখা ও কাটা (২৮।১।৪); ৫৬-২১ তোহ্মার' তোলা পাঠে (২৮।২।৫); ৫৮-১ জাণীআঁ', আঁ' তোলা পাঠে (২৯।১।৭); ৬০-৯ যাসি' তো° (৩০।২।৩); ইহার পর 'যাহা রঙ্গে' লেখা ও কাটা (৩০।২।৩); ৬১-৫ দুধ' তো° (৩১।১।১); ২০ 'বড়ায়ি ল।' র পর লো।' (৩১।১।৫); ৬৯-১ পাহাড়ীআরাগঃ' তো° (৩৪।১।৪); ৭১-২৪ বেআজ'র বে' তো° (৩৬।১।৪); ৭২-২ ইহার পর 'বিলেশয়বিষদ্বিষদ্বিষমরাগাবলী' ইত্যাদি কবিতা (৩৬।১।৫); ২৩ ইহার পর 'সুধারাধাবাধাজ্বরতিকুরুতেপ্রাণপুরুষাং'

ইত্যাদি কবিতা (৩৬।২।৭) ; ৭৩-২ কমলে', ল'র একার তো° (৩৭।১।১) ; ২৫ পরাণে', ণ'র একার তো° (৩৭।১।৬) ; ৭৬-২ বিচার' স্থানে পুথিতে বিবাচার', চ'র আকার তো° (৩৮।১।৬) ; ২৩ ভালে' তো° (৩৮।২।৫) ; ৭৭-১৫ 'বোল রাধা ল', বোল' ও ল' তো° (৩৯।১।৩) ; ৭৯-২ 'আতি কঠিনী কুচ মাঝা মাঝা খিনী দেহা'—কঠিনা', নী'র ঈকার, ১ম মাঝা' কাটা এবং মাঝা' স্থলে তোলা পাঠে তোর' (৪০।১।২) ; ১৯ না' অথবা বা' তো° (৪০।১।৩) ; ২৩ জগাদ', দ' তো° (৪০।১।৭) ; ৮৬-১২ জজরতীমিদং', ১ম জ' কাটা (৪৪।২।১) ; ৮৮-৮ বেপমানবপুর্ব্বল্লী' (৪৫।১।৭) ; ১২ কাড়ড়ি', তো° ন' (৪৫।২।১) ; ৯০-১০ আগুঅঁা', চন্দ্রবিন্দু কাটা (৪৬।১।১) ; ৯৪-৮ ছিগুবো', গুবো' কাটা এবং তৎস্থলে তোলা পাঠ ওঁস' (৪৮।১।৫) ; ৯৫-১৫ সকলট', ল' কাটা (৪৯।১।১) ; ৯৬-১৮ বড়' তো° (৪৯।১।৩) ; ৯৭-৮ চতুঃঃ', তু' তো° (৪৯।২।৬) ; ৯৯-১ 'এড়িতে না জুআএ', না' কাটা (৫০।২।৮) ; ৬ ভুখিল' তো° (৫০।২।৫) ; ১০২-৯ হরি' কাটিয়া হিরণ্য' করা (৫২।১।৫) ; ১০৩-১০ 'পাসরিলি কিকে', কিকে' কাটা (৫২।২।৫) ; ১০৫-৬ 'কাহবোঁ কাএ', এ,' কাটিয়া হারে' করা (৫৩।২।৬) ; ১০৬-১৩ (জায়া)' আমাদের ধৃত পাঠ ; ২৫ (মোর বচন)' আমাদের ধৃত পাঠ ; ১০৭-১৭ (হাথে)' আমাদের ধৃত পাঠ ; ১০৮-১৩ (রাহী)' আমাদের ধৃত পাঠ ; ২১ ভোখে', খ'র একার তো° (৫৫।২।৭) ; ১১১-১ বারণ', রকার তো° ও পরবর্ত্তী যোজনা (৫৭।১।১) ; ১১৮-৬ 'বড়ঈ বড়ায়ি' (৬০।২।২) ; পুথির ৬০ সংখ্যক পত্র পরবর্ত্তী যোজনা ; ১২০-১৭ সুন্দর' তো° (৬১।২।৭) ; ২৪ ভগু' (৬২।১।২) ; ১২১-১৪ বড়ায়ি' স্থলে কাহ্নাঞি' (৬২।২।১) ; ১২২-২২ বিন্ধে' স্থলে বান্ধে' (৬৩।১।৬) ; ১২৪-১২ অবরস্মরুচঃ' (৬৪।১।৪) ; ১৭ চেষ্ঠালি' (৬৪।১।৮) ; ১২৫-১৪ মথুরার', রকার তো° (৬৪।২।৬) ; ২২ দুরুবা' কাটা এবং তৎস্থলে তো° থরত' (৬৫।১।২) ; ১২৬-২০ বন্দিঅাঁ'র পর ল' (৬৫।২।২) ; ২২ কংশাভিমন্যু-ভ্যোন্মথুষে' (৬৫।২।৩) ; ১২৯-১৫ আধিক', ক' তো° (৬৭।১।১) ; ১৩৩-১৬ 'আড়ুতক্রমমুদারবিক্রমোবর্ণমেবমকরোদৃপক্রমং' (৬৯।১।১) ; ১৩৪-১৪ 'প্রথমে কাঢ়িঅাঁ' ইত্যাদির পূর্ব্বে 'ঈসত হাসআঁ' লেখা ও কাটা (৬৯।২।১) ; ১৩৯-১ 'রাধিকাধিকবিশুদ্ধমানসা' (৭১।২।১) ; ১৪৪-৬ ইহার পর 'আতি

উল্লসিতমতী সব সখি লঅ‍াঁ' লেখা ও কাটা (৭৪।১।৭); ১৪৫-৭ 'পাহাড়ী-আবাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥' তো° (৭৫।১।১) ; ১৪৬-৯ 'ঝাট পার কর' (৭৫।২।২); ১৫৫-১৪ বাঅ' (৮০।২।২) ; ২১ পুরাণে' স্থলে পরাণে' (৮০।২।১) ; ১৫৬-১১ আসিঅ‍াঁর আ' তো° ও পরবর্ত্তী যোজনা (৮০।২।৭) ; ইহার পর 'না জাণিঅ‍াঁ তত্ব চড়িতেঁ বুইলোঁ নাএ' লেখা ও কাটা (৮০।২।৭) ; ১৫৭-২ করিবোঁ'র পর ভয়' লেখা ও কাটা (৮১।১।৬) ; ২৩ 'পয়ঃপুররোভবকৃতেদরে' (৮১।২।৭) ; ১৬১-৭ কাহ্নাঞি' তো° (৮৩।১।৩) ; ১৭ ভিতর' কাটা ও তৎস্থলে তো° উপর' (৮৩।১।৬) ; ১৮ কাহ্নাঞিঃ ল' তো° (৮৩।২।৬) ; ২০ কারণে', একার তো° (৮৩।২।৭) ; কাহ্নাঞি ল' তো° ; ২২ তুঁঞি' তো°, 'কাহ্নাঞি ল' পুথিতে নাই ; ১৬৬-৫ 'ইতি নৌকাখণ্ড সমাপ্তঃ ॥' ইহার পর 'ঘট্টাদানখণ্ডঃ' (৮৬।১।১) ; ১৬৮-১১ বাছি' তো° ৮৬।২।৬) ; ১২ করী' তো° (৮৬।২।৬) ; ১৬৯-১১ চরিতে', চ' তো° (৮৭।১।৭) ; ১৭০-১০ 'বোলে স্থনি' ল'র একার কাটা এবং স্থনি' তো° (৮৭।২।৭) ; ১৭১ ১৩ নাহি', হি' তো° (৮৯।১।১) ; ১৭২-৮ জলধিত', ত' তো° (৮৯।১।৭) ; ১৩ মুখেতে', তে' তো° (৮৯।১।১) ; ১৭৩-৩ যবেঁ' তো° (৮৯।২।৬) ; ৬ হরিবেক' তো° (৮৯।২।৭) ; ৭ সুমতী', সু' তো° (৯০।১।১) ; ১৭৪-৬ 'তোহ্মে না কর', 'হ্মে না ক' তো° (৯০।১।৭) ; ২৪ বড়' তো° (৯০।২।৮) ; ১৭৬-৪ এথো', খো' কাটা ও তো° কো', পরবর্ত্তী যোজনা (৯১।২।২) ; ১৭৭ ২১ ভাবে' কাটা ও তো° পাপে' (৯২।২।১) ; ২৩ ভাণ্ডত' কাটিয়া ভাণ্ড' করা এবং তো° সজাইল' (৯২।২।২) ; ১৭৮-১১ 'বচসাভরণারন্ধেত্তবায়স্তাবিকঃ কৃতঃ' (৯২।২।৫) ; ১৭ সঙ্গতি', সঙ্গ' কাটা ও তৎস্থলে তো° দুর্গ' (৯২।২।৭) ; ১৭৯-১৯ 'আর শির তুলী মুখ না দেখিব তার ॥' মুখ' তো° এবং দে'র পর আর পুথিতে নাই (৯৩।১।৭) ; ১৮০-৬ লিহে', নি' কাটা ও তো° লি' (৯৪।১।২) ; ১৮১-৩ রুইহ', হ' বা ছ' তো° (৯৪।২।২). ১৮৪-১ পরিহাস' (৯।১।৩) ; ১৮৭-২১ লাজ' কাটিয়া ভাষ' করা (৯৮।২।৪) ; ১৯০—'অথভারখণ্ডান্তর্গগত' (৯৯।২।২) ; ২২ সুপৌরুষ' (১০০।১।১) ; ১৯১ ১ রূপকং ॥' তো° (১০০।১।২২) ; ১৯৫-৬ সরোঅরময়ী', অ' কাটা ও তৎস্থলে তো° ব' (১০০।১।৪) ; ১৯৬ ১২ ণা' তো° (১০২।২।৭) ; ১৯৮-৭ 'কেহ্নে পাত পরকারে', হ্নে'র একার এবং পরকারে'র রকার তো°

(১০৩।২।৪); ২০০-১৩ উপায়' তো° (১১১।২।৩); ২০২-৬ তা' তো° (১১৩।২।৩); ১২ 'মনোজবশাং রশেন' (১১৩।২।৫); ১৪ আশোআশেঁ', আশো' তো° (১১৩।২।৬); ২০৩-১৪ 'আদিদেশতরোরাধা' (১১৪।১।৬); পুথির ১১৫ সংখ্যক পাতা পরবর্ত্তী যোজনা; ২০৫-১২ দেখিলেঁ', লেঁ'র একার তো° (১১৫।২।১); ২০৬-১৭ নাগরঙ্গ' (১১৬।১২); ১৮ 'জাম্ব জাম্বীর আম্বড়া', জাম্বু'র পর পুনরায় ডালিম্ব' (১১৬।১২); ২০৭-৮ সুকোল', ক'র ওকার কাটা (১১৬।১।৭); ১০ 'আতভড়ি আত জিঅা আপুত বণে' (১১৬।২।১); ২৩ মধুমত্ত'র পূর্ব্বে একটি মধু' বেশী (১১৬।২।৫); ২০৮-৩ চণ্ডীদাসে', সে'র একার তো° (১১৬।২।৭); ২০৯-১ 'অশরীরশাবেশবসাম্বিক্ষ্যরশালসঃ' (১১৭।১।৭); ১৭ 'লোক কেহো' তো° (১১৭।১।৭); সংহতী', ক' কাটিয়া তো° হ' করা (১১৭।২।৫); ২১৩-৩ ফুল', ল' তো° (১১৯।১।৬); ২১৫-২২ অষ্ট' স্থানে পুষ্ট' (১২০।২।৪); ২৫ বদরী' স্থানে বদধী' (১২০।২।৪); ২১৭-১৪ নাহিঁ', হিঁ' তো° (১২১।১।৭); ২৫ আমিঅাঁ' তো° (১২১।২।২); ২১৮-১৯ (মাল)' আদর্শে নাই; ২১৯-৫ রাধিকয়াতিদধে' (১২২।১।২); ২২০-৩ মোরে', র'র একার তো° (১২২।২।৩); ৫ মহারোষমতী' (১২২।২।৪); ৬ রাধিকামাধিবতী' (১২২।২।৪); ১৭ 'আপরাধ কৈল', আগু আকার ও কৈল'র লকার তো° (১২২।১।৭, ১২৩।১।১); ২২২-১ মাধব' (১২৩।২।৪); ২২৫-১৭ কুসুমববামে' (১২৫।২ ২); ২২৯-৩ ইহার পর 'সব কোপ পণ্ডিলোঁ' কাটা (১২৭।১।৩); ২৩০-১ 'দিল নয়ন ঘন ঘনে' (১২৭।২।২); ৩ বসন' (১২৭।২।৩); ২৩১—যমুনান্তর্গগত' ; ২৩৪-৫ তিতিখনে' কাটিয়া 'সেই থানে' করা (১২৯।২।২); ২৩৮-২ কেহো ঘন ঘন', ১ম ঘন'র নকার তো° (১৩১।২।৬); ২৩৯—যমুনাখণ্ডান্তর্গগত' (১৩২।২।২); ২৪০-৯ গজগড়ি', গজ' শব্দ তো° (১৩২।২।৫); ২৪২-২১ আওটোঁ'র আও' কাটা ও তৎস্থলে তো° ঘা' (১৩৩।২।৫); ২৪৪-১৪ নয়নে', ন'র একার তো° (১৩৪।২।৬); ২৪৫-১ পরুষম্বাচ' (১৩৫।১।৩); ১০ চক্রপাণী' কাটিয়া তো° কাহ্নাঞিঁ' (১৩৫।১।৬); ২৫০-১৬ কানতে' স্থলে কানড়ে' (১৩৮।১।১); ১৮ 'ধীরেঁ ধীরেঁ যাহা', ১ম ধীরেঁ' কাটা এবং যাহা'র হা' তো° (১৩৮।১।১); ২৫১-৩ করহ', হ' তো° (১৩৮।২।২); ১৯ মন্দ' তো° (১৩৮।২।৪); ২৫২-২৪ পাণী'র পর তোষি'

লেখা ও কাটা (১৩৯।১।৬) ; ২৫৩-২৩ 'সমাস্মাস পুরস্মরং' (১৪০।১।১) ; ২৫৪-১০ ডরে' তো° (১৪০।১।৫) ; ১২ জলে' তো° (১৪০।১।৬) ; ২৫৬-১ ডুপেঁ' (১৪১।১।৩) ; ১৬ একলা', কলা' তো° (১৪১।২।১) ; ১৭ কাহ্নাঞি' তো° (১৪১।২।১) ; ১৮ 'হেন বুলিব্দে লোকে', ব'র একার কাটা এবং তৎস্থলে তো° স' (১৪১।২।২) ; ২৫৮-১ 'সখী সখিবৃতাং রাধাং' (১৪২।১।৪) ; ২ 'জগাম-গারমাগারং' (১৪২।১।৪) ; ২৫৯-১ 'অধিরজনীবিরামং……মাধবোন্বেষণায়' (১৪২।২।৩) ; ৩ ব্যহদাহং' (১৪২।২।৪) ; ২৬০-২৪ 'বলনীত পরীধানং ভূষণং' (১৪৩।২।৫) ; ২৬১-২১ 'তামেবোপহসন্' (১৪৪।১।৬) ; ২৬৩—'ইতি যমুনা-খণ্ডান্তিগগত', ইতি' কাটিয়া তো° অথ' (১৪৪।২।৪) ; ২৬৫-১ মনে', ন'র একার তো° (১৫২।২।৫) ; ৩ চ্যুতসম্পদঃ' (১৫২।২।৬) ; ১৯ ফুলায়িল', য়িল' তো° (১৫৩।১।৪) ; ২৬৬-২০ 'ইতি যমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ' (১৫৩।২।৬) ; ২৬৭-২ 'জগাদ জগতী তস্যাঃ করিষ্যমুচিতং ফলং' (১৫৪।১।১ ; ২৬৮-২২ জরত্যা' (১৫৪।২।৭) ; ২৬৯-১ ক্রীড়া' তো° (১৫৪।২।৭) ; ২৭০-৭ কুসুম', সু' তো° (১৫৫।২।১) ; ২৭৪-১১ তোষিব', সহি' কাটিয়া তোষি' করা (১৫৭।২।৪) ; ১৯ চণ্ডীদাসে', স'র একার কাটা এবং 'বাসলীগণে' তো° (১৫৭।২।৭) ; ২৭৫-৪ এআ' পুথিতে নাই ; ২৭৯-২০ হরিমন্ত্রতা' (১৬০।২।৬) ; ২১ তদ্বচসংপ্রাপ্য' পুথিতে সংপ্রাপ্য' নাই ; ২৪ তোক্ষে' তো° (১৬০।২।৭) ; ২৮১-১৭ বুইলোঁ', মা' কাটিয়া তো° বু' করা (১৬২।১।১) ; ২৮৪-২৩ তোর' তো° (১৬৪।১।৩) ; ২৮৫-১৪ বড়ায়ি' তো° (১৬৪।২।১) ; ২৮৭-২১ মাণিকেঁ', ণিকেঁ' তো° (১৬৫।২।৭) ; ২৯১-১৩ আধর' পুথিতে নাই ; তারপিল', রকার কাটা (১৬৮।১।১) ; ২৯২-২১ বাণখণ্ডঃ' (১৬৮।২।৫) ; ২৯৩-২ 'আলসকুলতারঙ্গাৎ' (১৬৮।২।৬) ; ১৮ রাধা' তো° (১৬৯।১।৫) ; ২৯৪-৩ বংশনিনদং' (১৬৯।১।৭) ; ২৯৬-১৬ (বড়ু)' আমাদের ধৃত পাঠ ; ২৯৭-২ দেব' তো° (১৭০।২।৬) ; ১১ মোর' তো° (১৭১।১।২) ; ২৯৯-২ কুলে', ল'র একার তো° (১৭২।১।১) ; ১০ আইহনের', র' তো° (১৭২।১।৪) ; ৩০১-১ একতালী' তো° (১৭৩।১।২) ; ৪ আণিআঁ'র আঁ' কাটা (১৭৩।১।৩) ; ৮ আণিবোঁ', পুথিতে বোঁ' মাত্র আছে (১৭৩।১।৪) ; ৩০৩-৬ মধুরা' (১৭৪।১।২) ; ৩০৪-১ প্রেরিত' (১৭৪।১।৭) ; ১০ তাহার' পুথিতে তা' নাই (১৭৪।২।৩) ; ৩০৭-১৮ বড়াই' তো° (১৭৬।২।৩) ;

৩০৮-১৫ এখন', এ' তো (১৭৭।১।৩); ৩০৯-৩ শ্রীরঘুনন্দন' (১৭৭।১।৭); ১৭ রাধা' (১৭৭।২।৪); ৩১০-৩ যতনে', ন'র একার তো° (১৭৮।১।১); ১৮ নিদ্রালু' (১৭৮।১।৬); ৩১৬-১৮ পুন' (১৮১।১।৬); ৩২২-৯ রাধা' (১৮৪।১।৭); ৩২৩-১৪ কংশারি' (১৮৫।১।৩); ৩২৫-৯ ইহার পর আল রাধা ॥' (১৮৬।১।৩); ৩২৬-১৬ নেতে', নে' তো° (১৮৬।২।৭); ৩২৭-৬ ল কাহ্নাক্রি' পুথিতে নাই; ২১ 'বাঁশী দেহ আনী', পুথিতে দেহ' ও আনী'র মধ্যে পুনরায় বাঁশী' আছে (১৮৭।২।২); ৩৩০-৬ (শিরে)' পুথিতে নাই; ৩৩৯-৭ নেত', ত'র একার কাটা (১৯৩।২।৫); ১৬ কাহ্ন' তো° (১৯৪।১।১); ১৯ চাহিহ' তো° (১৯৪।১।২); ৩৪০-৫ কাহ্নে' হ্ন'র একার তো° (১৯৪।১।৭); ২০ পাহ', হ'র আকার কাটা (১৯৪।২।৫); ৩৪২-১ যেহ্ন মনে', হ্ন'র একার কাটা এবং মনে' তো° (১৯৫।১।৬); ২৫ মোরে', মো' তো° (১৯৫।২।৭); ৩৪৩-১১ তোহোর', হো' তো° (১৯৬।১।৩); ১৬ যোলহ', হ' তো° (১৯৬।১।৪); ২৩ বা' তো° (১৯৬।১।৬); ৩৪৪-১ অশরীরশর' (১৯৬।১।৭); ২ গতসাচতভিঃ' (১৯৬।১।৭); ৪ অভি-মন্যুজননী', জননী'র নকার কাটিতে ভুলক্রমে নী' কাটা (১৯৬।২।১); ৩৪৬-২১ বন' তো° (১৯৭।২।৭); ৩৪৭-১১ রাধা' তো° (১৯৮।১।৫); ১৩ সফল', ক' কাটিয়া তো° ফ' করা (১৯৮।১।৬); ১৭ সে তো' তো° (১৯৮।১।৬); ৩৪৯-১৫ মোরে' তো° (১৯৯।১।৬); ২৪ আশে', আ' কাটিয়া তো° বা' করা (১৯৯।২।১); ৩৫২-১ রাধামাধবমুন্বিষ্য' (২০০।১।৩); ৩৫৫-৮ তোক' তো° (২০২।১।৭); ২০ আইহনের', আই' তো° (২০২।২।৭); ৩৫৬-২২ রূপ' তো° (২০৩।২।৪); ৩৫৭-২ দোষ', ষ'র একার কাটা (২০৩।২।৬); ১৩ তোর', র' তো° (২০৪।১।২); ১৫ ইহার পর 'কিসক পাতসি রাধা' ইত্যাদি লেখা ও কাটা (২০৪।১।৩); ৩৫৮-১৬ রাধা'র পর কাহ্ন' আছে (২০৪।২।৬); ৩৫৯-১৫ 'চিরাদ মধুরাং' (২০৫।১।৫); ১৬ রম্যা'; ১৭ বঙ্গালবরাড়ী', রাগঃ' পুথিতে নাই; ৩৬০-২ ধরেঁা', রকার কাটিয়া তো° 'রেঁা' (২০৫।১।৭); ১৬ আভাগী ল', ল' পুথিতে নাই; ২৫ 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস' পুনরায় 'গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস' (২০৫।২।৬); ৩৬২-১ জবে' তো° (২০৬।১।৬); ৩ আর' তো° (২০৬।১।৭); ৬ মোরে' তো° (২০৬।২।১);

১৫ নেহার', হ'র আকার ও র' তো° (২০৬।২।৪) ; ৩৬৩-১০ 'কেহে চাহসি আন্ধারে' (২০৭।১।২) ; ৩৬৪-১০ সরস' কাটিয়া তো° কৃষ্ণ' করা (২০৭।২।১) ; ৩৬৫-৭ মোরে' তো° (২০৮।১।২) ; ৩৬৬-২ রাধা' তো° (২০৮।২।৩) ; ৩৭৩-১ মোক', ক' তো° (২১২।২।২) ; ৩৭৯-১ ইহার পর 'নাহং মনসি রাধায়া' ইত্যাদি কবিতা লেখা ও কাটা (২১৫।২।৪-৫) ; ৩৭৯-৮ তোহ্মার শরণে' হ্মা' তো° এবং দরশনে' কাটিয়া শরণে' করা (২১৫।২।৭) ; ৩৮০-১ কিন্থু' (২১৬।২।১) ; ৪ সুতনস্তনোতি' (২১৬।২।১) ; ৩৮১-১ 'মুদিতায়া প্রমোদিতঃ' (২১৭।১।৩) ; ৩৮২-৫ রাধিকা' (২১৭।২।৫) ; ৬ মগুণেত্যাদি (২১৭।১।৫) ; ৮ ক্রমাতঃ' (২১৭।১।৬) ; ৩৯১-২৩ কালং' (২২২।২।৫) ; ৩৯৪-১৭ 'জাণে বাথ ন জাণে বা' (২২৮।২।১) ; ৩৯৫-১৫ সুথ', সু' তো° (২২৫।১।১) ; ৩৯৬-১৬ 'রাধিকামগ্ননিঃশেষ নাগরো' (২২৫।২।৩) ।

সংশোধন ও সংযোজন

[সংখ্যাদ্বয়ের প্রথমটি পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয়টি পঙ্‌ক্তির সূচক]

সংশোধন

১-১ পৃথুভারব্যথাং ; ৩-৩ নাহিঁ ; ২১ মাহাবীর ; ৭-৭ দৈবেঁ ; ১১-১৯ সত্যৌ সত্যৌ ; ১২-৩ যেহ্ন ; ১৩-২০ আন্থরে ; ২১-১৬ পতি যোগ ; ২৬-১৮ দূতা পাঠাইবোঁ ; ২৭-৭ তোহ্মার ; ১৬ বাপ ; ২৯-২২ কালক্ষেপাসহঃ শুচি, (আদর্শে 'কালক্ষেপসহস্থচি', ১৪।২।৪) ; ৩০-১১ হৈলেঁ ; ৩৩-৮ কাহ্নাঞি ; ১৩ চন্দ্রাবলী ; ১৮ তোহ্মে ; ২১ পতি যোগ ; ৩৪-১২ বাএ ; ৩৫-২৪ রাধায়াঃ ; ৩৬-৪ কথাঁ ; ৩৯-৭ রাধায়াঃ ; ৪১-১৮ পতি যোগ ; ৪২-২ দেহ ত ; ৪৭-১২ বিকে রঙ্গে ; ৫১-১৩ শ্রুত্বা ; রাধা ভয়ভরাতুরা ; ১৬ জরতীং ; ৫২-১৩ রাধায়াঃ ; ১৬ আহ্মেত ; ৫৮-২১ যুতী' (মনে হয়, পৃ° ২৯।২।৭) ; ৬২-১৫ রাধায়াঃ ; ৬৪-১৩ পতিআশে ; ১৫ রাধায়াঃ ; ২২ বিলাহ ; ৬৭-২২ রাধায়াঃ ; ৭১-১০ নপুংসক ; ১১ পতি যোগ ; ৭২-১ আপণা ; ২ চণ্ডীদাসে ; ৭৩-২ মুখ ; ২৫ বিকল ; ৭৪-১৪ যথাধিভবতো ; ৭৫-১১ মৌনমাস্থায় চিরমেকতঃ ; ২২ সোনার ; ৭৬-৮ যুতী (৩৮।২।১) ; ৭৭-১৫ স্বণ ল ; ৭৮-১১ জাএ ল ; ৭৯-৬ খেলাইএ ; ৭ কংস রাজ ; ১৯ যুতী (৪০।১।৬) ; ৮৪-২৪ কে না ; ৮৬-২১ হেনক হোছাল ; ৮৯-৬ রাধায়াঃ ; ৯৭-১৭ ঘোসসি ; ৯৮-২১ নালে ; ১০৮-৫ ভআঁ ; ১১৬-৩ দেখাযসী ; ১১৮-১৬ নালে ; ১২১-১২ অপণেহি ; ১২২-১২ প্রতি যোগ ; ১২৩-১৬ তোহ্মে ; ১৮ অপোষ ; ১২৬-১৮ বড় ; ১২৮-১২ প্রতি যোগ ; ১৩ মাহাজন ; ১৫ তক্রবিক্রয়নবুদ্ধ্যা ধিয়া ; ১৩৩-১৮ আলিঙ্গন ; ১৩৭-২০ মনের ; ১৩৯-২ প্রাপ্য বুদ্ধিবিভবন্ময়া সহ ত্রাণমেণনয়নাগতা গৃহং ; ৪ মথুরাং ; ৮ গতিমাতন্থ স্বকাপি, (পুথিতে 'গতিমাতন্থনকাপি', ৭১।২।৫) ; ১৯ বিচ নিঅাঁ ; ১৪৫-২ পারকর ; ১৪৭-১৬ মধুসূদনং ; ১৫০-১৯ প্রতি যোগ ; ১৫৮-২ যমুনাক ; ১৬০-৯ রাধা দরভয়াতুরা ; ১৬২-৫ রসাবেশবশো হরি ; ৬ পয়োন্তর-গতামেতাং চিরমেবমধারয়ৎ ; ১৬৩-৩ কৃতদূষণাং ; ১৬৯-২ বেণুআ ; ৫

অথাভিমন্যুজননীং ; ৬ পদ্মনাভহিতাশয়া ; ১৭০-৩ পয়ো দধি ; ৪ রাধা দরভয়াতুরা ; ১৭৬-১৬ করিআঁ ; ২১ বাধা ; ১৮১-৩ পুরুব ; ১৮৪-২০ ঝাঁট ; ২৪ সাথিএঁ ; ১৮৫-১৯ সুখেঁ রাজ করে কংস ; ১৮৮-১ লোক ; ১০ পুরিবোঁ ; ১৯১-৮ আধিকারী ; ১৯২-৬ জায়িতেঁ ; ১৬ দীয়তাম্মা বিলম্ব্যতাং ; ১৯৮-১৬ পুড়ী ; ২০৬-২ গন্ধটগর ; ২০৭-৬ সুগন্ধেসরী ; ৯ চাম্পাতী ; ২১৯-৬ বিহিংং, (পুথিতে বিহিত', ১২২।১১৩) ; ৯ ফুল ধাড়ী ; ২২৫-৩ কাহ্নাঞি ; ২৩১-১৮ ভরুত ; ১৯ রাখোআল ; ২৩৩-১৩ আনাথ ; ২৪১-১৬ সখি ; ২৫৩-২২ জরতীবচসা ; ২৬৭-১১ আবসে ; ১৩ পাএ ; ২৬৮-১ নিবারিলোঁ ; ২৮৪-২০ যাবত ; ৩০০-২৬ বড়ু, গণে ; ৩০১-৪ কাহ্নাঞি ; ৩১২-১৬ মুকুতার (১৭৯।১৪) ; ৩১৪-৪ আল হে রাধা ; ৩১৮-২ তোহ্মার ; ৩২৮-১ আবগাহী ; ৩৩৫-২ বনমালী ; ৩৪০-১৮ পাহা ; ৩৪১-১৯ পিক্কি বউল পুষ্পের ; ৩৪৪-২১ প্রতি বোল ; ৩৫২-১৪ আছিলোঁ ; ২২ করে ; ৩৫৭-২ আহ্মার ; ৩৭০-.৬ দুর্থদিআঁ ; ৩৭৮-৮ কুসুমশর ; ৩৮৫-.৯ আসার ; ৩৯৩-৫ প্রাণনাথ ; ৪০৮-৬ পরিচারক ; ৯ বিশালাক্ষী' কাটা ; ৭১৮-৯ ভব গঙ্গ গহণ গম্ভীর বেগে বাহী। দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী॥ ; ৪২০-১৬ বিশালাক্ষী' স্থানে বাসুলী' ; ৪২৯-৫ দোকান' স্থানে 'পণ্য দ্রব্যের আধার' ; ৪৩০-৪ দুদ্ধবিকৃকইনী ; ৪৪৮-৩ সেই কারণে-ই ; ১১ 'পাতিযোগ—যোগ্য, উপযুক্ত', স্থানে 'পতি—প্রতি, পক্ষে। যোগ—যোগ্য, উপযুক্ত' ; ১৪ 'অছিদ্রা, চতুরা' ইত্যাদি স্থানে 'কপটমতি, ধূর্ত্তা। স° ছি দ্র রী শব্দ তুল°। নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ধৃষ্টা অর্থে ছ্যা দা র শব্দ প্রচলিত' ; ৪৬৮-১৪ অহে সখি অহে সখি' ইত্যাদি ; ৪৮৭-১৩ 'প্রগল্ভ, ধৃষ্ট। বা° তোঁদড় বা চোঁদড় শব্দ তুল°' স্থানে 'ধূর্ত্ত, শঠ। স° ছি দ্র র শব্দ তুল°' ; ৫০১-৭ 'বিষের অধিষ্ঠাত্রী মনসা দেবী' স্থানে 'বিষভরী, বিষে ভরা বা বিষপূর্ণা' ; ৫০৩-১০ 'পাইতেছে' স্থানে 'পাইবে' ; ৫১১-১৯ 'মুরলী শ্রেণীর বাঁশী' ইত্যাদি স্থানে 'মোহারী, মোহরি প্রভৃতি শব্দ মধুরী'রই রূপভেদ। শুষিরজাতীয় বাদ্য।' ৫১৪-৭ কহোচাল' স্থানে হোছাল' ; ৫১৬-১৬ 'মূল্য, কর' স্থানে আসল' এবং 'আপার (?) বিস্তর' স্থানে 'ফাঁক, ফরসা' ; ৫২৫-৮ তোহ্মাহো ; ৫৬২-২৪ আকুলাম্বিত ;

৫৭৩-১৮ সম্মত ; ৫৭৮-৯ তোলবোল ; ৬৫০-৫ 'প্রবেশ করি', স্থানে 'প্রবেশ করুক' ; ৬৫১-১৮ দুস্তর' স্থানে দুরবগাহ'।

সংযোজন

৪০১-৩ কংসধ্বংসে' পদের পূর্ব্বে 'সত্বর' সংযোজ্য।

৪১০-১০ 'আনচান—'শব্দের পর '(=আনছান=আন-ছন্দ, অন্য প্রকার)' হইবে।

৫১৮-৮ 'এ কালিনী কে?' প্রশ্নের পর 'সম্ভবতঃ কা লি নী মা এ একপদ এবং কা ণে লী মা তঃ শব্দেরই বিকারে উৎপন্ন। পরবর্ত্তী পদে,—পাছেঁ ডাক দিল কালিনী মাএ (পৃ° ২৩২); ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, ৪র্থ সর্গে,—মা বাপে ডাকিয়া বল ব্যাটা কেটে দে। কালিনী মাএর প্রাণে ইহা সহে কে॥' সংযোজ্য।

৫৩১-৮ ঐ' শব্দের পর ওখানে' সংযোজ্য।

৫৩৬-১ 'বিরহ' শব্দের পর 'বি চ্ছো হো বি র হে—দে° না° মা°' যোগ করিতে হইবে।

৫৭২-৮ 'দুঃখ, যাতনা'র পর 'পথ অর্থও হইতে পারে।' যোগ করিতে হইবে।